তাফসীরে ইবনে কাছীর

সপ্তম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

সপ্তম খণ্ড

(পারা ১৬ থেকে পারা ১৭ পর্যন্ত)

সূরা মারইয়াম থেকে সূরা মু'মিনূন পর্যন্ত

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তাফসীরে ইবনে কাছীর (সপ্তম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত

ইফা প্রকাশনা : ১৯৯৮/১ (রাজস্ব)
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0588-7

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০১

দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারি ২০১২
পৌষ ১৪১৮
সফর ১৪৩৩

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আইউব আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৩৪০.০০ টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (7th Volume) : Commentary on the Holy Quran Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538 January 2012

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 340.00 ; US Dollar : 10.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত এই সমস্যা ও অনুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে

তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। গ্রন্থটির ৭ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে আমরা আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'' (তাফসীরুল কুরআনিল কারীম)-এর অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলশ্রুতিতে আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির সপ্তম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা মারইয়াম

(পারা-১৬)

সূরা নাযিলের সময়	২৫
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ	২৬
বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আ) কর্তৃক সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা	২৬
আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ	২৮
সন্তানরূপে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে প্রাপ্তির সুসংবাদ	৩০
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ	৩২
হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)-এর গুণাবলী	৩৫
হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে মাতাপিতার অনুগত থাকার নির্দেশ	৩৮
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের শুভ সংবাদ	৪০
হযরত মারইয়াম কে ছিলেন?	৪১
বিবি মারইয়ামের সাথে হযরত জিবরীল (আ)-এর সাক্ষাৎ	৪৩
বিবি মারইয়াম মহান আল্লাহর ফয়সালা একান্তভাবে মানিয়া লইলেন	৪৭
মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে হযরত মারইয়ামকে সান্ত্বনা ও নিয়ামত প্রদান	৫১
হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদের প্রতিবাদ ও হযরত ঈসা (আ)-এর গুণাবলী ও মু'জিযাসমূহ	৫৫
মহান আল্লাহর সন্তান গ্রহণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট	৬৪
হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বাতিলপন্থি ইয়াহুদীদের মতবিরোধ	৬৫
পথভ্রষ্টদের করুন পরিণতি	৬৬
জান্নাতীগণ চিরকাল জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে	৭০
হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর মূর্তিপূজক পিতার বিবরণ	৭৩
হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক তাঁর পিতাকে ইসলামের দাওয়াত	৭৪
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে পিতার সম্পর্কোচ্ছেদ	৭৬
পিতার সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সদ্ব্যবহার	৭৭

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমত ৭৯
হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বিবরণ ৮১
হযরত ইসমাঈল (আ)-এর গুণাবলী ৮৪
পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচানোর নির্দেশ ৮৭
হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর গুণাবলী ৮৮
বিভিন্ন নবীগণের প্রসঙ্গ ৯০
নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নামায তরক করার ভয়াবহ পরিণতি ৯৩
চিরস্থায়ী শান্তি লাভের উপায় ৯৮
বেহেশতবাসীগণের প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামত ৯৯
হযরত জিব্‌রীল (আ) বিলম্বে নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ ১০২
মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রসঙ্গ ১০৫
কাফির ও মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি ১০৭
পুলসিরাত পার হওয়া সম্পর্কে ১০৮
কবীরা গুনাহকারী মু'মিনদের জন্য শাফায়াত ১১৫
মু'মিনদের উপর কাফির ও মুশরিকদের মিথ্যা মর্যাদার দাবী ১১৬
কাফির ও মুশরিকদের অসার অহংকার ১১৮
মু'মিনদের প্রতি মহান আল্লাহর হিদায়েতের কথা ১২০
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও 'সুবহানাল্লাহ'র ফযীলত ১২০
এক কাফিরের পুনর্জীবন সম্পর্কে উপহাস ও মিথ্যা দাবী ১২১
আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ইলাহ স্থির করার ভয়াবহ পরিণতি ১২৪
মুত্তাকীগণ আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত অতিথি ১২৭
মুত্তাকীগণের জন্য আল্লাহর তা'আলার মেহমানদারী ১২৮
মহান আল্লাহর সন্তান গ্রহণ করার মত জঘন্য মতবাদ ও আল্লাহর সহিত শিরক করার ভয়াবহতা ১৩৩
ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশতা ও সৃষ্টিকুলের ভালোবাসা ১৩৬

সূরা তোহা

(পারা-১৬)

সূরা তোহার ফযীলত ১৪১
পবিত্র কুরআন নাযিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান ১৪৩

পবিত্র কুরআন নাযিল মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ ১৪৪
আসমান, যমীন ও মাটির নিচে অবস্থিত বস্তু প্রসঙ্গে ১৪৫
হযরত মূসা (আ) প্রসঙ্গ ১৪৮
আল্লাহ তা'আলার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর কথোপকথন ১৫০
কিয়ামত সংঘটন গোপন রাখা হইয়াছে ১৫২
হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা ১৫৪
হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ ১৫৯
হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ ১৬১
হযরত মূসা (আ)-এর জিহবার জড়তা দূর হওয়া ১৬২
স্বীয় ভাইয়ের জন্য দুনিয়াতে সবচাইতে উপকারী ছিলেন হযরত মূসা (আ) ১৬৩
হযরত মূসা (আ) কর্তৃক তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ)-কে নবী বানানোর দু'আ কবুল হওয়া ১৬৩
হযরত মূসা (আ)-এর শিশুকাল ১৬৫
পরম শত্রুর গৃহে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ) ১৬৬
ফির'আউন গৃহে পুত্ররূপে হযরত মূসা (আ) ১৬৭
হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা ১৬৮
হযরত মূসা (আ) মাদইয়ানে ১৭৫
আট বছর ছাগল চরানোর শর্তে হযরত মূসা (আ)-এর বিবাহ ১৭৬
মহান আল্লাহর নির্দেশে মিসর আগমন ১৭৭
মিসরে ফির'আউনের সাথে বিতর্ক ও মু'জিযা প্রদর্শন ১৭৮
বনী ইসরাঈলদের মিসর হইতে মহান আল্লাহর নির্দেশে বাহির হইয়া আসা ১৮০
ফির'আউন তাহার দলবলসহ নীলনদে ডুবিয়া মরা ১৮০
হযরত মূসা (আ)-এর কাওমের কিছু লোকের গো-বৎস পূজা ১৮১
গো-বৎস ও উহার পূজারীদের শাস্তি ১৮৪
বনী ইসরাঈলের সত্তর ব্যক্তিকে নিয়ে হযরত মূসা (আ)-এর তূর পর্বতে গমন ১৮৪
হযরত মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য ১৮৫
বনী ইসরাঈলের ৪০ বৎসর ময়দানে আবদ্ধ থাকা ১৮৬
রূহানী জগতে হযরত মূসা (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর বিতর্ক ১৮৮
হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে ফির'আউনের নিকট তাওহীদের বাণী পৌঁছানোর নির্দেশ ১৮৮

ফির'আউনকে নম্রভাবে উপদেশ দেওয়ার নির্দেশ ১৮৯

হযরত মূসা (আ)-এর প্রার্থনা এবং ফির'আউনের বাড়াবাড়ির আশংকা ১৯২

হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর ফির'আউনের দরবারে গমনের বর্ণনা ১৯৩

ফির'আউন কর্তৃক আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার ১৯৬

হযরত মূসা (আ) কর্তৃক আল্লাহর পরিচয় ফির'আউনের নিকট তুলিয়া ধরা ১৯৬

হযরত মূসা (আ) কর্তৃক মানুষের প্রতি আল্লাহর ব্যাপক অনুগ্রহের কথা তুলিয়া ধরা ১৯৮

হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ফির'আউন কর্তৃক যাদুকর হওয়ার মিথ্যা অপবাদ ২০০

হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ফির'আউনের যাদুকরদের মুকাবিলার সময় নির্ধারণ ২০১

ফির'আউন কর্তৃক মিসরের নামকরা বিপুল যাদুকরদের সমাবেশ করন ২০২

হযরত মূসা (আ)-কে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাদুকরদের সমাবেশ ও পরবর্তী ঘটনা ২০৫

যাদুকরদের ঈমান গ্রহণ ২০৭

ঈমান গ্রহণকারী যাদুকরদের প্রতি ফির'আউনের শত্রুতা ২০৯

ফির'আউন কর্তৃক ঈমানদারগণকে শহীদ করা ২১০

ঈমান গ্রহনকারী যাদুকরদের কর্তৃক ফির'আউনকে উপদেশ ২১২

গুনাহগার মু'মিনদের শাস্তির পর দোযখ থেকে মুক্তি ২১২

বেহেশতে জান্নাতীগণের মর্যাদার স্তর ২১৩

আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে যাত্রা ২১৫

আল্লাহ কর্তৃক নীলনদের মাঝে বনী ইসরাঈলের জন্য শুষ্ক পথ বানাইয়া দেওয়া ২১৬

আশুরার রোযা প্রসঙ্গে ২১৮

মহান আল্লাহর গযব ও শাস্তির কারণ ২১৮

বনী ইসরাঈল কর্তৃক মূর্তিপূজার অভিপ্রায় ব্যক্ত এবং হযরত মূসা (আ)-এর তিরস্কার ২২১

হযরত মূসা (আ)-এর তূর পাহাড়ে গমন ২২১

সামিরী কর্তৃক গো-বৎস তৈরী ২২২

হযরত হারুন (আ) কর্তৃক গো-বৎস পূজা করিতে নিষেধ করা ২২৬

হযরত মূসা (আ) কর্তৃক হযরত হারুন (আ) কে তিরস্কার করা এবং হযরত হারুন (আ)-এর বক্তব্য ২২৭

হযরত মূসা (আ) কর্তৃক সামিরীকে জিজ্ঞাসা ও জবাব ২২৮

গো-বৎসটির সর্বশেষ পরিণতি ২৩০

পবিত্র কুরআনকে না মানার পরিণতি ২৩২

হযরত ইস্রাফীল (আ) কর্তৃক শিঙ্গা ফুৎকার এবং কিয়ামতে অপরাধীদের অবস্থা ২৩৩

কিয়ামত দিবসে পাহাড় পর্বতের অবস্থা কি হইবে? ২৩৫

মহান আল্লাহর দরবারে কাহার সুপারিশ গৃহীত হইবে ২৩৭

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শাফায়াত ২৩৮

পবিত্র কুরআন সতর্কবাণী ও উপদেশ ২৪১

পবিত্র কুরআন নবীজী (সা)-কে মুখস্থ করানোর দায়িত্ব ছিল আল্লাহ তা'আলার ২৪১

ইলম-জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা ২৪২

হযরত আদম (আ) প্রসঙ্গ ২৪৪

হযরত আদমের জান্নাতে অবস্থান এবং শয়তান কর্তৃক ধোঁকা দেওয়া ২৪৬

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে হযরত আদমের জান্নাতী পোশাক অপসৃত হওয়া ২৪৬

রূহানী জগতে হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ)-এর বিতর্ক ২৪৭

আল্লাহর হুকুম অমান্য এবং রাসূলের আনীত আদর্শ অস্বীকার করার পরিণতি ২৪৯

মহান আল্লাহর বাণী : مَعِيشَةً ضَنكًا 'কষ্টদায়ক সংকীর্ণ জীবন'-এর ব্যাখ্যা ২৫০

কিয়ামত দিবসে কাফিরদের অন্ধ হওয়া ২৫১

আল্লাহদ্রোহীদের শাস্তি ২৫৩

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের আনীত হিদায়েতকে অমান্য করিয়া যাহারা ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা ২৫৪

ফজর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাযের নির্দেশ ২৫৫

জান্নাতবাসীগণ মহান আল্লাহকে সচক্ষে দেখিতে পাইবেন ২৫৬

ভোগবিলাসে নবী করীম (সা)-এর অনাসক্তি ২৫৮

পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম হইতে বাঁচানো এবং নামাযের আদেশ দেওয়া ২৫৮

পরিবারে অভাব অনটন কিংবা দুনিয়াবী পেরেশানী দেখা দিলে বেশীবেশী নামায পড়িতে হইবে ২৬০

পবিত্র কুরআনের মত অনন্য নিয়ামত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদান ২৬২

পবিত্র কুরআন নবী করীম (সা)-এর চিরস্থায়ী মু'জিযা ২৬৩

পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে না মানার ভয়াবহ পরিণতি ২৬৪

সূরা আম্বিয়া

(পারা-১৭)

সূরা আম্বিয়া নাযিলের সময় ২৬৫
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং মানুষের অবহেলা ও গাফেলতির মধ্যে লিপ্ত থাকা ২৬৬
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও নিরুৎসাহের জন্যই এই সূরার নাযিল ২৬৭
ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে কিন্তু পবিত্র কুরআন অমিশ্রিত ও নির্ভেজাল ২৬৮
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল তথ্য বিদ্যমান ২৬৮
পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কাফিরও মুশরিকদের অশোভন মন্তব্য ২৬৮
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কাফির ও মুশরিকদের অযৌক্তিক দাবী ২৬৯
আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর কটূক্তি ২৭০
হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ও তাঁর মর্যাদা ২৭০
কাফির ও মুশরিক কর্তৃক মানুষ নবী হওয়াকে অস্বীকার সম্পর্কে মহান আল্লাহর প্রতিবাদ ২৭১
পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও উহার গুরুত্ব অনুধাবনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ২৭৪
কাওমে নূহ সহ বহু জাতিকে নিপাতের সংবাদ ২৭৪
মহান আল্লাহ কর্তৃক আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অনর্থক নয় ২৭৬
ইয়াহুদী ও নাসারা কর্তৃক মহান আল্লাহর পুত্র ও কন্যা থাকার নিরেট মিথ্যাচারের প্রতিবাদ ২৭৭
মহান আল্লাহর চির অনুগত ফিরিশতাগণের মর্যাদা ও কার্যাবলী ২৭৮
মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহ স্থির করার প্রতিবাদ ২৭৯
সকল নবী-রাসূলগণই ছিলেন তাওহীদের প্রচারক ২৮১
"ফিরিশতাগণ আল্লাহ কন্যা" মুশরিকদের এ জঘন্য উক্তির খণ্ডন ২৮৩
মহান আল্লাহর শক্তি, সাম্রাজ্য ও প্রতাপের বিবরণ ২৮৫
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ২৮৬
প্রত্যেক বস্তুর মূলই হলো পানি ২৮৬

পাহাড় ও গিরিপথ সৃষ্টির রহস্য ২৮৭
সুবিশাল আসমানকে নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, সুবিস্তৃত যমীনকে নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বত দ্বারা সাজানো এবং চন্দ্র-সূর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে ২৮৮
চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তন ২৮৯
মানুষ মরণশীল, চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ নাই ২৯০
বিপদ-আপদ ও সুখ-দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষা ২৯০
আবু জেহেল ও অন্যান্য কাফির কর্তৃক নবী (সা)-এর সাথে বেয়াদবী ২৯১
মানুষের ব্যস্ত স্বভাব ২৯২
শুক্রবারের ফযীলত ২৯২
কাফিরদের জন্য আল্লাহর শাস্তি ২৯৩
কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে নবী করীম (সা) কে সান্ত্বনা ২৯৫
মুশরিকদের গুমরাহ থাকিবার মূল কারণ ২৯৭
কঠিনতম হিসাবের প্রতিশ্রুতি ২৯৮
কলেমায়ে তাইয়্যেবার ফযীলত ও বরকত ২৯৯
গোলাম আযাদ করিবার ফযীলত ৩০১
'ফুরকান' অর্থ কি? ৩০২
হযরত ইব্রাহীম (আ) শৈশব কালেই সত্যের সন্ধান লাভ করিলেন ৩০৩
মূর্তিপূজা সম্পর্কে পিতার সহিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কথাবার্তা ৩০৪
হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর মূর্তি ভাঙ্গার শপথ ৩০৬
হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক মূর্তি ভাঙ্গা এবং পরবর্তী ঘটনা ৩০৭
হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক তিনটি অসত্য উক্তি ৩০৮
হযরত সারাহ (রা) ও যালিম বাদশাহ ৩০৮
হযরত ইব্রাহীম (আ) মূর্তি ভাঙ্গার বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইলেন ৩১০
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) ৩১১
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় হযরত ইব্রাহীম (আ) কি দু'আ পড়িয়াছেন ৩১২
মহান আল্লাহর নির্দেশে আগুন হযরত ইব্রাহীমের কোন ক্ষতি করিল না ৩১৩
গিরগিট হত্যা সম্পর্কীয় হাদীস ৩১৪
অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তির পর হযরত ইব্রাহীম (আ) ইরাক হইতে সিরিয়া হিজরত করিলেন ৩১৫

সিরিয়ার ফযীলত	৩১৬
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) পুত্র হিসাবে হযরত ইসহাককে এবং পৌত্র হিসাবে ইয়াকূবকে পাইলেন	৩১৬
হযরত লূত (আ)	৩১৭
হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় প্রসঙ্গে	৩১৮
হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ)	৩২০
হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর বিচার ফয়সালা সম্পর্কিত কাহিনী	৩২১
বিচারকদের প্রতি নির্দেশ	৩২৪
হযরত দাঊদ (আ)-এর তাসবীহ, তাহলীল ও যাবূর পাঠ	৩২৫
হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত	৩২৫
হযরত দাঊদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও বর্ম তৈরী	৩২৬
আল্লাহর নবী বাদশাহ সুলায়মান (আ)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি	৩২৬
হযরত আইউব (আ)-এর কঠিনতর পরীক্ষা শুরু	৩২৮
হযরত আইউব (আ)-এর পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হইল	৩২৯
অবশেষে তিনি মুক্তি পাইলেন	৩৩৪
হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ) প্রসঙ্গে	৩৩৫
হযরত ইউনুস (আ) প্রসঙ্গে	৩৪০
কঠিনতম বিপদকালীন দু'আ	৩৪২
যে দু'আটি আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন	৩৪৫
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর দু'আ এবং হযরত ইয়াহইয়াকে পুত্র হিসাবে লাভ	৩৪৬
আশায় ও ভয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করিতে হইবে	৩৪৮
বিবি মারইয়ামের পবিত্রতা প্রসঙ্গে	৩৪৮
হযরত ঈসা (আ) বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর সর্বশক্তিময়তার নিদর্শন	৩৪৯
নবীগণের দীন এক, শরীয়াত আলাদা	৩৪৯
মহান আল্লাহ কারো নেক-আমল নষ্ট করিবেন না	৩৫১
ইয়াজূজ ও মাজূজ প্রসঙ্গ	৩৫২
ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত প্রথম হাদীস	৩৫৩
ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত দ্বিতীয় হাদীস	৩৫৪
ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত তৃতীয় হাদীস	৩৫৬

ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত চতুর্থ হাদীস	৩৫৬
হযরত ঈসা (আ)-এর আসমান হইতে যমীনে অবতরণ	৩৫৮
মক্কার মুশরিক ও তাহাদের প্রতীমা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে	৩৬০
সৎকর্মশীলদের সৌভাগ্য	৩৬১
মহান আল্লাহর বাণী ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى এর ব্যাখ্যা	৩৬২
কিয়ামত দিবসের ঘটনা	৩৬৭
মহান আল্লাহর বাণী ঃ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ এর ব্যাখ্যা	৩৬৮
সৎবান্দাগণের পার্থিব ও পারলৌকিক সৌভাগ্য	৩৭১
হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রসঙ্গে وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ এর ব্যাখ্যা	৩৭৩
মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র উপাস্য হিসাবে মানিয়া নেওয়ার আহবান	৩৭৭
হক ও বাতিলের মুকাবিলার সময় আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এর দু'আ	৩৭৮
যুদ্ধগমনকালে নবী করীম (সা)-এর দু'আ	৩৭৯

সূরা হজ্জ

(পারা-১৭)

কিয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থার বর্ণনা	৩৮২
কিয়ামত পূর্ব শিঙ্গা ফুৎকার	৩৮২
সূরায় বর্ণিত ভূমিকম্প সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের অভিমত	৩৮২
প্রথম হাদীস	৩৮৬
উম্মতে মুহাম্মদীর কত অংশ জান্নাতী হইবে	৩৮৬
দ্বিতীয় হাদীস	৩৮৭
তৃতীয় হাদীস	৩৮৭
চতুর্থ হাদীস	৩৮৮
পঞ্চম হাদীস	৩৮৯
ষষ্ঠ হাদীস	৩৮৯
সপ্তম হাদীস	৩৮৯

কিয়ামত দিবসের কঠিনতম	৩৯০
মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে জাহিল ও মুর্খদের অবস্থা	৩৯২
কিয়ামত ও পুনরুত্থানের দলীল-প্রমাণঅবস্থা	৩৯৩
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ	৩৯৩
মানুষের বয়সের ক্রমধারা শিশু থেকে বৃদ্ধাবস্থা	৩৯৬
পুনরুত্থানের দলীল প্রমাণ	৪০০
কাফিরদের নেতা ও সর্দারদের অবস্থা	৪০১
ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীদের পরিণতি	৪০৩
ইসলামের সত্যতার বিষয়ে সন্দিহান ব্যক্তিদের পরিণাম	৪০৫
মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের সৌভাগ্য	৪০৭
"আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দিবেন না বলে" কাফির ও মুশরিকদের অমূলক ধারণার জবাব	৪০৭
বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে কিয়ামত দিবসে মীমাংসার প্রতিশ্রুতি	৪০৯
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, জীবজন্তু সবই আল্লাহকে সিজ্‌দা করে	৪১০
মহান আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে সিজ্‌দা করা হারাম	৪১১
মহান আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাহার কোন সম্মান প্রদানকারী নাই	৪১২
সূরা হাজ্জকে দুইটি সিজদা দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ করা হইয়াছে	৪১৩
সূরায় বর্ণিত 'هٰذَانِ خَصْمٰنِ' এর মর্ম	৪১৫
জাহান্নামীদের বিভিন্ন রকম শাস্তি	৪১৬
শাস্তি হইতে বাঁচার জন্য জাহান্নামীদের নিষ্ফল চেষ্টা	৪১৭
জান্নাতীগণের বিভিন্ন রকম নিয়ামত প্রাপ্তি	৪১৮
রেশমী পোশাক দুনিয়ার জন্য নহে তা হইবে বেহেশতী পোশাক	৪১৯
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ এবং وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ এর মর্মবাণী	৪২০
মসজিদুল হারামে প্রবেশ, হজ্জ ও উমরা পালনে বাধা প্রদান প্রসঙ্গে	৪২১
মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ও আগন্তুকদের প্রবেশাধিকার সমান	৪২২
পবিত্র মক্কায় বাড়ীঘর নির্মাণ ও ভাড়া দেওয়া	৪২৪
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ এর ব্যাখ্যা	৪২৪

হযরত ইব্‌রাহীম কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মাণ ও পরবর্তী কার্যক্রম	৪২৮
পবিত্র কা'বা যিয়ারতে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত আছে	৪৩২
যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত	৪৩২
আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত	৪৩৩
মহান আল্লাহর বাণী ঃ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ-এর ব্যাখ্যা...	৪৩৪
কুরবানীর গোশ্‌তের হুকুম	৪৩৪
কা'বা ঘর তাওয়াফ করা	৪৩৬
হাতীমে কা'বা তাওয়াফের মধ্যে শামিল রাখা ও না রাখা	৪৩৭
বায়তুল্লাহকে 'আতীক' কেন বলা হয়	৪৩৭
কোন কোন পশু খাওয়া যাইবে	৪৩৯
মিথ্যা কথা বলা কবীরা গুনাহ	৪৩৯
আল্লাহর সাথে শিরক করার ভয়াবহ পরিণতি	৪৪১
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ এর মর্ম	৪৪২
কেমন পশু কুরবানী করিবেন	৪৪৩
কুরবানীর পশু দ্বারা উপকৃত হওয়া	৪৪৫
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا এর মর্ম	৪৪৬
কুরবানী কি?	৪৪৭
মহান আল্লাহর বাণী ঃ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا এর মর্ম	৪৪৭
বায়তুল্লায় আল্লাহর দরবারে কুরবানীর পশু ও হাদিয়া প্রেরণ	৪৪৯
কুরবানীর নিয়ম ও ফযীলত	৪৫০
কুরবানীর পশু যবেহ করিবার পর শান্ত হইলে চামড়া খুলিতে হইবে	৪৫৩
কুরবানীর গোশ্‌ত নিজে খাইবে এবং আত্মীয় ও ফকীরকে দিবে	৪৫৪
ঈদ ও কুরবানীর মাসয়ালা	৪৫৫
কুরবানীর মর্মবাণী	৪৫৮
কুরবানীর পশুর চামড়ার হুকুম	৪৫৯
কুরবানী বিষয়ক মাসয়ালা	৪৫৯
ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত মহান আল্লাহই মুকাবিলা করেন	৪৬১
জিহাদের সর্বপ্রথম নির্দেশ	৪৬৩
মহান আল্লাহ শত্রুর উপর মুসলমানকে সাহায্য করেন	৪৬৫
আল্লাহ এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতি প্রতিহত করেন	৪৬৭

আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহার দীনের সাহায্য করে ৪৬৮
মুসলিম শাসক ও শাসিতের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪৬৯
নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কিছু নহে ৪৭১
আল্লাহদ্রোহী ও নবীদ্রোহীদের ভয়াবহ পরিণতি ৪৭২
জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ ৪৭৩
আল্লাহদ্রোহিতা ছাড়িয়া ঈমান এবং নবীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার আহবান ৪৭৪
কাফিরদের কর্তৃক শাস্তি ত্বরান্বিত করার আহবান ৪৭৫
দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের পূর্বে বেহেশতে যাইবেন ৪৭৬
দুনিয়ার একদিন আখিরাতের একহাজার বৎসরের সমান ৪৭৭
নবীজী (সা) হইলেন ভীতি প্রদর্শনকারী আর শাস্তি আনয়নকারী হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা ৪৭৮
নবীজীর বিরোধীতাকারীদের শাস্তি দিগুণ হইবে ৪৭৯
'গারানীক' এর ঘটনা ৪৮০
প্রত্যেক নবী-রাসূলের সাথে শয়তানের শত্রুতা ছিল ৪৮১
নবীগণের কথার সাথে শয়তান বাতিল কথা ঢুকাইয়া দিত ৪৮২
আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত কথা দূরীভূত করিতেন ৪৮৪
পবিত্র কুরআন বাতিলের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত ৪৮৫
আকস্মিকভাবে শাস্তি না আসা পর্যন্ত কাফিররা সন্দেহ পোষণ করিতে থাকিবে ৪৮৬
মহান আল্লাহর জন্য হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাতের ফযীলত ৪৮৮
রাত্র দিন ছোট-বড় হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন ৪৯২
মহান আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের বে-নযীর ব্যবস্থাপনা ৪৯৪
আসমানকে যমীনের উপর পড়িয়া যাওয়া ঠেকাইয়া রাখেন আল্লাহ্ তা'আলা ৪৯৬
মানুষের জীবন দান, মৃত্যু ঘটান ও পুনরুত্থান মহান আল্লাহর হাতে ৪৯৭
মহান আল্লাহ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য পৃথক পৃথক ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়াছেন ৪৯৮
আসমান ও যমীনের সব কিছুর জ্ঞান আল্লাহর ৫০০
তাকদীর লিখন ৫০০
মুশরিকদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ৫০১

আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলগণের সত্যতার কথা বলিলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায় ৫০২
মুশরিকদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ ৫০৩
নবী-রাসূল নির্বাচন আল্লাহর ইখতিয়ার ৫০৫
নবী ও রাসূলগণের দায়িত্ব ৫০৬
আল্লাহর পথে স্বীয় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা ৫০৭
মহান আল্লাহর বাণী : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ এর মর্ম ৫০৮
মহান আল্লাহর বাণী : هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ এর ব্যাখ্যা ৫০৯
উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর মর্যাদা ৫১০

সূরা মু'মিনূন

(পারা-১৭)

যে দশটি আয়াতের মর্মানুযায়ী আমল করিলে বেহেশ্‌ত লাভ করা যায় ৫১৪
'আদন' নামক বেহেশ্‌ত সৃষ্টি ও قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ৫১৫
খুশু' (خشوع) -এর মর্ম কি? ৫১৭
মু'মিনের বৈশিষ্ট্য অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকা ৫১৮
লজ্জাস্থানের সঠিক হিফাযত করিবে ৫১৯
সমমৈথুন ও হস্তমৈথুন হারাম ৫২০
সময়মত সালাত আদায় করাও সালাতে যত্নবান হওয়ার মধ্যে শামিল ৫২১
জান্নাতুল ফেরদৌস সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত ৫২২
মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গ ৫২৪
মানব শরীরের যে অংশ কখনো পঁচিবে না ৫২৬
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ ৫২৬
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান প্রসঙ্গ ৫২৭
সাত আসমান সৃষ্টি প্রসঙ্গ ৫৩০
মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের মধ্যে "প্রয়োজন মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণও" ৫৩২
মহান আল্লাহ না চাহিলে কেহ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারিত না ৫৩৩
বৃষ্টি বর্ষণের ফলাফল ৫৩৩
যায়তূন-এর উপকারিতা ৫৪৩

চতুষ্পদ জীবজন্তুর উপকারিতা	৫৩৫
হযরত নূহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়	৫৩৬
হযরত নূহ (আ)-এর দু'আ	৫৩৮
মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) নৌকা তৈরী করিলেন	৫৩৯
পূর্ববর্তী নবীগণের কাওমও পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ অস্বীকারের কারণে শাস্তি পাইয়াছিল ও ধ্বংস হইয়াছিল	৫৪২
এক সম্প্রদায় ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা আরেকটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন	৫৪৪
হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়	৫৪৬
হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার আম্মা মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর কুদরতের একটি বিরাট নিদর্শন	৫৪৭
নবী-রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি নির্দেশ	৫৫০
নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশিত বিষয়াবলীও মু'মিনগণের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য	৫৫১
পূর্ববর্তী উম্মাতগণ দীনকে পৃথক করিয়া নিজেরা বিভক্ত হইয়া গোমরাহ হইয়াছে	৫৫২
পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মর্যাদার চাবি-কাঠি নয় এবং আল্লাহর প্রিয় ভাজন হওয়ার দলীল নয়	৫৫৪
পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা মাত্র	৫৫৪
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য	৫৫৬
প্রতিটি মানুষের কর্মের রেকর্ড সঠিকভাবে রাখা হইতেছে সুতরাং তাহার প্রতি মহান আল্লাহ কোন যুলুম করিবেন না	৫৫৯
ভোগ-বিলাসী ও মিথ্যাবাদীদের পরিণতি	৫৬০
মহান আল্লাহর বাণী : مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُوْنَ এর ব্যাখ্যা	৫৬১
পবিত্র কুরআন না বুঝা এবং উহা হইতে বিমুখ মুশরিকদিগকে আল্লাহ তা'আলার ধমক	৫৬৩
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্যবাদিতা ও আমানদারী কাফিররাও স্বীকার করিত	৫৬৩
প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী শরীয়াতের বিধান রচিত হয় নাই	৫৬৫
নবী-রাসূলগণ মানুষের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাহেন নাই	৫৬৬
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে দুইজন ফিরিশতার কথাবার্তা সম্পর্কীয় হাদীস	৫৬৭
কিয়ামত দিবসে খিয়ানতকারীর ভয়বহ পরিণতি	৫৬৮
পরকালে যাহার বিশ্বাস নাই সেই ব্যক্তি সরল পথ বিচ্যুত	৫৬৯

কাফিররা আল্লাহ শাস্তিতে পতিত হইয়াও বিনত হয় নাই	৫৭১
পুনরুত্থান বিষয়ের যুক্তি প্রমাণ	৫৭৩
মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ	৫৭৬
মহান আল্লাহর আরশকে কেন 'আরশ' বলা হয়	৫৭৭
মহান আল্লাহর পরিবর্তে কাফির ও মুশরিকরা যাহাদের ডাকে ঐ সবের অসারতা	৫৭৮
মহান আল্লাহ একজন হওয়ার প্রমাণ	৫৮০
আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে বিপদকালের দু'আ নির্দেশ দিলেন	৫৮২
দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে ভাল ব্যবহার করিতে হইবে	৫৮৩
বিতাড়িত শয়তান হইতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হইবে	৫৮৪
মহান আল্লাহর নিকট কাফিরদের ফরীয়াদ	৫৮৫
কিন্তু কাফিরদের এই ফরিয়াদ কখনো কবুল করা হইবে না	৫৮৬
পরকালীন জীবনে কাফিরদের পরিণতি ও আর্তচিৎকার	৫৮৭
কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র	৫৯০
কিয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব কাজে আসিবে কি?	৫৯১
নেকীর পাল্লা ভারী হইলেই মুক্তি	৫৯২
দোযখে কাফিরদের শোচনীয় অবস্থা	৫৯৩
কুফর ও নানাহ প্রকার গুনাহের কারণে দোযখবাসীদেরকে মহান আল্লাহর ধমক	৫৯৪
দোযখবাসীরা দোযখ হইতে বাহির হইবার জন্য আল্লাহর নিকট কাকুতী মিনতি করিবে	৫৯৫
দোযখবাসীদের কাকুতি মিনতি কবুল করা হইবে না	৫৯৬
দোযখবাসীদের এই শাস্তির কারণ মু'মিনদের প্রতি হাসি-তামাশা	৫৯৮
কাফিররা পার্থিব জীবনে সঠিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করিলে সফলকাম হইত	৫৯৯
দুনিয়াতে মানুষের অবস্থান কত দিনের?	৫৯৯
হযরত উমর ইবন আবদুল আজিজ (র)-এর মর্মস্পর্শী একটি ভাষণ	৬০১
মহান আল্লাহ বাণী : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ এর ফযীলত	৬০২
আল্লাহর সহিত অন্য মাবূদকে উপাসনা করার পরিণতি	৬০৩
একটি অনন্য দু'আ	৬০৪

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

সপ্তম খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীরে সূরা মারইয়াম

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হইতে এবং ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মক্কা হইতে হাব্সায় হিজরত করিবার পর হযরত জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) হাবসা সম্রাট নাজ্জাসীর সম্মুখে এই সূরা পাঠ করিয়াছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) كٓهٰيٰعٓصٓ

(٢) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا

(٣) اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

(٤) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا

(٥) وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا

(٦) يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٠

অনুবাদ ঃ (১) কাফ-হা-য়া-আয়ন-ছোয়াদ; (২) ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়াছিল নিভৃতে (৪) সে বলিয়াছিল, আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই। (৫) আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দিগের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী (৬) যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়া'কূবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরফসমূহ সম্পর্কে পূর্বেই সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا

ইহা হইল তোমার প্রতিপালকের যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহের আলোচনা। ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামুর (র) এই ক্ষেত্রে ذَكَّرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا পড়িয়াছেন। "زَكَرِيَّا" শব্দটিকে মদসহ ও মদছাড়া উভয় প্রকার পড়া জায়িয আছে। হযরত যাকারিয়া (আ) বনী ইসরাঈলী নবীগণের মধ্য একজন প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত তিনি বাড়ই পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করিতেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا যখন তিনি চুপেচুপে তাহার প্রতিপালককে ডাকিয়াছিলেন। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) সন্তানের জন্য চুপেচুপে এই কারণে দু'আ করিয়াছিলেন যেন, লোকে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার আকাঙ্ক্ষাকে অবাঞ্ছিত মনে না করেন। কেহ কেহ বলেন, যেহেতু চুপেচুপে দু'আ করা আল্লাহর নিকট অধিকতর পসন্দনীয় এই কারণে তিনি চুপেচুপে দু'আ করিয়াছিলেন।

কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পরহেযগার অন্তরকে জানেন এবং নীরব শব্দকে তিনি শ্রবণ করেন। পূর্ববর্তী কোন কোন আলিম বলেন, যখন হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সকল সাহাবা নিদ্রা যাইতেন, তখন তিনি জাগ্রত হইয়া চুপেচুপে আল্লাহ্‌কে ডাকিতেন ও তাঁহার দরবারে দু'আ করিতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেন ঃ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, আমি হাযির।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ

তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا এবং বার্ধক্যের কারণে আমার কালো চুলে পাক ধরিয়াছে। اِشْتَعَلَ الرَّأْسُ।অর্থ কালো চুলে শুভ্ররেখা উজ্জ্বল হইয়াছে। ইব্‌ন দুরাইদ বলেন ঃ

واشتعل المبيض فى مسوده * مثل إشتعال النار فى جمبر الفضا

ঝাউকাঠে যেমন অগ্নিশিখা সমুজ্জ্বল হয় অনুরূপভাবে মাথার কালো চুলে শুভ্র রেখা উজ্জ্বল হইয়াছে।

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, শরীরের বার্ধক্য ও দুর্বলতা বর্ণনা করা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যে দুর্বলতা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে তাহা প্রকাশ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا আর আমি তো আপনার নিকট দু'আ করিয়া কখনও বঞ্চিত হই নাই। আর আপনার নিকট প্রার্থনা করিবার পর কখনও আমাকে শূণ্য হস্তে ফিরাইয়া দেন নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ

আর আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় স্বজন হইতে আমি শংকাগ্রস্ত। অধিকাংশ ক্বারীগণ مَوَالِيَ শব্দটির কে মাফউল হিসাবে যবরসহ পড়িয়াছেন। কাসায়ী (র) বলেন, يا সাকিনসহ পড়িতে হইবে। বিভিন্ন কবিদের কবিতায় সাকিনসহ পড়া হইয়াছে।

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, اَلْمَوَالِيَ দ্বারা বংশীয় স্বজনদিগকে বুঝান হইয়াছে। আবূ সালিহ (র) বলেন, 'কালালাহ' বুঝান হইয়াছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে اِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ ও خَفَّتْ এর فاء কে তাশদীদসহ পড়িতেন, অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়-স্বজন কম হইয়া যাইবে।

প্রথম কিরাআত অনুসারে অর্থ হইবে, যেহেতু আমার কোন সন্তান নাই অতএব আমার ভয় হইতেছে যে, আমার আত্মীয়-স্বজন হয়ত দুরাচার হইয়া পড়িবে। এই কারণে হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এমন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন, যে তাঁহার নবুওয়াতের উত্তরাধিকারকে আঞ্জাম দিতে পারে। এই আশংকা তিনি কখনও করেন নাই যে, তাঁহার ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী সন্তানের প্রয়োজন। দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী আত্মীয়দের খপ্পর হইতে মাল সংরক্ষণের চিন্তায় সন্তানের প্রার্থনা করা, ইহা হইতে একজন নবীর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

দ্বিতীয়ত, তিনি কোন বিশেষ সম্পদশালী ছিলেন না। তিনি তো একজন মামুলী বাড়ইয়ের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। বিশেষত আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম সম্পদ সঞ্চয় হইতে সবচাইতে বেশী দূর সরিয়া থাকিতেন। অতএব হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বেলায় এই চিন্তাও করা যায় না যে, তিনি ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ওয়ারিস সন্তান প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত, বুখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিকসূত্রে বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে : لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ আমরা কাহাকেও মালের ওয়ারিস করি না, যাহা কিছু ছাড়িয়া যাইব উহা সাদাকা হিসাবে বিবেচিত হইবে। তিরমিযী শরীফে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, আমরা আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম কাহাকেও কোন মালের ওয়ারিস করি না। উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইহা সাব্যস্ত হইল যে فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِيْ এর মধ্যে যেই মিরাসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা নবুওয়াতের মিরাস, কোন মালের মিরাস নহে। এই কারণেই হযরত যাকারিয়া (আ) আয়াতের পরবর্তী অংশে وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এবং ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানদেরও ওয়ারিস হইবে বলিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে : وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ এই আয়াতে নবুওয়াতের মীরাসের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ) হযরত দাঊদ (আ)-এর নবুওয়াতের ওয়ারিস হইয়াছেন। কারণ, 'ধন-সম্পদের ওয়ারিস হইয়াছেন' যদি এই কথা বুঝান উদ্দেশ্য হইত, তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর অন্যান্য ভাইদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহার কথাই উল্লেখ করা হইত না। এবং ইহাতে তেমন কোন ফায়দাও নাই; কারণ, সকল শরী'আতে ইহা স্বীকৃত যে, পুত্র পিতার মালের উত্তরাধিকারী হয়। অতএব এখানে যদি বিশেষ উত্তরাধিকার স্বত্ব বুঝান উদ্দেশ্য না হইত তবে পবিত্র কুরআনে এই খবর দেওয়া হইত না।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে যে উত্তরাধিকারের কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা নবুওয়াতের উত্তরাধিকার বুঝান হইয়াছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত :

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

আমরা আম্বিয়ায়ে কিরামের দল কাহাকেও উত্তরাধিকারী করি না; যাহা কিছু আমরা ছাড়ি উহা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। মুজাহিদ (র) يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর উত্তরাধিকার ছিল, তাঁহার ইল্‌ম এবং তিনি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর ছিলেন।

হুশায়ম (র) ... ... আবূ সালিহ্ (র) হইতে يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁহার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় নবী ছিলেন। আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি يَرِثُنِيْ এর অর্থ করিয়াছেন যে আমার ইল্‌ম ও নবুওয়াতের ওয়ারিস হইবে। সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, যে আমার ও ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরের নবুওয়াতের ওয়ারিস হইবে। মালিক (র), যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছে। জাবির ইব্ন নূহ্ ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) উভয়ই ... ... আবূ সালিহ্ (র) হইতে يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছে, যেই সন্তান আমার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকূব (আ)-এর বংশের উত্তরাধিকারী হইবে নবুওয়াতের। ইব্ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীরে এই তাফসীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, মালের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার এত কি প্রয়োজন ছিল? মহান আল্লাহ্ হযরত লূত (আ)-এর প্রতিও রহমত বর্ষণ করুন, তিনি কোন শক্তিশালী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাই যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন যখন তিনি هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে এত চিন্তার কি প্রয়োজন ছিল?

উপরোক্ত রিওয়ায়েত কয়টি যাহা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে চিন্তিত হইয়া সন্তানের জন্য প্রার্থনা করা প্রকাশ করে ; উহার সব কয়টিই মুরসাল রিওয়ায়েত। বিশুদ্ধ রিওয়ায়েতের মুকাবিলায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا হে আল্লাহ্! আপনি তাঁহাকে স্বীয় পসন্দমত বান্দা সৃষ্টি করুন এবং অন্যান্য মানুষের নিকটও যেন প্রিয় হয়। তাঁহার ধর্মপরায়ণতা, আচার ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র যেন সকলের জন্য মুগ্ধকর হয়।

(٧) يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۰

অনুবাদ ঃ (৭) তিনি বলিলেন, হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।

তাফসীর ঃ হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহর নিকট যেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন উহার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى

হে যাকারিয়া! তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিতেছি যাহার নাম ইয়াহ্ইয়া। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ـ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

সেখানে যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হইতে একটি উত্তম সন্তান দান করুন। আপনি তো অবশ্যই দু'আ শ্রবণকারী। অতঃপর ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে কামরায় সালাতরত অবস্থায় এই বলিয়া আহ্বান করিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া-এর সুসংবাদ দান করিতেছেন। যিনি আল্লাহর বাণীকে সত্যায়িত করিবেন, যিনি সর্দার, পূতপবিত্র নবী এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮-৩৯)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

কাতাদাহ্, ইব্‌ন জুরাইজ ও ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পূর্বে এই নামে কাহাকেও নামকরণ করা হয় নাই। ইব্‌ন জরীর (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا

তাঁহার ইবাদত করুন এবং তাঁহার ইবাদতের জন্য ধৈর্যধারণ করুন, তাঁহার সাদৃশ্য ও সমতুল্য অন্য কাহাকেও জানেন কি? অত্র আয়াতের سميا শব্দের অর্থ شبيها-সাদৃশ্য ও সমতুল্য। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, কোন বন্ধ্যা নারী ইহার পূর্বে হযরত ইয়াহ্ইয়ার ন্যায় কোন সন্তান জন্ম দেন নাই। আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হযরত যাকারিয়া (আ) পূর্বে কোন সন্তান জন্ম দেন নাই এবং তাঁহার স্ত্রী প্রথম জীবন হইতে বন্ধ্যা ছিলেন ; কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত সারা (আ.)-এর ঘটনা ইহার বিপরীত ছিল, তাঁহারা কেহ বন্ধ্যা ছিলেন না। বরং তাঁহারা উভয়-ই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিলেন এবং অত্যধিক বার্ধক্যের কারণে তাঁহারা সন্তানের সুসংবাদ পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ

তোমরা আমাকে আমার বার্ধক্য সত্ত্বেও সন্তান হইবার সুসংবাদ দান করিতেছ? তোমরা কি ভাবে আমাকে ইহার সুসংবাদ দিতেছ?" (সূরা হিজর ঃ ৫৪) অথচ, ইহার তের বৎসর পূর্বে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-কে জন্ম দান করেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন ঃ

يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ـ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

হায়! আমি একজন বৃদ্ধা এবং এই যে আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এই অবস্থায়ও কি আমার সন্তান হইবে ? ইহা তো বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। ফিরিশ্তারা বলিয়াছিলেন, হে ইব্রাহীম এর পরিবার! আপনি আল্লাহ্র কাজে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন? আপনাদের প্রতি তো আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও বরকত রহিয়াছে। তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও অতি মহান। (সূরা হূদ ঃ ৭২-৭৩)

(৮) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

(৯) قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ٠

অনুবাদ ঃ (৮) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। (৯) তিনি বলিলেন, এইরূপেই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

তাফসীর ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রার্থনা কবূল করিলেন এবং তাঁহাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিলেন, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, এবং আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার স্ত্রী একদিকে বন্ধ্যা কখনও তিনি সন্তান জন্ম দেন নাই, উপরন্তু এখন তিনি বৃদ্ধা, অপর দিকে খোদ তিনিও বার্ধক্যের চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার হাড়গুলি মগজশূন্য হইয়া পড়িয়াছে ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী মিলনের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই নাই। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার সন্তান হইবে কি উপায়ে ?

লাকড়ী যখন শুষ্ক হইয়া যায় তখন আরবরা বলিয়া থাকে عَتَا বাবে নাসারা (نَصَرَ) এর عِتِيًّا মাসদার হইতে নির্গত। যেমন عَسَا يَعْسُو عُسِيًّا ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে عَتَا يَعْتُو عِتِيًّا ও একই ছন্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, عِتِيًّا অর্থ শুষ্ক হাড়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য মনিষীগণ বলেন عِتِيًّا অর্থ বার্ধক্য। কিন্তু ইহা যে সাধারণ বার্ধক্য হইতে কিছু বিশেষ বার্ধক্য ইহাই স্পষ্ট। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র)............. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)

হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল সুন্নাতকে জানি, কিন্তু এই বিষয়টি আমি জানি না যে, তিনি এই সূরা যুহর ও আসর সালাতে পড়িতেন কিনা? এবং আমি ইহাও জানি না যে, তিনি وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا পড়িতেন না কি তিনি এর স্থলে عُسِيًّا পড়িতেন? ইমাম আহ্মাদ (র) শুরাইহ্ ইব্ন নু'মান (র) হইতে এবং ইমাম আবূ দাঊদ (র) যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) হইতে বর্ণনা করেন, এবং তাঁহারা উভয়ই হুশাইম (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। قَالَ كَذٰلِكَ ফিরিশ্তা হযরত যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার বিস্ময়ের প্রেক্ষিতে বলিলেন, এই ভাবেই সন্তান ভূমিষ্ট হইবে। "قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ" আপনার প্রতিপালক বলিয়াছেন, আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া আমার পক্ষে সহজ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো অধিক বিস্ময়কর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

তুমি যখন কিছুই ছিলেনা তখনও তো আমিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তোমার সন্তানও সৃষ্টি করিতে পারি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

মানুষের উপর এমন একটি সময় কি আসে নাই যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না। (সূরা দাহর ঃ ১)

(১০) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

(১১) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

অনুবাদ ঃ (১০) যাকারিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারও সহিত তিনদিন বাক্যালাপ করিবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল ও ইঙ্গিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার অধিক মানসিক সান্ত্বনার জন্য এই প্রার্থনা করিলেন رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার নিকট যেই ওয়াদা করিয়াছেন উহা যখন বাস্তবায়িত হইবেই উহার একটি আলামত আমাকে বলিয়া দিন, যেন উহা দেখিয়া আপনার ওয়াদার প্রতি আমার অন্তরের সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ .

হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি ভাবে মৃতকে জীবিত করেন অনুগ্রহপূর্বক আমাকে একটু দেখাইয়া দিন। আল্লাহ্ বলিলেন ঃ হে ইব্রাহীম! তুমি কি উহা বিশ্বাস কর না? তিনি বলিলেন ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার অন্তরে সান্ত্বনা লাভের জন্যই আমার এই প্রার্থনা (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)। তিনি বলিলেন ঃ (হে যাকারিয়া!) তোমার আলামত হইল ঃ

اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

তুমি নিরোগ অবস্থায় মানুষের সহিত তিনরাত পর্যন্ত কথা বলিতে পারিবে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, ওহ্‌ব, সুদ্দী, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, কোন রোগ-ব্যধি ছাড়াই তাঁহার জিহ্বা বন্ধ হইবে এবং তিনি কথা বলিতে পারিবেন না। ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) পড়িতে ও তাসবীহ্ পাঠ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার কাওমের সহিত কেবল ইশারা করিতে পারিতেন।

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন, একাধারে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত দুনিয়ার কথা বলিতে পারিবে না। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যেমন সূরা আলে-ইমরান এ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

হযরত যাকারিয়া (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারিত করিয়া দিন, আল্লাহ্ বলিলেন ঃ তোমার আলামত হইল, তুমি ইশারা ব্যতিত কোন মানুষের সাথে বলিতে পরিবেনা এবং তোমার প্রতিপালককে অনেক বেশী স্মরণ করিবে এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪১)

মালিক (র), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি, ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) বোবা ছিলেন না, অথচ তিনি তিনদিন যাবত পর্যন্ত ইশারা করা ব্যতিত কোন কথা বলিতে পারেন নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ

যেই কামরায় তাঁহাকে সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল, সেই কামরা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার কাওমের নিকট আসিলেন فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সূক্ষ্মইংগিত করিলেন, اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে নিয়ামত তাহাকে দান করিয়াছেন, উহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাঁহার অনুকরণ করিয়া এই তিনদিন তিনরাত্রে তোমরা অধিক পরিমাণ তাসবীহ্ পাঠ করিতে থাক।

মুজাহিদ (র) فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ -এর অর্থ করিয়াছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁহার প্রতি ইংগিত করিলেন। ওহব ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। মুজাহিদ (র)-এর অপর এক রিওয়ায়েতে ইহার তাফসীর এইরূপ করিয়াছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁহার কাওমের জন্য যমীনে লিখিয়া দিতেন। সুদ্দীও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

(١٢) يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

(١٣) وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا

(١٤) وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

(١٥) وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

অনুবাদ ঃ (১২) হে ইয়াহইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান। (১৩) এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের

কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী। (১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত, অবাধ্য। (১৫) তাহার প্রতি শান্তি, যে দিন সে জন্মলাভ করে ও যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইবে।

তাফসীর ঃ এই ক্ষেত্রেও কিছু কথা উহ্য রহিয়াছে, অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ)-কে যে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল সেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিল এবং তিনি হইলেন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাওরাত গ্রন্থ শিক্ষা দান করিলেন। এই তাওরাত গ্রন্থই সেই কালে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম ও ইয়াহূদী আলিমগণ এই গ্রন্থের আহ্কাম সমূহের প্রতি আমল করিবার জন্য অন্যান্য লোকদিগকে নির্দেশ দিতেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) তখন ছোট শিশু ছিলেন, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই অনন্য নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদিকে তিনি হযরত যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার বন্ধ্যা স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান দান করিলেন, অপর দিকে তাঁহার এই শিশু সন্তানকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করিলেন এবং তাঁহাকে এই নির্দেশ দিলেন ঃ يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ হে ইয়াহ্ইয়া! মজবুত করিয়া কিতাবখানিকে ধর। অর্থাৎ অত্যন্ত চেষ্টা সাধনা করিয়া ও উৎসাহ সহকারে উহার শিক্ষা লাভ কর।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا আর আমি তাহাকে শৈশব কালেই জ্ঞান-বুদ্ধি এবং উত্তম ও শুভ কাজের প্রতি দৃঢ়তা এবং উহার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দান করিয়াছিলাম।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন, মা'মার (র) বলিয়াছেন, একবার হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে তাঁহার সমবয়স্ক বালকরা বলিল, চল আমরা খেলতে যাই। তখন তিনি বলিলেন ঃ "খেলা করবার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করা হয় নাই।" তাঁহার এই শুভবুদ্ধির কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا আমি তাহাকে শৈশবকালেই জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছে ঃ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম। ইকরিমা, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা এই কথাটিও যোগ করিয়াছেন لا يَقْدِر عَلَيْهَا غَيْرُنَا অর্থাৎ এমন রহমত দান করিয়াছি যাহা অন্য কেহ করিতে পারে না। কাতাদাহ্ (র) ইহার সহিত আরো বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাঁহার এই বিশেষ রহমত দ্বারা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। ইকরিমাহ্ (র) বলেন,

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا এর অর্থ হইল, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ভালবাসা। ইব্ন যায়িদ (র) ও বলেন, الحنان অর্থাৎ ভালবাসা। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি সম্মান করা। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আমর ইব্ন দীনার (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, حَنَانًا এর অর্থ যে, কি উহা আমার জানা নাই।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন হামীদ (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইরকে وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি ইহা সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি ইহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারিলেন না। আয়াতের অগ্রপশ্চাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে, وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا কে وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ এর উপর আতফ করা হইয়াছে। অতএব আয়াতের মর্ম হইবে, আমি তাহাকে জ্ঞানী, ভালবাসার অধিকারী ও পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। الحنان শব্দের অর্থ হইল, ভালবাসা, মমতা করা ও আন্তরিকভাবে ঝুঁকিয়া পড়া। বলা হইয়া থাকে, حنت الناقة على ولدها উষ্ট্রী তাহার বাচ্চার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। حنت المرأة على زوجها স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি আন্তরিকভাবে ঝুঁকিয়াছে। حنانا শব্দের এই অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া নারীকে 'حنة'-'হিন্নাহ'বলা হয়। حن الرجل إلى وطنه লোকটি তাহার দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। التعطف ও الرحمة এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবি বলেন ঃ

تعطف على هداك المليك * فان لكل مقام مقالا

হে সম্রাট! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ও আকৃষ্ট হউন। আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়েত দান করুন। প্রত্যেক স্থানের জন্য বিশেষ বক্তব্য রহিয়াছে। কবিতার প্রথম পংক্তিতে تعطف শব্দটি 'অনুগ্রহ করা' এর অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইমাম আহ্মাদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি দোযখের মধ্যে এক হাজার বৎসর কাল যাবৎ يا حنان—হে অনুগ্রহকারী, ইয়া হান্নান! বলিয়া ডাকিতে থাকিবে। حنان শব্দটি কোন কোন সময় দ্বিবচনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ কবি তুরফা বলেন ঃ

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا * حنانيك بعض الشر اهون من بعض

উক্ত কবিতায় حنانيك শব্দটিকে দ্বিবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে زكوة শব্দটিকে حنانا এর উপর আতফ করা হইয়াছে। زكواة অর্থ সর্বপ্রকার গুনাহ্ ও ময়লা হইতে পবিত্রতা লাভ করা। কাতাদাহ্ (র) বলেন, زكواة অর্থ সৎকর্ম। যাহ্হাক ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, زكواة অর্থ العمل الصالح الزكى। সৎ ও পবিত্র কাজ। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, زكواة অর্থ বরকত। وَكَانَ تَقِيًّا এবং তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র, কখনও কোন গুনাহ্ তিনি করেন নাই।

মহান আল্লাহর বাণী : وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

এবং তিনি তাহার আব্বা আম্মার প্রতি সদাচারণকারী ও অনুগত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নাফরমান ও হঠকারী ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত ছিলেন। তাঁহাকে তিনি অনুগ্রহের অধিকারী, পূত-পবিত্র ও পরহেযগার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার আব্বা আম্মার প্রতি অনুগত ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের কোন আদেশ-নিষেধ তিনি অমান্য করিতেন না।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا তিনি হঠকারী ও নাফরমান ছিলেন না।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর এই গুণাবলী বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময় হিসাবে ইরশাদ করেন :

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

যেই দিন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মৃত্যু দিবসে এবং যেইদিন তিনি পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবেন। এই তিন দিনেই তিনি নিরাপত্তা ও সালামতির অধিকারী।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) বলেন, মানুষের পক্ষে তিনটি অবস্থা সর্বাধিক বিপর্যয়পূর্ণ, জন্মের সময় যখন সে স্বীয় স্থান ত্যাগ করিয়া এক নতুন জগতে পদার্পন করিতে নিজেকে দেখে। মৃত্যুকাল, তখন সে এমন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হয় যাহাদিগকে সে কোন দিন দেখে নাই এবং কিয়ামত দিবস যখন সে বিশাল মানব সমুদ্রে নিজেকে অসহায়াবস্থায় দেখিবে। এই তিনটি বিপর্যয়পূর্ণ সময়েই হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রতি নিরাপত্তা ও শান্তি বর্ষণ করিয়া মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রতি তাঁহার জন্মকালে, তাঁহার মৃত্যুকালে ও তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া উত্থিতকালে শান্তি ও নিরাপত্তা রহিল। ইব্ন জরীর (র), সাদাকা ইব্ন কায়স (র) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... কাতাদাহ্ (র) হইতে جَبَّارًا عَصِيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْقَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ ذَا ذَنْبٍ إِلاَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا

কিয়ামত দিবসে সকলেই পাপী হইয়া আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) নিষ্পাপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবেন। কাতাদাহ্ (র) বলেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) কখনও কোন নারীর সহিত কোন গুনাহ্র কাজ করেন নাই। রিওয়ায়েতটি মুরসাল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সকল আদম সন্তান গুনাহগার অবস্থায় আসিবে, কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) আসিবেন নিষ্পাপ অবস্থায়। হাদীসটির রাবী মুদাল্লিস। তিনি 'আন্আনাহ্' পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সকল আদম সন্তান গুনাহ করে কিংবা গুনাহ করিবার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) ইহা হইতে ব্যতিক্রম। আর কাহারও পক্ষে ইহা বলা সমীচীন নহে যে, "আমি (রাসূলুল্লাহ্) হযরত ইউনুস ইব্ন মাত্তা (আ) অপেক্ষা উত্তম"। উদ্ধৃত হাদীসটিও যঈফ-দুর্বল। কারণ আলী ইব্ন যায়িদ ইব্ন জুদ'আন (র) অনেক মুন্কার হাদীস বর্ণনা করেন।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ (র) ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা (আ)-এর পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিলে হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি আমার তুলনায় উত্তম। তখন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, আপনি আমার তুলনায় উত্তম। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন : আমি তো আমার নিজের উপর সালাম করিয়াছি

কিন্তু আপনার উপর সালাম করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই। এই কথা দ্বারা উভয়ের ফযীলত জানা গেল।

(١٦) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

(١٧) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

(١٨) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

(١٩) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا

(٢٠) قَالَتْ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

(٢١) قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝

অনুবাদ ঃ (১৬) বর্ণনা কর, এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল। (১৭) অতঃপর উহাদিগ হইতে নিজকে আড়াল করিবার জন্য সে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল। (১৮) মারইয়াম বলিল, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর, যদি তুমি মুত্তাকী হও, তবে আমি তোমা হইতে দয়াময়ের আশ্রয় লইতেছি। (১৯) সে বলিল, আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য। (২০) মারইয়াম বলিল, কেমন করিয়া পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই? (২১) সে বলিল, এইরূপই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব, যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বৃদ্ধাবস্থায় এবং তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে একজন পূত-পবিত্র সন্তান দান করিয়াছেন। এই ঘটনার সহিত বিশেষ সম্পর্কের কারণে ইহার পর হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে পিতা ছাড়াই হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয় ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। অতএব উভয় ঘটনা মধ্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়াছে এবং এই কারণেই এইখানে, সূরা আলে ইমরানে ও সূরা আম্বিয়ার মধ্যে দুই ঘটনাকেই পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেন আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র কুদরত ও ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া এই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে যে, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে সক্ষম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ এই কিতাবের মধ্যে হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনাও বর্ণনা করুন। হযরত মারইয়াম (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন। এবং তিনি বনী ইসরাঈলের একটি পূত-পবিত্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সূরা আলে ইমরানে তাঁহার জন্মের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত মারইয়াম-এর আম্মা তাঁহার জন্মের পূর্বে পুত্র সন্তানের আশা পোষণ করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের সেবক করিবেন বলিয়া মানত করিয়াছিলেন। সেই যুগের লোকেরা এইভাবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিত।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই মানতকে উত্তমরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বড়ই আদর যত্নে প্রতিপালন করিলেন (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)। বড় হইয়া হযরত মারইয়াম (আ) আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে বড় চেষ্টা সাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইবাদত, তাকওয়া, পরহেযগারী ও সাধনার কথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার খালু হযরত যাকারিয়া (আ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তখন তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। এবং বনী ইস্রাঈল ধর্মীয় বিষয়ে তাঁহার নিকটই জিজ্ঞাসাবাদ করিত। এই সময় হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত মারইয়ামের অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

হযরত যাকারিয়া (আ) যখনই মারইয়ামের কামরায় প্রবেশ করিতেন তাহার নিকট কোন না কোন রিযিক পাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, হে মারইয়াম! তুমি তাহা কোথা হইতে পাইলে? তিনি উত্তরে বলিতেন, উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)

সূরা আলে ইমরানে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট শীতকালের ফল গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে পাওয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ যখন মারইয়াম (আ)-এর মাধ্যমে তাঁহার একজন অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। যিনি হইবেন পাঁচজন উলূল-আযম রাসূলের একজন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

তখন হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার পরিবারের লোকজন হইতে পৃথক হইয়া বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ হইতে পূর্বদিকে একস্থানে আসিলেন। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) ঋতুমতী হইয়াছিলেন, এই কারণে তিনি পৃথক স্থানে গিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ অন্য কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ কুদামাহ (র) বলেন, কাবূস ইবন আবূ জুবইয়ান (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আহলে কিতাবের উপর বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ ফিরাইয়া সালাত পড়া এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা ফরয ছিল। কিন্তু যেহেতু হযরত মারইয়াম (আ) পূর্বদিকে অবস্থান করিয়াছিলেন যেমন إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا দ্বারা প্রকাশ। অতএব তাঁহারা পূর্বদিক ফিরিয়া সালাত পড়িতে শুরু করিল। ইবন আবূ হাতীম ও ইবন জরীর (র) রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) আরো বলেন, ইসহাক ইবন শাহীন (র) ... ... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এই বিষয়টি সর্বাপেক্ষা বেশী জানি যে কি কারণে নাসারারা পূর্বদিক ফিরিয়া ইবাদত করিত। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থানকে কিবলা স্থির করিয়াছিল। হযরত মারইয়াম (আ) পূর্বদিকে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, مَكَانًا شَرْقِيًّا দূরবর্তী স্থান। অর্থাৎ তিনি দূরবর্তী একটি স্থানে আসিলেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার একটি ক্ষেতে পানি সেচ করিবার জন্য আসিলেন। নাওফ আল-বিকালী (র) বলেন, তাঁহার ইবাদতের তিনি একটি ইবাদতগাহ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

হযরত মারইয়াম (আ) লোকজন হইতে পর্দার আড়ালে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট হযরত জিবরীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا এবং তিনি এক পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিলেন। মুজাহিদ, যাহহাক কাতাদাহ, ইবন জুরাইজ, ওহব ইবন মুনাব্বাহ ও সুদ্দী (র) فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا (র)-এর তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন উহাই জাহেরী কুরআন দ্বারা বুঝা যায়।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

রূহুল আমীন হযরত জিবরীল (আ) এই কুরআনকে আপনার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন যেন আপনি ভীত প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন (সূরা শু'আরা ঃ ১৯৩-৯৪)।

আবূ জা'ফর রাযী (র) ... ... কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ্ সেই সকল রূহ্সমূহের একটি, যাহাদের নিকট হইতে হযরত আদম (আ)-এর যুগে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল। এবং হযরত ঈসা (আ)-এর রূহই একজন পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর সেই রূহ্ হযরত মারইয়াম (আ)-এর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভবতী হইলেন। কিন্তু রিওয়ায়েতটি মুনকার ও গরীব এবং সম্ভবত ইহা একটি ইসরাঈলী রিওয়ায়েত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

তখন হযরত মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নিকট তোমার হাত হইতে পানাহ্ চাহিতেছি, যদি তুমি পরহেযগার হও। হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট যখন একজন পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিয়া ফিরিশতা আত্মপ্রকাশ করিলেন। অথচ, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এবং তাঁহার ও তাঁহার মাঝে পর্দা বিদ্যমান। অতএব তিনি ভীত হইলেন এবং ধারণা করিলেন, হয়ত লোকটি তাঁহার সহিত অপকর্মের ইচ্ছা করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

তোমার অন্তরে যদি আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান থাকে তবে আমি তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্র পানাহ্ প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ্র ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, আত্মরক্ষার জন্য এইভাবে সহজ হইতে সহজতর উপায় অবলম্বন করা শরীয়াতে জায়িয। অতএব হযরত মারইয়াম (আ) সর্বপ্রথম তাঁহাকে আল্লাহ্র ভয় দেখাইলেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ... ... আবূ ওয়াইল (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনাকালে বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) যখন قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا। বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, যাঁহার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান সে অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবে। তাঁহার এই কথার পরই আগন্তুক ফিরিশ্তা বলিলেন ঃ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ। আমি তো আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে দূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। হযরত মারইয়ামের অন্তরে তাঁহার পক্ষ হইতে অপকর্মের জন্য অক্রমণের যে ভয় জন্ম হইয়াছিল উহা দূর করিবার জন্য তিনি বলিলেন, আপনি আমার সম্পর্কে যেই ধারণা করিয়াছেন, উহা ঠিক নহে বরং আমি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। কথিত আছে যে, হযরত মারইয়াম (আ) যখন করুণাময় আল্লাহ্র নাম লইলেন, তখন হযরত জিবরীল (আ) ভয়ে প্রকম্পিত হইলেন এবং তাঁহার আসলরূপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবং বলিয়া উঠিলেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

আমি তো আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে প্রেরিত দূত আপনাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করিবার জন্যই আমাকে আপনার নিকট তিনি প্রেরণ করিয়াছেন। আবূ আমর ইব্ন আলা (র) এইখানে ليهب পড়িয়াছেন। ইহা দুইটি প্রসিদ্ধ কিরা'আতের একটি। অন্যান্য ক্বারীগণ لاهب لك পড়িয়াছেন। উভয় কিরা'আতের অর্থই বিশুদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ হযরত মারইয়াম (আ) আশ্চার্যান্বিত হইয়া বলিলেন, আমার বর্তমান অবস্থায় পুত্র সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ আমার স্বামী নাই এবং আমার দ্বারা কোন অপকর্মেরও কল্পনা করা যায় না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই আর আমি ব্যভিচারিণীও নহি। البغى। অর্থ

ব্যভিচারিনী। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ ان نهى مهر البغى রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যভিচারিনীর উপার্জিত অর্থ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

ফিরিশ্তা বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, যদিও আপনার স্বামী নাই, যদিও আপনি কোন অপকর্মে লিপ্ত হন নাই, তবুও এই অবস্থায়ই আপনার সন্তান হইবে। আপনার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ কাজ, তিনি যাহা ইচ্ছা উহা করিতে সক্ষম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ আর মানুষের জন্য তাঁহাকে সৃষ্টি রহস্যের একটি নিদর্শন করিতে চাই। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে নানাভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন, মানুষের সামনে উহারই একটি নিদর্শন পেশ করিতে চান। যেমন-তিনি হযরত আদম (আ)-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত হাওয়াকে তিনি মাতা ব্যতীত কেবল একজন পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং হযরত ঈসা (আ) ব্যতীত অন্য সকল আদম সন্তানকে পিতামাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং হযরত ঈসা (আ)-কে তিনি পিতা ব্যতীত কেবল একজন নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইভাবে তিনি চার প্রকার সৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছেন। যাহা আল্লাহ্র অপরিসীম ক্ষমতা প্রমাণ করে। অতএব তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ ও পালনকর্তা নাই। وَرَحْمَةً مِّنَّا অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে রহমত ও অনুগ্রহ হিসাবে এই পুত্র সন্তানকে নবী করা হইবে, যিনি আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের প্রতি আহ্বান করিবেন। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۔

যখন ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, হে মারইয়াম আল্লাহ্ আপনাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কলেমার সুসংবাদ দান করিতেছেন; যাঁহার নাম মসীহ ঈসা ইব্ন মারইয়াম। যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হইবে এবং নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এবং সে শৈশবে দোলনায় দোল্না অবস্থায় কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫-৪৬)।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) বলেন, যখন আমি একাকী থাকি তখন ঈসা (আ) আমার গর্ভে থাকা অবস্থায়ই আমার সহিত কথা বলিত আর যখন আমি মানুষের মাঝে হইতাম তখন গর্ভে থাকিয়াই সে তাসবীহ্ পাঠ করিত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا এবং ইহা তো পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। কথাটি হযরত মারইয়াম (আ)-কে সম্বোধন করিয়া হযরত জিব্‌রীল (আ) বলিয়াছিলেন। সম্ভাবনা ইহারও আছে আর এই সম্ভাবনাও আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া এই সংবাদ দান করিয়াছেন যে, মারইয়ামের গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি পূর্ব নির্ধারিত ছিল যাহা টলিবার ছিল না। মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী দ্বারা এই কথার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে যে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে রূহ্ ফুঁকাইয়া দেওয়া হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا

এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম যে তাহার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষিত রাখিয়াছে, অতঃপর আমি উহাতে রূহ্ ফুঁকাইয়া দিলাম (সূরা তাহরীম ঃ ১২)। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا

আর সেই মহিলা যিনি তাঁহার লজ্জাস্থানের হিফাযত করিয়াছে, অতঃপর আমি উহার মধ্যে রূহ্ ফুঁকাইয়া দিয়াছি (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯১)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজ সম্পন্ন করিবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিয়াছেন। অতএব অবশ্যই ইহা সংঘটিত হইবে। ইব্‌ন জরীর (র)ও এই তাফসীর পসন্দ করিয়াছেন।

(٢٢) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا

(٢٣) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

অনুবাদ ঃ (২২) অতঃপর সে উহাকে গর্ভে ধারণ করিল, তারপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল। (২৩) প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, হায়! ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, যখন জিব্‌রীল (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে মানিয়া লইলেন। পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মারইয়ামের নিকট সংবাদদাতা ফিরিশ্‌তা হযরত জিব্‌রীল (আ) তখন তাঁহার জামার ফাঁকে ফুঁক মারিলেন এবং উহা তাঁহার লজ্জার স্থানে প্রবেশ করিল এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনি গর্ভবতী হইলেন। যখন তিনি গর্ভবতী হইলেন, তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন যে, মানুষকে তিনি কি বলিবেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, তিনি মানুষকে যাহা বলিবেন তাহা তাহারা বিশ্বাস করিবে না। অবশ্য তিনি তাঁহার খালা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রীর নিকট সকল গোপন কথা বলিয়া দিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে সন্তানের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন এবং তাহা কবূলও হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হইলে হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া হযরত মারইয়ামকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, হে মারইয়াম! আমি গর্ভবতী হইয়াছি উহা কি তুমি জান? তখন মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমিও যে গর্ভবতী হইয়াছি তাহা কি আপনি জানেন? এবং তিনি তাঁহার বিস্তারিত অবস্থা জানাইলেন। তাঁহারা যেহেতু মু'মিন ছিলেন অতএব হযরত মারইয়াম (আ)-এর কথা বিশ্বাস করিলেন। ইহার পর হইতে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী যখনই হযরত মারইয়াম (আ)-এর মুখোমুখী হইতেন তখন তিনি অনুভব করিতেন যে, তাহার গর্ভের সন্তান হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভের সন্তানকে সম্মানের সিজ্‌দা করিতেছে। তাঁহাদের শরীয়াতে সম্মানের সিজ্‌দা জায়িয ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে সিজ্‌দা করিয়াছিলেন। এবং যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাগণকে হযরত আদম (আ)-কে সিজ্‌দা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের শরীয়াতে সিজ্‌দা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য খাস হইয়াছে। অতএব অন্য কাহাকে সিজ্‌দা করা সম্পূর্ণ হারাম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) পরস্পর

খালাত ভাই ছিলেন ; এবং তাহারা উভয়ই একই সময় মাতৃগর্ভে আসিয়াছিলেন। একবার হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর আম্মা হযরত মারইয়ামকে বললেন, তোমার গর্ভে যেই সন্তান রহিয়াছে, উহাকে আমার গর্ভের সন্তান সিজ্দা করিতে দেখিতেছি। মালিক (র) বলেন, আমার ধারণা উহা হযরত ঈসা মসীহ্ (আ)-এর অধিক মর্যাদার কারণে সংঘটিত হইত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে এই শক্তি দান করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করিতেন এবং অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিয়া দিতেন।

উলামায়ে কিরামের মধ্যে এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) কতকাল মাতৃগর্ভে ছিলেন। এই সম্পর্কে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল, তিনি নয় মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, আট মাস আর এই কারণে আট মাসের সন্তানে অধিকাংশ জীবিত থাকে। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, মুগীরা ইব্ন উতবাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ সাকাফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, একবার তাঁহাকে হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভধারণ করিবার সাথেসাথে সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু রেওয়ায়েতটি গারীব। সম্ভবত তিনি فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ। এর প্রকাশ্য অর্থ হইতে এই মর্ম উদ্ধার করিয়াছেন। فاء অব্যয়টি যদিও تعقيب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর تعقيب উহার আপন অবস্থা হিসাবে হইয়া থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ـ

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জন্মের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "আমি মানুষকে শুক মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর আমি উহাকে বীর্যের আকৃতিতে স্থাপন করি মাতৃগর্ভে, অতঃপর বীর্যকে আমি জমাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডকে গোশতে পরিণত করিয়াছি, অতঃপর সেই গোশতকে হাড়ে পরিণত করিয়াছি। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১২-১৩)

উদ্ধৃত আয়াতে فاء কয়টি تعقيب এর জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকের অবস্থা হিসাবে এই تعقيب এর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের

রিওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ, সন্তান জন্মের যে কয়টি পর্যায় আছে, উহার প্রত্যেকটির মাঝে চল্লিশ দিনের ব্যবধান হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً

আপনি কি দেখেন না আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়া অতঃপর যমীন সবুজ শ্যামলে সজ্জিত হয় (সূরা হজ্জ ঃ ৬৩)। এই আয়াতে فا অব্যয়টি تعقيب এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ বৃষ্টি বর্ষণের সাথে সাথেই কিন্তু যমীন সবুজ হইয়া উঠে না।

যেই কথাটি প্রসিদ্ধি ও যুক্তি গ্রাহ্য তাহা হইল, হযরত মারইয়াম (আ) অন্যান্য স্ত্রী লোকের মতই গর্ভের পূর্ণ সময়ই গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, এই কারণে যখন তাঁহার গর্ভের আলামাত সমূহ প্রকাশ পাইল, মসজিদের অপর একজন খাদিম উহা দেখিয়া মনেমনে সন্দেহ পোষণ করিল। তাহার নাম ছিল ইউসুফ। সে হযরত মারইয়ামের আত্মীয় ছিল এবং একজন বাড়ই পরহেযগার লোক ছিলেন। কিন্তু হযরত মারইয়ামের সতীত্ব, পবিত্রতা, দীনদারী ও পরহেযগারীর কারণে তাঁহার অন্তর হইতে এই ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে সে তাঁহাকে অত্যন্ত আদব সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, মারইয়াম! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু আমার প্রতি রাগ করিও না। মারইয়াম (আ) বলিলেন, বল দেখি কি? সে বলিল, আচ্ছা বলত, আটি ব্যতিত কি কোন গাছ হইয়া থাকে? আর বীজ ছাড়া কি কোন ফসল হয়? এবং পিতা ব্যতিত কি সন্তান হয়? মারইয়াম (আ) তাঁহার ইংগিত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আটিও বীজ ছাড়াই গাছ ও ফসল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আটি ও বীজ ছাড়া গাছ ও ফসল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম মাতাপিতা ব্যতিতই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত খাদিম তাঁহার কথা স্বীকার করিল, এবং তাঁহাকে আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দিল। অতঃপর হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাঁহার কাওমের অপবাদের সম্মুখীন হইলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়ে দূরে একস্থানে চলিয়া গেলেন। যেন তাহারা তাঁহাকে দেখিতে না পায় এবং তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে না পান।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যখন হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভধারণ করিলেন, এবং গর্ভবতী স্ত্রী লোকের যে সকল আলামত প্রকাশ পাইয়া থাকে উহা প্রকাশ পাইল, এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল, ইউসুফের সহিত সে এই অপকর্ম করিয়াছে। কারণ মসজিদে তাঁহার সহিত ইউসুফ ব্যতিত অন্য কেহ ছিল না। ইহা শ্রবণ

করিয়া হযরত মারইয়াম (আ) তাহাদের নিকট হইতে আড়ালে চলিয়া গেলেন যে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে না পায় এবং তিনিও যেন তাহাদিগকে দেখিতে না পান।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ

অতঃপর প্রসব বেদনা তাঁহাকে একটি খেজুর গাছের গোড়ায় লইয়া গেল। প্রস কোন স্থানে লইয়া গিয়াছিল এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্য রহিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের যেই কামরায় তিনি সালাত পড়িতেন উহার পূর্ব দিকে একটি স্থানে। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, তিনি পলায়ন করিয়া যখন ও মিসরের মধ্যবর্তীস্থানে গেলেন, তখন তাঁহার প্রসব বেদনা শুরু হইল। ওহব (র.) হইতে অপ এক বর্ণনায় রহিয়াছে, বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে আট মাইল দূরে 'বায়তুল্লাহম' নামক একটি স্থানে তিনি পৌঁছাইয়াছিলেন। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, হযরত আনাস (র) হইতে ইমাম নাসাঈর বর্ণিত এবং শাদ্দাদ ইব্ন আওস (র) হইতে ইমাম বায়হাকী বর্ণিত মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীস সমূহে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ঈস (আ)-এর জন্মস্থানের নাম 'বায়তুল্লাহম'। লোকমুখে ইহাই প্রসিদ্ধ এবং খ্রিস্টানরা এ বিষয়ে কোন সন্দেহই করে না।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

হযরত মারইয়াম বলিলেন, হায়! যদি ইহার পূর্বেই আমার মৃত্যু ঘটিত এবং মানুষের স্মৃতিপট হইতে আমি মুছিয়া যাইতাম। এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, ফিৎনার সময় মৃত্যু কামনা করা জায়িয আছে। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ সন্তানের জন্য তিনি ফিৎনায় লিপ্ত হইবেন। মানুষ তাঁহার বিষয়টিকে সঠিকভাবে বিবেচনা করিবে না এবং তিনি তাহাদিগকে যাহা বলিবেন তাহাও তাহারা বিশ্বাস করিবে না। আর যেই মারইয়াম তাহাদের নিকট আবিদাহ ও আল্লাহর অনুগত বান্দী বলিয়া সুপরিচিতা ছিলেন তিনি এখন তাহাদের ধারণায় অসতী ও ব্যভিচারিনী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا হায়! যদি এই অবস্থার পূর্বেই যদি আমার মৃত্যু ঘটিত আর وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا মানুষের স্মৃতিপট হইতে আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যদি আমাকে সৃষ্টি করা না হইত আর কোন বস্তুই যদি না হইতাম। সুদ্দী (র) বলেন, সন্তান ধারণের কারণে হযরত

মারইয়াম (আ) লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হায়! স্বামী ব্যতীত সন্তান প্রসব করিবার যেই অসহনীয় গ্লানি আমায় বহন করিতে হইবে, হায়! যদি তাহার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا আর মানুষ আমাকে একেবারেই ভুলিয়া যাইত এবং হায়িযের নেকড়ার ন্যায় আমাকে নিক্ষেপ করা হইত যাহা আর কখনও খুঁজিয়া নওয়া হয় না আর না উহার কথা কখনও স্মরণ করা হয়। যেই সকল বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া হয়, এবং বর্জন করা হয় উহাকে نسى বলা হয়। কাতাদাহ (র) وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন, হায়! যদি আমি এখন বস্তু হইতাম যাহা না কেহ চিনিত, না কেহ স্মরণ করিত আর আমি কে তাহাও কেহ না জানিত! ইব্ন যায়িদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, হায়! আমি যদি কোন বস্তুই না হইতাম।

আমরা পূর্বেই

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

এর তাফসীর প্রসংগে আলোচনা করিয়াছি যে, ফিৎনার সময় ব্যতীত অন্য কখনও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ।

(٢٤) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

(٢٥) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

(٢٦) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

অনুবাদ ঃ (২৪) ফিরিশতা তাহার নিম্নপার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। (২৫) আর তুমি খেজুর গাছটির কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও উহা হইতে তোমার উপর পাকা খেজুর ঝরিয়া পড়িবে। (২৬) অতঃপর তুমি খাও ও পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। অতঃপর যদি কোন মানুষ দেখিতে পাও, তখন বলিও আমি করুণাময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করিয়াছি। অতএব আজ আমি কাহারও সহিত কথা বলিব না।

তাফসীর ঃ প্রথম আয়াতে কেহ কেহ مِنْ تَحْتِهَا এর স্থলে مَنْ تَحْتَهَا

পড়িয়াছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারইয়ামের নিচে ছিল সে ডাক দিয়া বলিল। অন্যান্য ক্বারীগণ مِنْ تَحْتِهَا পড়িয়াছেন। এই ক্ষেত্রে مِنْ অব্যয়টি হরফে জার হইবে। কে ডাক দিয়া বলিয়াছিল, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণ মতবিরোধ করিয়াছেন। আওফ (র) ও অন্যান্য মণিষীগণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন হযরত জিব্রীল (আ) এবং হযরত মারইয়াম (আ) যাবৎ না তাঁহার কাওমের নিকট আসিলেন, হযরত ঈসা (আ) কোন কথাই বলেন নাই। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, আমর ইব্ন মায়মূন, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপত্যকার নিচ হইতে হযরত জিব্রীল (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-কে ডাক দিয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত ঈসা (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-কে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন। আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হযরত হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত হাসান (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ)-এর পুত্র হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে ডাক দিয়াছিলেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে অনুরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্কে কি বলিতে শোন নাই فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ অতঃপর মারইয়াম (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর দিকে ইশারা করিলেন। ইব্ন যায়িদ ও ইব্ন জরীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

চিন্তা করিও না বলিয়া ডাক দিলেন তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়া দেন। সুফিয়ান সাওরী (র) ও শুবা (র) ... ... হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন سريا অর্থ ঝর্ণা। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, سريا অর্থ নহর। আমর ইব্ন মায়মূনও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, সুরিয়ানী ভাষায় নহরকে صرى বলা হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, হিজাযীদের ভাষায় سرى অর্থ ঝর্ণা। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, কিত্বী ভাষায় ছোট নহরকে سرى বলা হয়। যাহ্হাক (র) বলেন, সুরিয়ানী ভাষায়ও ছোট নহরকে سرى বলে। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, পানির ঝর্ণাকে سرى বলে। সুদ্দী (র) বলেন, নহরকে سرى বলে। ইব্ন জরীর (র)ও এই মত পোষণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত আছে। তাবরানী (র) বলেন ঃ আবূ শুয়াইব হিররানী (র) ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়ামকে যে কথা বলিয়াছেন উহা হইল তাঁহার পানি

পানের জন্য একটি প্রবাহিত নহর। তবে এই সূত্রে হাদীসটি গারীব। রাবী আবূ আইউব নাহীক দ্বারা এখানে আবু আইউব নাহিক হবালীকে বুঝান হইয়াছে। আবূ হাতিম রাযী (র) বলেন, তিনি যঈফ-দুর্বল রাবী। আবূ যুর'আহ (র) বলেন, তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। আবুল ফাত্হ (র) বলেন, তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট বিবর্জিত। অনেকে উহাও বলেন, سرى দ্বারা এখানে হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। হাসান, রাবী' ইব্ন আনাস, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন। এক বর্ণনানুসারে কাতাদাহ্-র মতও ইহাই। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)-এর বক্তব্যও ইহাই। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক সঠিক বলিয়া প্রকাশ। এই কারণে পরে ইরশাদ হইয়াছে, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ খেজুর গাছটি তোমার দিকে হেলাও। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতো খেজুর গাছটি শুষ্ক ছিল উহাতে কোন খেজুর ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, গাছে খেজুর ছিল কিন্তু হযরত মারইয়ামের হেলাইবার পর উহা হইতে খেজুর ঝরিয়া পড়িয়াছে। আর এই কারণেই ইহাতে আল্লাহ্ তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবেই তিনি হযরত মারইয়মের পানাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا তোমার উপর তাজা পাকা ফল ঝরিবে। فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا অতঃপর খাও, পান কর, চক্ষু শীতল কর এবং মানবিক প্রশান্তি লাভ কর। আমর ইব্ন মায়মূন (র) বলেন, নিফাস ওয়ালী নারীর পক্ষে শুষ্ক ও তাজা খেজুর অপেক্ষা উত্তম কোন বস্তু নাই। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أكرموا عمتكم النخلة خلقت من الطين الذى خلق آدم عليه السلام وليس من الشجرة شيئ يلقح غيرها .

তোমরা তোমাদের ফুফু অর্থাৎ খেজুর গাছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। যেই মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহা দ্বারাই খেজুর গাছ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবং এই গাছ ব্যতিত অন্য গাছে নর গাছের কলি নারী গাছের কলির মধ্যে দেওয়া হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে সন্তান প্রসবান্তে তাজা পাকা খেজুর খাইতে দিবে। যে গাছের নিচে হযরত মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উহা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত গাছ আর একটিও নাই। হাদীসটি

মুনকার। আবূ ইয়ালা শায়বান (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন ক্বারী تساقط এর সীনকে তাশদীদ সহকারে পড়িয়া থাকেন এবং অনেকে সীনকে তাশদীদ ছাড়াই পড়েন। আবূ নাহিক يُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا পড়িয়াছেন। আবূ ইসহাক (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি يُسَاقِطْ পড়িতেন। কিন্তু সব কয়টি কিরা'আতের এক অর্থ।

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْ অর্থাৎ তুমি যখনই কোন মানুষ দেখিবে তাহাকে এই কথা বলিবে যে, إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا আমি আজ পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য রোযা রাখিয়াছি। অতএব আজ কোন মানুষের সহিত কথা বলিব না। প্রকাশ থাকে যে, মারইয়ামের উপরোক্ত কথা ইশারার মাধ্যমে সংঘটিত হইবে, মুখে নহে। নচেৎ فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ الخ এর সহিত বিরোধ ঘটিবে। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا এর অর্থ করিয়াছেন, আমি কথা না বলার মানত করিয়াছি। অর্থাৎ এখানে কথা না বলাকেই সাওম বলা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস ও যাহ্হাকও অনুরূপ মতপোষণ করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, আমি সাওম ও কথা না বলার মানত করিয়াছি। কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের শরীয়াতে সাওমের জন্য যেমন পানাহার হারাম ছিল অনুরূপভাবে কথা বলাও হারাম ছিল। সুদ্দী, কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক (র) হারিসা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় তাঁহার নিকট দুই ব্যক্তি আসিল। তাহাদের একজন তো সালাম করিল কিন্তু অপরজন সালাম করিল না। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কি? তাহার সঙ্গী বলিল, তাহার সাথী-সঙ্গীরা শপথ করিয়াছে যে, আজ কাহারও সহিত কথা বলিবে না। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ তুমি মানুষের সহিত কথা বল ও তাদের প্রতি সালাম কর। হযরত মারইয়াম (আ) তো এই কারণে কথা না বলার মানত করিয়াছিলেন যে, তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। যেহেতু তিনি স্বামী ছাড়া গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। আর কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে এই ওযর পেশ করিতেন যেন তিনি তাহাদের সহিত কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, যখন হযরত

জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, যখন হযরত ঈসা (আ) হযরত মারইয়ামকে لا تحزني চিন্তা করিও না বলিলেন। তখন হযরত মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমি চিন্তা না করিয়া কি উপায়ে থাকিতে পারি, অথচ আমি কোন স্বামী ব্যতিত তোমাকে প্রসব করিয়াছি। আমি মানুষের কাছে কি জবাব দিব? হায়! যদি ইহার পূর্বে আমার মৃত্যু ঘটিত। হায়! যদি আমি মানুষের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইতাম। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, আপনার পক্ষ হইতে আমি কথা বলিব এবং আমিই যথেষ্ট হইব।

মহান আল্লাহ বাণী ঃ

فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا .

কোন মানুষকে দেখিলে বলিবে, আমি রাহমানের জন্য সাওম রাখিয়াছি অতএব কোন মানুষের সহিত আজ আমি কথা বলিব না। এইসব কথাই হযরত ঈসা (আ) তাঁহার আম্মাজানকে বলিয়াছিলেন। ওহব (র)ও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

(۲۷) فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا .

(۲۸) يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا .

(۲۹) فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۗ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا .

(۳۰) قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا .

(۳۱) وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا .

(۳۲) وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا .

(۳۳) وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا .

না ব্যাভিচারিনী। (২৯) অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল। উহারা বলিল, যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? (৩০) সে বলিল, আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন, (৩১) যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমায় বরকতময় করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে, (৩২) আর আমাকে মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য, (৩৩) আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি আর যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, সেইদিন তাঁহাকে সাওম রাখিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং মানুষের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছিল এবং ইহাও বলা হইয়াছিল যে, মানুষের সহিত তাঁহার নিজের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। বরং তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তখন তিনি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশও যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তিনি উহা মানিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পুত্রকে লইয়া তাঁহার কাওমের নিকট আসিলেন। যখন তাহারা সন্তান সহ তাঁহাকে দেখিল তখন তাহারা বড় গুরুতর কাজ বলিয়া মনে করিল এবং বলিয়া উঠিল يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا হে মারইয়াম! তুমি তো বড়ই গুরুতর কাজ করিয়াছ।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এবং আরও অনেকে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ (র) .... ইব্‌ন নাওফ বিকালী (র) হইতে বর্ণিত যে, হযরত মারইয়াম (আ) ছিলেন নবী বংশের মহিলা। তাঁহার কাওমের লোকজন তাঁহাকে খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। একজন গো-রাখালের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই এই ধরণের এক তরুণীকে দেখিয়াছ? সে বলিল না, তবে রাত্রিকালে আমার গরুটিকে এক আশ্চার্যজনক কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি করিতে দেখিয়াছ? সে বলিল, উমুক উপত্যকার দিকে ফিরিয়া সিজদা করিতে দেখিয়াছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ (র) বলেন, আমি সাইয়ার (র) হইতে এই কথাও স্মরণ রাখিয়াছি যে, সেই রাখালটি এই কথাও বলিয়াছিল যে, উজ্জ্বল নূর দেখিয়াছি। অতঃপর তাহারা সেই দিকে চলিল, এবং হযরত মারইয়ামের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাহাদিগকে দেখিলেন, তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন তাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا হে মারইয়াম! তুমি তো বড়ই গুরুতর কাজ করিয়াছ। يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ হে হারূনের ভগ্নি! অর্থাৎ হারূনের ন্যায় ইবাদতকারিনী।

مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا .

না তোমার আব্বা কোন খারাপ লোক ছিলেন এবং না তোমার আম্মা কোন অসতী নারী ছিলেন। অর্থাৎ তুমি এক পূত পবিত্র ও আবিদ জাহিদ বংশের নারী। তুমি এইরূপ জঘণ্য কাজ করিলে কিভাবে?

আলী ইব্‌ন তালহা ও সুদ্দী (রা) বলেন, যেহেতু হযরত মারইয়াম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, এই কারণে তাঁহাকে হারূনের ভগ্নি বলা হইয়াছে। যেমন তামীম গোত্রীয় লোককে أخو تميم এবং মুযার বংশীয় লোককে أخو مضر বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, হারূন নামক হযরত মারইয়াম (আ)-এর বংশের এক নেক ব্যক্তির প্রতি তাঁহাকে সম্বন্ধিত করিয়া তাঁহাকে أخت هرون বলা হইয়াছে। হযরত মারইয়াম (রা) তাঁহার ন্যায় আবিদা ও জাহিদা ছিলেন। ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন, তাঁহারা তাহাদের স্ববংশীয় হারূন নামক এক জন অসাধু লোকের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে أخت هرون বলিয়াছিল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্যজনক কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন হিসিঞ্জানী (র) ... ... কুরযী (র) يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মারইয়াম (আ) হযরত হারূন (আ)-এর আপন ভগ্নি ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর নদীতে নিক্ষেপ করিবার পর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। فَبَصُرَتْ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ)-কে এমন সতর্কতার সহিত দেখিলেন, যে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিলনা। কিন্তু এই রিওয়ায়েতটি মারাত্মক ভুল বলিয়া বিবেচিত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের পর হযরত ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার পর হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতিত অন্য কোন নবী প্রেরিত হন নাই। অথচ উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েত সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়াও হযরত ঈসা (আ)-এর পরে আরো অনেক নবী প্রেরিত হইয়াছেন।

যাহা আদৌ সত্য নহে।

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أنا أولى الناس بابن مريم الا انه ليس بيني وبينه نبي ·

আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সব চাইতে বেশী নিকটবর্তী কারণ, তাঁহার ও আমার মাঝে কোন নবী প্রেরিত হন নাই। মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র) যাহা বলিয়াছেন বাস্তবে যদি তাহাই হইত তবে হযরত ঈসা (আ)-এর পরে কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা) হইতেন না বরং তিনি হযরত দাঊদ ও সুলাইমান (আ)-এর পূর্বে তাঁহার নবুওয়াতের যুগ মানিতে হইত। কারণ পবিত্র কুরআনে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত দাউদ (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ·

আপনি মূসা (আ)-এর পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের সেই দলটিকে দেখিয়াছেন কি যাহারা তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন যাহার আদেশে আমরা আল্লাহ্র-রাহে জিহাদ করিব। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৬)।

ইহার পর জালূত ও তালূতের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ হযরত দাঊদ (আ) জালুতকে হত্যা করিয়াছেন (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)। ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় হযরত দাউদ (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র) যেই মত পোষণ করিয়াছেন উহার জন্য যেই বস্তুটি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা হইল, তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈল সহ নীল নদ পার হইয়া গেলেন এবং ফির'আউন তাহার সাথী সঙ্গী সহ ডুবিয়া মরিল। মারইয়াম বিনতে ইমরান যিনি হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর ভগ্নি ছিলেন তখন দফ বাজাইয়া আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর আদায় করিতেছিলেন ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত বনী ইসরাঈলের অন্যান্য মহিলারাও শরীক ছিল। তাওরাতের এই তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ ইবন কুরাযী (র) ধারণা করিয়াছেন, এই মহিলাই হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা অথচ ইহা বড়ই চরম ভুল ও বাজে কথা। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-এর আম্মা হযরত মারইয়ামের নাম এই নামে নামকরণ করা হইয়াছিল যে, পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের নবী ও নেক লোকদের নামে নাম রাখিত। যেমন ইমাম আহমাদ (র)

বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন ইদরীস (র) ... ... হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নাজরানে প্রেরণ করিলেন। সেই স্থানের লোকেরা আমাকে বলিল, আচ্ছা, বলুন তো আপনারা يَا اُخْتَ هٰرُوْنَ পড়িয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনাদের কিতাবে মারইয়ামকে হারূন (আ)-এর ভগ্নি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ, হযরত মূসা (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর এত এত বৎসর পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছেন। এই প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব দান করিতে না পারিয়া যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন আমি তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ তুমি তাহাদিগকে এই কথাটি বলিতে পারিলে না যে, পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের আম্বিয়া ও নেক লোকদের নামে স্বীয় সন্তানের নাম রাখিত। অতএব এই হারূন সেই হারূন নহেন আর এই মারইয়ামও সেই মারইয়াম নহেন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গারীব। তিনি বলেন, ইবন ইদরীস (র) ব্যতিত অন্য কোন রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণিত নহে। ইবন জারীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ... ... কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি يَا اُخْتَ هٰرُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতে উল্লিখিত হারূন হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হযরত হারূন নহেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আপনি ভুল বলিয়াছেন। তখন তিনি বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! যদি নবী করীম (সা) এই সম্পর্কে কিছু বলিয়া থাকেন, তবে তিনি অধিক জানেন ও অধিক খবর রাখেন। অবশ্য আমি তো উভয়ের মাঝে ছয়শত বৎসরের পার্থক্য আছে বলিয়া জানি। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) নীরব হইলেন। তবে ইতিহাসের এই তথ্যটি বিবেচনা সাপেক্ষ।

ইবন জারীর (র) বলেন, বিশ্র (র) কাতাদাহ (র) হইতে يَا اُخْتَ هٰرُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) এমন এক বংশের ছিলেন, যাঁহারা সৎ ও দীনদার বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। কিছু লোক এমন আছে যাঁহারা সৎ ও দীনদার বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে এবং সুসন্তান জন্ম দেয়। অপর পক্ষে কিছু লোক এমনও হইয়া থাকে যাহারা অসৎ বলিয়া পরিচিত এবং অসৎ সন্তান জন্ম দান করে। আয়াতে উল্লিখিত হারূন নামক এই ব্যক্তি একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার বংশে তিনি বড় সমাদৃত ও প্রিয়জন ছিলেন। তবে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হযরত হারূন ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্য এক হারূন। কথিত আছে যে, যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন বনী ইসরাঈলের হারূন নামক চল্লিশ হাজার লোক তাঁহার জানাযায় শরীক ছিল।

সাধারণভাবে এই নামটি সকলের প্রিয় ছিল তাই এই একই নামের এত অধিক লোক এই নাম ধারণ করিয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

অতঃপর হযরত মারইয়াম তাঁহার সন্তানের প্রতি ইশারা করিলে, তাহারা বলিল, একজন কোলের শিশুর সহিত আমরা কিভাবে কথা বলিব? অর্থাৎ হযরত মারইয়ামের ব্যাপারে যখন তাঁহার গোত্রীয় লোকজন সন্দেহ পোষণ করিল এবং তঁআহার ব্যাপারটি বড় জঘন্য মনে করিয়া বসিল, তখন তাহারা তাঁহার প্রতি অপবাদ করিল। সেইদিন তিনি সাওম রাখিয়াছিলেন এবং নীরব থাকিবার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের সহিত তাহাদিগকে কথা বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ইহাতে তাহারা ধারণা করিয়া বসিল যে, মারইয়াম (আ) তাহাদের সহিত কৌতুক করিতেছে। অতএব তাহারা ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল

كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

আরে আমরা কোলের শিশুর সহিত কি ভাবে কথা বলিব? তুমি আমাদিগকে পাগল মনে করিয়াছ? মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ -এর অর্থ করিয়াছেন, হযরত মারইয়াম (আ) তাহাদিগকে মুখে বলিয়া দিলেন, তোমরা ঐ শিশুর সহিত কথা বল। তখন তাহারা বলিল, মারইয়াম এই জঘন্য কাজ করিয়া আমাদিগকে এই কোলের শিশুর সহিত কথা বলিবার জন্য হুকুম করিতেছ; ইহা তোমার চরম ধৃষ্টতা। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাহাদিগকে শিশুর সহিত কথা বলিবার জন্য ইংগিত করেন, তখন তাহারা বলিল, মারইয়াম আমাদের সহিত এতই বিদ্রূপ শুরু করিয়াছে যে, সে এই কোলের শিশুর সহিত কথা বলিবার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ করিতেছে। ইহা তো তাঁহার ব্যাভিচার অপেক্ষা অধিক জঘন্য কাজ।

قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা একটি কোলের শিশুর সহিত কি ভাবে কথা বলিব? এবং সেই বা আমাদের সহিত কি কথা বলিবে? তখনই হযরত ঈসা (আ) বলিয়া উঠিলেন, إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ আমি আল্লাহ্র বান্দা। সর্বপ্রথম যেই কথা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল, তাহা দ্বারা তিনি সন্তান স্থির করা হইতে স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা

ঘোষণা করিলেন। এবং তাঁহার দাসত্বেরও ঘোষণা করিলেন। آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا তিনি আমাকে কিতাব দান করিয়াছেন এবং আমাকে নবী নিযুক্ত করিয়াছেন।" হযরত ঈসা (আ)-এর আম্মার প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছিল, উক্ত বাণী দ্বারা তিনি তাঁহার আম্মাকে সেই অপবাদ হইতে মুক্তি করিয়াছেন। নাওফ বিকালী (র) বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করিল, তখন তিনি আম্মার স্তন্য হইতে দুধপান করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের কথা শুনিতেই দুধ ছাড়িয়া বামপার্শ্বে ভর দিয়া বলিয়া উঠিলেন,

إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتَانِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا .... مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

আমি আল্লাহ্র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করিয়াছেন এবং আমাকে নবী করিয়াছেন। ..... আমি যতদিন জীবিত থাকি।

ইকরিমাহ্ (র) বলেন, آتَانِيَ الْكِتَابَ এর অর্থ 'আল্লাহ্ আমাকে কিতাব দান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁহার আম্মার গর্ভে থাকাবস্থায়ই তাওরাত শিক্ষা করিয়াছেন। ইহাই إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتَانِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا এর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আত্তার হিমসী (র) নামক রাবী পরিত্যক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ আমি যেই স্থানেই থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। মুজাহিদ, আমর ইব্ন কায়েস ও সাওরী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাকে মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, আমাকে উপকার সাধনকারী করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, সুলাইমান ইব্ন আবদুল জব্বার (র) ... ... ওহাব ইব্ন ওয়ারিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন আলিম অপর একজন বড় আলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আচ্ছা বলুন, আমার কোন আমলকে ঘোষণা করিবার অনুমতি আছে কি? তিনি বলিলেন, সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ- ইহাই আল্লাহ্র দীন। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীগণকে এই দীন সহ তাঁহার বান্দাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ফুকাহায়ে কিরাম وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ এই অর্থের উপর ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)

বরকতময়। তিনি সদাসর্বদা সর্বাবস্থায় 'আমর-বিল-মারুফ ও নাহী-আনিল-মুনাকার' করিতেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

এবং যতদিন আমি জীবিত থাকিব তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদ (সা)-কে হুকুম করিয়াছেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

আর আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করিতে থাকুন যাবৎ না মৃত্যু আসে (সূরা হিজর ঃ ৯৯)। আবদুর রহমান ইবন কাসিম (র) মালিক ইবন আনাস (রা) হইতে وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত যে এই দুইটি কাজ তাঁহার করিয়া যাইতে হইবে আল্লাহ্ তাহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাক্দীর প্রমাণিত হয় এবং যাহারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতিবাদও হইয়া যায়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আমার আম্মার সহিত সদাচারণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আম্মার সহিত সদাচারণের নির্দেশ আল্লাহ্র প্রতি অনুগত্যের নির্দেশ দেওয়ার পর দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অনেক স্থানে আল্লাহ্র আনুগত্য ও মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এক সাথেই দিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

আপনার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহাকে ছাড়া তোমরা কাহারও ইবাদত করিবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যহার করিবে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আমার শোকর করিবে এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, অবশেষে আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার আনুগত্য ও আমার আম্মার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার ব্যাপারে অহংকারী ও হঠকারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ফলে আমি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিতও হই নাই। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, হঠকারী ও বদবখত হইল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া হত্যা করে। কোন কোন সালফে সালেহীন বলেন, যাহাকেই তুমি পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য পাইবে সে হঠকারী ও বদবখত। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন,

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

তিনি আরো বলেন, যাহাকেই তুমি অসৎ চরিত্রের দেখিতে পাইবে, সে অবশ্য অহংকারী ও হঠকারী হইবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারী ও গর্বকারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে একবার একজন মহিলা হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে মৃতকে জীবিত করিতে এবং কুষ্ঠ রোগীকে ও অন্ধকে সুস্থ ও চক্ষুদান করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, সেই গর্ভ বড়ই বরকতময় যাহা আপনাকে ধারণ করিয়াছিল। সেই স্তন্য বড়ই বরকতময় যাহা হইতে আপনি দুধপান করিয়াছেন। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন সেই ব্যক্তি বড়ই ধন্য যে, আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করিয়া উহার বিধানের অনুসরণ করে এবং সে হঠকারী ও বদবখত হয় না।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

যেই দিন আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, আর যে দিন আমি মৃত্যুবরণ করিব এবং যেই দিন আমি পুনরায় জীবিত হইয়া উত্থিত হইব আমার প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁহার মাখলুকের মধ্য হইতে এক মাখলুক। আল্লাহ্র অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় তিনিও অস্তিত্বহীন হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন এবং পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু এই তিনটি অবস্থা বড়ই কঠিন অবস্থা এবং এই অবস্থা সমূহে তিনি নিরাপদ ও শান্তি লাভ করিবেন।

(٣٤) ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ

(٣٥) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٠

(٣٦) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٠

(٣٧) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٠

অনুবাদ ঃ (৩৪) এই-ই ঈসা মারইয়াম তনয়। আমি বলিলাম, সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে। (৩৫) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নহে, তিনি পবিত্র মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়। (৩৬) আল্লাহ্-ই আমার প্রতিপালক; তোমাদিগের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুলি নিজদিগের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদিগের মহাদিবস আগমন কালে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর যেই ঘটনা আপনার নিকট আমি উল্লেখ করিয়াছি, উহা হইল সত্য কথা, যার সম্পর্কে মানুষ মতবিরোধ করিতেছে। অর্থাৎ যাহারা কাফির ও বাতিলপন্থি তাহারা মতবিরোধ করিতেছে এবং যাহারা মু'মিন ও হক পন্থি তাহারা ঐক্যমত পোষণ করিতেছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ قَوْلُ الْحَقِّ -এর لم কে পেশ সহ পড়েন। আসিম ও আবদুল্লাহ্ ইবন আমির (র) যবর সহ পড়েন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) ذٰلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَالَ الْحَقَّ পড়িতেন। 'ই'রাব'-এর দিক হইতে পেশসহ পড়া অধিক যাহির। اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ কে এই কিরাতের পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয় উল্লেখ করিবার পর হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও নবী ছিলেন তাহা এবং স্বীয় সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছেন।

ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ

আল্লাহর জন্য ইহা সংগত নহে যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করিবেন। এই যালিম

লোকেরা যাহা কিছু বলিতেছে উহা হইতে তিনি, মহা পবিত্র।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

তিনি যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা করেন, তখন তিনি বলেন, 'হইয়া যাও' অমনি উহা যেমন তিনি চাহেন তেমন হইয়া যায়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ٠

আল্লাহর নিকট ঈসা (আ)-এর অবস্থা আদম (আ)-এর মত। তাহাকে তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, 'হইয়া যা' অমনি তিনি অস্তিত্ব লাভ করিলেন। ইহা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বাস্তব সত্য। অতএব আপনি কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৯)

মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

হযরত ঈসা (আ) কোলে থাকাবস্থায় তাঁহার কাওমকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহার একটি কথা ইহাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ও আমার সকলের প্রতিপালক। অতএব তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল সঠিক পথ। অর্থাৎ আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই বিধান লইয়া আসিয়াছি, উহা হইল সরল সঠিক পথ। যেই ব্যক্তি উহার অনুসরণ করিবে, সে হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে। এবং যে উহার বিরোধিতা করিবে, সে গুমরাহ্ হইবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

হযরত ঈসা (আ)-এর বিষয়টি স্পষ্ট হইবার পর, যে তিনি আল্লাহর বান্দা; তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার কালেমা, তখন আহলে কিতাব বিভিন্ন দল বিভিন্ন মতপোষণ করিয়াছে। অধিকাংশ ইয়াহূদীদের মতে (আল-ইয়াযুবিল্লাহ্) তিনি ব্যাভিচারের ফসল ছিলেন। এবং তাঁহার কথা হল যাদু। তাহাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ অবতীর্ণ হউক। একদলের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, অপর এক দলের মতে তিনি আল্লাহর পুত্র। আবার এক দলের মতে, তিনি তিন খোদার একজন। অবশ্য অপর এক দলের মতে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আর ইহাই হইল সত্য সঠিক কথা এবং আল্লাহ্ তা'আলাই এই মতের প্রতি মুসলমানদিগকে হিদায়েত দান

করিয়াছেন। আমর ইবন মায়মূন, ইবন জুরাইজ, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেক সালফে সালেহীন হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার, কাতাদাহ্ (র) হইতে মহান আল্লাহ্ বাণী :

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার বনী ইসরাঈলের লোকেরা একত্রিত হইল এবং তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে চারটি দল নির্ধারণ করিল। প্রত্যেক তাহাদের একজন আলিম পেশ করিল। তাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিল। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে উত্থিত হইবার বিষয়। এই সকল লোক হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিল। কেহ বলিল, হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি যমীনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহাকে ইচ্ছা তিনি জীবিত করিয়াছেন, যাহাকে ইচ্ছা তিনি মৃত্যু দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আসমানে আরোহণ করিয়াছেন। এই মত পোষণকারী দলটির নাম ছিল ইয়াকুবিয়াহ্। অপর তিনজন প্রথম ব্যক্তির এই মতকে অস্বীকার করিয়া বলিল, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। অতঃপর তাহাদের দুইজন মিলিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিল, তুমি তোমার মত প্রকাশ কর। সে বলিল, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র পুত্র ছিলেন। এই মত পোষণকারী দলকে 'নাসতুরিয়াহ' বলা হয়। অবশিষ্ট দুইজন বলিল, তুমি ভুল বলিয়াছ। অবশিষ্ট দুইজনের একজন অপরজনকে বলিল, আচ্ছা তুমি তোমার মত প্রকাশ কর। সে বলিল, হযরত ঈসা (আ) তিন খোদার একজন। আল্লাহ্ এক খোদা, হযরত ঈসা (আ) এক খোদা এবং তাঁহার মাতা এক খোদা। এই মত পোষণকারী দলকে 'ইসরাঈলিয়াহ' বলা হয়। যাহারা নাসারাদের বাদশাহ্ ছিল। তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ অবতীর্ণ হউক। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, তুমি ভুল বলিয়াছ। এবং হযরত ঈসা (আ) ছিলেন, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার রূহ ও তাঁহার কলেমা। এই মত পোষণকারী দলটি হইল মুসলমান। উল্লিখিত চার ব্যক্তির প্রত্যেকেরই অনুসারী ছিল। তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিল এবং মুসলমানদের উপর বিজয়ী হইল। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টিই উল্লেখ করিয়াছেন :

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

আর মানুষের মধ্যে যাহারা ইনসাফের হুকুম দেয় তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, এই সকল লোক সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

তাহারা প্রথমে মতবিরোধী করিয়াছে, অতঃপর তাহারা বিভিন্ন দলে পরিণত হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে তিনি ওরওয়া ইবন জুবাইর হইতে তিনি কোন এক আলিম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বহু ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে একমত পোষণ করিয়াছেন যে, সম্রাট কনস্টান্টিনপল তিন তিনবার ঈসায়ীদের বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্বশেষ সমাবেশে দুই হাজার একশত সত্তরজন আলিম একত্রিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নানা প্রকার পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করিল। তাহাদের মধ্যে একশত জন ঐক্যমত প্রকাশ করিল। সত্তরজন অন্যমত প্রকাশ করিল। পঞ্চাশ জন মিলিয়া অপর একমত পেশ করিল। একশত ষাটজন অপর এক মত পেশ করিল। মোটকথা কোন একমতের উপর তাহারা ঐক্যমত পোষণ করিতে পারিল না। যেই মতের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক লোক একমত হইল, তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশত আশি জন। বাদশাহ্ তাহাদের এই মতের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। বাদশাহ্ একজন দার্শনিক ছিলেন। রাজনৈতিক সাফল্যের চিন্তা করিয়া তিনি এই অধিক সংখ্যক দলটিকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তাহাদের সাহায্য করিলেন। আর অবশিষ্ট দলকে তিনি তাড়াইয়া দিলেন। এই দলটি বাদশাহ্র জন্য 'আমানতে কোবরা' এর প্রথা গড়িল। যা প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় খিয়ানত ছিল। তাহারা তাহার জন্য আইন গ্রন্থ রচনা করিল। অনেক বিষয় শরীয়াত সম্মত বলিয়া ঘোষণা করিল। ধর্মের মধ্যে অনেক নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করিল এবং ঈসায়ী ধর্মে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিল। এই সম্রাট তাহাদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন সিরিয়া, জাযীরা ও রূমে অনেক বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করিলেন। তাহার আমলে এই ধরণের গীর্জা মোট সংখ্যা ছিল প্রায় বার হাজার। সম্রাটের মাতা হাইলানা সেই স্থানে একটি কুব্বাহও নির্মাণ করিলেন যেই স্থানে ইয়াহূদীদের ধারণা যে সম্রাট কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-কে তথায় শূলী দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই ব্যাপারে তাহাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুত তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নওয়া হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন দিনের চরম শাস্তি রহিয়াছে। যাহারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং এই কথা বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান আছে। তাহাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা একটি কঠিন ধমক। আল্লাহ্ তা'আলা

ধৈর্যধারণ করিয়া তাহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন কিন্তু শাস্তি দান করিতে ব্যস্ত হন না। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত,

إن الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দিয়া রাখেন কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهٗٓ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۔

আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হইয়া থাকে, যখন তিনি কোন যালিম জনবসতীকে পাকড়াও করেন তাঁহার পাকড়াও বড়ই কঠিন (সূরা হূদ ঃ ১০২)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আরো বর্ণিত ঃ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল অন্য কেহ নাই। কাফিররা তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ, ইহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে রিযিক দেন এবং সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۔

অনেক যালিম জনবসতীকে আমি অবকাশ দান করিয়াছি, অতঃপর উহাকে আমি পাকড়াও করিয়াছি এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৮)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ۔

যালিমদের কর্মকাণ্ড হইতে আল্লাহ্কে বে-খবর ধারণা করিবেন না; তিনি তাহাদিগকে এমন একদিনের জন্য অবকাশ দান করেন যেই দিন চক্ষুসমূহ উপরের দিকে উত্থিত হইবে (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪২)। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

কাফিরদের জন্য কিয়ামতের কঠিন দিনের চরম শাস্তি রহিয়াছে।

হযরত উবাদাহ ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দান করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হযরত

ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল, তাঁহার কলেমা ও তাঁহার রূহ্। জান্নাত ও জাহান্নাম চরম সত্য, তাহার আমল যাহাই হউক না কেন আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্তে দাখিল করিবেন।

(٣٨) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

(٣٩) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

(٤٠) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (৩৮) উহারা যেদিন আমার নিকট আসিবে, সেইদিন উহারা কত স্পষ্ট শুনিবে ও দেখিবে, কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (৩৯) উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এখন উহারা গাফিল এবং উহারা বিশ্বাস করে না। (৪০) নিশ্চয় পৃথিবী ও উহার উপর যাহারা আছে, তাহাদিগের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই রহিবে এবং উহারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তাহারা এই জগতে যদিও চক্ষু বন্ধ রাখিয়া এবং কর্ণে তুলা দিয়া উহা বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাহাদের চক্ষুসমূহ খুব উজ্জ্বল হইবে এবং তাহারা কান দ্বারা খুব শ্রবণ করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ۔

হায়! যদি আপনি সেই দৃশ্য দেখিতে পাইতেন তখন কাফির অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট মাথা অবনত করিয়া থাকিবে এবং তাহারা এই আর্তনাদ করিবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুব দেখিয়াছি এবং খুব শুনিয়াছি। (সূরা সাজদা ঃ ১২) অর্থাৎ তাহাদের এই কথা এমন সময় বলিবে যখন তাহাদের পক্ষে ইহা কোনই কাজে আসিবে না। অবশ্য যদি তাহারা শাস্তি দেখিবার পূর্বে স্বীয় কর্ণ ও চক্ষু সমূহকে কাজে

লাগাইত তবে উহা উপকার হইত এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইত। ইরশাদ হইয়াছেঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا

যেই দিন তাহারা আমার নিকট আসিবে তাহারা কতই না ভাল দেখিবে এবং কতই না চমৎকার শ্রবণ করিবে لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ কিন্তু যালিম গোষ্ঠি এই দুনিয়ায় فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে। অর্থাৎ তাহারা না সত্য কথা শ্রবণ করিতেছে আর না সঠিক পথ দেখিতেছে আর না তাহারা সত্যকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। যেই স্থানে তাহাদের হিদায়াত গ্রহণ উপকারী সেই স্থানে তাহারা হিদায়াত শূন্য। কিন্তু যখন উহা কোন উপকারে আসিবে না, তখন তাহারা আল্লাহর খুব অনুগত হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ আর আপনি সমস্ত সৃষ্টিকূলকে অনুতাপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিন। إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ। যখন দোযখবাসী ও বেহেশ্তবাসীদের সম্পর্কে ফয়সালা হইয়া যাইবে ঃ এবং প্রত্যেকেই চিরকালের জন্য স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করিবে। وَهُمُ الْيَوْمَ অথচ, আজ তাহারা অনুতাপের দিন সম্পর্কে সতর্কবাণী হইতে গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত আর তাহারা উহার প্রতি বিশ্বাসও করে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন বেহেশ্তবাসীগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করিবে, তখন মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। উহাকে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝখানে রাখা হইবে। তখন বেহেশ্তবাসীকে বলা হইবে, ওহে! তোমরা ইহাকে চিন কি? তাহারা ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবে, হাঁ, ইহা তো মৃত্যু। অতঃপর দোযখবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, ওহে! তোমরা ইহাকে চিন কি? তাহারাও উহার দেখিয়া বলিবে হাঁ, ইহা তো মৃত্যু। রাবী বলেন, অতঃপর উহা যবাই করিবার জন্য হুকুম করা হইবে। এবং সাথে সাথেই যবাই করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর ডাকিয়া বলা হইবে, হে বেহেশ্তবাসীরা! এখন হইতে তোমাদের আর মৃত্যু নাই। তোমরা জীবিত থাকিবে। হে দোযখবাসীগণ! এখন হইতে তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তোমরাও চিরকাল জীবিত থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ·

তিনি হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ أَهْلُ الدُّنْيَا فِيْ غَفْلَةِ الدُّنْيَا দুনিয়াদার লোকেরা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে আ'মাশ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় ইমামদ্বয়ের ভাষা প্রায় কাছাকাছি। হাসান ইব্ন আরফা (র) বলেন, আসবাত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুনানে ইব্ন মাজাহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) হইতে তিনি আবূ সালামা (র) হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফ হযরত ইব্ন উমর (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত তিনি উবাইদ ইব্ন উমাইরকে বলিতে শুনিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি পশুর আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর সকল মানুষের সম্মুখে উহাকে যবাই করা হইবে এবং তাহারা উহা দেখিতে থাকিবে। সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি তাহার এক ঘটনায় বর্ণনা করেন, কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই তাহার বেহেশ্তের একটি ঘর এবং দোযখের একটি ঘরের দিকে দেখিবে। এই দিন হইবে অনুতাপের দিন। দোযখী ব্যক্তি তাহার বেহেশ্তের ঘরের দিকে যখন দেখিবে, তখন তাহাকে বলা হইবে, যদি তুমি ভাল আমল করিতে তবে এই ঘরে প্রবেশ করিতে। তখন সে অনুতাপ করিতে থাকিবে। বেহেশ্তবাসী যখন তাহার দোযখের ঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে তখন তাহাকে বলা হইবে, যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ না করিতেন তবে এই ঘরে তোমার প্রবেশ করিতে হইত।

সুদ্দী (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন বেহেশ্তবাসীরা বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করিবে তখন মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর উহাকে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝে রাখিয়া বলা হইবে, ওহে বেহেশ্তের অধিবাসীগণ! এই হইল মৃত্যু যাহা পৃথিবীতে মানুষকে মারিয়া ফেলিত, এই ঘোষণার সাথেসাথে বেহেশ্তের উপর ও নিম্নস্তরের সকল লোক ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, হে দোযখের অধিবাসীরা! এই হইল সেই মৃত্যু, যাহা দুনিয়ায় মানুষকে মারিয়া ফেলিত। তখন দোযখের হালকা শাস্তি ভোগকারী হইতে জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহ্বরে নিমজ্জিত সকলেই উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। ইহার পর বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝে মৃত্যুকে

যবাই করা হইবে। অতঃপর ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে বেহেশ্তবাসীগণ! তোমরা চিরকাল এইখানে বসবাস করিবে। তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। হে দোযখের অধিবাসীরা! তোমরা চিরকাল এইখানে অবস্থান করিবে, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া বেহেশ্তবাসীগণ এতই আনন্দ লাভ করিবে যে, যদি আনন্দে আত্মহারা হইয়া কেহ মৃত্যুবরণ করিতে পারিত, তবে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইত। আর দোযখবাসীরা এমনই চিৎকার দিবে যে, যদি চিৎকার দ্বারা তখন মৃত্যু সম্ভব হইত, তবে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইত। আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়টি وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। يَوْمَ الْحَسْرَةِ কিয়ামতের একটি নাম। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা হইতে মানুষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (র) বলেন, يَوْمَ الْحَسْرَةِ হইল কিয়ামত দিবস। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ ۔

হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করিয়াছি অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র দরবারে কতইনা অপরাধ করিয়াছি! (সূরা যুমার ঃ ৫৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۔

তিনি সৃষ্টিকর্তা সকল বস্তুর উপর কর্তৃত্ব কেবল তাঁহারই। তিনি ব্যতিত সকল সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকিবেন, কেহই কোন বস্তুর উপর অধিকারের দাবী করিতে পারিবে না। কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই সকল বস্তুর মালিক হইবেন। তিনিই ~~হুকুমদাতা। কাহারও প্রতি একটুও যুলুম করা হইবে না। অণু~~ পরিমাণও না। এক বিন্দুর পরিমাণও তিনি যুলুম তিনি করিবেন না। ইবন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) কূফার শাসনকর্তা আবদুল হামীদ ইবন আবদুর রহমানের নিকট একটি পত্র লিখিলেন, হামদ ও সালামের পর। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার মাখলূক সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহার জন্য মৃত্যুও নির্ধারিত করিয়াছেন। সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তিনি তাঁহার প্রেরিত সত্য কিতাব যাহা তিনি নিজেই সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ফিরিশ্তাগণকেও উহার হিফাযতে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মহাগ্রন্থে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এই যমীনের এবং এই যমীনের উপর অবস্থানকারী সকলের মালিক ও অধিকারী তিনিই। এবং সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(٤١) وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۔

(٤٢) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا ۔

(٤٣) يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۔

(٤٤) يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۬ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۔

(٤٥) يٰۤاَبَتِ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۔

অনুবাদ ঃ (৪১) স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্‌রাহীমের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। (৪২) যখন সে তাহার পিতাকে বলিলেন, হে আমার পিতা! তুমি তাহারই ইবাদত কর কেন যে শুনে না দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না। (৪৩) হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। (৪৪) হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে এবং তুমি হইয়া পড়িবে শয়তানের বন্ধু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, কিতাবের মধ্যে ইব্‌রাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। এবং আপনার এই মূর্তি উপাসক কাওমের নিকট উহা পাঠ করুন এবং যাহারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধর ও তাঁহার অনুসারী হইবার দাবী করে, তাহাদের নিকট তাঁহার ও তাঁহার পিতার সহিত পারস্পরিক যেই ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা বর্ণনা করুন। এই সত্য নবী কি ভাবে তাঁহার পিতাকে মূর্তি পূজা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন উহা তাহাদিগকে জানাইয়া দিন। তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন ঃ

يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ۔

হে আমার পিতা! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা কেন করেন যাহা না শুনিতে পারে, না দেখিতে পারে আর না আপনার কোন উপকার সাধন করিতে পারে। আর না-ই কোন ক্ষতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

হে আমার পিতা! আমার নিকট এমন এক জ্ঞান আসিয়াছে, যাহা আপনার নিকট আসে নাই। অর্থাৎ যদিও আমি আপনার ঔরশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আপনার সন্তান হিসাবে আমাকে আপনি ছোট মনে করেন তবুও আপনার জানা উচিত যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এমন এক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা আপনি জানেন না এবং উহা সম্পর্কে আপনি অবগত নহেন। فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন আমি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখাইব যাহা আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে। এবং ভয়ংকর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা করিবেন না। অর্থাৎ এই সকল মূর্তি পূজার ব্যাপারে শয়তানের অনুসরণ করিবেন না। শয়তান তো এই মূর্তি পূজার প্রতিই আহ্বান করে এবং ইহাতেই সে সন্তুষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের নিকট হইতে কি এই ওয়াদা লইয়াছিলাম না যে তোমরা শয়তানের উপাসনা করিবে না। কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ۔

তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া কেবল নারীদের উপাসনা করে আর তাহারা প্রকৃতপক্ষে কেবল ধৃষ্ট শয়তানেরই উপাসনা করে। (সূরা নিসা ঃ ১১৭)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا

শয়তান পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য। সে তাহার প্রতিপালকের হুকুম পালন করে না। ফলে আল্লাহ্ তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন। অতএব আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না। তাহা হইলে আপনিও তাহার মত হইবেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ۔

হে আমার আব্বা! আশংকা হইতেছে যে, যদি আপনি আমার কথা পালন না করেন এবং শিরক পরিত্যাগ না করেন, তবে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপনার উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا তখন আপনি শয়তানের বন্ধু হইবেন। অর্থাৎ এক শয়তান ব্যতিত অন্য কেহ আপনার বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকিবে না। অথচ, শয়তান কিংবা অন্য কেহ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখে না। অতএব তাহার অনুসরণ করিলে চতুর্দিক হইতে শাস্তি আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۔

আল্লাহ্‌র কসম! আপনার পূর্বে অনেক জাতির নিকট আমি রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু শয়তান তাহার অপকর্ম সমূহকে তাহাদের নিকট সুসজ্জিত করিয়া দেখাইয়াছে; অতএব আজ শয়তানই তাহাদের বন্ধু কিন্তু শয়তান তাহাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না। এবং তাহারা মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে। (সূরা নাহল ঃ ৬৩)

(٤٦) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا ۔

(٤٧) قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا ۔

(٤٨) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا ۔

অনুবাদ ঃ (৪৬) পিতা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই;

তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। (৪৭) ইব্রাহীম বলিল, তোমার প্রতি সালাম, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। (৪৮) আমি তোমাদিগ হইতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত যাহাদিগের ইবাদত কর, তাহাদিগ হইতে পৃথক হইতেছি; আমি প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া আমি ব্যার্থকাম হইব না।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বুঝাইবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে জবাব দিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এইখানে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ الِهَتِى يَاِبْرٰهِيْمُ

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আব্বা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যসমূহের অবাধ্য? অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদের উপাসনা নাও কর তবে অন্তত তাহাদিগকে গালি দিও না। তাহাদের দোষ বলিও না। যদি তুমি ইহা হইতে বিরত না হও তবে আমি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। তোমাকেও গালি দিব, তোমার দোষ বলিব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ, যাহ্হাক (র) ও আরো অনেকে لَاَرْجُمَنَّكَ এর এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) مَلِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন ঃ دهرًا এক যুগ তুমি আমার নিকট আসিও না। হাসান বাসরী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, زَمَانًا طَوِيْلًا অর্থাৎ দীর্ঘকাল তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাক। সুদ্দী (র) বলেন, وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا অর্থ হইল তুমি চিরদিনের জন্য আমাকে ছাড়িয়া যাও। আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) .... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমার উপর কোন শাস্তি পতিত হইবার পূর্বেই তুমি নিরাপদে আমাকে ত্যাগ কর। যাহ্হাক, কাতাদাহ্, আতীয়্যাহ আল-জাদলী, মালিক (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থই বর্ণনা করিয় ইব্ন জারীর (র) এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিলেন سَلٰمٌ عَلَيْكَ আপনার প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক, আমি আপনাকে কোন কষ্ট দিব না।

যেমন আল্লাহ্ মু'মিনদের গুণ বর্ণনায় ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا যখন মূর্খ ও জাহিল লোকেরা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলে, তখন তাহারা তাহাদের সহিত অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত না হইয়া সালাম বলিয়া বিদায় গ্রহণ করে (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ .

আর যখন তাহারা অনর্থক কথা শ্রবণ করে তখন তাহারা উহা হইতে বিরত থাকে এবং তাহারা এই কথা বলে, আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা জাহিল ও মূর্খদের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হই না (সূরা কাসাস ঃ ৫৫)।

হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, سَلٰمٌ عَلَيْكَ ইহার অর্থ হইল, যেহেতু আপনি আমার পিতা অতএব আমার পক্ষ হইতে অবাঞ্ছিত কোন আচরণ হইবে না এবং আপনাকে কোন কষ্ট আমি দিব না। وَسَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ এবং আপনার জন্য আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি যেন আপনাকে হিদায়েত দান করেন। এবং আপনাকে ক্ষমা করিয়া দেন। اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। অর্থাৎ তিনি আমাকে ঈমান ও ইসলামের তাওফীক দান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। মুজাহিদ কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইহার তাফসীর করেন, তিনি বারবার আমার দু'আ কবূল করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ) দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার আব্বার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। শাম (সিরিয়া) দেশে হিজরত করিবার পর এবং মাসজিদুল হারাম নির্মাণ করিবার পরও তিনি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) ভূমিষ্ট হইবার পরও তিনি দু'আ করিয়াছেন ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ .

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ও সকল মু'মিন বান্দাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করিয়া দিবেন (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর অনুকরণ করিয়া মুসলমানরাও ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাঁহাদের মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...... إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

তোমাদের জন্য হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। যখন তাহারা তাহাদের কাওমকে বলিয়াছিল, তোমরা যাহার উপাসনা করিতেছ আমরা উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ... ... অবশ্য ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব (সূরা মুমতাহীনা : ৪)। ইহা তোমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য নহে। অতএব তোমরা এই বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিও না। এবং মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) পরবর্তীতে তাঁহার এই আচরণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ...... وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۚ

নবী ও মু'মিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নহে... ... ... ইব্‌রাহীম (আ) যে তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, উহা কেবল তিনি তাঁহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন বলিয়াই করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন তখন তিনি তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেলেন। ইব্‌রাহীম তো বড়ই আল্লাহ্ প্রেমিক ও ধৈর্যশীল। (সূরা তাওবা : ১১৩-১৪)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي ۚ

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া থাকিব এবং তোমাদের ও আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যেই সকল বস্তুর তোমরা উপাসনা কর উহা হইতেও আমি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া থাকিব। আর আমি একমাত্র আমার পালনকর্তার ইবাদত করিতে থাকিব। عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا নিশ্চয়ই আমি আমার পালনকর্তাকে ইবাদত করিয়া বঞ্চিত হইব না। 'عسى' শব্দটি এখানে নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে সকল

আম্বিয়ায়ে কিরামের সরদার-নেতা। অতএব তাঁহার দু'আ ও ইবাদত নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত ও মকবুল।

(٤٩) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۚ

(٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۚ

অনুবাদ : (৪৯) অতঃপর যখন তাহাদিগ হইতে ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিত যাহাদিগের ইবাদত করিত, সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল। তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইস্‌হাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম। (৫০) এবং তাহাদিগকে আমি দান করিলাম আমার অনুগ্রহ ও তাহাদিগকে দিলাম সমুচ্চ যশ-সুনাম ও সুখ্যাতি।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁহার পিতা ও কাওমকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাহাদের পরিবর্তে উত্তম লোকজন দান করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার পুত্র হযরত ইস্‌হাক ও পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ)-কে দান করিলেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً আর ইয়াকূব (আ)-কে অতিরিক্ত দান করিলেন।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ এই ইসহাকের পরে আমি ইয়াকূব (আ)-কে দান করিয়াছি। হযরত ইসহাক (আ)-যে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতা ছিলেন এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নাই।

সূরা বাকারায় ইরশাদ হইয়াছে :

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

অথবা তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূব (আ) তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বে তাঁহার সন্তানদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কাহার ইবাদত করিবে? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করিব যাঁহার ইবাদত

আপনি করিতেন এবং আপনার পিতা হযরত ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাক যাঁহার ইবাদত করিতেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৩)

আলোচ্য আয়াতের মর্মও এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ), ইসহাক ও ইসমাইল (আ)-এর দ্বারা তাঁহার নতুন বংশের ভিত্তি রচনা করিলেন। এবং তাঁহাদের দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর চক্ষু শীতল করিলেন। আর এ উদ্দেশ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا এবং তাঁহাদের সকলকেই আমি নবী করিলাম, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই নবী হইয়াছিলেন। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নাম উল্লেখ করিতেন না। বরং হযরত ইউসুফ (আ)-এর নাম উল্লেখ করিতেন। তিনিও তো নবী ছিলেন। যেমন নবী করীম (সা)-কে একবার যখন সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ

يوسف نبي الله بن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن ابراهيم خليل الله

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্-এর পুত্র আল্লাহ্র নবী ইসহাক (আ)-এর পুত্র আল্লাহ্র নবী হযরত ইউসুফ (আ)। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم

সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র এবং সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র সম্মানিত ব্যক্তি ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا .

আর আমি তাহাদিগকে আমার বহু রহমত দান করিয়াছি এবং এই পৃথিবীতে তাহাদের উত্তম আলোচনাকে উচ্চমর্যাদা দান করিয়াছি। আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে لِسَانَ صِدْقٍ এর অর্থ করিয়াছেন, উত্তম প্রশংসা। সুদ্দী ও মালিক ইব্ন আনাস (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, সকল ধর্মের লোকেরাই হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর গুণগান বর্ণনা করে ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই কারণে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের উত্তম আলোচনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের প্রতি সালাত ও সালাম।

(৫১) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا .

(৫২) وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا .

(৫৩) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا .

অনুবাদ ঃ (৫১) এবং স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল ও নবী। (৫২) তাহাকে আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্র আলোচনা শেষ করিয়া হযরত মূসা কালীমুল্লাহ্র আলোচনা শুরু করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا

এই কিতাবে হযরত মূসা (আ)-এর আলোচনা করুন। তিনি আল্লাহ্র মনোনীত ছিলেন। কোন কোন ক্বারী مُخْلِصًا শব্দটি ل যের সহ পড়েন। الاخلاص মাসদার হইতে নির্গত। অর্থ ইখলাসের সহিত ইবাদতকারী। সাওরী (র) বলেন, আবদুল আযীয ইব্ন রাফে (র) হইতে তিনি আবূ লুবাবা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রূহুল্লাহ্! মুসলিম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমল করে এবং মানুষ তাহাকে প্রশংসা করুক সে তাহা পসন্দ করে না।

অপরপক্ষে অন্যান্য ক্বারীগণ مُخْلَصًا শব্দটি ل কে যবরসহ পড়েন, অর্থ মনোনীত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنِّيْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ হে মূসা! আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের উপর মনোনীত করিয়াছি। وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا আর তিনি রাসূল ও নবী। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দুইটি বিশেষণ একত্রিত করিয়াছেন।

হযরত মূসা (আ) বড় বড় উলুল আযম (দৃঢ় প্রত্যয়গ্রহণকারী) পাঁচজন রাসূলের একজন। তাঁহারা হইলেন—হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ (সা)।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ

আর আমি মূসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে তাঁহার ডান দিক হইতে ডাকিয়াছিলাম যখন তিনি তথায় আগুনের খোঁজে গিয়াছিলেন। তিনি প্রজ্জলিত আগুন দেখিয়া উহা আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তূর পাহাড় তাঁহার ডান দিকের উপত্যকার এক কিনারায় উহা পাইয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ডাক দিলেন। তাঁহাকে অতি নিকটবর্তী করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলেন।

ইবন জারীর (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে এতই নিকটবর্তী করিলেন যে, তিনি কলমের শব্দ শুনিতে পাইতেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। মুজাহিদ (র) আবুল আলীয়াহ্ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কলমের শব্দ দ্বারা তাওরাত লিখিবার শব্দ বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে আসমানে উঠাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবদুর রায্যাক (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে কাতাদাহ্ (র) হইতে وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) যে সত্য নবী এই সম্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন। ইবন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আমর ইবন মাদী কারব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে তাঁহার নিকটবর্তী করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে মূসা! যখন আমি তোমার জন্য এমন অন্তর সৃষ্টি করিয়াছি যাহা দ্বারা শোকর করিবে এবং জবান সৃষ্টি করিয়াছি যাহা দ্বারা যিকির করিবে এবং এমন সৎ স্ত্রী দান করিয়াছি, যে উত্তম ও সৎ কাজে তোমাকে উৎসাহিত করিবে তখন তুমি বুঝিবে, যে আমি কল্যাণই তোমাকে দান করিয়াছি। আর যাহাকে আমি এই সকল নিয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি তাঁহার জন্য যেন কল্যাণের কোন দ্বারই আমি উন্মুক্ত করি নাই।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا .

হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আমি একটি অনুগ্রহ ইহাও করিয়াছি যে তিনি যে তাঁহার ভাই হযরত হারূনকে তাঁহার সাহায্যার্থে নবী করিবার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন, আমি

উহা কবুল করিলাম এবং তাহার ভাই হারূনকে নবী করিয়া তাহার সাহায্যার্থে দান করিয়াছিলাম।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ

আমার ভাই হারূন আমার তুলনায় অধিক সুন্দর বক্তব্য পেশ করিতে পারে। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে আমার সহিত নবী করিয়া প্রেরণ করুন সে আমার কথার সমর্থন করিবে। আমার তো আশংকা হইতেছে যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। (সূরা কাসাস ঃ ৩৪)

তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিলেন ঃ

قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى হে মূসা! আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ .

আমার সহিত হারূনকে প্রেরণ করুন। আমি তো তাহাদের সহিত এক অপরাধ করিয়া বসিয়াছি। অতএব আমার ভয় হইতেছে যে, তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিবে। (সূরা শু'আরা ঃ ১৩ ও ১৪)

পূর্ববর্তী কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে নবী করিবার যে সুপারিশ করিয়াছিলেন দুনিয়ায় ইহা অপেক্ষা অধিক বড় সুপারিশ কেহ কাহারও জন্য করে নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا

আর আমি আমার বিশেষ অনুগ্রহে তাহার ভাই হারূন (আ)-কে নবী করিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলাম।

ইবন জারীর (র) ... ... ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত হারুন (আ) হযরত মূসা (আ) অপেক্ষা বড় ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ইহাই ছিল, যে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর দু'আয় হযরত হারূনকে নবুওয়াত দান করিবেন এবং তাঁহার দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে সাহায্য করিবেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী (র) হইতে মু'আল্লাকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٤) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۚ

(٥٥) وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۚ

অনুবাদ ঃ (৫৪) স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী (৫৫) সে তাহার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তাহার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

তাফসীর ঃ হযরত ইসমাঈল (আ) যিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র এবং হিজাযের আদী পিতা ছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন যে, তিনি এক ওয়াদা পালনকারী সত্য বান্দা ছিলেন। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত ইসমাঈল (আ) যখনই তাঁহার পালনকর্তার সহিত কোন ওয়াদা করিয়াছেন তিনি তাহা পালন করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি যখন কোন ইবাদতের মানত করিয়াছেন উহা পালন করিয়াছেন ও মানত পূর্ণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ... ... সাহল ইব্ন আকীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে একবার হযরত ইসমাঈল (আ) এক ব্যক্তির সহিত একটি বিশেষ স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী সেই স্থানে হাযির হইলেন; কিন্তু সেই লোকটি তথায় উপস্থিত হইতে ভুলিয়া গেলেন; হযরত ইসমাঈল (আ) দিবারাত্র তথায় কাটাইয়া দিলেন এবং লোকটি পরদিন তথায় আসিয়া বলিল, কাল হইতে এই স্থান আপনি ত্যাগ করেন নাই? তিনি বলিলেন, না। আমি এখানেই আমার ওয়াদা অনুযায়ী তোমার অপেক্ষা করিতেছি। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর এইরূপ ওয়াদা পালনের জন্যই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমার জানামতে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইব্ন শাওযাব (র) বলেন, আমার জানামত তিনি সেই স্থানে একটি ঘর নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে এবং আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (র) তাঁহার 'মাকারিমুল আখলাক' গ্রন্থে ইব্রাহীম তাহ্মান (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল হামসা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে একবার আমি তাঁহার সহিত কিছু ক্রয় ও বিক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমার নিকট তাঁহার কিছু পাওনা ছিল; অতএব একদিন ঐ স্থানে আসিয়া দেনা পরিশোধ করিবার ওয়াদা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি উক্ত দিন এবং উহার পরদিন আসিতে ভুলিয়া গেলাম এবং তৃতীয় দিন আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য তখনও অপেক্ষা করিতেছেন; আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, হে যুবক! তুমি আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছ। এইখানে আমি তিন দিন যাবৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মান্দাহ (র) তাঁহার 'মা'রিফাতুস্ সাহাবা' নামক গ্রন্থে ইব্রাহীম তাহ্মান (র) ... ... আবদুল করিম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-কে صَادِقَ الْوَعْدِ ওয়াদা পালনে সত্যাশ্রয়ী এই কারণে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

ইনশাল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবেন। (সূরা বাকারা ঃ ১০২) অতঃপর তিনি তাঁহার ওয়াদা পালনে সত্য প্রমাণিত হইয়াছেন। ওয়াদা পালন করা একটি প্রশংসিত গুণ যেমন উহা খেলাপ করা একটি জঘন্য দোষ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۔

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যাহা তোমরা নিজেরা পালন কর না? যাহা তোমরা পালন করনা উহা বলা আল্লাহ্র নিকট গুরুতর ক্রোধের কারণ (সূরা সাফ্ফ ঃ ২-৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি—যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে খেলাপ করে। এবং তাহার নিকট কোন আমানত রাখা

হইলে উহা খিয়ানত করে। উপরোক্ত চরিত্রগুলো যখন মুনাফিকের আলামত, সুতরাং উহার বিপরীত মু'মিনের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-কে তাঁহার ওয়াদা পালনের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও ওয়াদা পালনকারী ছিলেন। তিনি যখনই কাহারো সহিত কোন ওয়াদা করিতেন উহা পালন করিতেন। একবার তিনি স্বীয় কন্যা হযরত যায়নাব (রা)-এর স্বামীর ওয়াদা পালনের জন্য তাঁহার প্রশংসা করেন। তিনি তাঁহার সম্পর্কে বলেন,

حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي

সে আমার সহিত যাহা বলিয়াছে সত্য বলিয়াছে। আমার সহিত ওয়াদা করিয়া উহা পালন করিয়াছে।

হযরত নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাহারও সহিত কোন ওয়াদা করিয়া থাকেন, কিংবা তাঁহার উপর কাহারও কোন ঋণ থাকে তবে সে যেন আমার নিকট আসে, আমি উহা আদায় করিব। এই ঘোষণার পর হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) আসিয়া বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি বাহরাইন হইতে মাল আসে তবে আমি তোমাকে এত, এত, এত, দান করিব। অর্থাৎ তিন মুষ্টি মাল দান করিব। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে বাহরাইন হইতে মাল আসিল, তখন তিনি হযরত জাবির (রা)-কে তাঁহার মুষ্টি ভরিয়া মাল লইতে হুকুম করিলেন। এক মুষ্টিতে পাঁচ দিরহাম হইল। এইভাবে তিনি তিন মুষ্টি লইতে হুকুম করিলেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا আর ইসমাঈল (আ) রাসূল ও নবী ছিলেন। আয়াত দ্বারা প্রকাশ হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইসহাক (আ) অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ছিলেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসহাক (আ)-কে শুধু নবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-কে নবী ও রাসূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে মনোনীত করিয়াছেন। এই হাদীসও আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ـ

আর তিনি তাঁহার পরিবারের লোকজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁহার পালনকর্তার দরবারে খুব প্রিয় ছিলেন। এই আয়াত দ্বারাও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে। একদিকে তিনি নিজেই ধৈর্যসহকারে আল্লাহর নির্দেশ পালন করিতেন, অপরদিকে তিনি তাঁহার পরিবারের লোকজনকেও আল্লাহর নির্দেশ পালন করিবার জন্য হুকুম করিতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আপনি আপনার পরিবারভুক্ত লোকজনকে সালাতের হুকুম করুন এবং নিজেও উহা ধৈর্যসহকারে পালন করিতে থাকুন। (সূরা তোহা ঃ ১৩২) অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজ সত্তা ও তোমাদের পরিবারভুক্ত লোকজনকে আগুন হইতে বাঁচাও। যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর। যেই শাস্তির জন্য কঠোর ও শক্তিশালী ফিরিশ্তা নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না বরং তাহাদিগকে যাহা হুকুম করা হয় উহা তাহারা পালন করেন। (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

আয়াতের মর্ম হইল, তোমরা তোমাদের পরিবারের লোকজনকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে থাক। তোমরা তাহাদিগকে এমনিভাবে বেকার ছাড়িয়া রাখিও না। নচেৎ কিয়ামত দিবসে তাহারা আগুনের ইন্ধন হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেই ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া সালাত পড়ে এবং তাঁহার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে। যদি সে জাগ্রত হইতে অস্বীকার করে তবে তাঁহার মুখে পানি ছিটাইয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই নারীর উপর রহমত করুন। যে রাত্রে জাগ্রত হইয়া সালাত পড়ে এবং তাঁহার স্বামীকেও জাগ্রত করে। যদি তাঁহার স্বামী জাগ্রত হইয়া সালাত পড়িতে অস্বীকার করে তবে সে তাহার মুখে পানি ছিটাইয়া দেয়। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর তাহারা দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ তা'আলা

তাহাদিগকে সেই সকল নরনারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাঁহারা অনেক যিকির করে। হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

(٥٦) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ٭

(٥٧) وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٭

অনুবাদ ঃ (৫৬) স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইদ্রীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী; (৫৭) এবং আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইদ্রীস (আ)-এর প্রশংসা করিয়া বলেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ পুণ্যবান নবী ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁহাকে সুউচ্চ স্থানে উঠাইয়াছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চতুর্থ আসমানে তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে ইব্ন জরীর (র) একটি আশ্চর্যজনক রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... ... একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ যে হযরত ইদ্রীস (আ) সম্পর্কে وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا বলিয়াছেন ইহার অর্থ কি? তখন হযরত কা'ব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইদ্রীস (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিলেন যে, প্রতিদিন সমগ্র আদম সন্তানের আমলের সমপরিমাণ আমল তোমার একার জন্যই আমার নিকট উঠাইয়া থাকি। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই কথা জানিয়া তাঁহার অন্তরে অধিক আমল করিবার প্রেরণা জন্ম হইল। অতঃপর একদিন তাঁহার নিকট তাঁহার এক বন্ধু ফিরিশ্তা আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট এইরূপ ওহী প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি মালাকুল মাওত ফিরিশ্তাকে বলিয়া দিন, তিনি যেন আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করেন যেন আমি অধিক আমল করিতে সুযোগ পাই। এই কথার পর উক্ত ফিরিশ্তা তাঁহাকে তাঁহার দুই ডানায় উঠাইয়া আসমানে আরোহণ করিলেন। যখন চতুর্থ আসমানে পৌছল তাখন মালাকুল মাওতের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। উক্ত ফিরিশ্তা মালাকুল মাওতের নিকট হযরত ইদ্রীস (আ)-এর বক্তব্য পেশ করিল। তখন মালাকুল মাওত বলিল, ইদ্রীস কোথায়? ফিরিশ্তা বলিল, তিনি আমার পিঠের উপর। তখন মালাকুল মাওত বলিল, আশ্চর্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে আমি যেন চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর রূহ কব্য করি। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি তাঁহার রূহ্ চতুর্থ আসমানে কি ভাবে কব্য করিব অথচ, ইদ্রীস (আ) তো পৃথিবীতে রহিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই স্থানেই তাঁহার রূহ্ কব্য করিলেন। وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا এর অর্থ ইহাই। কিন্তু ইহাই হইল কা'ব আহবারের ইসরাঈলী রিওয়ায়েত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন একবার তিনি কা'বকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়েতের ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে তাঁহার এই রিওয়ায়েত অনুসারে হযরত ইদ্রীস (আ) ফিরিশ্তাকে বলিলেন, আপনি মালাকুল মাওতকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আমার বয়স কত অবশিষ্ট আছে। যেন অধিক পরিমাণ আমল করিতে পারি? এই রিওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত যে, ফিরিশ্তা যখন মালাকুল মাওতকে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মালাকুল মাওত বলিলেন, আমি না দেখিয়া বলিতে পারি না। অতঃপর দেখিবার পর তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে এমন এক ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাঁহার বয়স একটুও অবশিষ্ট নাই। অতঃপর ফিরিশ্তা তাঁহার ডানার নিচে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, হযরত ইদ্রিস মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অথচ, তিনি কিছু বুঝিতে পারেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইদ্রিস (আ) দর্জী ছিলেন। তিনি যখন সুঁচ দ্বারা ফোঁর দিতেন তখন সুবহানাল্লাহ্ বলিতেন। এইভাবে তিনি দিন শেষ করিতেন এবং সন্ধ্যা কালেও। তাঁহার চাইতে অধিক নেক আমলওয়ালা ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেহ হইত না। অত্র রিওয়ায়েতের অবশিষ্ট অংশ পূর্ববর্তী রিওয়ায়েতের মত।

ইব্ন আবূ নজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا-এর তফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে ও হযরত ঈসা (আ)-এর ন্যায় আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। তিনিও তাঁহার ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন নাই। সুফিয়ান (র) মানসূর (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে চতুর্থ আসমানে উঠান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, ষষ্ঠ আসমানে উঠান হইয়াছে এবং সেইখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হাসান বাসরী (র) এবং আরো অনেকে مَكَانًا عَلِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন, বেহেশ্ত। অর্থাৎ হযরত ইদ্রীস (আ)-কে বেহেশ্তের সুউচ্চ স্থানে আসীন করা হইয়াছে।

(٥٨) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ

هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ٠

অনুবাদ ঃ (৫৮) নবীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহারাই তাহারা, আদমের ও যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম তাহাদিগের বংশোদ্ভূত। ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাহাদিগকে আমি পথ নির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদিগের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ এই আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম যাঁহাদের আলোচনা এই সূরা এবং অন্যান্য সূরায় করা হইয়াছে, তাঁহারা হইলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ

হযরত আদম (আ)-এর বংশধরের সেই সকল নবী পয়গম্বর যাঁহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত বর্ষণ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, اُولٰٓئِكَ দ্বারা অত্র সূরায় উল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম উদ্দেশ্য নহেন, বরং সমগ্র আম্বিয়ায়ে কিরামকে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী ও ইবন জরীর (র) বলেন, مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ দ্বারা হযরত ইদ্রীস (আ)-কে বুঝান হইয়াছে; مِنْ ذُرِّيَّةِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ দ্বারা হযরত ইসহাক, ইয়াকূব ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। مِنْ ذُرِّيَّةِ اِسْرَآئِيْلَ দ্বারা হযরত মূসা ও হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। ইবন জরীর (র) বলেন, আর এই কারণেই তাঁহাদের পৃথক পৃথক বংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও হযরত আদম (আ)-এর সহিত সকলেরই বংশ মিলিত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত নবীগণের কেহ এমনও ছিলেন যিনি হযরত নূহ (আ)-এর সহিত তাঁহার নৌকায় ছিলেন না। আর তিনি হইলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)। হযরত ইদ্রীস (আ) ছিলেন, নূহ (আ)-এর দাদা। আমি বলি, হযরত ইদ্রীস (আ) হযরত নূহ (আ)-এর বংশের মূল স্তম্ভ ছিলেন; কেহ কেহ বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ) বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। দলীল হিসাবে তাঁহারা মি'রাজের হাদীস পেশ করেন। মি'রাজের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যখন হযরত ইদ্রীস (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত হইল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح পুণ্যবান নবী ও পুণ্যবান ভাই বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম ও হযরত আদম (আ)-এর ন্যায় الولد الصالح পুণ্যবান সন্তান বলিয়া সম্বোধন করেন নাই।

ইবন আবূ হাতিম (র) ... ..., হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইদ্রীস (আ) হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার কাওমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন এই আকীদা ও বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে যে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। ইহার পর তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহারা যেন সেই আমল করে। কিন্তু তাহারা এতটুকুও করিতে অস্বীকার করিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

আলোচ্য আয়াতে কেবল উল্লিখিত নবীগণ উদ্দেশ্য নহেন বরং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম উদ্দেশ্য। এই মতের সমর্থনে সূরা আনআ'ম-এর এই আয়াত পেশ করা হয় ঃ

تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .... اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ .

ইহা হইল আমার দলীল যাহা আমি ইব্রাহীমকে তাঁহার কাওমের কাছে পেশ করিবার জন্য দান করিয়াছিলাম। যাহাকে ইচ্ছা আমি অনেক মর্যাদা দান করিয়া থাকি আপনার প্রতিপালক বড়ই কৌশলী, অত্যন্ত বিজ্ঞ। আর আমি তাহাকে পর্যায়ক্রমে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করিয়াছি। আর পূর্বে আমি নূহকেও হিদায়েত দান করিয়াছি। তাঁহার বংশধর হইতে হযরত দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও হেদায়েত দান করিয়াছি ও নবী করিয়াছি। সৎ ও পুণ্যবান লোকদিগকে আমি এইরূপ প্রতিদান দিয়া থাকি; যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও সকলেই নেক ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইসমাঈল ও ইয়াসা, ইউনুস ও লূত সকলকেই আমি বিশ্ববাসীর

উপর ফযীলত দান করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্য হইতে, তাহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে ভাইদের মধ্য হইতেও তাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি এবং সরল পথের হিদায়েত দান করিয়াছি ... ... তাহারাই হইলেন সেই সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দান করিয়াছেন, আপনিও তাহাদের হিদায়াত অনুসরণ করুন। (সূরা আন'আম ঃ ৮৩-৯০)

অত্র আয়াত দ্বারা প্রকাশ, যাহারা মহান আল্লাহ্র বিশেষ নিয়ামত ও হিদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শুধু উপরে উল্লিখিত আয়াতের বিশিষ্ট কয়েকজন নাহেন বরং বিশেষ নাম উল্লেখ করিয়া সমগ্র আম্বিয়ায়ে কিরামকেই বুঝান হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

আম্বিয়ায়ে কিরামদের মধ্যে হইতে কিছু আম্বিয়া কিরামের নাম তো উল্লেখ করা হইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে অনেক রহিয়াছে যাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। (সূরা মু'মিন ঃ ৭৮)

সহীহ্ বুখারী শরীফে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, একবার তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরা ছোয়াদ-এর মধ্যে কি সিজদার আয়াত আছে? তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ

অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের নবীও সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে। এবং হযরত দাঊদ (আ) সেই সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের একজন যাঁহাদের অনুসরণ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন তাহাদের নিকট পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দলীল প্রমাণ সম্বলিত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তাহারা আল্লাহ্র শোকর ও তাঁহার প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনার্থে বিনয়ের সহিত সিজদায় অবনত হয়।

بُكِيًّا শব্দটি بَاكٍ-এর বহুবচন। উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, এই আয়াত তিলাওয়াত করিলে কিংবা শ্রবণ করিলে আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণার্থে সিজদা দেওয়া ওয়াজিব। সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... আবূ মা'মার হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূরা মারইয়াম পাঠ করিয়া সিজদা করিলেন। সিজদা শেষে তিনি বলিলেন, সিজদা তো করিলাম কিন্তু

আম্বিয়ায়ে কিরামের সেই ক্রন্দন কোথায় পাইব। ইবন আবূ হাতিম ও ইবন জরীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইবন জরীরের রিওয়ায়েতে আবূ মা'মার (র)-এর উল্লেখ নাই।

(৫৯) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ

(৬০) اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ

অনুবাদ ঃ (৫৯) উহাদিগের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। (৬০) কিন্তু তাহারা নহে যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে উহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাফসীর ঃ চরম সৌভাগ্যের অধিকারী আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁহাদের অনুসারীগণ যাহারা আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমায় অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহার আদেশসমূহ পালন করিয়াছেন এবং নিষেধসমূহ বর্জন করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই সকল প্রিয় বান্দাগণের আলোচনার পর ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ সেই সকল প্রিয়জনের পর তাহাদের অযোগ্য বংশধর তাঁহাদের স্থানে আসিল, যাহারা اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ সালাত বিনষ্ট করিল। দীনের স্তম্ভ ও সবচেয়ে উত্তম আমল সালাত যাহারা বিনষ্ট করিল, তাহারা অন্যান্য আমলের যে কোন গুরুত্বই দিবে না এবং উহা আরো অধিক নষ্ট করিবে উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়া তাহারা প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা ও আরাম আয়েশে নিমগ্ন থাকে ও উহার দ্বারাই শান্তি লাভ করিবার চেষ্টা করে। তাহারা অচিরেই কিয়ামত দিবসে মহাক্ষতি ও তাহাদের অপকর্মের অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হইবে।

উলামায়ে কিরাম সালাত বিনষ্ট করিবার অর্থ কি এই বিষয়ে মতপার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, সম্পূর্ণরূপে সালাত পরিত্যাগ করা। মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র) কুরাযী, ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (র) ও সুদ্দী (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) ও এই মত পসন্দ করিয়াছেন। এই কারণে পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী অনেক উলামা ও আইম্মায়ে কিরাম সালাত ত্যাগকারীকে কাফির বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মত এবং ইমাম শাফিঈ (র) হইতে বর্ণিত একটি মত ইহাই। দলীল হিসাবে তাঁহারা এই হাদীস ঃ

بين العبد وبين الشرك ترك الصلوة

বান্দা ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হইল সালাত পরিত্যাগ। অপর হাদীস ঃ

العهد الذى بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر

আমাদের ও তাহাদের মাঝে যেই পার্থক্য রহিয়াছে উহা হইল সালাতের পার্থক্য। অতএব যেই ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করিল, সে কুফরী করিল। এই বিষয় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিবার ইহা সঙ্গত স্থান নহে।

ইমাম আওযায়ী (র) ... ... কাসিম ইবন মুখায়মিরাহ্ (র) হইতে فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, সালাত নষ্ট করিবার অর্থ হইল, উহা সঠিক ওয়াক্তে আদায় না করা। সালাত পরিত্যাগ করা তো কুফর। ওয়াকী (র) ... ... হযরত ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সালাত-এর কথা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও তিনি اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ যাহারা সালাত হইতে অলসতা করে। কোথাও عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ যাহারা তাহাদের সালাতের উপর সদা অটল রহিয়াছে। আবার কোথাও عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ যাহারা সালাতের হিফাযত করে ইত্যাদি ইরশাদ করিয়াছেন। তখন হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, এই সকল স্থানে 'সালাত' দ্বারা সালাতের ওয়াক্ত বুঝান হইয়াছে। তখন তাঁহারা বলিলেন, আমরা তো পূর্বে ইহা দ্বারা সালাত ত্যাগ করা বুঝিতাম। হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, সালাত পরিত্যাগ করা তো কুফর। মাসরূক (র) বলেন, যেই ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে তাঁকে গাফিল ও অলসদের তালিকাভুক্ত করা হয় না। সালাত বিনষ্ট করিবার অর্থ হইল, সালাতের ওয়াক্ত মত উহা আদায় না করা এবং সালাত নষ্ট করিয়া স্বীয় ধ্বংস ডাকিয়া আনা হয়। ইমাম আওযায়ী (র) ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

পাঠ করিয়া বলিলেন, সালাত বিনষ্ট করিবার অর্থ উহা বর্জন করা নহে বরং সময়মত উহা আদায় না করা।

ইবন আবূ নাজীহ্ (র) বলেন, মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের সৎ ও ভাল লোক শেষ হইয়া যাইবে, তখন অবশিষ্ট লোক সালাত নষ্ট করিবে এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অলি গলিতে পশুর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। ইবন জুরাইজ (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির জু'ফী (র) মুজাহিদ, ইকরিমাহ্ ও আতা ইবন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শেষ যুগে এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। ইবন জরীর (র) বলেন, হারিস (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই উম্মাতের লোক এমনও হইবে পশু ও গাধার ন্যায় পথেপথে লম্ফ মারিতে থাকিবে। না তাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে আর না তাহারা পৃথিবীর মানুষ হইতে লজ্জাবোধ করিবে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্‌মাদ ইবন সিনান ওয়াসিতী (র) ... ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি ঃ ষাট বৎসর পর এইরূপ অযোগ্য লোক আত্মপ্রকাশ করিবে যাহারা সালাত নষ্ট করিবে এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভোগ বিলাস করিবে তাহারা অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহার পর আরো কিছু অযোগ্য লোক হইবে যাহারা কুরআন পাঠ করিবে কিন্তু কুরআন তাহাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাইবে না। তিন শ্রেণীর লোক কুরআন পাঠ করিয়া থাকে। মু'মিন, মুনাফিক ও কাফির। হাদীসের রাবী বশীর (র) তাঁহার উস্তাদ অলীদের নিকট হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বললেন, মু'মিন তো কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। মুনাফিক উহাকে অস্বীকার করে এবং কাফির ও পাপী উহার সাহায্যে জীবিকা উপার্জন করে। ইমাম আহ্‌মাদ (র) আবদুর রহমান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সুফ্‌ফা বাসীদের জন্য কিছু সাদাকা প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিতেন, ইহা হইতে কোন অসৎ বর্বর নারী পুরুষকে দান করিবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, ইহারাই হইল সেই অযোগ্য লোক যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

ইরশাদ করিয়াছেন। হাদীসটি গারীব।

ইবন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই অযোগ্য লোক হইল পাশ্চাত্যের বাদশাহ্, যাহারা সর্বাধিক জঘন্য অধিপতি। কা'ব আহ্বার (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি পবিত্র কুরআনের উক্তি অনুসারে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এই সকল লোকদের মধ্যে পাই যাহারা মদ্য পান করে, পাশা খেলে, ইশার সালাত না পড়িয়া নিদ্রা যায়, অত্যধিক পানাহার করে এবং জামা'আত পরিত্যাগ করে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অতঃপর তাহাদের পরে এমন অযোগ্য বংশ আসিল যাহারা ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হইল, তাহারা অচিরেই ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। হাসান বাসরী (র) বলেন, ঐ সকল লোক মসজিদ অনাবাদী রাখে এবং তাহারা বৈঠক ঘর সজ্জিত করিয়া রাখে। আবুল আশ্হাব আল-উতারেদী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট ওহী যোগে বলিলেন ঃ হে দাঊদ! তুমি তোমার সহচরদিগকে সতর্ক কর, তাহারা যেন কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূর্ণ করা হইতে বিরত থাকে। যাহাদের অন্তর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার চিন্তায় ডুবিয়া থাকে, আমি তাহাদের জ্ঞানের উপর পর্দা লটকাইয়া দেই। কোন বান্দা যখন তাহার কুপ্রবৃত্তির জন্য কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দান করে তখন তাহাকে সেই নিম্নতম শাস্তি দান করি তাহা হইল, তাহাকে আমি আমার ইবাদত হইতে বঞ্চিত করি।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... উক্বা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের উপর আমি দুইটি বস্তুর ভয় করি, কুরআন ও ইট। ইটের ভয় এই কারণে করি যে, ইহার কারণে লোক মিথ্যা ও বানাওটির পিছনে পড়িবে। অসৎ কামনা বাসনার অনুসরণ করিবে ও নামায ত্যাগ করিবে। আর কুরআনের ভয় এই কারণে যে, এই পবিত্র কুরআন মুনাফিকরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং উহার সাহায্যে মু'মিনদের সহিত ঝগড়া করিবে।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... উকবা (রা) হইতেও হাদীসটি মারফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا আলী ইবন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা অচিরেই অত্যধিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা অকল্যাণের সম্মুখীন হইবে। সুফিয়ান সাওরী, শু'বা ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, غَيّ হইল জাহান্নামের মধ্যে একটি সুগভীর উপত্যকা। যাহার মধ্যে যাবতীয় কুখাদ্যবস্তু রহিয়াছে। আমা'শ (র) ... ... আবূ ইয়ায (র) হইতে আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, غَيّ হইল জাহান্নামের মধ্যে একটি পূঁজ ও রক্তের উপত্যকা।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) ... ... আ'মের খুযাঈ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আবূ উমামা সুদাই ইব্ন আজ্লান বাহিলী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আপনি শ্রবণ করিয়াছেন, এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন। অতঃপর তিনি খাবার আনাইলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যদি দশ উকিয়া ওযনের একটি পাথর জাহান্নামের পড় হইতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তবে পঞ্চাশ খরীফ পর্যন্ত চলিতে চলিতে 'গাইয়া' ও 'আসাম' নামক স্থানে পৌঁছাইবে। এবং উহা হইল জাহান্নামের দুইটি কূপ। যেখানে জাহান্নামীদের পূঁজ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র কুরআনে উহার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অপর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

হাদীসটি গারীব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ফরমান বিষয়টিও মুনকার।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

কিন্তু যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, অর্থাৎ সালাত বর্জন করা হইতে বিরত হইয়াছে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করাও বর্জন করিয়াছে, আল্লাহ্ এমন সকল লোকের তাওবা কবুল করিবেন এবং তাহাদের পরিণাম শুভ করিবেন। এবং তাহাদিগকে বেহেশ্তের অধিবাসী করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا

তাঁহারা বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি একটুও যুলুম করা হইবে না। কারণ সঠিক তাওবার কারণে পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

গুনাহ হইতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মত যাহার কোন গুনাহ নাই। এই কারণে তাঁহারা পূর্বে যেই নেক আমল করিয়াছিল, উহার সাওয়াবও কম করা হইবে না : এবং তাওবার পরবর্তী কোন গুনাহের কারণে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে না। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে তাহাদের সকল গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। সূরা ফুরকানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ... وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আর যাহারা আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন ইলাহকে ডাকেন এবং সেই লোককে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, তাহাকে তাহারা হত্যাও করে না কিন্তু হকের সহিত ... ... আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও বড়ই মেহেরবান। (সূরা ফুরকান : ৬৮-৭০)

আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতের প্রথম দিকে পাপী ও গুনাহগারদের শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া পরে اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الخ। যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, তাহাদিগকে শাস্তি হইতে পৃথক করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الخ। দ্বারা সঠিক তাওবাকারী, ঈমান আনয়ণকারীও সঠিক আমলকারীকে শাস্তি হইতে বাদ দিয়াছেন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা পরম মেহেরবান ও ক্ষমাশীল। অতএব তিনি তাওবাকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন।

٦١. جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ٠

٦٢. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ٠

٦٣. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ٠

অনুবাদ ঃ (৬১) ইহা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার বান্দাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। (৬২) সেথায় তাহারা শান্তি ব্যতিত কোন অসার বাক্য শুনিবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাহাদিগের জন্য জীবনোপকরণ। (৬৩) এই সেই জান্নাত যাহার অধিকারী করিব আমার বান্দাদিগের মধ্যে মুত্তাকীদিগকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেই সকল লোক তাহাদের কুকর্ম হইতে তাওবা করিয়া ঈমান আনিবে ও সৎ আমল করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে চির অবস্থানের বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন। আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবীভাবেই এই বেহেশতেরই ওয়াদা করিয়াছেন। এবং তাহারা এই গায়েবী ও অদৃশ্য বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাসেরই প্রমাণ।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا। অবশ্যই তাঁহার প্রতিশ্রুত ওয়াদা পালিত হইবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ওয়াদা খিলাফ করেন না। উহা পরিবর্তনও করেন না।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا তাঁহার ওয়াদা অবশ্যই কার্যে পরিণত করা হইবে। مَاْتِيًّا শব্দটির অর্থ হইল, আল্লাহ্র বান্দাগণ তাহার ওয়াদাকৃত বস্তুর নিকট পৌছবে। কেহ কেহ বলেন مَاْتِيًّا অর্থ اٰتِيًا অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা আসিবে ও সংঘটিত হইবে। যে কোন বস্তু তোমার নিকট আসে, তোমার ও তাহার কাছে আসা হইয়া থাকে। যেমন আরবের লোকেরা বলিয়া থাকে اَتَتْ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ سَنَةً আমার নিকট পঞ্চাশ বৎসর আসিয়াছে وَاَتَيْتُ عَلٰى خَمْسِيْنَ سَنَةً আর আমি পঞ্চাশ বৎসরের উপর আসিয়াছি। উভয় বাক্যের মর্ম একই।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا সেই বেহেশতের মধ্যে তাহারা অনর্থক অযথা বেহুদা কথা শ্রবণ করিবে না। যেমন দুনিয়ায় এই ধরনের কথাবার্তা হইয়া থাকে। اِلَّا سَلٰمًا। অবশ্য তাহারা কেবল সালাম শ্রবণ করিবে। এইখানে ইস্তিসনাটি মুনকাতি' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ·

সেখানে তাহারা না তো কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করিবে আর না কোন পাপের কথা শ্রবণ করিবে, কিন্তু কেবল সালাম আর সালাম শ্রবণ করিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

আর তাহাদের জন্য তাহাদের খাদ্য-দ্রব্য মজুত থাকিবে সকাল-সন্ধ্যার সময়ের অনুরূপ সমপরিমাণ সময়। বস্তুত বেহেশ্‌তে দিবারাত্রের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। বরং আহার বেহেশতবাসীগণ নির্দিষ্ট নূর ও আলোর মাধ্যম ঐ সময় সমূহের গমণাগমণ বুঝিতে পারিবে। যেমন ইমাম আহ্‌মাদ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বপ্রথম সেই দলটি বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাঁহাদের আকৃতি চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমা চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তাঁহারা সেখানে না তো থু থু ফেলিবে, না নাকের ময়লা দেখিবে আর না তাঁহারা পেশাব পায়খানা করিবে। তাঁহাদের পাত্রসমূহ, তাঁহাদের চিরুনিও হইবে স্বর্ণ ও রূপার। তাঁহাদের ঘাম হইবে মিশ্‌ক সমতুল্য সুগন্ধযুক্ত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এমন দুইজন স্ত্রী হইবে যে, রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মাংসের মধ্য হইতে পায়ের হাড়ের মগজ দেখা যাইবে। তাঁহাদের পারস্পরিক কোন বিরোধ হইবে না, কোন প্রকার শত্রুতাও হইবে না। তাঁহারা সকলেই সমমনা হইবে। সকালে-সন্ধ্যায় তাঁহারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মা'মার (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্‌মাদ (র) ... . হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ শহীদগণ বেহেশ্‌তের নহরের এক পার্শ্বে একটি সবুজ কুব্বার মধ্যে অবস্থান করিবে এবং সকাল বিকালে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের রিযিক আসিবে। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্‌হাক (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, দিন ও রাতের পরিমাণ সময়ে তাঁহারা রিযিক পায়।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আলী ইব্‌ন সাহল ... ... অলীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার আমি জুহায়ের ইব্‌ন মুহাম্মদকে

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, বেহেশতে রাত হইবে না। তাহারা সর্বদা আলোকে থাকিবে। আর তাঁহাদের জন্য দিন ও রাতের পরিমাণ দুইটি সময় নির্ধারিত থাকিবে। পর্দা ফেলিয়া দেওয়া ও দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে তাঁহারা রাত্র চিনিতে পারিবে এবং দিন চিনিতে পারিবে পর্দা উঠাইয়া লওয়া ও দরজা খুলিয়া দেওয়ার মাধ্যমে। অত্র সূত্রে অলীদ (র) হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণিত দরজাগুলি এতই পরিষ্কার হইবে যে ভিতর হইতেই বাহিরের সকল বস্তু দেখা যাইবে। এবং

দরজাগুলি বেহেশতবাসীদের ইংগিতেই খুলিবে ও বন্ধ হইবে। দরজাগুলো বেহেশ্‌তবাসীদের কথা ও ইংগিত সবই বুঝিবে। কাতাদাহ (র) বলেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে কোন দিনরাত বলিতে কিছুই নাই। সেখানে তো আলো আর আলো আছে। তবে بُكْرَة ও عَشِيًّا নামে দুইটি সময় আছে। মুজাহিদ (র) বলেন, বেহেশ্‌তে কোন সকাল সন্ধ্যা নাই। কিন্তু যেহেতু মানুষের দুনিয়ায় সকাল সন্ধ্যায় আহারের অভ্যাস আছে অতএব তাহাদের সেই মনোপুত অভ্যাসানুসারে খাবার দেওয়া হইবে। হাসান, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আরবের লোকেরা সকালে ও সন্ধ্যায় আহার করা পসন্দ করিত। পবিত্র কুরআনে তাহাদের মনোপুত সময় অনুসারে বেহেশ্‌তের আহারের সময় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তে সকালে সন্ধ্যায় রিযিক মওযুত থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যা বলিতে কিছুই নাই। সেখানে সকল সময় সকাল। সকল সময়েই তাঁহারা পানাহারের সুযোগ পাইবে। তবে তাঁহারা যেই সকল সুন্দরী রমণী লাভ করিবে। তাহার মধ্যে সাধারণ নিম্নমানের যে হইবে তাহাকে জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আবূ মুহাম্মদ (র) বলেন, হাদীসটি গারীব ও মুনকার। মহান আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

যেই বেহেশ্‌তের বিবরণ দেওয়া হইল, সেই সকল বান্দাদিগকে আমি মালিক বানাইব যাহারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং তাহাদের ক্রোধ হযম করিয়া মানুষকে ক্ষমা করিয়া দেয়। সূরা মু'মিনূন-এ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوٰتِهِمْ خَٰشِعُونَ .... أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَٰرِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ،

অবশ্যই সেই সকল মু'মিন বান্দাগণ সফল হইয়াছে যাহারা নম্রতা ও বিনয়ের সহিত সালাত আদায় করে... ... ... তাহারা হইল ওয়ারিস, যাহারা ফিরদাওসের মালিক হইবে এবং চিরদিন সেখানে অবস্থান করিবে। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১-১১)

٦٤. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۔

٦٥. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ٠

অনুবাদ ঃ (৬৪) আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতিত অবতরণ করি না; যাহা আমাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যাহা এই দুই-এর অন্তবর্তী তাহা তাঁহারই এবং আপনার প্রতিপালক ভুলিবার নহেন। (৬৫) তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাহাদিগের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু তাহার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই ইবাদতের জন্য ধৈর্যশীল থাক, তুমি কি তাঁহার সমগুণ সম্পন্ন কাহাকেও জান?

তাফসীর ঃ ইমাম আহমাদ (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণন করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিব্রীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আরো অধিকবার সাক্ষাত করিতে আসেন না কেন? অতঃপর অবতীর্ণ হইল ঃ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আপনার প্রভুর হুকুম ব্যতিত আমরা অবতীর্ণ হইতে পারি না। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ নুয়াইম (র)........ উমর ইবন জর (র) এর সূত্রে হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম ও ইবন জরীর (র) উমর ইবন যার (র)-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনায় ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে "অতঃপর মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য এই জওয়াব অবতীর্ণ হইল।

আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত জিবরীল (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিলেন। ফলে তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আমরা তো আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ব্যতিত আসিতে পারি না।

মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত জিব্রীল (আ) বার রাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিতে বিলম্ব করিলেন, অথচ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম আরো কম বলেন। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আসিলেন; তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে জিব্রীল! আপনি বড়ই বিলম্ব করিয়াছেন। এমন কি মুশরিকরা তো অন্য কিছু ধারণা করিয়াছে। অতঃপর অবতীর্ণ হইল ঃ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আয়াতটির বিষয়বস্তু সূরা দুহা-এর আয়াতের বিষয় বস্তুর অনুরূপ।

যাহ্হাক ইবন মুযাহিম (র) কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেকে এই কথা বলেন, আয়াতটি হযরত জিব্রীল (আ)-এর বিলম্বে আগমনের পর অবতীর্ণ হইয়াছিল। হাকাম ইবন আবান (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত জিব্রীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিতে চল্লিশ দিন বিলম্ব করিয়া আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন وما نزلت حتى اشتقت اليك আপনি আসেন নাই ফলে আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তখন হযরত জিব্রীল (আ) বলিলেন বরং আমি আপনার জন্য অধিক অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু যেহেতু আমি তো আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আদিষ্ট তাঁহার আদেশ ব্যতিত আসিতে পারি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রীল (আ)-কে বলিলেন, তুমি বলিয়া দাও وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আপনার পালন কর্তার আদেশ ব্যতিত আসিতে পারিনা। হাদীস ইবন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটি গরীব। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইবন সিনান (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরিশ্তাগণ আসিতে দেরী করিলেন, পরে হযরত জিব্রীল (আ) আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আসিতে দেরী হইল কেন? তখন তিনি বলিলেন, আমরা আপনাদের নিকট কি ভাবে আসিব, অথচ আপনারা নখ কর্তন করেন না। আঙ্গুলের গিরাসমূহ পরিষ্কার করেন না, গোঁফ কাটেন না এবং মিস্ওয়াক করেন না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ তাবারানী (র) বলেন, আবূ আমির নহভী (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত জিব্রীল (আ) তাঁহার আসিতে বিলম্ব করিলে তিনি তাঁহার নিকট উহার আলোচনা করিলেন, তখন হযরত জিব্রীল (আ) বলিলেন, আমি কি করিয়া আপনাদের নিকট আসি, অথচ, আপনারা মিস্ওয়াক করেন না নখ কর্তন করেন না, গোঁফ ছেটে কাটেন না এবং আঙ্গুলের গীরা পরিষ্কার করেন না?

ইমাম আহমাদ (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, সাইয়ার (র) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মজলিস ঠিকঠাক কর। আজ এখানে এমন একজন ফিরিশ্তার আগমন ঘটিতেছে যিনি ইতিপূর্বে কখনও যমীনে আগমন করেন নাই।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا আমাদের অগ্র পশ্চাতের সকল বস্তুর মালিক তিনিই। কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, দুনিয়ার ও আখিরাতের সকল বস্তুর

মালিক কেবল তিনিই। وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ এবং যাহা কিছু শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মাঝে অবস্থিত উহার মালিকও তিনিই। আবুল আলীয়াহ্, ইক্রিমাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও কাতাদাহ (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। সুদ্দীও রাবী ইব্ন আনাস (র) ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا -এর অর্থ, আখিরাত বিষয়ক বস্তু। এবং وَمَا خَلْفَنَا অর্থ পার্থিব বস্তু। وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যস্থিত বস্তু। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর যাহ্হাক, কাতাদাহ, ইব্ন জুরাইজ ও সাওরী (র) হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) ও এই তাফসীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) ইহার অর্থ বলেন, আপনার পালনকর্তা আপনাকে ভুলিয়া যান নাই। পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে অত্র আয়াতে ঃ

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

এর অনুরূপ। ইব্ন আবূ হাতিম ... ... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما أحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن نسى شيئا

আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু তাঁহার কিতাবে হালাল করিয়াছে উহা হালাল বস্তু, যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উহা হারাম এবং যাহা সম্পর্কে তিনি নীরব রহিয়াছেন উহা হইল নিরাপদ, তোমরা নিরাপদকে গ্রহণ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসকে ভুলিয়া যান না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا আপনার পালনকর্তা ভুলিয়া যান না।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

رَبُّ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

তিনি আসমানও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, উহার পরিচালক ও হুকুমদাতা, তাঁহার হুকুমকে নড়াইতে পারে এমন কেহ নাই।

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

অতএব তাঁহারই ইবাদত করুন এবং তাঁহার ইবাদতের জন্য ধৈর্যধারণ করুন, আপনি তাঁহার সমকক্ষ কাহাকেও জানেন কি? আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) ... ...

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا এর অর্থ বর্ণনা করেন, আপনি কি আপনার পালনকর্তার সমতুল্য ও সমকক্ষ জানেন কি? মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ, ইব্ন জুরাইজ (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইক্রিমাহ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নাম 'রাহমান' রাখা হয় না।

٦٦. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا

٦٧. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

٦٨. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

٦٩. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا

٧٠. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ٠

অনুবাদ ঃ (৬৬) মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইব? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি, যখন সে কিছু ছিল না। (৬৮) সুতরাং শপথ! তোমার প্রতিপালকের আমি তো উহাদিগকে ও শয়তানদিগকে সহ একত্রে সমবেত করিবই ও পরে আমি উহাদিগকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই। (৭০) এবং আমি তো উহাদিগের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদিগের বিষয় ভাল জানি।

তাফসীর ঃ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভকে কাফিররা অসম্ভব ও বিস্ময়কর ধারণা করে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই বিস্ময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

আর যদি আপনি আশ্চর্যবোধ করেন তবে তাহাদের এই কথাও কি কম আশ্চর্যের? আমরা যখন মাটিতে পরিণত হইব তখন কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্টি হইব? (সূরা রা'দ ঃ ৫)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ .

মানুষ কি ইহা প্রত্যক্ষ করে না যে আমি তাহাকে অতি নিকৃষ্ট বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর সে প্রকাশ্যে ঝগড়া করিতে লাগিল এবং সে আমার জন্য এক অভিনব উপমা বর্ণনা করিল অথচ সে নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া গেল। সে বলে, এই হাঁড়গুলিকে কে জীবিত করিবে যখন উহা পচিয়া যাইবে? আপনি বলিয়া দিন এই হাঁড়গুলিকে তিনিই পুনরায় জীবিত করিবেন, যিনি প্রথমবার উহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেই সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৭-৭৯)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

ءَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا .

মানুষ বলে, আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় কি আমাদিগকে জীবিত বাহির করা হইবে। মানুষ কি সেই কথা মনে করে না যে আমি পূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি অথচ সে কিছুই ছিল না। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৬-৬৭) অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবারের সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির জন্য দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানুষ যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ্ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিছু হওয়ার পর কি তাহাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ .

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবেন আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো তাঁহার পক্ষে অধিক সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭)

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহার পক্ষে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উচিৎ নহে। সে আমাকে কষ্ট দেয় অথচ আমাকে কষ্ট দেওয়া তাহার উচিৎ নহে। আমাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ইহার অর্থ হইল, সে বলে, আল্লাহ্ যখন আমাকে পুনর্জীবিত

করিতে পারিবে না, যেমন তিনি আমাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অথচ, প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজ। আর কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল, তাহারা এই কথা বলা যে, আমার সন্তান আছে, অথচ আমি এক অদ্বিতীয়, সাদৃশ্যহীন, যে না সন্তান দান করিয়াছে আর না অন্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর তাঁহার কোন সমকক্ষও নাই।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِينَ আপনার পালনকর্তার কসম। অবশ্যই তাহাদিগকে এবং শয়তানকে আমি একত্রিত করিব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিজ সত্তার কসম খাইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদিগকে এবং সেই সকল শয়তানদের যাহাদের তাহারা উপাসনা করিত তাহাদের সকলকে তিনি একত্রিত করিবেন।

ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে جِثِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন। قعودا অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্পার্শে বসা অবস্থায় হাযির করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً আর আপনি প্রত্যেক উম্মতকে নতজানু হইয়া বসা দেখিবেন। সুদ্দী (র) বলেন جِثِيًّا অর্থ قياما দণ্ডায়মান। মুররাহ (র) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ এই অতঃপর প্রত্যেক দল হইতে পৃথক করিব أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا সেই সকল লোককে যাহারা পরম করুণাময় আল্লাহ্র সমীপে অধিক বেশী অহংকারভরে চলিত। সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করা হইবে এবং তাহাদের সংখ্যা যখন পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন পর্যায়ক্রমে বড় বড় অহংকারী ও হঠকারীদিগকে পৃথক করা হইবে।

মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا

দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেক ধর্মের ধর্মগুরু ও নেতাদিগকে পৃথক করা হইবে। ইব্ন জুরাইজ (র) এবং দল সালফে সালেহীনের অনেকে এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ..... بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۔

যখন তাহাদিগকে একত্রিত করা হইবে তখন পরবর্তী লোক পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিবেন, হে আমাদের প্রতিপালক। তাহরাই তো আমাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে, অতএব আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন।........... তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ। (সূরা আরাফ ঃ ৩৮-৩৯)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا

অতঃপর আমি সেই সকল লোকদিগকেও ভালভাবে জানি, যাহারা জাহান্নামে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং চিরকাল তথায় বসবাস করিবার জন্য অধিকযোগ্য। আর তাহাকেও জানি যে দ্বিগুণ শাস্তিরযোগ্য।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ্ বলিবেন প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি রহিয়াছে কিন্তু তোমরা জান না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৮)

(٧١) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۔

(٧٢) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۔

অনুবাদ ঃ (৭১) এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিব। (৭২) যালিমদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমাদ (র) ... ... আবূ সুমাইয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আয়াতের মর্ম সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হইল। কেহ বলিল, মু'মিন জাহান্নামে প্রবেশ করিবেন না। আবার কেহ কেহ বলিল, সকলেই প্রবেশ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্‌ভীরু বান্দাদিগকে মুক্তি দান করিবেন। অতঃপর আমি হযরত জাবির (রা)-এর সাহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে তো আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বিরোধ হইয়াছে। আপনি ইহার সঠিক মর্ম বুঝাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, সকল লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সুলায়মান ইব্‌ন মুররাহ (র) বলেন, সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, এই বলিয়া তিনি নিজের দুই আঙ্গুলী দুই কানের দিকে ঝুঁকাইয়া বলিলেন, আমার দুই কান যেন বধির হইয়া যায় যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে না শুনিয়া থাকি। তিনি বলেন, সৎ অসৎ সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। অতঃপর মু'মিনের জন্য উহা এমন শীতল ও শান্তিদায়ক হইবে যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য হইয়াছিল। এমন কি খোদ আগুন উহার ঠাণ্ডা হওয়া অভিযোগ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্‌ভীরু লোকদিগকে মুক্তি দান করিবেন এবং যালিমদিগকে নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিবেন ; হাদীসটি গারীব।

হাসান ইব্‌ন আরাফাহ (র) ... ... খালিদ ইব্‌ন মা'দান (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেহেশবাসীগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার পর বলিবে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের দোযখে প্রবেশ করিবার কথা কি বলিয়াছিলেন না? জবাব হইবে, তোমরা উহার উপর দিয়াই অতিক্রম করিয়াছ কিন্তু তখন দোযখের আগুন ঠাণ্ডা ছিল। আবদুর রায্যাক (র) বলেন। ইব্‌ন উয়ায়না (র) ... ... কায়িস ইব্‌ন হাযিম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাওয়াহা (র) তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিলেন, অতঃপর তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন, আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, আপনাকে কাঁদিতে দেখিয়া দেখিয়া। তখন তিনি বলিলেন, আমি وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে চিন্তা করিয়া ভাবিতেছিলাম যে, আমি দোযখ হইতে মুক্তি পাইব কি না, তাই কাঁদিতেছিলাম। অপর এক রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, তখন তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, যখন আবূ মাইসারাহ (রা) তাঁহার বিছানায় যাইতেন তখন তিনি বলিতেন, হায়! আমার আম্মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন, এই কথা বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল হে আবূ মাইসারাহ্! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? তখন তিনি বলিতেন, আমাদিগকে ইহা তো বলা হইয়াছে যে, আমরা দোযখে প্রবেশ করিব কিন্তু আমরা উহা হইতে বাহির হইতে পারিব কি না উহা আমাদিগকে বলা হয় নাই।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তুমি ইহা কি জান যে, তুমি দোযখে প্রবেশ করিবে, তাহার ভাই বলিল, হাঁ, লোকটি বলিল, আচ্ছা ইহা কি জান যে, তুমি উহা হইতে বাহিরও হইতে পারিবে? সে বলিল না, লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তবে এত হাসিখুশি কিসের জন্য? অতঃপর তাহাকে মৃত্যু পর্যন্ত আর হাসিতে দেখা যায় নাই। আবদুর রায্যাক (র) জনৈক রাবী যিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও নাফি ইব্‌ন আযরাক (রা)-কে পরস্পর ঝগড়া করিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, 'الورود' অর্থ প্রবেশ করা। হযরত

নাফি (র) উহা অস্বীকার করিলেন। তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون

তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল বস্তুকে তোমরা উপাসনা কর, উহা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে এবং তোমরা সকলেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৮) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, অত্র আয়াতে ورود এর অর্থ প্রবেশ করা নয় কি? অতঃপর তিনি আরও একটি আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يقدم قومه يوم القيمة فاوردهم النار

কিয়ামতের দিনে তাহার কাওমের অগ্রে চলিতে থাকিবে, অতঃপর সে উহাদিগকে দোযখে প্রবেশ করাইবে। (সূরা হূদ ঃ ৯৮) এই আয়াতে ও ورود অর্থ প্রবেশ করা নয় কি? অতঃপর তিনি বলিলেন, আমিও তুমি সকলেই আমরা দোযখে প্রবেশ করিব। অতঃপর দেখিবার বিষয় হইল যে, আমরা উহা হইতে বাহির হইতে পারিব কি না। কিন্তু যেহেতু তুমি বিষয়টি অস্বীকার করিতেছ অতএব আমার মনে হয় না যে, আল্লাহ্ তোমাকে উহা হইতে বাহির করিবেন। তখন নাফি' (র) হাসিয়া পড়িলেন। ইব্ন জুরাইজ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাশিদ হারূরী (র) অর্থাৎ নাফি ইব্ন আযারক (র) তাঁহার মতের সমর্থনে لا يسمعون حسيسها পড়িলে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তোর সর্বনাশ হউক। তুমি কি পাগল হইয়াছ? তুমি يقدم قومه يوم القيمة فاوردهم النار সে কিয়ামত দিবসে তাহার কাওমের অগ্রে চলিতে থাকিবে অতঃপর তাহাদিগকে দোযখে প্রবেশ করাইবে। (সূরা হূদ ঃ ৯৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ونسوق المجرمين الى جهنم وردا

আর অপরাধিদিগকে আমি জাহান্নামের প্রবেশ করাইবার জন্য জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইব। (সূরা মারইয়াম ঃ ৮৬)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وان منكم الا واردها তোমাদের সকলেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই সকল আয়াতের কি জবাব দিবে? আল্লাহ্র কসম। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اللهم اخرجنى من النار سالما وادخلنى فى الجنة غانما

হে আল্লাহ্! আপনি দোযখ হইতে নিরাপদে বাহির করুন এবং আনন্দ উৎফুল্লের সহিত বেহেশতে দাখিল করুন। ইব্ন জরীর (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা

করেন, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম এমন সময় তাঁহার নিকট আবূ রাশিদ নাফি ইব্ন আযরাক (র) নামক এক ব্যক্তি আসিলেন। লোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ইব্ন আব্বাস!

وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا

এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি বলুন। তখন তিনি বলিলেন, হে আবূ রাশিদ! আমি ও তোমাদের সকলকে দোযখে প্রবেশ তো করিতে হইবে, তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা উহা হইতে বাহির হইতে পারিব কি না?

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে জনৈক বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে وان منكم الا واردها পাঠ করিতে শুনিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, সকল কাফির লোকেরাই দোযখে প্রবেশ করিবে। আমর ইব্ন অলীদ বাসতী (র) ইকরিমাহকে উক্ত আয়াত পাঠ করিয়া বলিতে শুনিলেন, যালিম কাফিররাই দোযখে প্রবেশ করিবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও ইব্ন জরীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সৎ অসৎ সকলেই দোযখে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের জন্য যেই কথা বলিয়াছেন, উহা তুমি কি শ্রবণ কর নাই?

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يقدم قومه يوم القيمة فاوردهم النار

অনুরূপভাবে ونسوق المجرمين الى جهنم وردا

উভয় আয়াতে ورود শব্দটি دخول অর্থাৎ' প্রবেশ করা'এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব وان منكم الا واردها দ্বারা সকল মানুষেরই দোযখে প্রবেশ করিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وان منكم الا واردها এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, يرد الناس كلهم ثم يصدرون باعمالهم সমস্ত লোকই দোযখে প্রবেশ করিবে, অতঃপর তাহারা নিজনিজ আমল অনুসারে দোযখ হইতে বাহির হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) ... ... সুদ্দী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শু'বা (র)-এর সূত্রেও তিনি সুদ্দী, মুররাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে মারফু হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আসবাত, সুদ্দী, মুররাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, সমস্ত লোককে পুলসিরাতের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে এবং দোযখের পার্শ্বে তাহারা দণ্ডায়মান হইবে। অতঃপর তাহাদের আমল অনুযায়ী

তাহারা পুলসিরাত অতিক্রম করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ তো বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করিবে, কেহ কেহ বায়ু বেগে অতিক্রম করিবে, কেহ কেহ অশ্বের গতিতে অতিক্রম করিবে, কেহ দ্রুত উটের গতিতে অতিক্রম করিবে। আবার কেহ কেহ দৌড়াইয়া অতিক্রম করিবে, এমনকি সর্বশেষ যেই মুসলমান পুলসিরাত অতিক্রম করিবে সে হইবে এমন ব্যক্তি যাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে কিছু নূর থাকিবে। সে হোঁচট খাইয়া খাইয়া কোনরূপে রক্ষা পাইবে। পুলসিরাত হইবে পিচ্ছল, উহার উপর বাবলা কাঁটার ন্যায় লৌহ কন্টক হইবে। উহার উভয় পার্শ্বে ফিরিশ্‌তার জামা'আত থাকিবে; তাহাদের হাতে অগ্নি গদা থাকিবে। উহার সাহায্যে তাহারা ধরিয়া ধরিয়া মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পুলসিরাত জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহা হইবে তরবারীর ন্যায় ধারাল। উহার উপর দিয়া প্রথম দলটি বিদ্যুৎ বেগে অতিক্রম করিবে, দ্বিতীয় দলটি বায়ু বেগে, তৃতীয় দলটি দ্রুত অশ্বের ন্যায়, চতুর্থ দলটি দ্রুত পশুর ন্যায়। অতঃপর অন্যান্য লোক অতিক্রম করিবে এবং ফিরিশ্‌তারা তখন বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ্! রক্ষা করুন। হে আল্লাহ্! নিরাপদ রাখুন। বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি আরেক সমর্থক হাদীস হযরত আনাস, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, জাবির এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... গুনাইব ইব্‌ন কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) দোযখে প্রবেশ করা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। তখন, হযরত কা'ব (রা) বলিলেন ঃ জাহান্নাম সমস্ত লোককে তাহার পীঠের উপর একত্রিত করিবে এবং সৎ অসৎ সমস্ত লোক উহার উপর দণ্ডায়মান হইবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে জাহান্নাম! তুমি তোমার লোকজন রাখিয়া দাও এবং আমার লোকজন ছাড়িয়া দাও। তখন জাহান্নাম সকল অসৎ লোকজনকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কোন ব্যক্তি তাহার সন্তানকে যেমন জানে, জাহান্নাম অসৎ লোকজনকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল জানে। আর মু'মিন বান্দাগণ বাঁচিয়া যাইবে। কা'ব (রা) বলেন, দোযখের একজন প্রহরীর দুই কাঁধের মাঝে এক বৎসরের পথের দূরত্ব। তাহাদের প্রত্যেকের সহিত দুইশাখা বিশিষ্ট এক একটি লৌহ গদা আছে একটি দ্বারা আঘাত করিলে সাত লক্ষ লোক দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইমাম আহমাদ (র) ... ... হাফসা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি আশা করি যাহারা বদর যুদ্ধে ও হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল তাঁহারা দোযখে প্রবেশ করিবে না।

হযরত হাফসা (রা) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا হযরত হাফসা (রা) বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا বলিতে শুনিলাম। অতঃপর আমি সেই সকল লোকদিগকে মুক্তি দান করিব। যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যালিমদিগকে নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... উম্মে মুবাশ্‌শির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাফসা (রা)-এর ঘরে ছিলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ

لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية

যেই ব্যক্তি বদর ও হুদায়বিয়ায় শরীক হইয়াছে, সে দোযখে প্রবেশ করিবে না। তখন হযরত হাফসা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ কি وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا বলেন নাই, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ও বলিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুহরী (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে সে দোযখে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু কেবল কসম পূর্ণ করিবার জন্য প্রবেশ করিবে।

আবদুর রায্‌যাক (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من مات له ثلاثة لم تمسه النار الا تحلة القسم

যাহার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে, সে দোযখে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু কেবল কসম পূর্ণ করিবার জন্য প্রবেশ করিবে। আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাকে আগুন স্পর্শও করিবে না। কিন্তু কসম পূর্ণ করিবার জন্য দোযখে প্রবেশ করিবে। ইমাম যুহরী (র) বলেন, হাদীস দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতের মর্মকেই বুঝাইয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন জ্বরাক্রান্ত সাহাবীকে দেখিতে গেলেন, তখন আমিও তাঁহার সাথে ছিলাম। তাঁহার নিকট গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

ان الله تعالى يقول هى نارى اسلطها على عبدى المؤمن لتكون حظه من النار فى الاخرة

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "ইহা হইল আমার আগুন, আমার মু'মিন বান্দাকে ইহাতে আমি আক্রান্ত করিয়া থাকি। যেন ইহা আখিরাতের জাহান্নামের আগুনের বদলা হইয়া যায়। হাদীসটি গারীব। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

আবূ কুরাইব (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জ্বর হইল প্রত্যেক মু'মিনের জাহান্নামের আগুনের বদলা। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন। وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ যেই ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পড়িয়া শেষ করিবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্তের মধ্যে একটি প্রসাদ নির্মাণ করিবেন। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাহা হইলে তো আমরা বহুবার ইহা পাঠ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اَللّٰهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ আল্লাহ্ আরো অধিক দান করিবেন ও উত্তম দান করিবেন। আল্লাহ্র নিকট কোন কিছুরই অভাব নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে হাজার আয়াত পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কিয়ামত দিবসে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের সহিত তালিকাভুক্ত করিবেন। এবং বস্তুত তাঁহাদের সঙ্গ অতি উত্তম সঙ্গ। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে মুসলমানদের হিফাযত করে এবং কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না সে তাহার দুই চক্ষে দোযখের আগুন দেখিবে না। কিন্তু কেবল কসম পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا তোমাদের সকলেই দোযখে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্র রাহে তাঁহার যিকির করিলে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা অপেক্ষা সাতগুণ অধিক বেশী সাওয়াব পাওয়া যাইবে। অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত সাতলক্ষ গুণ অধিক বেশী।

আবূ দাউদ (র) ... ... সাহল (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان الصلوة على والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبع مائة ضعف

আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা ও যিকির করিলে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা অপেক্ষা সাত গুণ অধিক সাওয়াব পাওয়া যাইবে।

আবদুর রায্যাক (র) মা'মার (র) হইতে তিনি কাতাদাহ (র) হইতে وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, দোযখের উপর দিয়া মানুষ অতিক্রম করিয়া

যাইবে। আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (রা) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুসলমানের ورود হইবে পুলসিরাত অতিক্রম করা এবং মুশরিক কাফিরদের হইবে জাহান্নামে প্রবেশ করা।

নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

الزالون والزالات يومئذ كثير وقد احاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سلم سلم

সেই দিন অনেক নারী পুরুষ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবে। পুলসিরাতের উভয় পার্শ্বে ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া থাকিবে এবং বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ্! রক্ষা করুন, বাঁচান।

সুদ্দী (র) হইতে তিনি হযরত ইবন মাসউদ (রা) হইতে كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, আপনার পালনকর্তার উপর ইহা অনিবার্য কসম যাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, حتما অর্থ قضاء নির্ধারন করা। ইবন জুরাইজ (র) ও এই অর্থ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا যখন সমস্ত লোক দোযখের উপর দিয়া অতিক্রম করিবে এবং যাহাদের ভাগ্যে উহার মধ্যে পড়িয়া যাওয়া অবধারিত হইয়া আছে, তাহারা পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ কাফির ও পাপী লোকেরা দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন আল্লাহ্ ভীরু লোকদিগকে তাহাদের আমল অনুসারে মুক্তিদান করিবেন। দুনিয়ায় তাহাদের আমল অনুরূপ পুলসিরাতের উপর দিয়া তাহাদের অতিক্রম ও দ্রুত গতি হইবে। অতঃপর কবীরাহ গোনাহকারী মু'মিনদের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। ফিরিশ্তা, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও নেক্কার মু'মিনগণ সুপারিশ করিবেন এবং তাঁহাদের সুপারিশে অসংখ্য এমন লোক মুক্তি লাভ করিবে, যাহাদের মুখমণ্ডলী ব্যতিত সর্বাঙ্গ আগুন জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে। এই মুখমণ্ডলী যেহেতু সিজদার অঙ্গ, এই কারণে ইহা অক্ষত থাকিবে। অন্তরে বিদ্যমান ঈমান অনুপাতে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। সর্বপ্রথম সেই সকল লোকদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে যাহাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান থাকিবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহাদের ঈমান তাহাদের নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইবে। এমন কি দোযখ

হইতে এমন লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহার অনু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করিবেন যে কোনদিন একবার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিয়াছে এবং জীবনে কখনও কোন নেক আমল করে নাই এবং দোযখে সেই ব্যক্তিরাই থাকিবে যাহাদের ভাগ্যে চির জাহান্নামী হওয়া অবধারিত। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে এই সম্পর্কে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

অতঃপর আমি সেই সকল লোকদিগকে মুক্তিদান করিব, যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যালিমদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নতজানু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিব।

(৭৩) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٠

(৭৪) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ٠

অনুবাদ ঃ (৭৩) উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হইলে কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে কোনটি উত্তম। (৭৪) উহাদিগের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করিয়াছি, যাহারা উহাদিগের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, যাহা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও কুরআনের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তখন তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং গর্বভরে তাহাদের বাতিল ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য এই কথা বলে যে, আমাদের বাসস্থান ও বৈঠক ঘর অধিক উৎকৃষ্ট ও সুসজ্জিত। ধন-সম্পদ ও জনসম্পদ আমাদেরই অধিক, আমরাই অধিক ইয্যত ও সম্মানের অধিকারী। অতএব আমরা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ সকল লোক যাহারা আরকাম ইবন আবুল আরকামের ঘরে আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহারা কি করিয়া হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? বস্তুত আমরাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র, এই কারণেই তো তিনি আমাদিগকে ধনে-জনে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ

কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, যদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হইত তবে তাহারা আমাদের পূর্বে উহা গ্রহণ করিতে পারিত না। (সূরা আহ্‌কাফ ঃ ১১) হযরত নূহ (আ)-এর কাওমও বলিয়াছিল ঃ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ তোমার অনুসারীরা তো সব দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোক, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি কি করিয়া? (সূরা শুআরা ঃ ১১) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ٠

আর এইভাবেই একদল দ্বারা অপর দলকে পরীক্ষায় ফেলিয়া রাখিয়াছি যেন তাহারা বলিতে পারে: ইহারাই কি সেই সকল আমাদের মধ্য হইতে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছেন, আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ বান্দাগণকে খুব জানেন, ইহা নয় কি? (সূরা আন'আম ঃ ৫৩) এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফিরদের জবাবে বলেন, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ আমি তাহাদের পূর্বে বহু কাফির সম্প্রদায়কে তাহাদের কুফরীর কারণে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا যাহারা আসবাব পত্র ও জাঁকজমকের দিক হতে এই সকল কাফিরদের অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ছিল। তাহাদের ধন-সম্পদ ও ইয্যত সম্ভ্রম ছিল অধিকতর। আ'মাশ (র) আবূ যুবইয়ান (র) হইতে তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, مَقَام অর্থ বাসস্থান এবং نَدِيًا অর্থ মজলিস, أَثَاثًا অসবাব পত্র এবং رِئْيًا অর্থ সৌন্দর্য। আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়াতের অর্থ হইল, তাহাদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট ছিল এবং যেই মজলিস ও ধন সম্পদ ও জাঁকজমক শান শওকতের তাহারা অধিকারী ছিল তাহা ছিল অধিক উত্তম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٠

তাহারা কতই না বাগান, ঝর্ণাসমূহ ও ক্ষেত খামার এবং মনোরম বাসস্থান ছাড়িয়া গিয়াছে। (সূরা দুখান ঃ ২৫-২৬) আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল বিষয় সম্পদের অধিকারী লোকদিগকে তাহাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিয়াছেল। অতএব المقام বাসস্থান ও ধন-সম্পদ। الندى অর্থ মজলিস, যেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠান করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর কাওম সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছে ঃ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহের অশ্লীল কাজ করিয়া থাক। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৯) এখানে نادى অর্থ মজলিস। আরববাসীরা মজলিসকে نادى বলে।

কাতাদাহ্ (র) বলেন, কাফিররা যখন সাহাবায়ে কিরামের জীবন যাপন পদ্ধতি কঠিন দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল ঃ

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا

মুজাহিদ (র) যাহ্হাক (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, الاثاث অর্থ, মাল, ধন-সম্পদ। কেহ বলেন, الاثاث অর্থ কাপড়। কেহ বলেন, আসবাবপত্র الرئى অর্থ সৌন্দর্য। ইবন আব্বাস (র) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। হাসান বাসরী (র) বলেন, الرئى অর্থ আকৃতি। মালিক (র) বলেন, أَثَاثًا وَرِئْيًا অর্থ ধন-সম্পদ ও রূপ-সৌন্দর্যের দিক হইতে অধিক উৎকৃষ্ট। মূলত সকল অর্থ কাছাকাছি।

(৭৫) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۝

অনুবাদ ঃ (৭৫) বল, যাহারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাহাদিগকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না, তাহারা যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, উহা শাস্তি হউক অথবা কিয়ামতই হউক। অতঃপর তাহারা জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও এক দলবলে দুর্বল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হে মুহাম্মদ! قُلْ আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন, যাহারা হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করে

مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا

আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যাহারা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবকাশ দান করিবেন, এমন কি তাহাদের নির্দিষ্ট সময় শেষ হইবে। অতঃপর তাহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি ভোগ করিবে কিংবা আকস্মিকভাবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا

তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, তাহারা যেই উৎকৃষ্ট বাসস্থান ও বৈঠক ঘরের দ্বারা তাহাদের সত্য হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করিয়াছিল, উহার মুকাবিলায় প্রকৃতপক্ষে কাহার বাসস্থান নিকৃষ্ট এবং কে অধিক অসহায়।

মুজাহিদ (র) فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا অর্থ করেন, আল্লাহ্ তাহাকে তাহার হঠকারিতা ও বিরোধিতায় অধিক অবকাশ দান করেন। আবূ জা'ফর ইবন জরীর (র) ও এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ঐ সকল মুশরিকদের জন্য ইহা একটি চ্যালেঞ্জ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলেন ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

বলুন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! যদি তোমরা ধারণা করিয়া থাক যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি স্বীয় দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। (সূরা জুমু'আ ঃ ৬) অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যাহারা বাতিলপন্থি তাহাদের জন্য মৃত্যু কামনা কর। যদি বাস্তবিক তোমরা সত্যের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া থাক তবে তো তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহারা ইহা অস্বীকার করিয়াছিল। সূরা বাকারায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সূরা আলে-ইমরানেও নাসারাদের সহিত মুবাহালা ও চ্যালেঞ্জ আলোচনা হইয়াছে। নাসারারা কুফরের উপর কঠোর হইল এবং বিরোধিতার উপর অটল রহিল এবং হযরত ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহর পুত্র' বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদিগের চ্যালেঞ্জ ও মুবাহালা করিতে নির্দেশ দিলেন। উভয় পক্ষকে সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ময়দানের গিয়া মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ ও লা'নতের দু'আ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। হযরত ঈসা (আ) যে আল্লাহ্র বান্দা ছিলেন, এবং হযরত আদম (আ)-এর মত আল্লাহর মাখলূক ছিলেন উহার দলীল প্রমাণ মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝

আপনার উপর সত্যের জ্ঞান আসিবার পরে যেই ব্যক্তি আপনার সহিত ঝগড়া করিবে আপনি তাহাকে বলিয়া দিন, আস আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে আমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের স্ত্রীগণকে আমাদের সত্তাসমূহ ও তোমাদের সত্তাসমূহকে ময়দান ডাকি, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হওয়ার দু'আ করি (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১)। কিন্তু তাহারা এইরূপ করিতে অস্বীকার করিল।

(٧٦) وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۰

অনুবাদ ঃ (৭৬) এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অধিক হিদায়াত দান করেন, এবং স্থায়ী সৎকর্মে তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তিদিগকে অবকাশ দান ও তাহাদের গোমরাহীর বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিবার পর মু'মিনদের হিদায়েত বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۔

যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলতে থাকে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি কে, যাহার ঈমান এই সূরা বৃদ্ধি করিয়াছে : (সূরা তাওবা ; ১২৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ অত্র আয়াত সম্পর্কে সূরা কাহফ-এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং ইহার তাফসীর প্রসংগে হাদীসসমূহও বর্ণিত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا

ثَوَاب অর্থ বিনিময়, مرد অর্থ পরিণাম।

আবদুর রায্যাক (র) ... ... আবূ সালমাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসিয়া একটি শুষ্ক ডাল ধরিয়া নাড়া দিয়া উহার পাতা ঝরাইতে ঝরাইতে বলিলেন, লা-ই-লা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার সুবাহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদুলিল্লাহ্" এই কালামসমূহ গুনাহ সমূহকে ঠিক এইরূপ ঝরাইতে থাকে যেমন ঝড়ো হাওয়া এই গাছের পাতা ঝরাইয়া ফেলে। হে আবূ দারদা! সেই সময় সমাগত হইবার পূর্বেই তুমি এই কলেমা সমূহের অযীফা করিতে থাক। যখন তোমার ও এই কলেমাসমূহের মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে না। وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ। চিরন্তন নেককাজসমূহ হইল ইহা, এবং ইহাই বেহেশতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডার।

আবূ সালামাহ (র) বলেন, অতঃপর আবূ দারদা (রা) যখনই এই হাদীসের আলোচনা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, অবশ্যই আমি 'লা-ই-লা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার সুবাহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদুলিল্লাহ-এর অযীফা করতেই থাকত। এমনকি জাহিল লোক যেন আমাকে দেখিয়া পাগল মনে করে। হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আবূ দারদা (রা)-এর মাধ্যমেও আবূ সালামাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মু'আবীয়াহ (র) ... ... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে সুনানে ইব্ন মাজায় হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٧٧) اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۰

(٧٨) اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۰

(٧٩) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۰

(٨٠) وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ۰

অনুবাদ ঃ (৭৭) তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ উহাকে যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবেই। (৭৮) সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। অথবা দয়াময়ের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে। (৭৯) কখনই নহে, তাহারা যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিব। (৮০) সে যে বিষয়ের কথা বলে, তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসিবে একা।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমাদ (র)...... খাব্বাব ইব্ন আল্ আরাত (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইব্ন ওয়াইলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। একবার আমি তাঁহার নিকট আমার পাওনা চাইতে আসিলে সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! যাবৎকাল তুমি মোহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করিবে, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করিব না। আমি তখন বলিলাম, কখনও নহে। আল্লাহ্র কসম! যাবৎ না তুমি মৃত্যুবরণ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইবে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করিব না। তখন সে বলিল, আমার মৃত্যু পর পুনরায় যখন আমাকে উত্থিত করা হইবে, তখন তুমি আমার নিকট আসিবে, সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হইবে অনেক, তখন আমি তোমাকে দিব ; অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ... وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একাধিক সূত্রে আ'মাশ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, হযরত খব্বাব (রা) বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। একবার আমি আ'স ইবন ওয়াইলের জন্য একটি তরবারী তৈয়ার করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহার নিকট উহার মূল্য চাইতে গেলে সে বলিল, ... অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'عهد' অর্থ মজবুত প্রতিশ্রুতি। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, সাওরী (র) ... ... খব্বাব ইবন আরত (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় একজন কর্মকার ছিলাম, একবার আস ইব্ন ওয়াইলের কিছু কাজ করিলে, তাহার নিকট আমার কিছু দিরহাম পাওনা হইল। একবার আমি উহা চাইতে আসিলে সে আমাকে বলিল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে অমান্য করিবে, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করিব না। আমি বললাম, যাবৎ না তুমি মৃত্যুবরণ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইবে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অমান্য করিব না। সে বলিল, আমাকে উত্থিত করা হইলে সেখানেও আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হইবে। হযরত খব্বাব (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাহার এই কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলিলাম, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا .....

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েক জন সাহাবী আস ইব্ন ওয়াইলের নিকট তাহাদের পাওনা চাহিতে গেলে সে বলিল, তোমরা না বল বেহেশ্তের মধ্যে স্বর্ণ, রূপা, রেশম এবং নানা প্রকার ফলমূল আছে? তাঁহারা বলিলেন, অবশ্যই। তখন সে বলিল, আচ্ছা তাহা হইলে পরকালেই তোমাদের পাওনা পরিশোধ করিবার ওয়াদা থাকিল। আল্লাহ্র কসম! সেখানে আমার বহু ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি হইবে। এবং তোমাদের কিতাবে যেই সকল বস্তুর উল্লেখ রহিয়াছে, আমাকে উহাও দান করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا .... وَيَأْتِينَا فَرْدًا

মুজাহিদ (র) কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেক তাফসীরকার এইরূপ বলিয়াছেন যে, আয়াতটি আ'স ইবন ওয়াইল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا আয়াতের ولد শব্দের واو কেহ কেহ পেশ সহ পড়িয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ যবর সহও পড়েন। উভয় কিরাতের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। কবি রুবা বলেন ঃ

الحمد لله العزيز فردًا * لم يتخذ من ولد شئ ولدًا

সমস্ত প্রশংসা সেই মহাসম্মানিত এক আল্লাহ্র জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। অত্র কবিতায় ولد শব্দটি পেশ সহ ও যবর সহ উভয় প্রকার ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। কবি হারেস ইবন হালযাহ বলেন ঃ

ولقد رأيت معاشرا * قد ثمروا مالا وولدًا

আমি অনেক লোকজন দেখিয়াছি যাহারা মাল ও সন্তান লাভ করিয়াছে। অত্র কবিতায় ولد শব্দটি واو কে যবরসহ পড়া হয়। অন্য এক কবি বলেন ঃ

فليت فلانًا كان في بطن امه * وليت فلانًا كان ولد حمار

হায়! যদি অমুক মায়ের গর্ভেই থাকিত। হায় যদি অমুক গাধার বাচ্চা হইত। অত্র কবিতায় ولد শব্দটির واو কে পেশসহ পড়া হয়। অথচ অর্থ একই। কেহ কেহ বলেন, الولد। এর واو কে পেশসহ পড় হইলে বহুবচন হইবে এবং যবরসহ পড়া হইলে একবচন হইবে। ইহা হইল কায়িস গোত্রের ভাষা।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি গায়েব জানিয়াছে? যেই ব্যক্তি বলে لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا অবশ্যই আমাকে মাল ও সন্তান দান করা হইবে, তাহার কথাকে অস্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, সে কি ইহা জানিতে পারিয়াছে যে কিয়ামত দিবসে তাহার ধন-সম্পদ হইবে যেই কারণে সে কসম করিয়া এই কথা বলিয়াছে? أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا নাকি সে রাহমানের আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছে যাহা তিনি অবশ্যই পালন করিবেন? পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইমাম বুখারী (র) 'عهد'-এর অর্থ করিয়াছেন মযবুত প্রতিশ্রুতি। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا-এর তাফসীর করেন, নাকি সে লা-ই-লা-হা ইল্লাল্লাহ্ বলিয়াছে যাহার বিনিময়ে সে আশা রাখে? মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) বলেন,

إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

কিন্তু যেই ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য দান করিয়াছে। অর্থাৎ عهد দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ বুঝান হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ كلا এই অব্যয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের প্রতিবাদ ও পরবর্তী বিষয়ের তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ সে যে কুফরী বিষয় কথা বলিতেছে, এবং নিজের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আশা প্রকাশ করিতেছে আমি উহা লিখিয়া রাখিতেছি। وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا তাহার ঐ কথা ও কুফরের কারণে

পরকালে তাহার শাস্তি বৃদ্ধি করিব। وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ সে যাহা বলিতেছে যে পরকালে সে আরো অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক হইবে, ইহার বিপরীত এবং দুনিয়ায় তাহার যাহা কিছু আছে উহা আমি কাড়িয়া লইব। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করিয়া একাই আমার নিকট আসিবে। মুজাহিদ (র) বলেন, وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ এর অর্থ হইল আ'স ইবন ওয়াইল যেই মাল ও সন্তান-সন্ততির কথা বলিতেছে আমি উহার মালিক হইব।

হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর কিরাতে وَنَرِثُهُ مَا عِنْدَهُ বর্ণিত অর্থাৎ তাহার নিকট যাহা কিছু আছে তাহার মৃত্যুর পর আমিই উহার মালিক হইব। কাতাদাহ্ (র) وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا -এর অর্থ করেন, সে আমার নিকট মাল ও দৌলত ও সন্তান-সন্ততি ছাড়াই আসিবে। আবদুর রহমান ইবন যায়িদ (র) বলেন وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ দুনিয়ায় সে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে ও কাজ করিয়াছে আমি উহার মালিক হইব। وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا এবং সে সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থায়ই আমার নিকট আসিবে। কমবেশী কিছুই সে সাথে করিয়া আনিবে না।

(٨١) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۔

(٨٢) كَلَّا ۭ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۔

(٨٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۔

(٨٤) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۔

অনুবাদ ঃ (৮১) তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এই জন্য যাহাতে উহারা তাহাদিগের সহায় হয়। (৮২) এখনই নহে উহারা তাহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে। (৮৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফিরদিগের জন্য শয়তানদিগকে ছাড়িয়া রাখিয়াছি, উহাদিগকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। (৮৪) সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিও না। আমি তো গণনা করিতেছি উহাদিগের নির্ধারিত কাল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দান করিতেছেন, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত অন্যান্য ইলাহ্ স্থির করে যেন তাহাদের দ্বারা তাহারা ইজ্জত সম্মান লাভ করিতে পারে। অতঃপর তিনি বলেন, তাহারা যেই ধারণা করিয়াছে, বাস্তবে উহা সংঘটিত হইবে না।

ইরশাদ হইয়াছে যে,

كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ কখনও নহে, অচিরেই কিয়ামতে তাহাদের উপাস্যরা তাহাদের উপাসনা অস্বীকার করিবে وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এবং তাহারা তাহাদের বিরোধী হইয়া পড়িবে। অথচ, তাহারা ধারণা করিয়াছিল অন্য কিছু।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۔

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে? যে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের জবাব দিবে না। বস্তুত তাহারা তাহাদের সম্পর্কে অবগতই নহে। আর যখন সমস্ত লোককে একত্রিত করা হইবে তখন উপাস্য সকল উপাসকের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। (সূরা আহকাফ ঃ ৫-৬)

আবূ নুহাইক (র) এখানে كُلٌّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ সকল উপাসকরাই সেই দিন অন্যের উপাসনাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। সুদ্দী (র) كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ অর্থ করেন, তাহারা মূর্তিপূজাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا কাফিররা যেমন আশা করিয়াছিল উহার বিপরীত তাহাদের উপাস্যরা তাহাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। মুজাহিদ (র) وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এর অর্থ করিয়াছেন, উপাস্যরা উপাসকদের শত্রু হইবে, তাহাদের সহিত তাহারা ঝগড়া করিবে এবং তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। সুদ্দী (র) বলেন, উপাস্যরা উপাসকদের চরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। যাহ্হাক (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইবন যায়িদ (র) বলেন, الضد। অর্থ البلاء। বিপদ। ইকরিমাহ (র) বলেন, الضد। অর্থ الحسرة।-অনুতাপ-অনুশোচনা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۔

আলী ইবন আবূ তালহা (র) تَؤُزُّهُمْ اَزًّا এর অর্থ করিয়াছেন, تغويهم اغواء। অর্থাৎ হে নবী! আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, শয়তানদিগকে কাফিরদের নিকট প্রেরণ করি যাহারা তাহাদিগকে চরমভাবে গুমরাহ করে। আওফী (র) ইহার অর্থ করেন,

যাহারা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন, যাহারা চরমভাবে কামনা বাসনা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কাতাদাহ (র) বলেন, যাহারা কাফিরদিগকে আল্লাহ্র বিরোধিতা ও অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়। সুফিয়ান সাওরী (র) ইহার অর্থ করেন, যাহারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করে ও অস্থির করিয়া তোলে। সুদ্দী (র) বলেন, অর্থ হইল, যাহারা তাহাদেরকে চরম হঠকারী বানাইবে।

আবদুর রহমান যায়িদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ঠিক

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۰

এর মত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া জীবনযাপন করে আমি তাহার জন্য একজন শয়তান সঙ্গী নির্ধারিত করি। (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি তাহাদের উপর শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিয়া রাখিয়াছি; অতএব অবশ্যই তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

আপনি যালিম লোকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্কে অনবহিত মনে করিবেন না। (সূরা ইবরাহীম)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অতএব আপনি কাফিরদিগকে অবকাশ দিন। মাত্র কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিন (সূরা তারিক ঃ ১৭)।

إِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْمًا

আমি তাহাদিগকে এই জন্য ঢিল দেই যেন তাহারা অধিক পাপ করিতে পারে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ

আমি তাহাদিগকে অল্প সময়ের জন্য ভোগ করিতে দিতেছি অতঃপর তাহাদিগকে চরম কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব। (সূরা লুকমান ঃ ২৪)

قُلْ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّارِ

আপনি বলুন, তোমরা ভোগ করিতে থাক। অতঃপর দোযখই হইবে তোমাদের ঠিকানা। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩০)

সুদ্দী (র) বলেন إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا এর অর্থ হইল, আমি তাহাদের বৎসর, মাস, দিন ও ঘন্টাসমূহ গণনা করিয়া রাখিতেছি। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا-এর অর্থ করেন, আমি দুনিয়ায় তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসকে গণনা করিয়া রাখিতেছি।

(৮৫) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۰

(৮৬) وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۰

(৮৭) لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۰

অনুবাদ ঃ (৮৫) যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করিব, (৮৬) এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইব। (৮৭) যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যতীত অন্য কাহারও সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র সেই সকল পরহেযগার বান্দাগণ যাহারা দুনিয়ায় আল্লাহ্কে ভয় করিত, তাঁহার রাসূলগণের অনুসরণ করিত, তাঁহাদের আনিত নির্দেশসমূহ মানিত। তাঁহারা যেই সকল বিষয়ের হুকুম করিতেন, তাঁহারা উহা পালন করিত। যেই সকল বিষয় হইতে নিষেধ করিতেন, তাহা হইতে বিরত থাকিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার এই সকল বান্দাগণকে স্বীয় মেহমান হিসাবে কিয়ামতে একত্রিত করিবেন। الوفد বলা হয়, সেই সকল মেহমানকে যাহারা সাওয়ার হইয়া আগমন করে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র ঐ সকল মেহমানগণ নূরের সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া আল্লাহ্র মহাসম্মানিত শাহী অতিথি ভবনে আগমন করিবেন। অপর দিকে যাহারা অপরাধী, যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছে, যাহারা তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছে, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ধাক্কা মারিয়া মারিয়া জাহান্নামে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে। وِرْدًا অর্থ পিপাসার্ত অবস্থায়। আতা, ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। জাহান্নামীদের যখন এই অবস্থা হইবে তখন তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَخَيْرٌ نَدِيًّا

বল তো, এই দুই দলের মধ্যে কোন দলের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং কাহার মজলিস ও সাথী-সঙ্গী উত্তম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... ইব্‌ন মারযূক হইতে

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

এর তাফসীর বলেন, মু'মিন যখন কবর হইতে বাহির হইবে তখন সে তাহার সম্মুখে একজন অতি সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে। তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? লোকটি বলিবে, তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। মু'মিন বলিবে, না তুমি তো অত্যধিক সুন্দর ও সুগন্ধির অধিকারী। তখন সে বলিবে, আমি তো তোমার নেক আমল। দুনিয়ায় তুমি এইরূপ সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত আমলের অধিকারী ছিলে। তোমার উপর আমি দুনিয়ায় আরোহণ করিয়া বেড়াইয়াছি। এস এখন আমি তোমাকে আমার উপর আরোহণ করাইব। অতঃপর মু'মিন তাহার উপর আরোহণ করিবে।

মহান আল্লাহ্

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

এর মধ্যে এই বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, যেইদিন আমি পরহেযগার বান্দাগণকে সাওয়ার করাইয়া পরম করুণাময়ের নিকট সমবেত করিব। ইব্‌ন জরীর (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, যেই দিন আমি উটের উপর আরোহণ করাইয়া পরহেযগার বান্দাগণকে পরম করুণাময়ের নিকট সমবেত করিব। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, ইহার অর্থ, উত্তম দ্রুত ঘোড়ার উপর আরোহণ করাইয়া সমবেত করা হইবে। সাওরী (র) বলেন, উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করান হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, পরহেযগার বান্দাগণকে বেহেশ্‌তে সমবেত করা হইবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমাদ (র) তাঁহার পিতার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র) নু'মান ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আলী (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। তখন তিনি

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

পাঠ করিয়া বলিলেন, সম্মানিত অতিথিগণের ইহা নিয়মই নহে যে, তাহারা পায়ে হাঁটিয়া আগমণ করিবেন বরং কিয়ামত দিবসে তাঁহারা এমন নূরের বাহনে আরোহণ করিবেন যে, উহা অপেক্ষা উত্তম বাহন কোন দিন কেহ দেখে নাই। উহার উপরে স্থাপিত হাওদা হইবে স্বর্ণের তৈয়ারী। উহার উপর আরোহণ করিয়া তাঁহারা বেহেশতের দ্বারে উপনীত হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইবন জরীর (র) হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক মাদানী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের বর্ণনায় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাওয়ারীর হাওদা হইবে স্বর্ণের এবং নকীল হইবে মণিমুক্তা পাথরের।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এখানে একটি অতি আশ্চর্যজনক রিওয়ায়েতের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ... ... আবূ মু'আজ বাসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছিলেন, তখন তিনি

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মেহমান তো সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়াই আগমণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, মু'মিনগণ যখন কবর হইতে বাহির হইবে, তখন তাহাদের জন্য সাদা উষ্ট্রী আনা হইবে যাহার ডানা থাকিবে, উহার উপরে স্বর্ণের হাওদা থাকিবে; পশুগুলি উজ্জ্বল হইবে। দৃষ্টির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উহার এক এক কদম গিয়া পড়িবে। এইভাবে দ্রুত চলিয়া বেহেশ্‌তের গাছের নিচে আসিবে, যাহার মূল হইতে দুইটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইবে। উহার একটি হইতে তাঁহারা পানি পান করিবে। ফলে তাঁহাদের পেট ও অন্তর হইতে সকল ময়লা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অপরটিতে তাঁহারা গোসল করিবে, ফলে তাঁহাদের শরীর উজ্জ্বল হইবে, এবং আর কখনও তাঁহাদের শরীরে ও চুলে ময়লা জমিবে না। খুশীতে তাঁহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে। অতঃপর তাঁহারা বেহেশতের দ্বারে আসিবে। সেখানে তাঁহারা স্বর্ণের তক্তার উপরে লাল ইয়াকূতের হাল্‌কা দেখিতে পাইবে। হাল্‌কার সাহায্যে তক্তার উপর আঘাত করিলে অন্তর কাপনে সুরে বাজিয়া উঠিবে। বেহেশ্‌তের সুন্দরী রমণী হূরদের কানে এই সুর পৌঁছিতেই তাহারা বুঝিবে যে, তাহাদের স্বামীগণ আগমন করিয়াছেন। তখন বেহেশ্‌তের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। বেহেশ্‌তের প্রহরী উজ্জ্বল চেহারা দেখিয়া তাহাদের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িবে। সে বলিবে, আমি আপনার খাদেম, আপনার কাজের জন্যই আমি নির্ধারিত। তাঁহার সহিত চলিতে থাকিবে। বেহেশতের হূরগণ অস্থিরতার সহিত তাঁহার অপেক্ষায় থাকিবে। অতঃপর তাঁহারা মুক্তা ও ইয়াকূতের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিবে। এবং বলিবে আমি আপনার পরম আপনজন।

আমি চিরজীবি, আমার কখনও মৃত্যু ঘটিবে না; আমি অসীম নিয়ামতের অধিকারিণী, কখনও আমার নিয়ামত শেষ হইবে না। আমি চির আনন্দিত কখনও আমি অসন্তুষ্ট হইব না। আমি চিরদিন আপনার নিকটই অবস্থান করিব, কখনও পৃথক হইব না। অতঃপর সে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিবে, তাহার ভিত্তি হইতে ছাদ পর্যন্ত এক হাজার হাত উঁচু লাল, হলুদ ও সবুজ বর্ণের মুক্তা দ্বারা ঘরগুলি নির্মিত। উহার কোন কোনটির সাদৃশ নহে। প্রত্যেক ঘরে সত্তরটি করিয়া পালংক রহিয়াছে। প্রত্যেক পালংকের উপর সত্তরটি তোষক এবং প্রত্যেক তোষকে সত্তরজন স্ত্রী, প্রত্যেক স্ত্রীর গায়ে সত্তর জোড়া কাপড়। কিন্তু তবুও সেই সকল কাপড়ের মধ্য দিয়া তাহাদের পায়ের গোছার মগজ দেখা যাইবে। তাহাদের সহিত মিলনের জন্য দুনিয়ার পূর্ণ এক রাত্রের সমান পরিমাণ সময় প্রয়োজন হইবে। তাহাদের তলদেশ দিয়া নানা প্রকার নহর প্রবাহিত হইবে, পরিষ্কার সাদা পানির নহর, দুধের নহর, যাহার স্বাদের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং না উহা কোন গাভীর স্তন্য হইতে নির্গত। সুস্বাদু পবিত্র শরাবের নহর, যাহা কোন মানুষ আঙ্গুরের রস নিংগড়াইয়া তৈয়ার করে নাই; পরিষ্কার মধুর নহর, যাহা মৌমাছির উদর হইতে নির্গত হয় নাই। ফলে পরিপূর্ণ গাছ তাহার নিকট দুলিতে থাকিবে ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইয়া, ইচ্ছা করিলে বসিয়া, ইচ্ছা করিলে শুইয়া শুইয়া উহা ভক্ষণ করিবে; অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

তাহাদের উপরে বেহেশ্‌তের গাছের ছায়াসমূহ ঝুঁকিয়া থাকিবে এবং উহার ফলপুঞ্জ তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকিবে (সূরা দাহর ঃ ১৪)।

অতঃপর তাঁহারা গোশ্‌ত খাইবার ইচ্ছা করিলে, আপনা আপনিতে সাদা সবুজ পাখি উড়িয়া আসিবে, ইহার ডানা পেশ করা হইবে যেইদিক হইতে ইচ্ছা খাইবে অতঃপর আল্লাহ্‌র কুদরতে পাখি জীবিত হইয়া উড়িয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহার নিকট ফিরিশ্‌তা আগমন করিবে এবং সালাম করিবে। এবং এই সুসংবাদ দান করিবে ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমাদিগকে তোমাদের কৃতকর্মের দরুন এই বেহেশ্‌তের মালিক করা হইয়াছে (সূরা যুখরুফ ঃ ৭২)

যদি বেহেশ্‌তের সুন্দরী রূপসী হুরদের একটি চুল ও দুনিয়ায় পড়িত সূর্যের আলোর মধ্যে কালো দাগ পড়িয়া যাইত। হাদীসটি মরফূ'রূপে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত আলী (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিক বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

আর অপরাধীদিগকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইব। لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ অর্থাৎ মু'মিনগণ একে অপরের জন্য সুপারিশ করিবে। কিন্তু তাহাদের (কাফির ও মুশরিকদের) এমন কেহই সুপারিশ করিতে পারিবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

হায়! আমাদের জন্য না তো কোন সুপারিশকারী আছে আর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে (সূরা শু'আরা ঃ ১০০-১০১)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

إِلَّا শব্দটি এখানে ইস্তিসনা মুনকাতী হিসাবে لكن এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, কিন্তু যেই ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে। আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র)... ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অত্র আয়াত পাঠ করিয়া عهد এর এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি বলেন, عهد এর অর্থ হইল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র-এর সাক্ষ্য প্রদান করা, অন্যের পূজা অর্চনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কামনা করা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উসমান ইব্‌ন খালিদ ওয়াসিতী (র) ... ... আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا। পাঠ করিলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন ঃ যেই ব্যক্তি আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে, সে দণ্ডায়মান হউক। সমবেত লোকজন বলিল, হে আবূ আবদুর রহমান! আমাদিগকেও উহা শিক্ষা দান করুন। তিনি বলিলেন তোমরা বল,

اَللّٰهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة فانى أعهد إليك
فى هذه الحياة الدنيا إنك ان تكلنى إلى عملى يقربنى من الشر ويبا
عدنى من الخير وإنى لا اثق الا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا تؤديه
إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد .

হে আল্লাহ্! হে আসমান সমূহ যমীনের সৃষ্টিকর্তা! হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তুর পরিজ্ঞাতা! আমি আপনার নিকট হইতে এই পার্থিব জীবনে প্রতিশ্রুতি লইতে চাই, যদি আপনি আমাকে আমার কাজের প্রতি অর্পণ করেন তবে উহা আমাকে অন্যায় কাজের নিকটবর্তী করিবে এবং ন্যায় কাজ হইতে দূরে ঠেলিবে। আমি তো কেবল আপনার রহমতের উপর ভরসা করি। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রতিশ্রুতি দান করুন। যাহা আপনি কিয়ামত দিবসে পালন করিবেন, আপনি তো আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। রাবী মাসউদী (রা) বলেন, অতঃপর রাবী যাকারিয়া (রা) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি উল্লিখিত দু'আর সহিত এই শব্দগুলির সংযোগ করিয়াছেন।

خَائِفًا مُسْتَجِيْرًا مُسْتَغْفِرًا رَاهِبًا رَاغِبًا إِلَيْكَ

হে আল্লাহ্! আমি ভীত হইয়া আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আপনার রহমতের প্রতি উৎসাহী হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি। ইবন আবূ হাতিম (র) অপর একটি সূত্রেও মাসউদী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৮৮) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۔

(৮৯) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۔

(৯০) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۔

(৯১) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۔

(৯২) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۔

(৯৩) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۔

(৯৪) لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۔

(৯৫) وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۔

অনুবাদ ঃ (৮৮) যাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। (৮৯) তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ। (৯০) ইহাতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ ফাটিয়া যাইবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত পড়িবে। (৯১) যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। (৯২) অথচ, সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। (৯৩) আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না বান্দারূপে। (৯৪) তিনি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়াছেন। (৯৫) এবং কিয়ামতের দিবস উহাদিগের সকলেই তাহার নিকট আসিবে একাকী অবস্থায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরায় হযরত ঈসা (আ)-এর বান্দা হওয়ার বিষয় ও হযরত মারইয়াম হইতে বিনা বাপে সৃষ্টি করিবার কথা উল্লেখ করিবার পর সেই সকল লোকদের ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছেন যাহারা তাঁহার সন্তান গ্রহণের কথা বলিয়া বেড়ায়। অথচ, মহান আল্লাহ্ উহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাঁহার মর্যাদা উহা হইতে বহু ঊর্ধে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا

তাহারা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের এই কথায় বড়ই গুরুতর বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছ। হযরত ইবন আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও মুজাহিদ ও মালিক (র) বলেন, إِدًّا অর্থ গুরুতর। إِدًّا শব্দটির হামযাকে যের ও মদ সহ পড়া যায়। কিন্তু যের সহ পড়া অধিক প্রচলিত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করিয়া সম্ভবত আসমানসমূহ ফাটিয়া যাইবে, যমীন বিদীর্ণ হইবে এবং পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে। কারণ তাহারাও আল্লাহ্র মাখলুক এবং আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ না। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই; তাঁহার কোন সন্তান নাই; নাই কোন স্ত্রী তিনি অদ্বিতীয় ও বে-নিয়ায। আসমান, যমীনও পর্বতমালার ও এই বিশ্বাস।

وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ * تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ وَاحِدٌ

প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁহার নিদর্শন রহিয়াছে যাহা তাঁহার একত্ববাদেরই প্রমাণ।

ইবন জরীর (র) বলেন, আলী (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আসমানসমূহ, যমীন, পর্বতমালা, মানুষ ও জিন ব্যতীত সকল মাখলূকই শিরকের কারণে শংকিত এবং আল্লাহর আযমত মহত্ত্বের কারণে তাহারা সম্ভবত ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেমন শিরকসহ কোন মুশরিকের কোন নেক আমল উপকারী নহে, অনুরূপভাবে আমরা আশা করি তাওহীদবাদীদের গুনাহ ও আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতপ্রায় লোকদিগকে কলেমায়ে শাহাদত শিক্ষাদান কর। যেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুকালে এই কলেমা উচ্চারণ করিবে, তাহার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব হইবে। তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যেই ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় বলিবে? তিনি বলিলেন, তাহার জন্যও ওয়াজিব হইবে, তাহার জন্যও ওয়াজিব হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যদি সমস্ত আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ যাহা উহার মাঝে ও যাহা উহার নিচে সব কিছুই এক পাল্লায় রাখা হয় এবং কলেমায়ে শাহাদত অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে শাহাদাতের পাল্লাই ভারী হইবে। ইবন জারীর (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ الْاَرْضُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

এর অর্থ হইল আসমানসমূহ আল্লাহ্র আযমত ও মহত্ত্বের ভয়ে ফাটিয়া যাইবে। আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (র) বলেন, تَنْشَقُّ الْاَرْضُ এর অর্থ হইল, আল্লাহর ক্রোধে যমীন বিদীর্ণ হইবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, هدا অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, هَدًّا অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে হে অমুক পাহাড়! আজ কি তোমার উপর আরোহণ করিয়াছে যে আল্লাহ্র যিকির করিয়াছে। সে আনন্দের সহিত হাঁ, বলিয়া জবাব দেয়। পাহাড় উত্তম কথাও শ্রবণ করে। শুধু কি মিথ্যা ও বাতিল কথা শ্রবণ করে আর অন্য কথা শ্রবণ করে না এমন নহে।

অতএব তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

পাঠ করিলেন। ইবন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, মুনযির ইবন শাদান ... ... গালিব ইবন আজরাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অনেক সিরিয়াবাসী

আমাকে মিনার মসজিদে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন এবং উহাতে গাছ-পালা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্ত গাছ-পালা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইত এবং যমীন ও গাছ-পালা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকিল যাবৎ না তাহাদের মুখ হইতে এই মিথ্যা কথা উচ্চারিত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তাহাদের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইল তখন যমীন প্রকম্পিত হইল এবং গাছের কাঁটা ধরিল। কা'ব ইবন আহবার ((র) বলেন, যখন মানুষ এই ভয়াণক কথা বলিল, ফিরিশ্তা ক্রোধান্বিত হইল এবং জাহান্নাম উত্তেজিত হইল।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু'আবীয়া (র) ... ... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন কষ্টদায়ক উক্তি শ্রবণ করিয়া আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেহ নাই। মানুষ তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে আর তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে রাখেন ও তাহাদিগকে রিযিক দান করেন। এবং তাহাদিগকে বিপদ হইতে দূরে রাখেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ لَهٗ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيْهِمْ

তাহারা তো আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ, তিনি তাহাদিগকে রিযিক দান করেন এবং নিরাপদে রাখেন।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও প্রতাপের প্রেক্ষিতে তাঁহার জন্য কোন সন্তান গ্রহণ করা শোভনীয় নহে। কারণ কেহই তাঁহার সমকক্ষ নাই। সমস্ত মাখলুক তাঁহার গোলাম ও সেবাদাস।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ـ

আসমান ও যমীনের সকলেই পরম করুণাময়ের দরবারে গোলাম হইয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তাহাদিগকে রীতিমত গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তাহার সৃষ্টির পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত নর-নারী, ছোট-বড় সকলেরই সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে তিনি অবগত। وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا তাহাদের সকলেই কিয়ামত দিবসে একাকী

আসিবে। আল্লাহ্ ব্যতিত তাহার কোন সাহায্যকারী, কোন আশ্রয়দাতা নাই। তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি তাঁহার মাখলূক ও সৃষ্টি জীবের মধ্যে যাহা ইচ্ছা হুকুম করিবেন। তাতে তিনি ইনসাফ করিবেন কাহারও প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুলুম করিবেন না।

(৯৬) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

(৯৭) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا

(৯৮) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

অনুবাদ ঃ (৯৬) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাহাদিগের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা। (৯৭) আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি। যাহাতে তুমি উহা দ্বারা মুত্তাকীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডা-প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার। (৯৮) তাহাদিগের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে বিনাস করিয়াছি। তুমি কি তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনিতে পাও?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার মু'মিন বান্দাগণের জন্য যাহারা সৎকর্ম করে। অর্থাৎ যেই আমলে মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং যাহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়াত মুতাবিক সংগঠিত হয়। এই ধরণের আমলের অধিকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নেকবান্দার অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসা বদ্ধমূল করিয়া দেন। এই সম্পর্কে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আফফান (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি হযরত জিব্রীল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালবাসি, অতএব তুমিও ভালবাস সুতরাং হযরত জিব্রীল (আ) তাঁহাকে ভালবাসিতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন, মহান আল্লাহ্ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে ভালবাস। অতঃপর আসমানবাসীরা তাঁহাকে ভালবাসিতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাঁহাকে সাদরে সকলে গ্রহণ করে।

আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন তিনি জিব্রীল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুকের প্রতি অসন্তুষ্ট, অতএব তুমি তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ কর। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি আসমানের সমস্ত ফিরিশ্তগণের মধ্যে ঘোষণা করেন আল্লাহ্ তা'আলা অমুকের সহিত শত্রুতা পোষণ করেন, তোমরাও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর। অতঃপর আসমানের সকল ফিরিশ্তা তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করে। ইহার পর পৃথিবীতেও তাহার প্রতি শত্রুতা অবতীর্ণ করা হয়। ইমাম মুসলিম (র) সুহাইল (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ ও বুখারী (র) ইব্ন জুরাইজ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত নবী করীম (স) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাকির (র) ... ... হযরত সাওবান (রা) হইতে তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর কোন বান্দা যখন তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে এবং তাঁহার মনোনীত ও পসন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়; তখন তিনি বলেন, হে জিব্রীল! আমার অমুক বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণ করিতেছে। জানিয়া রাখ, আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সে আমার রহমতপ্রাপ্ত। তখন হযরত জিব্রীল (আ) বলেন, অমুকের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হইয়াছে। অতঃপর আরশ বহনকারী ফিরিশ্তাগণ ও এই একই কথা বলেন। এমনকি সাত আসমানের সকল ফিরিশ্তা এই কথা বলেন। অতঃপর পৃথিবীতে সে সকলের প্রিয় পাত্র হয়। হাদীসটি গারীব।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ... ... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মহব্বত ও ভালবাস ও সুখ্যাতি আল্লাহর পক্ষ হইতে আসমান হইতে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি হযরত জিব্রীল (আ)-কে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) ঘোষণা করেন, তোমাদের প্রতিপালক অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও ভালবাস। আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) বলেন, আমার বিশ্বাস আমার উস্তাদ শরীক (র) বলিয়াছেন, অতঃপর মহব্বত-ভালবাসা যমীনে অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন তিনি জিব্রীল (আ)-কে বলেন, অমুকের প্রতি আমি শত্রুতা পোষণ করি, অতএব তুমিও শত্রুতা পোষণ কর। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আসমানের ফিরিশতাগণকে বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন, অতএব তোমরাও তাহার

প্রতি শত্রুতা পোষণ কর। আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) বলেন, আবার বিশ্বাস আমার উস্তাদ শরীক (র) বলিয়াছেন, অতঃপর তাহার জন্য পৃথিবীতে জনতুষ্টি ছড়াইয়া পড়ে। হাদীসটি গারীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি হযরত জিব্রীল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাঁহাকে ভালবাস। অতএব তাঁহার জন্য ভালবাসা অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীরবাসীগণ তাঁহাকে ভালবাসিতে শুরু করে।

আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) উভয়েই দারওয়ারদী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, وُدًّا অর্থ ভালবাসা। মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে তাঁহার ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও ভালবাসেন এবং মানুষের মধ্যে তাঁহার মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। মুজাহিদ (র) যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, দুনিয়ায় মুসলমানদের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেন, উত্তম রিযিক দান করেন এবং তাঁহার সুখ্যাতি অবশিষ্ট থাকে। কাতাদাহ (র)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার লোকদের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। হারম ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, যেই বান্দা আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট হয়, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের অন্তর সমূহ তাঁহার প্রতি ঝুঁকাইয়া দেন। ফলে তাহারা তাঁহাকে মহব্বত করে ও ভালবাসেন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলিতেন, যে কোন বান্দা কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার আমলের চাদর পরিধান করাইয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) ... ... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলিল, আমি এমনভাবে আল্লাহ্র

ইবাদত করিব যে, আমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায়, অতঃপর সালাতের প্রতি এমনভাবে নিবিষ্ট হইল যে সর্বদাই তাহাকে সালাতের জন্য দণ্ডায়মান পাওয়া যাইত। সর্বপ্রথম সে মসজিদে প্রবেশ করিত এবং সর্বশেষে বাহির হইত। অথচ, কেহই তাহাকে সম্মান করিত না। এইভাবে সে সাত মাস অতিবাহিত করিল। কিন্তু যখন মানুষের নিকট দিয়া অতিক্রম করিত তখন বলিত, তোমরা একজন রিয়াকার দেখ। একদিন সে বলিল, প্রত্যেকেই তো আমার খারাপ সমালোচনা করে। এখন হইতে কেবল আমি আল্লাহ্র জন্যই ইবাদত করিব। সে কেবল তাহার নিয়্যত পরিবর্তন করিল কিন্তু ইবাদত একটুও বৃদ্ধি করিল না। কিন্তু এখন মানুষের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে, তাহারা বলিত আল্লাহ্ তা'আলা অমুকের প্রতি রহমত করিয়াছেন। অতঃপর হাসান (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

ইব্ন জরীর (র) একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর হিজরত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ অত্র সূরায় একটি আয়াতও হিজরতের পর অবতীর্ণ হয় নাই। পূর্ণ সূরাটিই হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া রিওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সনদ দ্বারাও বর্ণিত নহে।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ

হে মুহাম্মদ (সা) আমি কুরআনকে আপনার ভাষার জন্য আরবী ভাষায় সহজ করিয়াছি। لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ যেন আপনি ইহার সাহায্যে মুত্তাকীগণকে অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিতে পারেন وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا আর ঝগড়াটে কাওমকে যেন সতর্ক করিতে পারেন। অর্থাৎ যাহারা সত্য হইতে সরিয়া গিয়া বাতিলের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বলেন لُدًّا হইল সেই সকল লোক যাহারা সরল সঠিক পথে চলে না। সাওরী (র) ... ... আবূ সালিহ্ (র) হইতে وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا অর্থ করিয়াছেন, যেন আপনি সত্য পথ হইতে সরিয়া বক্রপথে পরিচালিত লোকদিগকে সতর্ক করিতে পারেন। যাহ্হাক (র) বলেন, الألد অর্থ ঝগড়াটে। কুরতুবী (র) বলেন, الألد অর্থ মিথ্যাবাদী। হাসান বাসরী (র) বলেন, قَوْمًا لُّدًّا অর্থ সত্য হইতে বধির কাওম। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, قَوْمًا لُّدًّا অর্থ সেই

সকল লোক যাহাদের অন্তর, কর্ণ বধির। কাতাদাহ (র) বলেন, قَوْمًا لُدًّا দ্বারা এইখানে কুরাইশদিগকে বুঝান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, قَوْمًا لُدًّا অর্থ ফাসিক সম্প্রদায়। লাইস ইব্ন আবূ সালীম (র) মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, الْأَلَدُّ অর্থ চরম অত্যাচারী ব্যক্তি। এই অর্থ করিয়া তিনি ইহার সমর্থনে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ সে চরম ঝগড়াটে লোক। (সূরা বাকারা ঃ ২০৪)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ

তাহাদের পূর্বে আমি এমন বহু লোক ধ্বংস করিয়াছি যাহারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

আপনি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পান। ইব্ন আব্বাস (রা) আবুল আলীয়াহ, ইকরিমাহ, হাসান বাসরী, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, رِكْزًا অর্থ আওয়াজ, শব্দ। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আপনি কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পান কিংবা কোন শব্দ শুনিতে পান? رِكْزًا শব্দের অর্থ হইল الصَّوْتُ الْخَفِيُّ অর্থাৎ মৃদু শব্দ। কবি বলেন ঃ

فتوجست ركز الانيس فراعها * عن ظهر غيب والانيس سقامها

অদৃশ্য হইতে বন্ধুর মৃদু শব্দে সে ঘাবড়াইয়া গেল আর বন্ধুটি হইল তাহার রোগ।

আলহামদু লিল্লাহ্ সূরা মারইয়াম-এর তাফসীর শেষ হইল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীরে সূরা তোহা

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

ইমামুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ (র) 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এ যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার এক হাজার বৎসর পূর্বে সূরা তোহা ও ইয়াসীন পাঠ করিয়াছেন। ফিরিশ্তাগণ যখন উহা শুনিতে পাইলেন তখন তাঁহারা বললেন, যেই উম্মাতের প্রতি উহা অবতীর্ণ হইবে তাহারা ধন্য হইবে ; যেই অন্তর ইহা বহন করিবে সেই অন্তরও ধন্য এবং যেই মুখে উহা উচ্চারিত হইতে সেই মুখও ধন্য। হাদীসটি গারীব এবং মুনকার। ইব্রাহীম ইব্ন মুহাজির নামক রাবী এবং তাঁহার শাইখ উভয়ই সমালোচিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)]

(১) طٰهٰ

(২) مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى

(৩) اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى

(٤) تَنْزِيْلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى

(٥) اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

(٦) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

(٧) وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

(٨) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ٠

অনুবাদ ঃ (১) তো হা (২) তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই, (৩) বরং যাহারা ভয় করে কেবল তাহাদিগের উপদেশার্থে, (৪) যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার নিকট হইতে অবতীর্ণ। (৫) দয়াময় আরশে সমাসীন (৬) যাহা আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে এবং এই দুইয়ের অন্তবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারাই। (৭) তুমি উচ্চকণ্ঠে যাহাই বল, তবে তিনি তো যাহা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। (৮) আল্লাহ্, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁহারই।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হুরূফ সম্পর্কে সূরা বাকারায় পূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। অতএব পুনরায় উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন শায়বাহ ওয়াসিতী (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, طه অর্থ, হে ব্যক্তি। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইবন জুবাইর, আতা মুহাম্মদ ইবন কা'ব, আবূ মালিক, আতীয়্যাহ্, আওফী, হাসান, কাতাদাহ, যাহ্হাক, সুদ্দী ও ইবন আবযাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইবন আব্বাস (রা) সাঈদ ইবন যুবাইর ও সাওরী (র) হইতে বর্ণিত যে, ইহা একটি কিব্তী শব্দ, অর্থ يا رجل হে ব্যক্তি! আবূ সালিহ্ (র) বলেন, শব্দটিকে আরবীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কাযী ইয়ায (র) তাঁহার 'আশ্ শিফা' নামক গ্রন্থে আব্দ ইবন হুমাইদ (র)-এর সূত্রে রাবী ইবন আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) প্রথম দিকে সালাতের জন্য এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইতেন এবং অপর পাও উঁচু করিয়া রাখিতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা طه নাযিল করিলেন। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনি উভয় পা যমীনের উপর রাখিয়া সালাত পড়ুন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى

আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আপনার প্রতি আমি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই। অত্র আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে উহা স্পষ্ট।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى

জুওয়াইর (র) যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিলেন, তখন কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরা বলিতে লাগিল, কুরআন অবতীর্ণ হওয়াতে মুহাম্মদ (সা) বেশ কষ্টেই পড়িয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন ঃ

طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ٠

আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, বাতিল পন্থীরা যাহা কিছু ধারণা করিয়াছে উহা বাস্তব বিরোধী। আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহাকে ওহীর জ্ঞান দান করিয়াছেন, বস্তুত তাঁহার প্রতি বহু কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত দান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মু'আবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেন। হাফিয আবুল কাসিম তাবরানী (র) এই বিষয়ে একটি অতি চমৎকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আহ্মাদ ইবন যুহাইর (র) সা'লাবাহ ইবন হাকাম (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে স্বীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিবেন, আমি তোমাদিগকে আমার ইল্ম ও হিক্মতের অধিকারী কেবল এই জন্যই করিয়াছিলাম যে, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব এবং এ বিষয়ে আমি কাহারো পরোয়া করিব না। হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। আবূ আমর (র) তাঁহার 'ইস্তি'আব' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সা'লাবাহ ইবন হাকাম (র) নামক রাবী লাইস গোত্রীয়। প্রথম তিনি বাসরায় বসবাস করেন। অতঃপর কুফা নগরীতে স্থানান্তরিত হন। সিমাক ইবন হারব (র) তাঁহার নিকট হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম প্রথম দিকে তাঁহাদের বুকে রশী লটকাইয়া সালাত পড়িতেন. তখন مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى অবতীর্ণ হয়। আয়াতটির মর্ম- فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এর মর্মের অনুরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করেন নাই। বরং যেইরূপে সহজে নামায পড়া সম্ভব সেইরূপেই তোমরা নামায পড়। কাতাদাহ্ (র) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে কষ্ট-ভোগের জন্য অবতীর্ণ করেন নাই বরং তিনি ইহাকে মানুষের জন্য রহমত, নূর ও বেহেশ্তে গমণের দলীল হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন; ইহা দ্বারা তাঁহার বান্দাদের প্রতি রহমত করিয়াছেন, যেন উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাঁহার কিতাব দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা উহার মধ্যে হালাল হারাম অবতীর্ণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ۔

হে মুহাম্মদ (সা)! এই কুরআন আপনার নিকট আগত হইয়াছে ইহা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি যাবতীয় বস্তুর পালনকর্তা ও সকল বস্তুর মালিক। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম। তিনি যমীনকে নিচু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আসমান সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন বুলন্দ ও সমুচ্চ করিয়া। তিরমিযী শরীফে এক বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, প্রত্যেক আসমানের গভীরতা পাঁচশত বৎসরের এবং এক আসমান হইতে অপর আসমানের দূরত্বও পাঁচশত বৎসরের।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর একটি রিওয়ায়েত এখানে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

পরম করুণাময় আরশের উপর অধিষ্ঠিত। সূরা আ'রাফে অত্র আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কুরআন ও হাদীসে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই বিষয়ে উহার যাহেরী-প্রকাশ্য অর্থ মানিয়া লওয়াই নিরাপদ পথ। এবং ইহাই সালফে সালেহীনের মত। উহা কেমন, কিসের মত, ও কিসের সাদৃশ্য তাহা অন্বেষণ করা উচিত নহে। ইহাই বিপদসংকুল পথ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

আসমানসমূহ ও যমীনের উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তু এবং যাহা কিছু উহার মাঝে ও মাটির নিচে অবস্থিত সব কিছুর মালিক তিনিই। যাবতীয় জিনিস তাঁহারই অধিকারে ও

তাঁহার ইচ্ছার অধিনস্ত, তিনি উহার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মালিক এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا تَحْتَ الثَّرَى মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) مَا تَحْتَ الثَّرَى এর অর্থ করেন, সপ্ত যমীন নিচের অবস্থিত বস্তু। ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসির (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন, একবার কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই যমীনের নিচে কি আছে? তিনি বলিলেন, পানি। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন, মাটি। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল মাটির নিচে কি? তিনি বলিলেন মাটির নিচে পানি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন পাথর। তাহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হইল, পাথরের নিচে কি? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্তা। জিজ্ঞাসা করা হইল ফিরিশ্তার নিচে কি? তিনি বলিলেন, উহার নিচে একটি মাছ, যাহার দুইপ্রান্ত আরশের সহিত ঝুলন্ত। জিজ্ঞাসা করা হইল, মাছের নিচে কি? তিনি বলিলেন, উহার নিচে শূন্য ও অন্ধকার। উহার পরে কি তাহা আর জানা সম্ভব নয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন ওহব এর ভ্রাতুস্পুত্র আবূ উবায়দুল্লাহ্ (র)........ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক যমীনের মাঝে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব এবং সর্বনিম্ন যমীন মাছের উপর অবস্থিত। মাছের দুইপ্রান্ত আসমানে অবস্থিত। মাছটি একটি পাথরের উপর এবং পাথরটি একজন ফিরিশ্তার হাতে দ্বিতীয় যমীন বায়ু আবদ্ধ। তৃতীয় যমীনে জাহান্নামের পাথর, চতুর্থ যমীনে জাহান্নামের গন্ধক। পঞ্চম যমীনে জাহান্নামের সাপসমূহ, ষষ্ঠ যমীনে জাহান্নামের বিচ্ছু। সপ্ত যমীনে জাহান্নাম এবং সেইখানে ইবলীস বন্দি অবস্থায় রহিয়াছে। তাহার এক হাত সামনে ও এক হাত পশ্চাতে বাধা। যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হাদীসটি নিশ্চিত গারীব। ইহার মারফূ' হওয়াও বিবেচনা সাপেক্ষ।

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, আবূ মূসা হারভী (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে আমরা ভীষণ গরমের কারণে দুই একজন করিয়া ছোটছোট দলে চলিতেছিলাম। আমি প্রথম দলে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিয়া সালাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) কে? আমার সাথী সঙ্গীরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং আমি তাহার সহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। এবং হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেনাদলের মধ্যভাগে মাথা ঢাকিয়া একটি লাল উটের উপর আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। আমি তাহাকে

বলিলাম, এই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিয়াছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি? আমি বললাম, লাল উটের উপর আরোহণকারী! লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হইল এবং রশি ধরিয়া উটটি থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মুহাম্মদ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তখন সে বলিল আমি আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যাহা সারা বিশ্বে দু'একজন কিংবা দুইজন ব্যতিত আর কেহ জানে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলুন, নবী কি নিদ্রা যান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ "তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে"। লোকটি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা কি কারণে সন্তান তাহার পিতা-মাতার সাদৃশ্য হয়? তিনি বলিলেন ঃ

مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّ الْمَائَيْنِ غَلَبَ عَلَى الْآخَرِ نَزَعَ الْوَلَدَ

"পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় এবং স্ত্রীলোকের বীর্য হলুদ ও পাতলা। উভয় বীর্যের মধ্যে যেইটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে সন্তান তাহারই সাদৃশ্যতা ধারণ করে।" লোকটি বলিল, সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষের বীর্য দ্বারা সন্তানের কোন অঙ্গ গঠিত হয় এবং স্ত্রীলোকের বীর্য দ্বারা কোন অঙ্গ গঠিত হয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পুরুষের বীর্য দ্বারা হাড় ও রগ সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রীলোকের বীর্য দ্বারা রক্ত, মাংস ও চুল। লোকটি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ (সা)! এই যমীনের নিচে কি আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সৃষ্টজীব আছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নিচে? তিনি বলিলেন ঃ মাটি। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নিচে? তিনি বলিলেন ঃ পানি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন ঃ অন্ধকার। সে জিজ্ঞাসা করিল, অন্ধকারের নিচে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শূন্য। সে জিজ্ঞাসা করিল, শূন্যের নিচে কি? তিনি বলিলেন ঃ মাটি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, মাটির নিচে কি? লোকটির এই প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষুদ্বয় ক্রন্দনে সজল হইয়া উঠিল। এবং বললেন ঃ প্রশ্নকারী অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এই প্রশ্নের অধিক কিছু জানে না। হে প্রশ্নকারী! মানুষের জ্ঞান এই পর্যন্ত শেষ। লোকটি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত লোকদিগকে বলিলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা কি জান? এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-ই এ সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ প্রশ্নকারী ছিলেন, হযরত জিব্‌রীল (আ)।

হাদীসটি গারীব এবং বড়ই বিস্ময়কর। কেবল কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমানই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, লোকটি কোন বস্তুই নহে। আবূ হাতিম রাযী (র) তাঁহাকে দুর্বল বলিয়াছেন। ইব্‌ন হাদী (র) বলেন, লোকটি পরিচিত নহেন।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, হাদীসটির মধ্যে একটি বিষয় অপরটির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এক হাদীসের অংশ অপর হাদীসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লোকটি কি ইচ্ছাকৃত এইরূপ করিয়াছেন কি অন্য কিছু আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

(৭) যদি আপনি উচ্চস্বরে কথা বলেন, তবে আল্লাহ্ তো গোপন ও গোপনতর কথাও জানেন। অর্থাৎ এই কুরআন সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি গোপন ও গোপনতর কথাও জানেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

আপনি বলিয়া দিন এই কিতাবকে সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের গোপন তথ্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও বড়ই মেহেরবান। (সূরা ফুরকান ঃ ৬)

আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন, اَلسِّرُّ সেই বস্তু যাহা আদম সন্তান তাহার অন্তরে গোপন রাখে। আর أَخْفَى অর্থ হইল, আদম সন্তান দ্বারা সংঘটিতব্য তাহার অজ্ঞাত বিষয়বস্তু। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহার যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান তাঁহার জন্য সমান। যাবতীয় মাখলূক তাঁহার পক্ষে একটি জিনিস সমতুল্য। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সৃষ্টি করা ও পুনরায় উত্থিত করা আল্লাহ্‌র পক্ষে একই ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা ও পুনরুত্থিত করিবার মত সহজ। (সূরা লুকমান ঃ ২৮)

যাহ্‌হাক (র) يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, اَلسِّرُّ সেই অন্তর্নিহিত বিষয় যাহা তুমি মনে মনে বলিয়া থাক। এবং أَخْفَى হইল সেই গোপন কথা যাহা হৃদয়ে আছে ব্যক্ত করা হয় নাই। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, তুমি তো আজকের তোমার কল্পিত বিষয়ই জান। কিন্তু আগামী কল্য কি কল্পনা করিবে তাহা তুমি

জান না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আজকের ও আগামী কল্যের যাবতীয় কল্পিত গোপন কথাও জানেন। মুজাহিদ (র) বলেন, أَخْفَى অর্থ ধারণা। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, أَخْفَى হইল সেই বিষয় যাহা তুমি করিবে কিন্তু এখনও তুমি উহার কল্পনাও কর নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى যেই মহান আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই তিনি বহু সুন্দর সুন্দর নাম ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী। সূরা আ'রাফের শেষ দিকে আল্লাহর উত্তম উত্তম নামসমূহ সম্পর্কে একাধিক হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(৯) وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى

(১০) اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

অনুবাদ ঃ (৯) মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌছিয়াছে কি? (১০) সে যখন আগুন দেখিল তখন তাহার পরিবারবর্গকে বলিল, তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখিয়াছি। সম্ভবত আমি তোমাদিগের জন্য কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনিতে পারিব অথবা আমি উহার নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাইব।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা শুরু করিয়াছেন। কিভাবে তাঁহার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহীর আগমন শুরু হইল এবং কেমন করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলেন তাহা এইখানে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তখন, যখন হযরত মূসা (আ) তাঁহার শ্বশুরের ছাগল চরাইবার নির্দিষ্ট সময় শেষ করিয়া মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়াছিলেন। মিসর হইতে পলায়ন করিয়া তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর বিদেশে অবস্থান করিবার পর তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলেন। শীতের রাত্র ছিল এবং দুই পাহাড়ের মাঝে তিনি একটি মনযিলে অবতরণ করিয়াছিলেন। একদিকে শীত অপর দিকে ঘনমেঘ, অন্ধকার ও কুয়াশা। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি আগুন জ্বালাইবার জন্য বারবার পাথর ঘষিয়াও ব্যর্থ হইলেন। তৎকালীন সময়ে পাথরে আঘাত করিয়া আগুন লাভ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু

তাঁহার আঘাতে কোন আগুন বাহির হইতেছিল না। এমনি সময় তিনি তূর পাহাড়ের এক প্রান্তে আগুন দেখিতে পাইলেন। ইহা ছিল তাঁহার ডানদিকে। তখন তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে সুসংবাদ দান করিয়া বলিলেন, اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ আমি আগুন দেখিতে পাইয়াছি সম্ভবত আমি উহা হইতে কিছু অঙ্গার আনিতে পারিব। অপর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ কিংবা আমি অঙ্গার আনিতে পারিব সম্ভবত উহা দ্বারা তোমরা উত্তপ্ত হইতে পারিবে"। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তখন শীত ছিল। جذوة অর্থ স্ফুলকি বিশিষ্ট অঙ্গার। قَبَسٍ এই শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, তখন অন্ধকার ছিল। اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ঐখানে আমি এমন কাহাকে পাইব যে আমাকে পথের সন্ধান দান করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি পথও হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইমাম সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى এর তাফসীর করিয়াছেন, "কিংবা আমি এমন কোন লোক পাইব যে আমাকে পথের সন্ধান দান করিবে"। তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং শীতেও আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি বলিলেন, পথের সন্ধানদানকারী কোন লোক না পাইলে কিছু অঙ্গার লইয়া আসিব, যাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোমরা শীত দূর করিতে পারিবে।

(১১) فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى

(১২) اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

(১৩) وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى

(১৪) اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

(১৫) اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى

(১৬) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ٠

অনুবাদ ঃ (১১) অতঃপর সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহ্বান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! (১২) আমি-ই তোমার প্রতিপালক। অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রহিয়াছ। (১৩) এবং আমি তোমাকে

মনোনীত করিয়াছি, অতএব যাহা ওহী প্রেরণ করা হইতেছে, তুমি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। (১৪) আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়িম কর। (১৫) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহা গোপন রাখিতে চাই, যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَلَمَّآ أَتٰهَا যখন মূসা (আ) আগুনের নিকট আসিলেন এবং উহার নিকটবর্তী হইলেন نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى তখন হে মূসা বলিয়া ডাকা হইল। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يّٰمُوْسٰى إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহবান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের প্রতিপালক। (সূরা কাসাস ঃ ৩০)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنِّيْ أَنَا رَبُّكَ আমিই তোমার প্রতিপালক অর্থাৎ যিনি তোমার সহিত কথা বলিবেন এবং তোমাকে সম্বোধন করিবেন। فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ তুমি তোমার জুতা দুইটি খুলিয়া ফেল। আলী ইব্ন আবূ তালিব, আবূ যার, আবূ আইউব (রা) এবং আরো অনেকে বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর জুতা দুইটি গাধার অপবিত্র চামড়ার তৈয়ারী ছিল। এই কারণে উহা খুলিতে বলা হইয়াছিল। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খোলা হইয়া থাকে। অনুরূপ ঐ স্থানেরও পবিত্রতা রক্ষার্থে জুতা খুলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পবিত্র ভূমির উপর নগ্ন পদে চলিবার জন্যই নির্দেশ হইয়াছিল। ইহা ব্যতিত আরো অনেক কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

طُوًى আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'তুওয়া' একটি উপত্যকার নাম। আরো অনেকে অনুরূপ বলিয়াছেন। এই মতানুসারে طُوًى আতফে বয়ান হইবে। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে উক্ত পুণ্যভূমিতে নগ্নপদচারণ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, উক্ত ভূমি দুইবার করিয়া পবিত্র করা হইয়াছে এবং বরকতময় করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র তুওয়া নামক উপত্যকায় তাহাকে ডাকিলেন। (সূরা নাযিআত ঃ ১৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَنَا اخْتَرْتُكَ আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ

আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও কালাম দ্বারা মনোনীত করিয়াছি। আল্লাহ্ সেই যুগের সকল মানুষের উপর মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, একবার আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মূসা (আ)! তুমি কি জান যে কালাম করিবার জন্য তোমাকেই কেন মনোনীত করিয়াছি? তিনি বলিলেন, না। তখন আল্লাহ্ বলিলেন ঃ যেহেতু আমার সম্মুখে তোমার ন্যায় কেহই নম্রতাবলম্বন করে নাই। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى অতএব এখন তোমার নিকট ওহী যোগে যাহা কিছু আমি অবতীর্ণ করিব ও বলিব উহা খুব লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ কর। إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। পরিণত বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের প্রতি ইহাই প্রথম ওয়াজিব যে, তাহারা এই বিশ্বাস স্থাপন করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। فَاعْبُدْنِيْ কেবলমাত্র আমারই ইবাদত কর। আমার ইবাদতে কাহাকেও শরীক করিও না। وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ আমার স্মরণার্থেই সালাত কায়িম কর। কেহ কেহ বলেন, যখন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে তখন সালাত পড়িবে। ইমাম আহ্মদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সমর্থন করে তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র) ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, কিংবা সালাত ভুলিয়া যায় সে যেন স্মরণে আসিতেই সালাত পড়ে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার কথা মনে আসিতেই সালাত পড়িবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من نام عن صلوة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

যে ব্যক্তি সালাত না পড়িয়া নিদ্রা যায় কিংবা ভুলিয়া যায়, তাহার কাফ্ফারা হইল, যখনই উহা স্মরণ হইবে তখনই সালাত পড়িবে, ইহা ব্যতিত উহার অন্য কোন কাফ্ফারা নাই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হইবে। أَكَادُ أُخْفِيهَا যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি এইখানে এইরূপে পড়িতেন أَكَادُ أُخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي কিয়ামত এতই গোপন যে, সম্ভবত আমার সত্তা হইতেও উহা গোপন করিব। কিন্তু আল্লাহ্র সত্তা হইতে কখনও কিছু গোপন হয়না। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে من نفسه ও বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ, আবু সালিহ্, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রাফি, হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ; আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে أَكَادُ أُخْفِيهَا-এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ; কিয়ামত সম্পর্কে আমি কাহাকে অবগত করিব না। আমি ব্যতিত সকল হইতে উহা গোপন। সুদ্দী (র) বলেন, আসমান ও যমীনে এমন কেহ নাই, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাতে এই বর্ণিত হইয়াছে, إِنِّي أَكَادُ أُخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي সমস্ত সৃষ্টবস্তু হইতে আমি কিয়ামতকে গোপন করিয়া রাখিয়াছি, এমন কি যদি সম্ভব হইত তবে আমার নিজ সত্তা হইতেও উহা গোপন করিয়া রাখিতাম। কাতাদাহ (র) বলেন, أَكَادُ أُخْفِيهَا এক কিরাতের এখানে أَكَادُ أُخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي পড়া হয়। আমার জীবনের শপথ। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতকে ফিরিশ্তা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম হইতেও গোপন রাখিয়াছেন। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমি বলি আলোচ্য আয়াতটি ঠিক এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ

(হে মুহাম্মদ) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতিত আসমান ও যমীনের কেহই গায়েব জানে না। (সূরা নাম্ল ঃ ৬৫)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

উহা আসমান ও যমীনে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে। উহা আকস্মিকভাবে উহা তোমাদের উপর সমাগত হইবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৭)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ... ... ওয়ারকা (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) আমাকে أَكَادُ أُخْفِيهَا হামযা অক্ষরটিকে

যবর দিয়া পড়াইয়াছেন। إِظْهَارُهَا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আমি উহা প্রকাশ করিব। কবি কা'ব ইব্ন যুহাইর (র) বলেন,

داب شهرين ثم شهرا دميكًا * باركين يخفيان غميرًا

অত্র কবিতায় 'يخفيان' শব্দটি 'يظهران'-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে যেন প্রত্যেককেই তাহার কর্মফল দেওয়া যাইতে পারে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

যেই ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালকাজ করিবে, সে উহা দেখিতে পারিবে এবং যেই ব্যক্তি বিন্দু পরিমান খারাপ কাজ করিবে সেও উহা দেখিতে পারিবে। (সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমাদের কর্মফলই তোমাদিগকে দান করা হইবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

যাহারা কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারা যেন তোমাকে ইহা হইতে বিরত না রাখে।

আয়াত দ্বারা পরিণত বয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা সেই সকল লোকদের অনুসরণ করিও না যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, যাহারা দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণে নিমগ্ন, মহান প্রভুর অবাধ্য এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যেই ব্যক্তি সেই সকল অবিশ্বাসীদের অনুকরণ করিবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত। 'فَتَرْدَىٰ' অর্থাৎ যদি তুমি এমন কর তবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ

এবং যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার ধনমাল কোন উপকার করিতে পারিবে না। (সূরা লাইল ঃ ১১)

(১৭) وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ

(১৮) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ

(১৯) قَالَ أَلْقِهَا يَٰمُوسَىٰ

(২০) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ

(২১) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ

অনুবাদ ঃ (১৭) হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি? (১৮) সে বলিল, আমার লাঠি, আমি ইহাতে ভর দিই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। (১৯) আল্লাহ্ বলিলেন, হে মূসা! তুমি উহা নিক্ষেপ কর, (২০) সঙ্গে সঙ্গে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল। (২১) তিনি বলিলেন, তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না; আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর এক মস্তবড় মু'জিযার উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্র কুদ্রত ব্যতিত উহা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। এবং একমাত্র কোন নবীই এইরূপ মু'জিযা পেশ করিতে পারেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ

হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হাতে উহা কি? কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর ভয় দূর করিয়া তাঁহার সহিত সম্প্রীতি গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, হে মূসা! তোমার হাতে যে একটা লাঠি এ কথা তো ভালই জান। কিন্তু এই লাঠি দ্বারাই যে কি অলৌকিক বস্তু সংঘটিত হইবে উহা অচিরেই তুমি দেখিতে পাইবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا

মূসা (আ) বলিলেন, আমি চলিবার সময় উহার উপর ভর দিয়া চলি, وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي উহার সাহায্যে আমি গাছের পাতা ঝরাইবার উদ্দেশ্যে গাছে নাড়া দেই যেন আমার ছাগল উহা খাইতে পারে। আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন, أهش অর্থ গাছের ডালে লাঠি বাধিয়া এমনভাবে নাড়া দেওয়া, যেন পাতা ঝরিয়া পড়ে অথচ, ডাল না ভাঙ্গে। মায়মুন ইব্ন মিহরানও এই অর্থ করিয়াছেন।

وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ আর আমার জন্য ইহার দ্বারা আরো অনেক কাজও সম্পন্ন করিতে হয়। অন্যান্য কি কি প্রয়োজন পূর্ণ করা হইত এই সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, রাত্রিকালে ইহার সাহায্যে আলোর কাজ নওয়া হইত; ছাগল প্রহরা দিত এবং লাঠিটি মাটিতে গাড়িয়া দিলে গাছ হইয়া যাইত এবং দিনের বেলা উহা ছায়া দান করিত। এই রকম আরো অনেক অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, পূর্বে এই ঘটনা ঘটে নাই, যদি পূর্বে এমনই ঘটিত তবে লাঠি অজগরে রূপান্তরিত হওয়ায় তিনি ভীত হইতেন না। এবং তিনি উহা দেখিয়া পলায়নও করিতেন না। বরং উল্লিখিত বর্ণনা ইস্রাঈলী বর্ণনা বই কিছু নহে। এই কথাও বলিয়াছেন যে, বস্তুত লাঠিটি হযরত আদম (আ)-এর ছিল। কেহ কেহ বলেন, এই লাঠিই কিয়ামতের পূর্বে যমীন হইতে নির্গত সেই বিস্ময়কর পশুর আকৃতি ধারণ করিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, উহার নাম ছিল মাশা (ماشا)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ أَلْقِهَا يَٰمُوسَىٰ হে মূসা! তোমার হাতে যেই লাঠি আছে, উহা নিক্ষেপ কর।

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ

মূসা (আ) নিক্ষেপ করলে উহা সাপ হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। অর্থাৎ লাঠিটি সাপে পরিণত হইবার সাথেসাথেই বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করিল; কিন্তু ছোট সাপের মত অতি-দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। সাপটি দেখিতে বিরাট অজগর হইলেও ছোট সাপের দ্রুত মত। تَسْعَىٰ অর্থাৎ হেলিয়া দুলিয়া দৌড়াইতেছে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্মাদ ইব্ন আবদাহ (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ

এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, এতবড় অজগর ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই। অজগরটি যে কোন গাছের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল উহা ভক্ষণ করিয়া

ফেলিল। যে কোন পাথরের নিকট দিয়া গেল উহা গ্রাস করিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) অজগরটি পেটে পাথর পড়িবার শব্দ শুনিয়াই ভয়ে পালায়ণ করিলেন। তখন হযরত মূসা (আ)-কে ডাকিয়া বলা হইল, অজগরটি ধর, কিন্তু তিনি ধরিলেন না। দ্বিতীয়বার আবার ডাকিয়া বলা হইল, অজগরটি ধর, এবং ভীত হইও না। এবং তৃতীয়বার বলা হইল, তোমার ভয় নাই তুমি নিরাপদ। তখন তিনি ধরিলেন।

ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত মূসা (আ) লাঠিটি মাটিতে ফেলিয়া দেওয়ার পর তখন তিনি একটু এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিলেন। হঠাৎ একটি ভয়ানক অজগরের রূপ ধারণ করিল। এবং এমন রূপধারণ করিয়া চলিতে লাগিল যেন উহা সে কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং উহা ধরিতে চাহিতেছে। গর্ভবতী উষ্ট্রির ন্যায় পাথরের নিকট দিয়া চলিতে লাগিল এবং বিরাট পাথরকে মুখে গ্রাস করিতে লাগিল। বড় বড় গাছের মূলে তাহার দাঁত দ্বারা আঘাত করিয়া উহা গিলিয়া ফেলিতে লাগিল। উহার চক্ষুদ্বয় জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উজ্জ্বল। এবং উহার শরীরে তীরের মত কাঁটা। হযরত মূসা (আ) এই ভয়াণক দৃশ্য দেখিতে পাইয়া পলায়ন করিলেন এবং পশ্চাত ফিরিয়াও দেখিলেন না। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রতিপালকের কথা মনে করিয়া লজ্জায় থামিয়া গেলেন। তাঁহাকে ডাকা হইল, হে মূসা! যেই স্থান হইতে তুমি পলায়ন করিয়াছ, তথায় ফিরিয়া আস। তখন তিনি ভীতাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ইরশাদ হইল ঃ

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ

তুমি হাতে উহাকে ধরিয়া ফেল, ভয় করিও না, আমি উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিব। হযরত মূসা (আ) তখন একটি পশমের কম্বল গায়ে দিয়াছিলেন। তাঁহাকে যখন সাপটি ধরিতে বলা হইল, তখন তিনি কম্বলের একটি প্রান্ত হাতে লইয়া সাপ ধরিতে চাহিলেন, এমন সময় একজন ফিরিশ্তা আগমন করিয়া বলিলেন, আচ্ছা বলুন তো, যদি আল্লাহ্ অজগরটিকে দংশন করিতেই নির্দেশ দেন তবে কি আপনার কম্বল কোন উপকার করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন না, তবে যেহেতু আমি দুর্বল এবং আমাকে দুর্বলই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি হাত হইতে কম্বল সরাইয়া অজগরের মুখে হাত রাখিলেন এবং এমন কি তিনি স্বীয় হাতে অজগরের দাঁত অনুভব করিলেন। অতঃপর তিনি উহার মুখ ধরিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা পূর্বের ন্যায় লাঠির রূপ ধারণ করিল। এবং যেই স্থানে তিনি লাঠি ধরিতেন, তাঁহার হাত সেই স্থানেই দেখিতে পাইলেন। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ অচিরেই আমি উহাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া দিব।

(٢٢) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ

(٢٣) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

(٢٤) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

(٢٥) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

(٢٦) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

(٢٧) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي

(٢٨) يَفْقَهُوا قَوْلِي

(٢٩) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي

(٣٠) هَارُونَ أَخِي

(٣١) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

(٣٢) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي

(٣٣) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا

(٣٤) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا

(٣٥) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٥

অনুবাদ ঃ (২২) এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া অপর এক নিদর্শন স্বরূপ, (২৩) ইহা এইজন্য যে আমি

তোমাকে দেখাইব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু। (২৪) ফিরআউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘন করিয়াছে। (২৫) মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক। আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও (২৬) এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও (২৭) আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও। (২৮) যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে (২৯) আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে। (৩০) আমার ভ্রাতা হারূনকে; (৩১) তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর। (৩২) ও তাহাকে আমার কর্মের অংশীদার কর। (৩৩) যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর (৩৪) এবং তোমাকেও স্মরণ করিতে পারি অধিক। (৩৫) তুমি তো তাহাদিগের সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দ্বিতীয় মু'জিযার উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আল হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার বগলে হাত প্রবেশ করাইবার জন্য হুকুম করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন : وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ তুমি তোমার হাত বগলে প্রবেশ করাও। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ .

তুমি ভয় দূরীকরণার্থে পুনরায় তোমার হাত বগলে ঢুকাও। ইহাতে তোমার হাত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ফির'আউন ও তাহার পরিষদের নিকট দুইটি দলীল। (সূরা কাসাস : ৩২)

মুজাহিদ (র) বলেন, وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ

এর অর্থ হইল, তোমার হাতের তালু তোমার বগলের নিচে ঢুকাও। এই নির্দেশের পর হযরত মূসা (আ) তখন তাঁহার হাতের তালু ঢুকাইয়া বাহির করিতেন তখন চান্দের টুকরার মত উজ্জ্বল হইত।

মহান আল্লাহর বাণী :

تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ

হাতে কোন প্রকার দোষ ব্যতিতই হাত উজ্জ্বল হইত। কুষ্ঠরোগীর হাতের মত কোন কষ্টদায়ক অসুবিধাও হইত না আর অন্য কোন দোষেও সৃষ্টি হইত না। হযরত ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত মূসা (আ) তাঁহার হাত বাহির করিলেই মনে হইত যেন উহা একটি উজ্জ্বল প্রদীপ। তখন তিনি

জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে :

لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

যেন আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহের কিছু দেখাইতে পারি। ওহব (র) বলেন, তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিকটবর্তী হও, তিনি নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, এমনকি উক্ত গাছের মূলের সহিত তাঁহার পিঠ লাগাইয়া দিলেন। তখন তাঁহার ভয়-ভীতি দূর হইয়া গেল এবং তিনি প্রশান্ত হইলেন। তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ধরিলেন এবং অবনত মস্তক হইলেন। তাহাকে বলা হইল :

اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

যেই মিসর হইতে তুমি পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, সেই মিসরেই ফির'আউনের নিকট গিয়া তাহাকে কেবল আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান কর এবং তাহাকে এই নির্দেশ দাও সে যেন বনী ইস্রাঈলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তাহাদিগের প্রতি যুলুম না করে। ফির'আউন বড়ই সীমালংঘন করিয়াছে আর তাঁহার প্রতিপালককে ভুলিয়া গিয়াছে।

ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বলিলেন, তুমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ফির'আউনের নিকট যাও। তুমি আমার চক্ষু ও কর্ণের সম্মুখে, তোমাকে আমি দেখি ও তোমার কথা আমি শ্রবণ করি। আমার সাহায্য সহায়তা তোমার সাথেই রহিয়াছে। আমার পক্ষ হইতে তোমাকে দলীল প্রমাণ দান করিয়াছি। আমার নির্দেশ পালনে ইহা দ্বারা তুমি শক্তি লাভ করিবে। তুমি একাই পূর্ণ সেনাবাহিনী সমতুল্য। আমার এক দুর্বল মাখলূকের প্রতি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। যে আমার নিয়ামত ভুলিয়া গিয়াছে এবং আমার পাকড়াও হইতে নির্বিঘ্ন হইয়াছে। পার্থিব আকর্ষণ তাহাকে ধোঁকা দিয়াছে। এমন কি সে আমার হক্ অস্বীকার করিয়াছে, আমার প্রতিপালনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে আমাকে জানেই না। আমার ইয্যাতের কসম! আমার মাখলূকের কাছে মর্যাদার পার্থক্য যদি না হইত তবে এক মহা প্রতাপশালীর পাকড়াও তাহাকে এমনভাবে পাকড়াও করিত যে, তাহার ক্রোধের কারণে আসমান যমীন ও পাহাড় পর্বত ও তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইত। যদি আমি আসমানকে নির্দেশ দান করি তবে আসমান তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে। যমীনকে হুকুম করিলে উহাকে গ্রাস করিবে এবং পাহাড় পর্বতকে হুকুম করিলে উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবে আর সমুদ্রকে হুকুম করিলে উহাকে ডুবাইয়া দিবে। কিন্তু ইহা আমার তুলনায় অতি নিকৃষ্ট, আমার দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ, আমার ধৈর্য অতি প্রশস্ত, তাহার ইবাদত বন্দেগী

হইতে আমি বে-পরোয়া। অতএব আমি তাহাকে ঢিল দিয়া রাখিয়াছি। তুমি তাহার নিকট রিসালাতের পয়গাম পৌঁছাও এবং তাহাকে কেবলমাত্র আমার তাওহীদ ও ইবাদতের প্রতি আহ্বান কর। আমার নিয়ামতসমূহ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দাও, আমার শাস্তি দ্বারা তাহাকে ভীতি প্রদর্শন কর। এবং তাহার সহিত বড়ই মিষ্টভাষায় কথা বল, সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিংবা ভয় করিবে। তাহাকে এই খবরও দান কর যে, আমার ক্রোধ ও শাস্তি অপেক্ষা ক্ষমা অধিক দ্রুত। তাহাকে যে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা দান করিয়াছি উহা যেন তাহাকে ভীতহীন না করে। সে আমার মুঠার মধ্যে, আমার নির্দেশ ব্যতিত সে না বলিতে সক্ষম, আর না দেখিতে সক্ষম না সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে ও ত্যাগ করিতে সক্ষম। তুমি তাহাকে বল, তুমি তোমার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তোমাকে তিনি চারশত বৎসর অবকাশ দিয়াছেন এবং চারশত বৎসরের প্রতি মুহূর্তে যে তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছ, তাঁহার সমকক্ষ হইবার দাবী করিয়াছ, তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিরত রাখিয়াছ। অথচ, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই যমীন হইতে ফসল উৎপন্ন করেন। আর এই চারশত বৎসরে তুমি রোগাক্রান্তও হও নাই এবং বৃদ্ধও হও নাই। তুমি দরিদ্রও হও নাই পরাজিতও হও নাই। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে সত্বর তোমার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করিতে পারেন কিন্তু তিনি বড়ই ধৈর্যশীল।

হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই তাহার সহিত সংগ্রাম কর, তোমার সহিত সংগ্রাম ও জিহাদ করিলে তোমাদিগকে ইহার বিনিময় দান করা হইবে। আমি ইচ্ছা করিলে তো আমার বাহিনী দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই দুর্বল লোকটি যে আত্মগর্বে নিমগ্ন এবং যাহাকে লোক লশ্‌কর অহংকারী করিয়া রাখিয়াছে সে যেন বুঝিতে পারে যে, ছোট দলও আমার নির্দেশে বড় সেনাদলকে পরাজিত করিতে পারে। তাহার সাজ-সজ্জাও প্রতিপত্তি যেন তোমাদিগকে ভীত না করে। উহার প্রতি তোমরা দৃষ্টি মেলিয়া দেখিবে না। উহা হইল পার্থিব সৌন্দর্য এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের সাজ-সজ্জা। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকেও পার্থিব সৌন্দর্য দান করিতে পারি। যাহার প্রতি দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের ন্যায় প্রতাপ প্রতিপত্তি ও সাজসজ্জা লাভ করিতে সে অক্ষম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে উহা হইতে সরাইয়া রাখি, আমার প্রিয় বান্দাদের সহিত আমি এইরূপ করিয়া থাকি। প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহাদের সহিত আমার এইরূপ আচরণ চলিয়া আসিতেছে। পার্থিব ধন-সম্পদ ও প্রতাপ প্রতিপত্তি হইতে তাহাদিগকে আমি ঠিক তদ্রূপ দূরে রাখি যেমন রাখাল তাহার উটকে ধোঁকার চারণ ভূমি হইতে দূরে রাখে। তাঁহাদের সহিত আমার এই আচরণ এই জন্য নহে যে, তাঁহারা আমার নিকট সম্মানিত নহে বরং এইজন্য যে, উভয় জগতের নিয়ামতসমূহ

পরিপূর্ণরূপে আমি পরকালে তাঁহাদিগকে দান করিব। মনে রাখিবে যুহদ্ অপেক্ষা অধিক বড় সৌন্দর্য দুনিয়ায় অপর কোন সৌন্দর্য নাই। ইহাই পরহেযগার লোকদের সৌন্দর্য। আমার এই সকল বিশিষ্ট বান্দাগণকে বিনয় ও নম্রতার বিশেষ পোশাক পরাইয়া দেই। সিজ্‌দার কারণে তাঁহাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকে। অবশ্যই তাঁহারা আমার প্রিয় বান্দা। তাহাদের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ ঘটে তখন আদরের ডানা বিছাইয়া দিবে। তোমার অন্তর ও জিহ্বাকে তাহাদের অনুগত করিয়া দিবে। মনে রাখিবে আমার কোন অলীকে যে ব্যক্তি অপদস্থ করিবে কিংবা তাঁহাকে কেহ কোন প্রকার ভয় দেখাইবে সে যেন আমার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং সে নিজেকে আমার সম্মুখে পেশ করিল এবং আমাকে উহার প্রতি আহ্বান করিল। কিন্তু আমি আমার প্রিয় বান্দাগণের সাহায্যে সর্বাধিক দ্রুত অগ্রসর হই। যেই ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চায় সে কি ধারণা করে যে সে আমার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিবে? কিংবা যেই ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতা করে সে আমাকে অক্ষম করিতে পারিবে? কিংবা যে আমার সহিত যুদ্ধ করে সে বিজয়ী হইতে পারিবে কিংবা আমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে? আমি তো দুনিয়া ও আখিরাতে আমার প্রিয় বান্দাগণকে সম্মানিত করি এবং তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকি। তাঁহাদিগকে আমি অন্যের সাহায্যে উপর ন্যস্ত করি না। ইবন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দিন। এবং আমার কার্য সহজ করিয়া দিন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বিরাট দায়িত্ব অর্পন করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি আল্লাহর দরবারে তাঁহার অন্তর প্রশস্ত করিবার এবং তাঁহার কাজকে সহজ করিয়া দেওয়ার আবেদন জানাইলেন। হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সর্বাধিক প্রতাপশালী ও অহংকারী বাদশার নিকট ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাইবার জন্য হুকুম করিয়াছিলেন। সে ছিল সর্বাধিক বড় কাফির। বিরাট সেনাবাহিনী ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। সে নিজেই তাহার প্রজাদের উপাস্য বলিয়া দাবী করিত। আল্লাহকে উপাস্য বলিয়া সে বিশ্বাস করিত না। হযরত মূসা (আ) ফির'আউনের ঘরে এবং তাহারই বিছানায় লালিত-পালিত হইয়াছেন। এবং পরবর্তীকালে ফির'আউনের বংশেই এক ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। তাহাকে হত্যা করিতে পারে এই ভয়ে তিনি এতকাল পর্যন্ত দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশে অবস্থান করিয়াছেন। এবং আজ তাঁহাকে সেই ফির'আউন ও তাহার বংশধরদিগকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে নবী করিয়া

প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য দাওয়াত দিবেন। এই কারণে তিনি আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করিলেন ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার অন্তর প্রশস্ত করিয়া দিন এবং আমার কাজ সহজ করিয়া দিন। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন তবে এই বিরাট গুরু দায়িত্বের বোঝা বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوْا قَوْلِي

আর আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দিন, যেন তাঁহারা আমার কথা বুঝিতে সক্ষম হয়। শৈশবকালে একদা তাঁহার সম্মুখে খেজুর ও আগুনের অঙ্গার রাখা হইয়াছিল। তখন তিনি খেজুরের পরিবর্তে আগুনের অঙ্গার মুখে দিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার জিহ্বায় জড়তার সৃষ্টি হয়। হযরত মূসা (আ) তাঁহার অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার দু'আ করে নাই বরং তিনি কেবল প্রয়োজন পূর্ণ হয় অর্থাৎ তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারেন এত পরিমাণ সুবিধার দু'আ করিয়াছিলেন। যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অসুবিধা দূর করণের দু'আ করিতেন তবে উহাও পূর্ণ হইত। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামগণ কেবল প্রয়োজন পূর্ণ হইবার জন্যই দু'আ করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ

এই তুচ্ছ ব্যক্তি যে সঠিকভাবে কথাও বলিতে পারে না তাহার চাইতে আমি কি উত্তম নই (সূরা যুখরুফ ঃ ৫২)।

হাসান বাসরী (র) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার জিহ্বার একটি জড়তা খুলিয়া দেওয়ার দরখাস্ত করিয়াছিলেন, যদি তিনি সব কয়টি জড়তা খুলিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন জানাইতেন তবে সব কয়টিই খুলিয়া দেওয়া হইত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার কয়েকটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফির'আউন বংশের নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁহার ভয় ও জিহ্বার জড়তা, তাঁহার জিহ্বায় অনেক জড়তা ছিল, তাহার কারণে তিনি বেশী কথা বলিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে তাঁহার সাহায্যকারী নিযুক্ত করিতে দরখাস্ত করিলেন। হযরত হারূন (আ) ছিলেন বড় সুমধুর বক্তা, সুষ্ঠুভাবে তিনি তাঁহার দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করিতে পারিতেন, যাহা হযরত মূসা (আ)

দ্বারা সম্ভব হইত না। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন এবং তাঁহার জিহ্বার জড়তা খুলিয়া দিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আম্র ইব্ন উসমান (র) ... ... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযীর জনৈক শিষ্য বর্ণনা করেন একবার মুহাম্মদ ইব্ন কুরাযীর এক আত্মীয় তাঁহাকে বলিল, যদি আপনি আপনার কথায় ভুল বলিয়া যান ইহা ছাড়া আপনার অন্য কোন অসুবিধা নাই। তখন তিনি বলিলেন, ভাতিজা! আমি কি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিনা? সে বলিল, হাঁ তাহা তো পারেন। তখন তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার প্রতিপালকের নিকট এই দু'আ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দেন, যেন বনী ইস্রাঈল তাঁহার কথা বুঝিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত তিনি প্রার্থনা করেন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي هٰرُوْنَ أَخِي

আর আমার পরিজনের মধ্য হইতে আমার ভাই হারূনকে আমার সাহায্যকারী বানাইয়া দিন। হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষ হইতে আল্লাহ্র দরবারে অপর একটি আবেদন যাহা তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে তাঁহার উযীর ও সাহায্যকারী নিয়োগ করিবার ব্যাপারে ছিল।

সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, যেই মুহূর্তে হযরত মূসা (আ)-কে নবী করা হইয়াছিল, তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কেও সেই একই মুহূর্তে নবী করা হইয়াছে। ইবন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার তিনি উমরা করিবার জন্য যাইবার পথে এক বেদুঈনের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন, দুনিয়ায় কোন ভাই তাঁহার ভাইয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার করিয়াছে? লোকেরা বলিল, আমরা জানি না। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি জানি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, লোকটি তাঁহার কসমের 'ইনশাল্লাহ' বলে নাই। অতএব সে নিশ্চয়ই ইহা জানে দুনিয়ার কোন্ ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী উপকারী। লোকটি বলিল, সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত মূসা (আ)। যখন তিনি তাঁহার ভাইয়ের জন্য নবুওয়াত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম সে সত্য বলিয়াছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রশংসায় বলেন, وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নিকট বড়ই সম্মানিত ছিলেন। (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِىْ মুজাহিদ (র) বলেন اَزْرِىْ অর্থ ظَهْرِىْ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাঁহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করিয়া দিন। وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ আর তাঁহাকে আমার পরামর্শে শরীক করিয়া দিন।

كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ٠

যেন আমরা উভয়েই অধিক পরিমাণ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতে পারি এবং অধিক পরিমাণ আপনাকে স্মরণ করিতে পারি।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যাকেরীনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না যে পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসাবস্থায় ও শায়িতবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে :

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا হে আল্লাহ্! আমাদিগকে মনোনয়ন করিবার ব্যাপারে, নবুওয়াত দানের ব্যাপারে এবং আপনার পরম শত্রুর নিকট প্রেরণের ব্যাপারেও আপনি খুব ভালভাবেই দেখিতেছেন।

(٣٦) قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى

(٣٧) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى

(٣٨) اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى

(٣٩) اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ

(٤٠) اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا

فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ٠ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ٠

অনুবাদ ঃ (৩৬) তিনি বলিলেন, হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহা তোমাকে দেওয়া হইল। (৩৭) এবং আমি তা তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়া-ছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম, যাহা ছিল নির্দেশ করিবার, (৩৯) এই মর্মে যে, তুমি তাহাকে সিন্ধুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও। যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও তাহার শত্রু লইয়া যাইবে। আমি আমার নিকট হইতে তোমার উপর ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগ্নি আসিয়া বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব, কে এই শিশুর ভার লইবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম যাহাতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই। আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদইয়ান-বাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! ইহার পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইয়াছ।

তাফসীর ঃ উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ কবূল করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন : অর্থাৎ যখন শৈশবকালে তাঁহার আম্মা তাঁহাকে দুধ পান করাইতো এবং ফির'আউন ও ফির'আউনের লোকজনের ভয়ে প্রকম্পিত হইত যে, কখন তাহারা এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করিয়া দেয়। কারণ হযরত মূসা (আ) সেই বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেই বৎসর ফির'আউন বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তান হত্যা করিত। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহার জীবন রক্ষার্থে একটি সিন্ধুক তৈয়ার করিলেন। তিনি তাঁহাকে দুধ পান করাইয়া ঐ সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া নীলনদে ভাসাইয়া দিতেন। একটি রশীর দ্বারা সিন্ধুকটি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতেন। কিন্তু একদিন তিনি সিন্ধুকটি বাঁধিতে গেলে হঠাৎ রশী ছিঁড়িয়া সিন্ধুকটি মাঝ নদীতে চলিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا

মূসা (আ)-এর মায়ের হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে আমি সুদৃঢ় না করিতাম তবে সে গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিত। (সূরা কাসাস ঃ ১০) অতঃপর নদীর তরঙ্গমালা তাহাকে ফির'আউনের রাজপ্রসাদের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا

অতঃপর ফির'আউনের পরিজন তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল যেন সে শত্রুও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। (সূরা কাসাস ঃ ৮) ইহাই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সুনির্ধারিত ছিল। ফির'আউন ও তাহার লোক লস্কর এই শত্রু হইতেই আত্মরক্ষার জন্য বনী ইস্রাঈলদের কচিশিশু সন্তান হত্যা করিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, ফিরআউন তাহার অসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে না। বরং ফির'আউন ও তাহার স্ত্রীর পরম স্নেহ মমতায় তিনি লালিত-পালিত হইবেন। তাহার কক্ষেই শয়ন করিবেন এবং তাহার সাথেই তিনি পানাহার করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

আমার ও তাহার পরম শত্রু তাহাকে উঠাইয়া লইবে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার পক্ষ হইতে মহব্বত ও ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম এবং তোমার শত্রুও তোমাকে ভালবাসিবে।

সালামাহ ইবন কুহাইল (র) وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي এর অর্থ করেন, আমার বান্দাদের নিকট তোমাকে প্রিয় করিয়া দিব। وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي আবু ইমরা জাওনী (র) বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে তুমি লালিত পালিত হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, আমার তত্ত্বাবধানে তোমাকে পানাহার করান হইবে। আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (র) وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي এর তাফসীর করেন, আমি তাহাকে বাদশাহর গৃহে তুলিয়া দিব এবং সে শাহী খাদ্য আহার করিবে এবং তাহাকে শাহী ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে তাহাকে লালন পালন করিব।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

যখন তোমার ভগ্নি চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, আমি কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলিয়া দিব না, যে উহার তত্ত্বাবধান করিবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার আম্মার নিকটই ফিরাইয়া দিলাম, যেন তাহার চক্ষু শীতল হয়।

হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তখন তাহাকে দুগ্ধপান করাইবার জন্য বহু স্ত্রীলোক উপস্থিত করা হইল, কিন্তু তিনি কাহারও দুধ গ্রহণ করিলেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ তাহার উপর আমি সকল স্ত্রীলোকের দুধ নিষিদ্ধ করিয়া দিলাম। (সূরা কাসাস ঃ ১২) ঠিক এই মুহূর্তে হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি ফির'আউনের গৃহে আসিল এবং তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিল ঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি বাড়ির লোকের কথা বলিয়া দিব যাহারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাঁহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষীও হইবে। স্নেহ মমতার সহিত তাহার লালন পালন করিবে? (সূরা কাসাস ঃ ১২)

....এই প্রস্তাবে তাহারা রাযী হইল। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাঁহাকে লইয়া চলিল এবং ফির'আউনের লোকজনও তাহার সহিত চলিতে লাগিল। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন তাহাকে কোলে তুলিয়া স্বীয় স্তন্য তাঁহার মুখে তুলিয়া দিলেন এমনি তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। ফিরআউন ও তাহার লোকজন বড়ই খুশী হইল এবং দুগ্ধপান করাইবার জন্য বিনিময় দান করিল। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহাকে দুগ্ধপান করাইবার কারণে পার্থিব ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি লাভ করিলেন ও মান সম্মান ও বহু পুরস্কারের অধিকারী হইলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مثل الصانع الذى يحتسب فى صنعته الخير كمثل أُم موسى ترضع ولدها وتأخذ اجرها

যেই ব্যক্তি নিজস্ব কাজ করে এবং উহার মধ্যে সাওয়াবের আশা পোষণ করে সে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার সমতুল্য। যিনি স্বীয় সন্তানকে দুধপান করাইয়া উহার বিনিময়ও গ্রহণ করিলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন।

فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

অতঃপর আমি তোমাকে তোমার আম্মার নকিট ফিরাইয়া দিলাম। যেন তাঁহার চক্ষু শীতল হয় এবং সে চিন্তিত না হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

এবং তুমি একজন কিব্তী লোককে হত্যা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে চিন্তামুক্ত করিলাম।

হযরত মূসা (আ) কিব্তীকে হত্যা করিলে ফির'আউনের লোকজন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। এবং তিনি তাহাদের ভয়ে মাদইয়ান শহরে পলায়ন করিলেন। মাদইয়ান শহরের একজন নেক ও সৎব্যক্তি তাঁহার অবস্থা জানিবার পর বলিলেন ঃ

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

তুমি ভীত হইও না, যালিম কাওম হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ (সূরা কাসাস ঃ ২৫)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا আর আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছি। ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমাদ ইব্ন শুআইব নাসায়ী (র) তাহার সুনান গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ হে জুবাইর! তুমি প্রত্যূষে আমার নিকট আসিও, ইহার ঘটনা বড় দীর্ঘ। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ভোর হইলে আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই আশায় উপস্থিত হইলাম, যেন তিনি আমার নিকট হযরত মূসা (আ)-এর পরীক্ষার ঘটনা বর্ণনা সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, উহা আমি শুনিতে পারি। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ শুন একবার ফির'আউন ও তাহার দরবারী লোকেদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। উক্ত বৈঠকে তাহারা এই আলোচনা করিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে নবী ও বাদশাহ পয়দা করিবেন। এক ব্যক্তি বলিল, বনী ইস্রাঈল এখনও নিশ্চিতভাবে এই অপেক্ষা করিতেছে যে, তাহাদের বংশে নবী বাদশাহ্ জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাঁহারাই মিসরের অধিপতি হইবে। প্রথম তাহারা ধারণা করিত যে, হযরত ইউসুফ (আ) দ্বারা আল্লাহ্‌র সেই ওয়াদা পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহারা মনে করিল, আল্লাহ্‌র ওয়াদা এইরূপ ছিল না। বরং আল্লাহ্ তাহাদের জন্য এমন একজন নবী প্রেরণ করিবেন যাঁহার দ্বারা তাহাদের পার্থিব, ধর্মীয় ও জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে। ফির'আউন তাহার দরবারীদের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। এবং তাহারা পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, ফির'আউন সারা মিসরে কিছু গোয়েন্দা পুলিশ প্রেরণ করিবে, যাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনী ইস্রাঈলের যে কোন পুত্র

সন্তান দেখিবে তাহাকে হত্যা করিবে, তাহার নির্দেশ যথাযথ পালিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যখন দেখিল যে, বয়ঃবৃদ্ধ লোকেরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিতেছে এবং শিশু সন্তানদিগকে হত্যা করা হইতেছে; তখন তাহারা চিন্তা করিল যে, যদি এইভাবে বনী ইস্রাঈল ধ্বংস হইতে থাকে তবে তাহারা যেই সকল সেবামূলক কাজ আঞ্জাম দেয় সে সকল কাজ তাহাদের নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতে হইবে, যাহা তাহাদের পক্ষে দুরূহ কাজ হইবে। অতএব তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, যে এক বৎসর তাহাদের কন্যা সন্তানকে বাদ দিয়া কেবল পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিবে। এক বৎসর তাহারা কাহাকেও হত্যা করিবে না। এইভাবে যেই সকল বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করিবে, ছোটরা যৌবনে পৌছাইয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিবে। এই নিয়ম পালিত হইলে জীবিতদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে না। এবং তাহাদের সংখ্যা এত হ্রাসও পাইবেনা যে, তাহাদের কাজে অসুবিধা হয়। তাহাদের সিদ্ধান্তানুসারে যেই বৎসর হত্যা মুলতবী ছিল সেই বৎসর হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা হযরত হারূন (আ)-কে গর্ভেধারণ করিলেন। এবং প্রকাশ্যভাবেই তাঁহাকে প্রসব করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর তিনি মূসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করিলে, বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এতটুকু বলিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, ইব্ন জুবাইর! হযরত মূসা (আ) মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁহার প্রতি ইহাও একটি পরীক্ষা। আল্লাহ্ তা'আলা এই মূহূর্তে তাঁহার মাতার প্রতি ইলহাম দ্বারা জানাইয়া দিলেন, আমি মূসা (আ)-কে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং তাঁহাকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এই নির্দেশ দিলেন, যখন মূসা (আ)-কে প্রসব করিবে, তখন যেন তাঁহাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং নদীর মধ্যে ভাসাইয়া দেয়। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবেক নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। যখন হযরত মূসা (আ) তাঁহার দৃষ্টি হইতে দূরে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার নিকট শয়তান আসিল এবং তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার পুত্রের সহিত আমি এ কি আচরণ করিলাম, ইহা অপেক্ষা ইহাই তো উত্তম ছিল যে, তাঁহাকে আমার সম্মুখেই যবাহ্ করা হইত এবং আমি নিজ হাতে তাঁহাকে দাফন-কাফন করিতাম। আমি তো তাহাকে নিজ হাতে সামুদ্রিক পাখি ও মাছের কবলে দিয়াদিলাম। এদিকে নদীর তরঙ্গমালা তাঁহাকে ফির'আউনের ঘাটে পৌছাইয়া দিল এবং ফির'আউনের স্ত্রী দরিয়া হইতে সিন্দুকটিকে ধরিয়া উঠাইল। প্রথমে তাহারা সিন্দুকটিকে খুলিতে চাহিল, কিন্তু তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল,ইহার মধ্যে কোন মূল্যবান মাল রহিয়াছে যদি আমরা ইহা খুলিয়া দেখি তবে, আমরা যে ইহার মধ্যে কি মাল পাইয়াছি সে বিষয়ে সম্রাজ্ঞী আমাদের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। অতএব সিন্দুকটি যেমন ছিল তেমনই তাহারা

সম্রাজ্ঞীর নিকট পৌছাইয়া দিল। সম্রাজ্ঞী যখন সিন্ধুকটি খুলিলেন, তখন উহার মধ্যে অতি সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু দেখিতে পাইলেন। এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক মমতা ও ভালবাসা উপচাইয়া পড়িল।

অপর দিকে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার অবস্থা করুণ হইয়া পড়িল। তাঁহার অন্তরে হযরত মূসা (আ)-এর চিন্তা ব্যতিত আর কোন চিন্তাই ছিলনা। সন্তান হত্যাকারীরা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সংবাদ শুনিতে পাইল তাহারা তাহাদের ছুরি লইয়া তাঁহাকে যবাই করিতে আসিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা) এতদূর বলিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, হে ইবন জুবাইর! হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ইহাও একটি পরীক্ষা। যবাইকারীরা যখন ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট আসিয়া হযরত মূসা (আ)-কে যবাই করিতে চাহিল, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও। এই একজন বনী ইস্রাঈলের সংখ্যা এমন কি বৃদ্ধি করিবে। আমি নিজেই ফির'আউনের নিকট ইহার জীবন প্রার্থনা করিব। যদি তিনি ইহাকে আমাকে দান করিয়া দেন তবে তো উত্তম, নচেৎ আমি তোমাদিগকে বাধা দিব না। অতঃপর তিনি ফির'আউনের নিকট আসিয়া বলিলেন, শিশুটি তো আপনার ও আমার চক্ষু শীতল করিবে, তখন ফির'আউন বলিল, তোমার চক্ষুই শীতল হইবে আমার চক্ষু কেন শীতল হইবে? আমার তো কোন প্রয়োজনই নাই। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এই মুহূর্তে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি ফির'আউন এই কথা স্বীকার করিত যে হযরত মূসা (আ) তাহার চক্ষুকেও শীতল করিবে তবে তাঁহার ন্যায় সেও হেদায়াত পাইত। কিন্তু তাহাকে হিদায়েত হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। অতঃপর ফির'আউনের স্ত্রী দুগ্ধপান করায় এমন সকল স্ত্রীলোকদিগকে একত্রিত করিলেন যেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তিনি মনোনীত করিতে পারেন। কিন্তু শিশু মূসা (আ) কোন স্ত্রীলোকের স্তনের দুধ গ্রহণ করিলেন না। সম্রাজ্ঞী আশঙ্কা করিলেন যে, দুধ গ্রহণ না করিয়া হয়ত শিশুটি মৃত্যুবরণ করিবে। তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর শিশুটিকে তিনি এই আশায় বাজারে এবং মানুষের সমাবেশে বাহির করতে ছিলেন যেন এমন কোন স্ত্রীলোক পাওয়া যায় যাহার দুধ সে পান করে। কিন্তু শিশুটি কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করিল না। অপরদিকে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা অস্থির হইয়া তাঁহার ভগ্নিকে বলিলেন, তুমি উহার সংবাদ সংগ্রহ কর। বাহিরে তাঁহার কোন আলোচনা হইতেছে কিনা উহা শ্রবণ কর। আমার কলিজার টুকরা কি এখনও জীবিত না সে জলজন্তুর মুখের গ্রাস হইয়াছে! কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন তিনি উহা একদম ভুলিয়া গেলেন।

ইরশাদ হয়াইছে ঃ

فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অতঃপর তাঁহার ভগ্নি তাঁহাকে এক পার্শ্ব হইতে চক্ষু উঠাইয়া দেখিল অথচ, তাহারা বুঝিতেও পারিল না (সূরা কাসাস ঃ ১১) الجنب অর্থ নিকটবর্তী কোন বস্তুর প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করা যেন মনে হয় দূরবর্তী কোন বস্তুর প্রতি দেখিতেছে। হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি যখন দেখিলেন যে, তাহার ভাই দুধদানকারী কোন স্ত্রীলোকের দুধ গ্রহণ করিল না সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ يَكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ

আমি তোমাদিগকে এমন এক বাড়ীর লোকের কথা বলিয়া দিব যাহারা উহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাহারা উহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষীও হইবে। (সূরা কাসাস ঃ ১২) এই কথা শ্রবণ করিবার সাথে সাথেই উপস্থিত লোকজন তাহাকে ধরিয়া বসিল যে, সে কি উপায়ে ইহা জানিতে পারিল? যে উক্ত বাড়ীর লোকজন তাহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী? তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই শিশুকে চিন? এইভাবে লোকজন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া বসিল যে, নিশ্চয় এই মেয়েটি ইহাকে চিনে।

এতদূর বলিয়া হযরত ইবন আব্বাস (রা) হযরত ইবন জুবাইরকে বলিলেন, হে ইবন জুবাইর! ইহাও একটি পরীক্ষা। আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েটির উপস্থিত জবাব দানের শক্তি দান করিয়াছিলেন ; সে তৎক্ষণাৎ বলিল, সম্রাজ্ঞীর এই সুদর্শনা পুত্রের প্রতি কাহার না মায়া মমতা জন্মে? উপরন্তু বাদশাহর পক্ষ হইতে প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্তির আশাও যে রহিয়াছে। অতএব তাহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা করিতে কার্পণ্য কেন করিবে? তাহার এই কথায় তাহারা আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর সে তাহার আম্মার নিকট আসিয়া উৎফুল্ল অবস্থায় সংবাদ পৌছাইল এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হযরত মূসা (আ)-এর লইয়া গেলেন। হযরত মূসা (আ)-কে কোলে লইতেই তিনি তাঁহার স্তন্য হইতে দুধ পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট এই সুসংবাদ পৌছাইল যে, আপনার পুত্রকে দুধ পান করাইবার একজন উপযুক্ত স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়াছে ; তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফির'আউন স্ত্রী তখন তাঁহার পুত্রকে যথারীতি দুধপান করিতে দেখিলেন তখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, আমার এই পুত্রের প্রতি যে, আমার এতই স্নেহ মমতা যাহা অন্য কাহারও প্রতি আমার ছিল না। অতএব আপনি এইখানেই অবস্থান করুন এবং ইহাকে দুধপান করাইতে থাকুন। তিনি বলিলেন, আমার সন্তান-সন্ততি ও ঘর-বাড়ী রাখিয়া আমার পক্ষে এইখানে অবস্থান করা সম্ভব নহে। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে ইহাকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, ইহাকে আমার বাড়ীতে লইয়া যাই। তবে আপনি

নিশ্চিত থাকুন, তাঁহার সেবা যত্নে আমি কোন প্রকার ত্রুটি করিব না। তবে আমি বাড়ি ও সন্তান সন্তুতি রাখিয়া এইখানে অবস্থান করিতে পারিব না। অবশ্য এই সময় হযরত মূসা (আ)-এর আম্মাও আল্লাহ্র সেই ওয়াদা স্মরণ করিলেন। এবং তিনি নিশ্চিত ধারণা করিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিবেন। ফির'আউনের স্ত্রীর পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল, তবুও তিনি সম্মতি জানাইলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহাকে লইয়া ঘরে ফিরিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর হিফাযত করিলেন ও তাঁহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা বসবাস করিতেন, উহার পার্শ্ববর্তী বনী ইস্রাঈলী লোকজনও কিছু শান্তিতে বসবাস করতে লাগিল। যখন অনেক দিন অতীত হইয়া গেল তখন একদিন ফির'আউনের স্ত্রী হযরত মূসা (আ)-এর আম্মাকে বলিলেন, আমার পুত্রকে একবার আমাকে দেখাইয়া লইয়া যান। আনুষ্ঠানিক পুত্র দর্শনের জন্য একটি দিন ধার্য হইল। ফির'আউনের স্ত্রী তাঁহার দরবারীদিগকে বলিলেন, আজ আমার পুত্রের আগমণ ঘটিবে। তোমরা সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবে এবং তাঁহাকে নজরানা পেশ করিবে। আমি একজন লোক নিযুক্ত করিব যে তোমাদের কাজের তত্ত্বাবধান করিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার আম্মার ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন হইতে তাঁহার প্রতি শাহী নযরানা ও নানা প্রকার তোহ্ফা-উপঢৌকন পেশ করা হইতে লাগিল। এইভাবে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার পর ফিরাউনের স্ত্রীও তাঁহাকে বহু উপঢৌকন ও তুহ্ফা পেশ করিলেন। এবং তাঁহার আম্মাকেও তাঁহাকে উত্তম লালন পালনের জন্য পুরস্কৃত করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি আমার পুত্রকে বাদশার দরবারে লইয়া যাইব। তিনি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। যখন তিনি তাঁহাকে লইয়া বাদশার দরবারে গেলেন এবং ফিরআউন তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইল, তখন হযরত মূসা (আ) তাহার দাড়ি ধরিয়া নিচের মাটিতে টানিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া ফির'আউন দরবারীরা বলিয়া উঠিল, জাঁহাপনা! আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যাহাকে নবী ও বাদশাহ্ করিবার ওয়াদা করিয়াছেন, যিনি তাঁহাদের পার্থিব ধর্মীয় ও জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে, এবং আপনাকে নিচু করিয়া আপনার ক্ষমতা কাড়িয়া লইবে। এই ছেলে সেই তো নহে? আমাদের তো বিশ্বাস ইহাই। ফির'আউন তাহাদের কথায় বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য জল্লাদ ডাকিয়া পাঠাইল। এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হে ইব্ন জুবাইর! ইহাও একটি পরীক্ষা। এই সংবাদ পাইয়া ফির'আউনের স্ত্রী বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার দরবারে আসিয়া বলিলেন, যেই শিশুকে আপনি আমাকে দান করিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে আপনি

এই কি স্থির করিয়াছেন? তখন ফির'আউন বলিল, তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না, যে সে আমাকে ভূ-লুণ্ঠিত করিয়া আমার নিকট হইতে ক্ষমতা দখল করিয়া লইবে? অতএব এই শিশুকে আমি কি করিয়া জীবিত রাখিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, সে তো কচি শিশু এই বিষয়ে তাঁহার কি জ্ঞান আছে? আচ্ছা উহার জ্ঞান পরীক্ষার জন্য একটি বিষয় স্থির করিয়াছি। উহার মাধ্যমে সত্য যাচাই করা যাইবে। আপনি দুই খণ্ড আগুনের অঙ্গার আনুন এবং দুইটি মুক্তাও লইয়া আসুন। অতঃপর উহা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিন। যদি সে মুক্তা দুইটি ধরে এবং অঙ্গার দুইটি হইতে বিরত থাকে, তবে বুঝিব যে, সে জ্ঞানের অধিকারী। ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে। আর যদি সে অঙ্গার দুইটি ধরিয়া লয় এবং মুক্তা স্পর্শ না করে তবে বুঝিব যে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তা ছাড়িয়া অঙ্গার ধরে না। ফির'আউনও উহা আনিয়া লইল এবং দুইটি অঙ্গার ও দুইটি মুক্তা তাঁহার সম্মুখে রাখা হইল। কিন্তু তিনি অঙ্গার দুইটি ধরিলেন। ইহা দেখিতেই ফির'আউন তাঁহার হাত জ্বলিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার হাত হইতে অঙ্গার দুইটি ছাড়াইয়া লইল। তখন ফির'আউনের স্ত্রী বলিলেন, দেখিলেন তো? অতঃপর ফির'আউন তাঁহার সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তাহার সিদ্ধান্ত পাল্টাইয়া দিলেন। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্ত পূর্ণ করিয়াই ছাড়িবেন। ফির'আউনের রাজপ্রাসাদেই তিনি লালিত পালিত হইয়া যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন বনী ইস্রাঈলের প্রতি ফির'আউন ও তাহার লোকজনের যুলুম অত্যাচার হ্রাস পাইয়াছিল। তাহাদের প্রতি তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপও লোপ পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ) একদিন শহরে একস্থান অতিক্রম করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দুই ব্যক্তিকে পরস্পর লড়াই করিতে দেখিলেন। তাহাদের একজন ফির'আউনের বংশধর, অপরজন ইস্রাঈলী। হযরত মূসা (আ) ক্রোধান্বিত হইলেন। কারণ, ফির'আউনী ব্যক্তি ইস্রাঈলী ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। সে জানিত যে, হযরত মূসা (আ) ইস্রাঈলীদের পক্ষপাতিত্ব করিবেন এবং তাহাদের হিফাযত করিবেন। কারণ, তাঁহার আম্মা ব্যতিত অন্যান্য লোক কেবল ইহাই জানিত যে, তিনি ইস্রাঈলীদের দুধপান করিয়াছেন। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কেও এই বিষয়ে অবহিত করিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ) ফির'আউন লোকটিকে এত জোরে ঘুষি মারিলেন যে, ইহাতেই সে মৃত্যুবরণ করিল। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা ও উক্ত ইস্রাঈলী ব্যতিত এই ঘটনা কেহ দেখিতেও পাইল না আর জানিতেও পারিল না। কিন্তু হযরত মূসা (আ) এই দুর্ঘটনার কারণে অনুতপ্ত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন, ইহা শয়তানের কারণেই সংঘটিত হইয়াছে এবং শয়তান পথভ্রষ্টকারী ও প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ঃ

رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۔

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল পরম মেহেরবান। (সূরা কাসাস ঃ ১৬)

হযরত মূসা (আ) ভয়ে ভয়ে শহরে চলাফিরা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে এই খোঁজে রহিলেন যে, ব্যাপারটি অন্য কেহ জানিতে পারিয়াছে কি না? এইদিকে ফির'আউনের নিকট এই অভিযোগ আসিয়া পৌঁছিল যে, ফির'আউনের বংশের এক ব্যক্তিকে বনী ইস্রাঈল হত্যা করিয়াছে। অতএব জাঁহাপনা! আপনি বিচার করুন এবং তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অনুকম্পা করিবেন না। তখন ফির'আউন বলিল, হত্যাকারী কে, এবং এই ঘটনার সাক্ষী কে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর! সাক্ষী ব্যতিত তো আর বিচার করা সম্ভব নহে। তোমরা সাক্ষী প্রমাণসহ হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেই আমি তাহাদের উপযুক্ত বিচার করিয়া তোমাদের দাবী পূরণ করিব। তাহারা হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে শহর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। এমন সময় হঠাৎ হযরত মূসা (আ) পরবর্তী দিনে সেই ইস্রাঈলীকে অপর একজন ফির'আউনের লোকের সহিত লড়াই করিতে দেখিলেন। ইস্রাঈলী ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে দেখিয়াই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল যে, হযরত মূসা (আ) তাঁহার গতকল্যের আচরণে অনুতপ্ত হইয়াছেন। বস্তুত হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার বংশের লড়াই ঝগড়াকে অপসন্দ করিতেন। কিন্তু তবুও তিনি ফির'আউন লোকটির প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। ইস্রাঈলী ব্যক্তি তাঁহার এই প্রস্তুতি দেখিয়া মনে করিল, তিনি হয়ত তাহাকেই আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। কারণ তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। ইস্রাঈলী এই ভুল ধারণা করিয়া হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "হে মূসা! যেমন গতকল্য তুমি একজন লোক হত্যা করিয়াছ, আজও কি তেমনিভাবে আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছ? ইস্রাঈলী ব্যক্তির মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ফির'আউনী ব্যক্তি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। এবং ইস্রাঈলী ব্যক্তির মুখে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে যেই তথ্য জানিতে পারিল সে উহা সরকারী গোয়েন্দাকে পৌঁছাইয়া দিল। সংবাদ জানিতে পারিয়া ফির'আউন জল্লাদকে হুকুম দিল, তাহারা যেন হযরত মূসা (আ)-কে যবাই করিয়া দেয়। অতঃপর ফিরাউনে প্রেরিত লোকজন বড় বড় সড়কে হযরত মূসা (আ)-কে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা নিশ্চিত ধারণা করিয়াছিল যে হযরত মূসা (আ) কোনভাবেই পলায়ন করিয়া যাইতে পারিবে না। এমন সময় হযরত মূসা (আ)-এর বংশের এক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত পথে ফির'আউনের প্রেরিত লোকের পূর্বেই হযরত মূসা (আ)-এর নিকট

পৌঁছাইয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ হে ইব্ন জুবাইর! ইহাও হযরত মূসা (আ)-এর একটি পরীক্ষা।

এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎই হযরত মূসা (আ) মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি ইহার পূর্বে এতবড় বিপদের সম্মুখীন কখনও হন নাই। অথচ, যেই দিকে তিনি রওয়ানা হইলেন, উহার কোন পথঘাট তিনি জানেন না। কেবলমাত্র আল্লাহর রহমতের প্রতি সুধারণা পোষণ করিয়া তাঁহার উপর ভরসা করিয়াই তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ঃ عَسٰى رَبِّىْ يَهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ সম্ভবত আমার পতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাইবেন। (সূরা কাসাস ঃ২২)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدَانِ ۔

যখন তিনি মাদইয়ান শহরে পৌঁছলেন, সেখানে তিনি অনেক লোক দেখিলেন, যাহারা তাহাদের পশুকে পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদের একদিকে দুইটি মেয়েকেও তিনি দেখিতে পাইলেন। যাহারা তাহাদের ভেড়ার রশী ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। (সূরা কাসাস ঃ ২৩) হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তোমাদের ভেড়া ধরিয়া পৃথক দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? ঐ সকল লোকদের সহিত পানি পান করাও না কেন? তাহারা বলিল, এ সকল লোকের ভীড়ের মধ্যে গিয়া পানি পান করাইবার মত শক্তি ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহারা পানি পান করাইবার পর অবশিষ্ট পানি হইতেই আমরা পান করাইব। তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরত মূসা (আ) তাহাদের ভেড়াগুলিকে পানি পান করাইয়া দিলেন। যেহেতু তিনি শক্তিশালী ছিলেন। কাজেই তিনি একাই ডোল ভরিয়া পানি উঠাইয়া সর্বপ্রথম তাহাদের পশুগুলিকে পান করাইয়া দিলেন। তাহারা তাহাদের পশুগুলিকে লইয়া তাহাদের আব্বার নিকট ফিরিয়া গেল। আর হযরত মূসা (আ) ফিরিয়া আসিয়া একটি গাছের ছায়ায় বসিলেন। এবং তিনি আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা করিলেন ঃ

رَبِّ إِنِّىْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

হে আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে, আমি তাহার কাঙ্গাল। (সূরা কাসাস ঃ ২৪) মেয়ে দুইটি তাহাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইয়া তাহাদের আব্বার নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তো আজ বড়ই তাড়াতাড়ি ফিরিয়াছ! ভেড়াগুলিও বেশ তৃপ্তি সহকারে পেট ভরিয়া পানি পান করিয়াছে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহাদের যেই সাহায্য করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত বিবরণ

দিল। অতঃপর তিনি একটি মেয়েকে হযরত মূসা (আ)-কে ডাকিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। মেয়েটি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বিস্তারিত আলাপ হইবার পর তিনি বলিলেন ঃ

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

ভয় করিও না যালিম কাওম হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ। (সূরা কাসাস ঃ ২৫)

আমাদের উপর ফির'আউনের কোন কর্তৃত্ব নাই আর আমরা তাহার সাম্রাজ্যের অধিবাসীও নহি। অতঃপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল ঃ

يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

আব্বা! আপনি তাহাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাখিয়া দিন। যাহাকে উত্তম মজুর হিসাবে রাখিবেন সে বেশ শক্তিশালী ও আমানতদার। (সূরা কাসাস ঃ ২৬) হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে মেয়ের এই মন্তব্যে তাঁহারও আত্মমর্যাদায় বাঁধিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাঁহার শক্তি ও আমানত বুঝিলে কি করিয়া? মেয়েটি বলিল, তাঁহার শক্তি পরীক্ষা তো পাইয়াছি এইভাবে যে, তিনি যখন ছাগলের জন্য ডোল ভরিয়া পানি তুলিতেছিলেন, তখন তিনি একাই বড় বড় ডোল ভরিয়া পানি তুলিতেছিলেন। আমি কখনও কাহাকে একাকী এইরূপ ডোল ভরিয়া পানি পান করাইতে দেখি নাই। আর তাঁহার আমানতের পরিচয় পাইয়াছি এইরূপে যে, আমি যখন তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম তখন প্রথম তো তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি একজন মেয়ে লোক, তখন নিচের দিকে তিনি দৃষ্টি অবনত করিলেন এবং আপনার পূর্ণ পয়গাম পৌছাইবার পূর্বে আর তিনি তাহার মাথা তুলিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং পশ্চাতে থাকিয়াই আমাকে পথ বলিয়া দাও। মেয়েটির এই বক্তব্যের পর তাহার আব্বার অন্তর পরিষ্কার হইয়া গেল এবং তাহার কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন। হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে মেয়েটি যে মন্তব্য করিল, উহা সঠিক বলিয়া ধারণা করিলেন। অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ)-কে বলিলেন আচ্ছা, আমার এই দুই কন্যার মধ্য হইতে একজনকে তুমি কি এই শর্তে বিবাহ করিতে আগ্রহী যে, আট বৎসর আমার এইখানে মজুরী করিবে। অবশ্য স্বেচ্ছায় যদি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে উহা উত্তম। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাল্লাহ্ তুমি আমাকে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত পাইবে। হযরত মূসা (আ) এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হইল। হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আট বৎসর মজুরী করা তো ওয়াজিব হইল এবং অবশিষ্ট দুই বৎসর ঐচ্ছিক। কিন্তু তিনি দশ বৎসরই পূর্ণ করিলেন।

সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, একবার একজন খ্রিস্টান আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আচ্ছা আপনি জানেন কি, হযরত মূসা (আ) কত বৎসর মজুরী করিয়াছিলেন, আট না দশ বৎসর? কিন্তু আমি তখন জানিতাম না। অতএব জবাব দিতে পারি নাই। অতঃপর আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা করি, তিনি বলিলেন, তুমি কি উহা জাননা যে, হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আট বৎসর পূর্ণ করা তো ছিল ওয়াজিব। তিনি উহা হইতে কম করেন নাই বরং তিনি দশ বৎসর মজুরী করিয়াছিলেন। হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, অতঃপর আমি সেই খ্রিস্টানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে উহা জানাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল, আপনি যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি একজন বড় আলিম। আমি বলিলাম, অবশ্যই।

হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার নির্দিষ্ট মজুরীকাল পূর্ণ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া মিসরে পানে চলিলেন। পথে আগুন দেখার ঘটনা, আল্লাহ্‌র সহিত কথা বলা, লাঠির অজগর হওয়া ও তাঁহার হাত উজ্জ্বল হইবার ঘটনাসমূহ ঘটিল, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ওহী শোনে হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের নিকট দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ হইলে তিনি সেই ফির'আউনীকে হত্যার কারণে ভয়ের কথা উল্লেখ করিলেন। এবং তাঁহার জিহ্বায় যে জড়তা রহিয়াছে উহারও অভিযোগ পেশ করিলেন। যাহার কারণে তিনি সঠিকভাবে অনেক কথাই বলিতে পারিতেন না। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে যেন তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে নবী করেন। তিনি বড় সুন্দরভাবে বক্তব্য পেশ করিতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। এবং তাঁহার জিহ্বার জড়তাও দূর করিয়া দিলেন। ওহী যোগে হযরত হারূন (আ)-কে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠিসহ রওয়ানা হইলেন এবং হযরত হারূন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর উভয়ই একত্রিত হইয়া ফির'আউনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিলেন। তাঁহারা ফির'আউনের দরজার নিকট অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বহু সময় পর তাঁহারা সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করিলেন। তাঁহারা তাহাকে বলিলেন, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর। ফির'আউন জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের প্রতিপালক কে? অতঃপর মূসা (আ) ও হারূন (আ) সেই জবাব দান করিলেন যাহা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হইয়াছে। ফির'আউন জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ইচ্ছা কি? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমরা চাহি যে, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত প্রেরণ কর। ফির'আউন ইহা অস্বীকার করিল। এবং

বলিল, তোমরা যে আল্লাহর নবী ইহার কোন প্রমাণ পেশ কর; যদি সত্যবাদী হও। অতঃপর হযরত মূসা (আ) হাতের লাঠি নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা বিরাট অজগরের আকৃতি ধারণ করিয়া দৌড়াইতে লাগিল এবং ফির'আউনের দিকে ধাবিত হইল। ফির'আউন যখন অজগরকে তাহার দিকে ধাবমান দেখিল, তখন সে ভয়ে সিংহাসন হইতে লাফ মারিল এবং হযরত মূসা (আ)-কে উহাকে বিরত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল। হযরত মূসা (আ) ইহাকে ধরিলে, অমনি উহা লাঠির রূপ ধারণ করিল। অতঃপর তিনি তাঁহার হাত বাহির করিলেন। উহা আলোক উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইল অথচ, কোন রোগ ছাড়াই এইরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল। অতঃপর তিনি হাতটিকে বগলে লইতেই পূর্বের আকৃতি ধারণ করিল।

ফির'আউন তাহার মন্ত্রী পরিষদ ও দরবারীদের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিল। তাহারা বলিল, এই দুইজন হইল যাদুকর। তাঁহারা তাঁহাদের যাদুর মাধ্যমে আপনাদিগকে এই দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চায়। এবং আপনারা যে সুখ শান্তির জীবন-যাপন করিতেছেন উহা তাঁহারা ছিনাইয়া লইতে চায়। তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর কোন কথা না মানিতে পরামর্শ দিল এবং ইহাও বলিল যে, তাঁহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য দেশের সকল যাদুকর একত্রিত করুন এই দেশে যাদুকরের সংখ্যা অনেক। এই যাদুর মাধ্যমেই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেন।

অতঃপর ফির'আউন যাদুকরদিগকে একত্রিত করিবার জন্য সকল শহরে বন্দরে সংবাদ প্রেরণ করিল। সকল যাদুকর ফিরাউনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই যাদুকর কিসের সাহায্যে যাদু করে? তখন তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম লাকড়ির সাহায্যে সারা পৃথিবীতে আমাদের তুলনায় অধিক ভাল যাদু আর কেহ করিতে পারেনা। অতঃপর তাহারা বলিল আচ্ছা, যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদের পুরস্কার কি হইবে? ফির'আউন বলিল, তোমরা আমার স্বনিষ্ঠজন ও বিশিষ্ট লোক হইবে। এবং তোমরা যাহা পসন্দ করিবে আমি তোমাদিগের জন্য তাহাই করিয়া দিব; অতঃপর তাহারা ঈদের দিন সময় নির্ধারিত করিল। যেন সেই দিন সকলেই নাস্তার বেলায় অমুক ময়দানে একত্রিত হয়। হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) বলেন, يَوْمُ الزِّيْنَةِ দ্বারা আশুরার দিন উদ্দেশ্য। এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের উপর বিজয়ী করিয়াছিলেন।

যাদুকররা যখন ময়দানে একত্রিত হইল তখন বিদ্রূপ করিয়া লোকেরা একজন অপরজনকে বলিতে লাগিল চলনা আমরা মুকাবিলা দেখিয়া আসি।

ইরশাদ হইল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ

তাহারা যদি বিজয়ী হয় আমরা এই নতুন যাদুকরদের অনুসরণ করিব। (সূরা শুআরা ঃ ৪০)

আরও ইরশাদ হইল ঃ

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالُوْا بَلْ اَلْقُوْا
فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ .

তাহারা বলিল, হে মূসা! তুমি অগ্রে নিক্ষেপ করিবে, না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করিব? তিনি বলিলেন, তোমরাই অগ্রে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহারা তাহাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করিল। হযরত মূসা (আ) তাহাদের যাদু দেখিয়া মনে মনে ভীত হইলেন। কিন্তু আল্লাহ্ অহীযোগে বলিলেন, হে মূসা! তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি নিক্ষেপ করিতেই ইহা একটি বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করিল। যাদুকরদের লাঠি ও রশি একত্রে মিলিত হইয়া গেল এবং মূসা (আ)-এর অজগর সবগুলিকে একত্রে গ্রাস করিল। তাহাদের একটি লাঠি ও রশি অবশিষ্ট থাকিল না। যাদুকররা যখন এই দৃশ্য দেখিল, তখন তাহারা বলিল, যদি ইহা যাদু হইত তবে আমাদের যাদুর এই করুণ পরিণতি হইত না। বরং ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে অলৌকিক ঘটনা। আমরা তো তাওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি এবং হযরত মূসা ও হারূনের আনিত বস্তুর প্রতি ঈমান আনিলাম। ঐ ময়দানেই আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন ও তাহার লোকজনের মেরুদণ্ড ভাংগিয়া দিলেন। সত্য বিজয়ী হইল এবং তাহাদের সকল কর্মকাণ্ড বাতিল প্রমাণিত হইল। فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ

তাহারা পরাজিত হইলে এবং অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। অপরদিকে ফির'আউনের স্ত্রী যিনি হযরত মূসা (আ)- কে স্বীয় সন্তানের মত লালনপালন করিয়াছিলেন। অত্যন্ত অস্থির হইয়া হযরত মূসা (আ)-এর বিজয়ের জন্য দু'আ করিতেছিলেন। যেই সকল ফির'আউনী লোকজন তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইল, তাহারা ধারণা করিল যে, হয়ত ফির'আউনের প্রতি ভালবাসার কারণে তিনি এইরূপ অস্থির হইয়াছেন। অথচ তাঁহার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা কেবল মাত্র হযরত মূসা (আ)-এর জন্যই ছিল। এদিকে ফির'আউনের বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কারণে হযরত মূসা (আ) দীর্ঘকাল মিসরে অবস্থান করিলেন। যখনই আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন শাস্তিমূলক অবতীর্ণ হয় তখনই সে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ওয়াদা করে যে সে বনী ইসরাঈলকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিবে। কিন্তু শাস্তি দূরীভূত হইলেই সে তাহার ওয়াদা ভঙ্গ করে। এবং পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তোমার প্রতিপালক আর কোন নিদর্শন প্রেরণ করিতে পারেন কি? অতঃপর আল্লাহ্ পর্যায়ক্রমে

ফির'আউনের কাওমের প্রতি ঝড়, ঝঞ্ঝা, টিড্ডি, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত এবং অন্যান্য নিদর্শন অবতীর্ণ করিলেন, কিন্তু ফিরাউন প্রত্যেকবারই হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া ইহার অভিযোগ করেন এবং উহা দূরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ করে এবং বনী ইস্রাঈলকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু যখনই শাস্তি দূরীভূত হইত পুনরায় সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভংগ করিত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইস্রাঈলকে লইয়া রাত্রিকালে বাহির হইয়া যাইবার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করিলেন। সকাল বেলা যখন ফিরাউন দেখিতে পাইল যে, হযরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন সে সেনাবাহিনী একত্রিত করিল। এবং হযরত মূসা (আ)-এর পশ্চাতে ছুটিল। আল্লাহ্ তা'আলা নদীকে জানাইয়া দিলেন, যখন আমার বান্দা মূসা (আ) লাঠি দ্বারা তোমার উপর আঘাত করিবে তখন বারটি পথ তৈয়ার করিবে। যেন মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীরা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের অতিক্রান্ত হইবার পর যখন ফির'আউন ও তাহার অনুসারীরা প্রবেশ করিবে তখন বারটি পথ যেন ভরিয়া যায় এবং তাহারা যেন নিমজ্জিত হইয়া যায়।

হযরত মূসা (আ) যখন নদীর তীরে পৌঁছাইলেন, তখন তিনি নদীতে ভীষণ তুফান দেখিতে পাইয়া ভীত হইলেন, লাঠি মারিবার কথা ভুলিয়া গেলেন। নদীর উপর হযরত মূসা (আ) লাঠির আঘাত মারিতেই বারটি পথ করিয়া দিতে হইবে, যদি ইহা হইতে অবচেতন থাকে তবে সে আল্লাহ্র নাফরমানী হইবে এই ভয়েই নদীতে তুফান হইতেছিল। যখন উভয় দল একে অপরকে দেখিল এবং তাহারা নিকটবর্তী হইল, তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাথীরা বলিল, আমরা তো যেন ধরা পড়িয়াই যাইব। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপনাকে যেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আপনি উহা পালন করুন। আপনি মিথ্যা বলেন নাই আর আল্লাহ্ও মিথ্যা বলেন নাই। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার প্রতিপালক এই ওয়াদা করিয়াছে যে, নদীর তীরে পৌঁছিলে নদীর মধ্যে বারটি পথ হইয়া যাইবে এবং আমরা নদী পার হইয়া যাইব। ঠিক এই মুহূর্তে হযরত মূসা (আ)-এর নদীতে লাঠি মারিলেন। এবং নদীতে বারটি পথ হইয়া গেল। ফির'আউনের সেনাবাহিনীর অগ্র ভাগ হযরত মূসা (আ)-এর দলের পশ্চাৎভাগের নিকটবর্তী হইয়া পড়িল। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লোকজন সহ যখন নদী পার হইয়া গেলেন। এবং ফির'আউন ও তাহার লোকজন নদীর মধ্যে প্রবেশ করিল তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক নদীর পথগুলি পানিতে মিলিত হইয়া গেল। হযরত মূসা (আ) যখন পার হইয়া গেলেন তখন তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, আমাদের আশংকা হইতেছে ফির'আউন পানিতে নিমজ্জিত হয় নাই এবং সে ধ্বংস হইয়াছে

বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নিকট দু'আ করিলেন, এবং আল্লাহ্ তাহার লাশকে ভাসাইয়া দিলেন। তখন তাহারা ফির'উনের মৃত্যুর ব্যাপারে আশ্বস্ত হইল।

অতঃপর তাহারা এক মূর্তিপূজক কাওমের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল,

قَالُوا يٰمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

তাহারা বলিল, হে মূসা! এই সকল লোকদের যেমন অনেক উপাস্য আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ উপাস্য ঠিক করিয়া দিন। قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ তিনি বলিলেন, তোমরা বড়ই মূর্খ কাওম। إِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বড় বড় দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা দেখিলে, উপদেশমূলক কথা শ্রবণ করিলে তাহার পরও কি তোমাদের বোধোদয় হইল না?

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে লইয়া একটি স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আমার প্রভুর সহিত কথা বলিতে যাইতেছি এবং ত্রিশ দিন আমি তথায় অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিব। এই সময়ে তোমরা হারূন (আ)-এর অনুসরণ করিয়া চলিবে। তাঁহাকেই আমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া যাইতেছি। যখন তিনি তাঁহার প্রতিপালকের সহিত কথা বলিবার জন্য আগমন করিলেন এবং দিবারাত্র রোযা রাখিলেন। অতএব তিনি যমীন হইতে কিছু পাতা লইয়া চাবাইলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোযা ভাঙ্গিলে কেন? অথচ, ইহার কারণ তাঁহার অজানা ছিলনা। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার মুখ দুর্গন্ধময় হইয়াছিল। এই অবস্থায় আপনার সহিত কথা বলা আমার সহিত উচিত মনে করি নাই। সুতরাং পাতা চাবাইয়া আমার মুখকে সুগন্ধযুক্ত করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ হে মূসা! তুমি কি এই কথা জানলা যে রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আমার নিকট মিসক অপেক্ষা উত্তম। যাও পুনরায় দশটি রোযা রাখিয়া আমার নিকট আস। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করিলেন। এদিকে বনী ইস্রাঈল হযরত মূসা (আ)-কে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্তন না করিতে দেখিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। এই সময় হযরত হারূন (আ) বনী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করিয়া একটি ভাষণ দান করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা যখন মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ, তখন তোমাদের নিকট ফির'আউনের লোকজনের অনেক ঋণ ও আমানতের মাল ছিল। তাহাদের নিকটও তোমাদের অনুরূপ মাল ছিল। তবে তাহাদের নিকট যেই পরিমাণ মাল তোমাদের রহিয়াছে তোমরা উহা রাখিতে পার। তবে যেই মাল তোমাদের নিকট আমানত রহিয়াছে, উহা আমরা তাহাদের নিকট ফেরৎ তো দিব না তবে

আমরা উহা ব্যবহারও করিতে পারিব না। অতএব তিনি একটি গর্ত খনন করিয়া প্রত্যেককে এই নির্দেশ দিলেন, যাহার নিকট যেই মাল ও গহনা রহিয়াছে সে যেন উহা এই গর্তে নিক্ষেপ করে। অতঃপর হযরত হারূন (আ) উহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। এবং বলিলেন, ইহা না আমাদের না তাহাদের। এদিকে সামেরী নামক এক গরু উপাসক যে ফির'আউনের প্রতিবেশী ছিল, কিন্তু ফির'আউনের বংশধর ছিল না। সেও হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীদের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। সে একটি আলামত হইতে কিছু মাটি সাথে করিয়া আনিয়াছিল। হযরত হারূন (আ) তাহাকে বলিলেন, হে সামেরী! তুমি তোমার হাতের জিনিস নিক্ষেপ করিলে না? অথচ, তাহার হাতের বস্তু এমনভাবে রাখিয়াছিল উহা আর কেহ দেখিতেছিল না। সে বলিল, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত যেই লোকটি আপনাদিগকে নদী পার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আলামতের এক মুষ্টি মাটি। আপনি যদি এই দু'আ করেন যে ইহা দ্বারা আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পয়দা হউক, তবেই আমি গর্তের মধ্যে ইহা নিক্ষেপ করিব। হযরত হারূন (আ) সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর সে উহা গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং হযরত হারূন (আ) তাহার জন্য দু'আ করিলেন, সে বলিল, আমার আকাঙ্ক্ষা ইহা দ্বারা একটি বাছুর সৃষ্টি হউক। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় গর্তের মধ্যে যেই সকল গহনা, তামা, লোহা ইত্যাদি ছিল সব উহা মিশ্রিত হইয়া প্রাণশূন্য বাছুর হইল। কিন্তু উহা হইতে শব্দ বাহির হইতে লাগিল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! উহার নিজের কোন শব্দ ছিল না বরং বাছুরটির ভিতরে ফাঁকা ছিল এবং উহার পেছন দিয়া হাওয়া প্রবেশ করিয়া মুখ দিয়ে বাহির হইবার সময় শব্দ করিয়া বাহির হইত। ইহাকেই তাহারা বাছুরের শব্দ মনে করিত। এই ঘটনার পর বনী ইস্রাঈল কয়েক দলে বিভক্ত হইল। একদল সামেরীকে জিজ্ঞাসা করিল, হে সামেরী! ইহা কি? সে বলিল, এই তোমাদের প্রতিপালক। কিন্তু হযরত মূসা (আ) বিভ্রান্ত হইয়াছেন। একদল বলিল, হযরত মূসা (আ) ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমরা ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিব না। যদি ইহাই আমাদের পালনকর্তা হইয়া থাকে তবে আমরা ইহাকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইব না। বরং আমরাই অক্ষম প্রমাণিত হইব। আর যদি ইহা আমাদের প্রতিপালক না হয় তবে আমরা হযরত মূসা (আ)-এরই অনুসরণ করিয়া চলিব। অপর একদল বলিল, ইহা শয়তানের কাজ। ইহা আমাদের রব হইতে পারে না, ইহার প্রতি আমরা ঈমান আনিব না, বিশ্বাসও করিব না। আর অপর একটি দলের অন্তরে সামেরীর কথাই গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই মুহূর্তে হযরত হারূন (আ) বলিলেন ঃ

يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

হে আমার কাওম! তোমরা তো ইহার দ্বারা ফিত্নায় আক্রান্ত হইয়াছ, বস্তুত তোমাদের প্রতিপালক হইলেন, পরম করুণাময় আল্লাহ্। তোমরা আমার অনুসরণ কর, এবং আমার নির্দেশ মানিয়া চল। (সূরা তোহা ঃ ৯০)

তাহারা বলিল, "হযরত মূসা (আ) যে আমাদের নিকট ত্রিশ দিনের কথা বলিয়া গেলেন, অথচ, চল্লিশ দিন অতীত হইয়া গেল, এখনও তিনি ফিরিলেন না ইহার কারণ কি? আহাম্মকরা ইহাও বলিল, হযরত মূসা (আ) তাঁহার প্রভুকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এখন তিনি তাঁহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এদিকে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র সহিত কথাবার্তা বলিলেন, এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার কাওমের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সংবাদ দিলেন।

তখন তিনি তাঁহার কাওমের নিকট রাগান্বিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

অতঃপর মূসা (আ) ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবং পবিত্র কুরআনে তাঁহার যে বক্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা তোমরা শুনিয়াছ। তিনি তাঁহার ভাইয়ের মাথা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং রাগের কারণে তিনি তাওরাতের তক্তিগুলিও নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভাইয়ের ওযর গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি সামেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সামেরী! তোমার অপকর্মের প্রতি কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল? সে বলিল, আল্লাহ্ প্রেরিত ফিরিশ্তার পদধুলী হইতে আমি এক মুঠো মাটি লইয়াছিলাম। এই সকল লোক ইহা জানিতে পারে নাই। আমিই জানিতে পারিয়াছিলাম।

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

অতঃপর আমি উহা এই অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমার মতে ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হইয়াছিল। (সূরা তোহা ঃ ৯১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, যাও তুমি সারাজীবন এই কথাই বলিয়া বেড়াইবে, "আমাকে যেন কেহ স্পর্শ না করে এবং তোমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়

রহিয়াছে যাহার বিপরীত হওয়া সম্ভব নহে। আর তুমি তোমার মাবূদের পরিণতি কি উহার প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, যাহার সান্নিধ্য লাভ তুমি করিতে। আমরা তোমার সম্মুখেই উহাকে জ্বালাইয়া নদীতে ভাসাইয়া দিব"।

যদি বাস্তবিক উহা রব হয়, তবে জ্বালাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। হযরত মূসা (আ) যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বনী ইস্রাঈল বিশ্বাস করিল, বাস্তবিক তাহারা ফিত্নায় আক্রান্ত হইয়াছিল। এবং যাঁহারা হযরত হারূন (আ)-এর কথা মানিয়াছিল তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা বলিল, হে মূসা (আ)! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য তাওবার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন, যেন আমরা তাওবা করিয়া গুনাহ হইতে মুক্ত হইতে পারি। হযরত মূসা (আ) তাহাদের মধ্য হইতে বাছুর পূজা করেন নাই এমন সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করিলেন এবং তাওবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া চলিলেন, কিন্তু পথেই যমীন কাটিয়া তাহারা ভূগর্ভস্থ হইল। হযরত মূসা (আ) তখন বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিলেন ঃ

رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۤءُ مِنَّا

হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করিলে তো আমাকেসহ তাহাদিগকে পূর্বেই ধ্বংস করিতে পারিতেন। আমাদের আহাম্মকদের কৃতকর্মের কারণেই কি আমাদিগকে আপনি ধ্বংস করিবেন? (সূরা 'আরাফ ঃ ১৫৫)

যেই সত্তর ব্যক্তিকে হযরত মূসা (আ) বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমনও ছিল যাহার অন্তর বাছুরের মহব্বত পড়িয়াছিল। এবং একারণেই বিকট শব্দে তাহাদিগকে ভূগর্ভস্থ করা হইয়াছিল। অতঃপর ইরশাদ হইল ঃ

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ

আমার রহমত তো সকলকেই শামিল করে, তবে আমি উহা সেই সকল লোকদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব যাহারা মুত্তাকী, যাহারা যাকাত আদায় করে, যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে আর যাহারা উম্মী নবীর (মুহাম্মদ-এর অনুসরণ করে যাহার গুণাবলী তাহারা তাহাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৬-৫৭)

অতঃপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে আরয করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার কাওমের জন্য তাওবার দরখাস্ত করিয়াছি, অথচ, আপনি ইরশাদ করিলেন ঃ অন্য কোন কাওমের জন্য আপনি রহমত লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেই রহমতপ্রাপ্ত উম্মাতের জন্য আমাকে বিলম্ব করিয়া প্রেরণ করিলেন না কেন? তখন আল্লাহ্ বলিলেন, তোমার কাওমের জন্য তাওবা হইল তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার পিতা-পুত্রের যাহাকেই যে দেখিবে তাহাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করিবে। কে কাহাকে হত্যা করিল উহার পরোয়া করিবে না। যাহাদের গুনাহ্ সম্পর্কে হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) জানিতেন না তাহারাও তাওবা করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের গুনাহ্ সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন তাহারা গুনাহ্ স্বীকার করিল এবং তাহাদিগকে যেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও তাহারা পালন করিল। আল্লাহ্ হত্যাকারী ও নিহত সকলকেই ক্ষমা করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া হযরত মূসা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি তাওরাতের পলকগুলিও উঠাইয়া লইলেন। তিনি বনী ইস্রাঈলকে তাওরাতের হুকুম পালন করিবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উহা তাহাদের পক্ষে তারাতের বিধানাবলী কঠিন মনে করিয়া তাহারা মানিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপরে একটি পাহাড় উঠাইয়া ধরিলেন এবং উহা তাহাদের এতই নিকটবর্তী হইল যে, যে কোন মুহূর্তে তাহাদের মাথায় পড়িবার আশংকা ছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ডান হাতে তাওরাত ধরিল বটে কিন্তু মাথানিচু করিয়া পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিতাব তাহাদের হাতে ছিল আর তাহারা ছিল পাহাড়ের নিচে যে কোন মুহূর্তে তাহাদের মাথায় পড়িতে পারে এই অবস্থায়ই তাহারা অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা এক পুণ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শহরের নিকটবর্তী হইয়া তাহারা জানিতে পারিল তথায় এক বড়ই শক্তিশালী কাওম বাস করে। তাহাদের আকৃতি বড়ই ভয়ংকর। তাহাদের বাগানের ফলসমূহও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। বনী ইস্রাঈল হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, হে মূসা (আ) এই শহরের অধিবাসী তো বড়ই শক্তিশালী তাহাদের সহিত মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহারা শহর হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমরা শহরে প্রবেশ করিতে পারিবনা। উক্ত শহরের অধিবাসীদের দুই ব্যক্তি যাহারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। বনী ইসরাঈলের নিকট বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, এই শহরের অধিবাসীরা প্রকাণ্ড শরীরের অধিকারী হইলেও বস্তুত তাহারা কাপুরুষ। যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। অতএব যদি তোমরা সাহস করিয়া শহরে প্রবেশ কর তবে তোমরাই বিজয়ী হইবে। কতেক লোকের বক্তব্য হইল, এই দুই ব্যক্তি আসলে হযরত মূসা (আ)-এর কাওমের লোক ছিল। মূলত বনী

ইস্রাঈল বড়ই কাপুরুষ ছিল। অতএব তাহারা এই দুই ব্যক্তি উৎসাহ প্রদানের পরেও তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ ٠

হে মূসা (আ)! যাবৎ এই শহরের অধিবাসীরা এই শহরেই অবস্থান করিবে আমরা তো কখনও ইহাতে প্রবেশ করিব না, বরং তুমি ও তোমার প্রতিপালক তাহাদের সহিত মুকাবিলা কর আমরা তো এইখানেই বসিয়া থাকিব। (সূরা মায়িদা ঃ ২৪)

তাহাদের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদের জন্য বদ দু'আ করিলেন ও ফাসিক বলিলেন। অথচ, ইতিপূর্বে তিনি তাহাদের গুনাহ্ ও দুর্ব্যবহারের কারণে কখনও বদ্ দু'আ করেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্য বদ দু'আ কবূল করিলেন। এবং হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায় তিনি তাহাদিগকে ফাসিক ও পাপিষ্ঠ বলিলেন। এবং চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহারা এই ময়দানেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। প্রতিদিন তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিতে ফিরিতে থাকিত, কোথাও তাহারা স্থির হইয়া অবস্থান করিত না। আল্লাহ্ তা'আলা এই ময়দানেই তাহাদের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করিলেন এবং 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করিলেন। তাহাদের জন্য এমন কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন যাহা না পুরাতন হইত, না ময়লা হইত। তাহাদের সম্মুখে চারিকোণ বিশিষ্ট পাথর রাখিলেন হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিলে প্রতি কোণে তিন তিনটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। এবং বনী ইস্রাঈল প্রত্যেক গোত্রকে তাহাদের ঝর্ণা সম্পর্কে অবহিত করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে চলিতে চলিতে যখন ক্লান্ত হইয়া কোন স্থানে অবস্থান করিত তখন সকালে জাগ্রত হইয়া দেখিত পাথরটি সেই স্থানেই রহিয়াছে যেখানে গতকল্য ছিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে শ্রুত হাদীসের এই অংশের উপর আপত্তি করিলেন যে, হযরত মূসা (আ) যে ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন, এই সংবাদ একজন ফির'আউনী সরকারী লোককে পৌঁছাইয়া ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, হযরত মূসা (আ) যখন কিবতীকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন এক ইস্রাঈলী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ উপস্থিত ছিলনা। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আপত্তির কারণে হযরত ইবন আব্বাস (রা) রাগান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া হযরত সা'দ ইবন মালিক যুহরী (র)-এর নিকট লইয়া গেলেন। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইসহাক! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই দিন হযরত মূসা (আ) একজন ফির'আউনীকে হত্যার কথা বলিয়াছিলেন আপনার কি উহা স্মরণ আছে যে হত্যার এই গোপন তথ্যটি কি ইস্রাঈলী সরকারী লোককে জানাইয়াছিল না কোন ফির'আউনী? রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সম্পর্কে কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, জানাইয়াছিল একজন ফির'আউনী। তবে ঘটনাস্থলে যে ইস্রাঈলী উপস্থিত ছিল তাহার নিকট জানিয়াই সে সরকারী লোককে খবর দিয়াছিল।

ইমাম নাসায়ী (র) 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে এবং আবূ জা'ফর ইবন জরীর (র) ও ইবন আবূ হাতিম (র) তাঁহাদের তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকেই ইয়াযীদ ইবন হারুন (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটির মধ্যে মারফূ অংশ অনেক কম, বেশীরভাগ ভাষাই হইল হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর নিজের কথা। সম্ভবত তিনি যেই সকল ইস্রাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণনা করা জায়িয মনে করিতেন, উহা কা'ব আহবার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিংবা অন্য কাহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমি আমার উস্তাদ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিযযী (র) হইতে হাদীসটি শ্রবণ করিয়াছি।

(٤١) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ

(٤٢) اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ

(٤٣) اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

(٤٤) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ٠

অনুবাদ ঃ (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর, আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না। (৪৩) তোমরা দুইজন ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। (৪৪) তোমরা তাহার সহিত নম্রকথা বলিবে, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তিনি ফির'আউন ও তাহার লোকজনের ভয়ে পলায়ন করিয়া মাদইয়ান শহরে দীর্ঘদিন বসবাস করিয়াছেন। তথায় তিনি তাঁহার শ্বশুরের ছাগল চরাইতেন। ছাগল চরাইবার নির্ধারিত সময় ছিল, উহা শেষ হইবার পর আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কারণ আল্লাহ্-ই তাঁহার বান্দাদের জন্য যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা

করিয়া থাকেন। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ হে মূসা! অতঃপর তুমি আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে স্বদেশে আসিয়াছ। মুজাহিদ 'عَلَى قَدَرٍ' এর অর্থ করেন عَلَى مَوْعِد অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা মুতাবিক আসিয়াছ। কাতাদাহ (র) ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ এর অর্থ করেন, হে মূসা! তুমি রিসালাত ও নবুওয়াতের মর্যাদায় উপনীত হইয়াছ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي আর তোমাকে আমার নিজের জন্য রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আবুস্ সালত ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বলিলেন, আপনিই তো মানুষকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। তখন হযরত আদম (আ) বলিলেন, তোমাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রিসালাতের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন এবং নিজের জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত আদম (আ) বলিলেন, তুমি কি তাওরাতে ইহা পাও নাই যে, আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার জন্য ইহা নির্ধারিত ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ। এইরূপে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিতর্কে বিজয়ী হইলেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي

আমার নিদর্শনসমূহ ও দলীল প্রমাণসমূহসহ তুমি ও তোমার ভাই ফির'আউনের নিকট যাও। وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي এবং আমার স্মরণে কোন প্রকার শৈথিল্য করিও না।

আলী ইবন আবূ তালহা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার স্মরণে তোমরা কোন দুর্বলতা প্রকাশ করিও না"। অর্থাৎ তাঁহারা যেন ফির'আউনের নিকট গিয়া আল্লাহ্র স্মরণ করিতে কোন ত্রুটি না করে। কারণ আল্লাহ্র স্মরণ ফির'আউনের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে সহায়ক হইবে, শক্তিবৃদ্ধি করিবে এবং তাহার প্রতাপ প্রতিপত্তি চুরমার করিতে সাহায্য করিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আমার পুণ্য বান্দা ও সত্যবান্দা হইল সেই ব্যক্তি যে তাঁহার সারা জীবন আমার স্মরণ করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

তোমরা উভয়ই ফিরাউনের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাইতে যাও, সে অবাধ্য হইয়াছে ও অহংকারী হইয়াছে।

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

অতঃপর তোমরা তাহাকে নম্রভাবে বল, সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিংবা ভয় করিবে। অত্র আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রহিয়াছে আর তাহা হইল, একদিকে ফির'আউন চরম অহংকারী ও দাম্ভিক ছিল। অপর দিকে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র পরম প্রিয়জন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ফির'আউনের সহিত অতি নম্রভাবে কথা বলিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ইয়াযীদ রাক্কাশী (র) فَقُولَا لَهُ لَيِّنًا পাঠ করিয়া বলেন,

يَا مَن يتحبب إلى من يعاديه * فكيف بمن يتولاه ويناديه

হে সেই মহান আল্লাহ্! যিনি শত্রুকে মহব্বত করেন ও তাহার প্রতি নরম ব্যবহার করেন, অতএব যে তাঁহাকে ভালবাসে এবং তাঁহাকে ডাকে তাহার সহিত তোমার ব্যবহার কতই না মধুর হইবে।

ওহব ইবন মুনাব্বেহ্ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ফির'আউনকে বলিয়া দাও, আমি আমার ক্রোধ অপেক্ষা রহমত ও অনুগ্রহের প্রতি অধিক নিকটবর্তী। ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণিত 'নরম কথা' এর অর্থ হইল, ফির'আউনের নিকট 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা। অর্থাৎ তাহাকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ফির'আউনকে এই কথা বল, তোমার একজন পালনকর্তা আছে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বেহেশত ও দোযখ আছে।

বাকীয়্যাহ (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে فَقُولَا لَهُ لَيِّنًا এর অর্থ করেন, ফির'আউনকে আমার দ্বারে দণ্ডায়মান কর। সুফিয়ান সাওরী (র)ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

সারকথা হইল, ফিরাউনের প্রতি হযরত হারূন ও মূসা (আ)-এর তাওহীদের দাওয়াত এমন নম্রভাষায় হইবে যাহা অন্তরে গাঁথিয়া যায় এবং উদ্দেশ্য লাভে সফল হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে হিক্‌মত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন। এবং উত্তম পন্থায় তাহাদের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হউন। (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিংবা ভয় করিবে। অর্থাৎ যে গুমরাহী ও ভ্রান্তির মধ্যে সে নিমজ্জিত উহা হইতে ফিরিয়া আসিবে কিংবা তাঁহার প্রতিপালকের ভয়ে তাঁহার বাধ্যতা স্বীকার করিবে। যেমন আন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ يَخْشٰى

সেই ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবে কিংবা ভয় করিবে। (সূরা ফুরকান ঃ ৬২) التذكر অর্থ অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকা। এবং الخشية অর্থ অনুরকণ করা ও ইবাদত করা। হাসান বাসরী (র) لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى এর এই তাফসীর করেন, হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই হারূন ফির'আউনের ওযর পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহার ধ্বংসের দু'আ করিওনা। এখানে যায়িদ ইবন আমার ইবন নুফাইল কিংবা উমাইয়্যা ইবন আবুস্ সালতের কবিতা পেশ করিতেছি ঃ

أنت الذى من فضل من ورحمة * بعثت موسى رسولا مناديا

হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমতে হযরত মূসা (আ)-কে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

فقلت له فاذهب وهارون فادعوا * إلى الله فرعون الذى كان باغيا

অতঃপর আপনি তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি ও হারূন বিদ্রোহী ফির'আউনকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান কর।

فقولا له هل أنت سويت هذه * بلا وتدحتى استقلت كماهيا

অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমিই কি বিনাস্তম্ভে এই আসমান সৃষ্টি করিয়া এবং বুলন্দ করিয়াছ?

وقولا له أنت رفعت هذه * بلا عمد أرفق اذن بلا بانيا

এবং তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, তুমিই কি আসমান খুঁটি ছাড়া সুউচ্চ করিয়াছ? তাহা না হইলে উহার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে নম্র হও ও তাঁহার অনুগত হও।

وقولا له أنت سويت وسطها * منيرا اذا ماجنه الليل هاديا

তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, তুমি উহার মাঝেও উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করিয়াছ যাহা অন্ধকারকে আলোকিত করে।

وقولا له من يخرج الشمس بكرة * فيصبح ما مست الأرض ضاحيا

তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যূষে কে সূর্যোদয় ঘটায়? অতঃপর পৃথিবীর যে কোন অংশকে স্পর্শ করে উহাকে আলোকিত করে।

وقولا له من ينبت الحب فى الثرى * فيصبح منه البقل يهتز رابيا

তাহাকে একথাও জিজ্ঞাসা কর মাটি হইতে কে চারা উৎপাদন করে অতঃপর উহা দুলিয়া দুলিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ويخرج منه حبه فى رؤوسه * ففى ذلك أيات لمن كان وعبا

এবং কেই বা গাছের মাথায় ফসল ফলায়? এই সকল বিষয়ে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে।

(৪৫) قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى

(৪৬) قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى

(৪৭) فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

(৪৮) اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ·

অনুবাদ ঃ (৪৫) তাহারা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদিগকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হইবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে। (৪৬) তিনি বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না আমি তো তোমাদিগের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। (৪৭) সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদিগের সহিত বনী ইস্রাঈলকে যাইতে দাও। এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না। আমরা

তো তোমার নিকট আসিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন, এবং শান্তি তাহাদিগের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে, সৎপথ। (৪৮) আমাদিগের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি তাহার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে যখন ফির'আউনের নিকট তাওহীদের বাণী পৌছাইবার উদ্দেশ্যে যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইল যখন তাঁহারা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া তাহাদের দুর্বলতার অভিযোগ করিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ

আমরা ভয় পাইতেছি ফির'আউন হয়ত আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে। তাহার নিকট পৌছবার সাথেসাথেই সে শাস্তি দিবে কিংবা আমাদের সহিত অধিক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিবে। অথচ, আমরা তাহার শাস্তি ও দৌরাত্মের যোগ্য নহি।

আবদুর রহমান ইবন আসলাম (র) বলেন, أَنْ يَفْرُطَ অর্থ দ্রুত শাস্তি দিবে। যাহ্হাক (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে أَنْ يَطْغَىٰ এর অর্থ করেন, বাড়াবাড়ি করিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

তোমরা ভীত হইও না আমি তোমাদের সাথেই আছি। তাহার ও তোমাদের উভয়ের কথাই আমি শুনিতেছি। তাহার স্থানও তোমাদের স্থান ও আমি দেখিতেছি। কোন বস্তুই আমার নিকট গোপন নহে। তোমরা জানিয়া রাখ, সে আমারই করতলে রহিয়াছে। আমার অনুমতি ব্যতিত না তো সে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, না বাহির করিতে পারে। না সে কথা বলিতে সক্ষম, আর না সে কিছু ধরিবার ক্ষমতা রাখে। তোমাদের সংরক্ষণ, তোমাদের সাহায্য ও সহায়তা করা সবই আমার দায়িত্বে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের নিকট যাইবার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার রব! আমি তাহার নিকট যাইবার সময় কি দু'আ করিব? তখন আল্লাহ্ বলিলেন, قُلْ هَيَا شَرَاهِيَا আ'মাশ (র) তাহার অর্থ বলেন, সর্বাগ্রেও আমি জীবিত সর্বশেষেও আমি জীবিত। অর্থাৎ চিরজীবি একমাত্র আমিই। হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ কিন্তু বিষয়টি আশ্চার্যজনক।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

তোমরা উভয়ই ফির'আউনের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল। হযরত ইবন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) বহুক্ষণ পর্যন্ত ফির'আউনের দরজার সম্মুখে অনুমতির অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। এবং বহু বিলম্বের পর তাহাদিগকে অনুমতি দান করা হয়। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ) ফির'আউনের দরজার সম্মুখে অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। এবং তাঁহারা এই কথাই বলিতেছিলেন, আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূল। তাঁহারা সকালে বিকালে তাহার দরজায় আগমন করিয়া প্রহরীদিগকে এই কথাই বলিতে থাকেন। কিন্তু ফির'আউনের ভয়ে কেহই তাহাদের খবর তাহার নিকট পৌছায় নাই। একদিন ফির'আউনের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু যে, তাহার সহিত হাসিঠাট্টা করিত, তাহাকে বলিল, জাঁহাপনা! আপনার দরজার সম্মুখে এক ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশায় অপেক্ষা করিতেছে, সে এক আশ্চার্য কথা বলে। সে বলে, তাঁহার না কি আপনি ব্যতিত কোন উপাস্য আছে। এবং তিনিই না কি তাহাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। ফির'আউন বলিল, আমার দরজার সম্মুখে? লোকটি বলিল, হাঁ। ফির'আউন বলিল, তাহাকে ভিতরে আসিতে দাও। অতঃপর হযরত মূসা ও হারুন (আ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হাতে তাঁহার লাঠিও ছিল। হযরত মূসা (আ) যখন ফির'আউনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। এই সময় ফির'আউন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন মিসরে আগমন করিলেন, তখন তিনি তাঁহার আম্মাও ভাইয়ের মেহমান হইলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সেই রাত্রে তাহারা শালগম পাকাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সালাম করিলেন। হযরত মূসা (আ) হযরত হারুন (আ)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ফির'আউনের নিকট যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করিবার হুকুম দিয়াছেন। এবং এই বিষয়ে আপনাকে আমার সাহায্য করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যেই নির্দেশ দিয়াছেন, উহা আমি পালন করিব। অতঃপর রাত্রিকালেই তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। হযরত মূসা (আ) লাঠি দ্বারা ফির'আউনের দরজায় আঘাত করিলেন, আওয়াজ শুনিয়া ফির'আউন রাগান্বিত হইল। এবং বলিল, এতবড় ধৃষ্টতা কাহার যে, রাত্রিকালে আমার দরজায় আঘাত করে? প্রহরীরা বলিল, জাঁহাপনা। এইখানে দরজার নিকট একজন পাগল আসিয়াছে। সে বলে,

আমি আল্লাহর রাসূল। তখন ফির'আউন বলিল, তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আস। তখন তাঁহারা ফির'আউনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তখন তাঁহারা যাহা বলিলেন, এবং ফির'আউন উহার যে জবাব দিল উহা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে।

قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ

আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে মু'জিযা ও নিদর্শন লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى যেই ব্যক্তি হিদায়াতের অনুসরণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। অর্থাৎ হে ফির'আউন! যদি তুমি হিদায়েত অনুসরণ কর তবে তোমার প্রতি নিরাপত্তা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) রূম সম্রাট 'হিরাকল'-এর নিকট যেই পত্র লিখিয়াছিলেন উহার শুরুতে ছিল ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على مَن اتبع الهدى ، أمّا بعد فاني أدعوك بدعاية الإسلام ، فاسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ،

পরম করুণাময় ও অতি দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে রূম সম্রাট 'হিরাকল'-এর নিকট প্রেরিত। যেই ব্যক্তি হিদায়াত গ্রহণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতেছি; অতএব তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করিবে। এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করিবেন।

অনুরূপভাবে মুসায়লামা কায্যাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই পত্র লিখিয়াছিল ঃ

من مسليمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك أمّا بعد فاني قد اشركتك في الأمر فلك المدر ولي الوبر ولكن قريشا قوم يعتدون ·

মুসায়লামা (ভণ্ড) রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে নবুওয়াতের ব্যাপারে শরীক করিয়াছি। অতএব আপনার জন্য শহরী এলাকা এবং আমার জন্য গ্রাম্য এলাকা। কিন্তু কুরাইশরা এমন একটি কাওম যাহারা বড়ই অবিচার করে।

মুসায়লামার পত্রের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখলেন ঃ

من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ، سلام على من اتبع الهدى أمّا بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ·

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) পক্ষ হইতে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। হিদায়েত অনুসারীর প্রতি নিরাপত্তা। অতঃপর যমীনের মালিক আল্লাহ্। তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তিনি যাহাকে ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করেন। শুভ পরিণতি মুত্তাকীগণের জন্য।

হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ) ও ফির'আউন অনুরূপ সম্বোধন করিলেন।

وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى.

যেই ব্যক্তি হিদায়েতের অনুসরণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। আমাদের নিকট এই অহী অবতীর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে এবং তাঁহার ইবাদত হইতে ফিরিয়া থাকিবে তাহার জন্য শাস্তি অবধারিত।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى

যেই ব্যক্তি অবাধ্য হইয়াছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দান করিয়াছে, জাহান্নামই হইতে তাহার বাসস্থান। (সূরা নাযি'আত ঃ ৩৭-৩৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى :

আমি তোমাদিগকে উত্তেজিত আগুন হইতে সতর্ক করিয়াছি, উহাতে কেবল সেই হতভাগ্য প্রবেশ করিবে যে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়াছে। (সূরা লাইল ঃ ১৪-১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

সে না তো ঈমান আনিয়াছে, আর না সালাত পড়িয়াছে, বরং সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে এবং ইবাদত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। (সূরা কিয়ামা ঃ ৩১-৩২)

(٤٩) قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى

(٥٠) قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

(٥١) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى

(৫২) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

অনুবাদ ঃ (৪৯) ফিরঊন বলিল, হে মূসা! কে তোমাদিগের প্রতিপালক? (৫০) মূসা বলিল, আমাদিগের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্য আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করিয়াছেন। (৫১) ফির'আউন বলিল, তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদিগের অবস্থা কি? (৫২) মূসা বলিল, ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে, আমার পতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, সে আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকার করিয়া হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى আমি তো আমার সত্তা ব্যতিত অন্য কাহাকেও ইলাহ্ বলিয়া জানি না। আচ্ছা বল তো দেখি, ইলাহ্ ও রব কে যিনি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন?

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক সেই মহান সত্তা যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়াছেন। অতঃপর হিদায়েত দান করিয়াছেন।

আলী ইবন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে জোড়াজোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আমাদের প্রতিপালক। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃতিতে, গাধাকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃতিতে এবং ছাগলকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে উহার বিশেষ আকৃতি দান করিয়াছেন।

সাঈদ ইবন জুবাইর (র) أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রত্যেক বস্তুকে উহার উপযুক্ত আকৃতি দান করিয়াছেন। মানুষের ভিন্ন আকৃতি, চতুষ্পদ জন্তুর ভিন্ন আকৃতি, কুকুরের ভিন্ন আকৃতি, ছাগলের ভিন্ন আকৃতি। ইহাদের কাহারও আকৃতি অন্যের আকৃতির সাদৃশ্য নহে। প্রত্যেককেই উহার উপযুক্ত আকৃতি জীবন-যাপন পদ্ধতি দান করিয়াছেন। কাহারও কাজকর্ম রিযিক অন্যের সাদৃশ্য নহে। মানুষ বিশেষ পদ্ধতিতে বিবাহ-শাদীতে আবদ্ধ হয়, অন্যান্য জীবজন্তুর বেলায় ইহা প্রযোজ্য নহে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى আয়াতটি মর্ম الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى এর অনুরূপ। বস্তুর জন্য উহার কর্মকাণ্ড ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় ও রিযিক নির্ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর সমস্ত বস্তুকে সেই নির্ধারিত বিষয়ের পথ দেখাইয়াছেন। সকলেই সেই মুতাবিক চলিতেছে। নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ব্যতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। হযরত মূসা (আ) ও ফির'আউনকে এই জবাবই দান করিলেন, যে আমার প্রতিপালক সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের জন্য তাকদীর নির্ধারণ করিয়াছেন। এবং যেমন ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জবাব শ্রবণ করিয়া ফির'আউন বলিল, فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ইহার সঠিক অর্থ হইল, পূর্বে যেই সকল লোক তোমার আল্লাহ্র ইবাদত করে নাই বরং অন্য উপাস্যের উপাসনা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা কি? হযরত মূসা (আ) জবাবে বলিলেন, যাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে নাই তাহাদের আমলসমূহ আল্লাহ্র নিকট লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের আমল মুতাবিক তাহাদের বিনিময় দান করিবেন।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং ভুলিয়াও যান না। অর্থাৎ কোন বস্তু তাঁহার জ্ঞানের পরিধি হইতে বাহিরে নহে এবং ছোট বড় সকল বস্তুই তাঁহার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। আর যে সকল বস্তুকে তিনি জানেন তাহা তিনি ভুলিয়াও যান না। ভুল ভ্রান্তি হইতে তিনি পবিত্র। অথচ, সৃষ্টবস্তু একদিকে সকল বস্তুকে জানে না; অপর দিকে যাহা কিছু জানে উহাও ভুলিয়া যায়।

(৫৩) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى

(৫৪) كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى

(৫৫) مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

(৫৬) وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبٰى

অনুবাদ ঃ (৫৩) যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা। এবং ইহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন এবং আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। (৫৪) তোমরা আহার কর ও তোমাদিগের গবাদিপশু চরাও; অবশ্য ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য। (৫৫) মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। এবং উহা হইতে পুনর্বার তোমাদিগকে বাহির করিব। (৫৬) আমি তাহাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও অমান্য করিয়াছে।

তাফসীর ঃ ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছিল। উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর জবাবের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন। জবাবের প্রথমে তিনি বলিয়াছেন ঃ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়া তাহাকে হিদায়েত দান করিয়াছেন। অতঃপর প্রাসঙ্গিক কথা বলিবার পর তিনি বলেন, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা স্বরূপ করিয়াছেন। যেখানে তোমরা অবস্থান কর, দণ্ডায়মান হও এবং নিদ্রা যাও এবং তাঁহার সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠে তোমরা নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া থাক। وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا এবং তিনি এই ভূপৃষ্ঠে তোমাদের জন্য নানা পথ করিয়া দিয়াছেন। যাহার উপর তোমরা চলাফিরা করিয়া থাক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

আর এই যমীনে যাতায়তেরও পথ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা সঠিক পথে চলিতে পারে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩১)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى .

আকাশ হইতে তিনি বারি বর্ষণ করেন এবং আমি উহার দ্বারা নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন করি। এবং মিষ্ট, টক নানা স্বাদে ও রঙের ফলফলাদি উৎপন্ন করিয়াছি।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ উহা হইতে তোমরা আহার কর এবং তোমাদের জীবজন্তুকেও আহার করাও। অর্থাৎ আমার উৎপাদিত দ্রব্যের কিছু তোমাদের নিজেদের

খাদ্যদ্রব্য এবং কিছু তোমাদের জীবজন্তুর আহার্য। নিখুঁত সবুজাবস্থায়ও উহাদের আহার্য এবং শুষ্কাবস্থায়ও আহার্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى এই সকল বিষয়ে জ্ঞানীজনের জন্য বহু দলীল ও নিদর্শন রহিয়াছে। যাহার সাহায্যে ঐ সকল সঠিক জ্ঞানের অধিকারীগণ ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং তিনি ব্যতিত অন্য প্রতিপালকও নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى .

এই মাটি হইতে আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে এই মাটির উপরিভাগের মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এবং পুনরায় তোমাদের সকলকে এই যমীনের মধ্যেই ফিরাইয়া দিব। এবং পুনরায় তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসের এই যমীন হইতেই বাহির করিব। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا .

যেইদিন আল্লাহ্ তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন সেইদিন তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার জবাব দিবে আর তোমরা ধারণা করিবে তোমরা অতি অল্পকালই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ .

এই যমীনেই তোমরা জীবনধারণ করিবে এই যমীনেই তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে এবং এই যমীন হইতেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ২৫)

হাদীস শরীফে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জনাযায় শরীক হইলেন, তাহাকে দাফন করিবার সময় এক মুষ্টি মাটি লইয়া কবরে নিক্ষেপ করিলেন। এবং বলিলেন ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ অতঃপর অপর এক মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ আরো এক মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى

আমি ফির'আউনকে সমস্ত দলীল প্রমাণ দেখাইয়াছি কিন্তু শত্রুতা ও দৌরাত্ম করিয়া সে উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং অস্বীকার করিয়াছে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

কিন্তু অবিচার ও শত্রুতা করিয়া তাহারা উহাকে অস্বীকার করিয়াছে। যদিও তাহাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। (সূরা নামল ঃ ১৪)।

(٥٧) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ

(٥٨) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى

(٥٩) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى

অনুবাদ ঃ (৫৭) সে বলিল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছে তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য? (৫৮) আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদিগের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তীস্থান, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবেনা। (৫৯) মূসা বলিল, তোমাদিগের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন ফির'আউন বড় বড় মু'জিযা অর্থাৎ লাঠির বিরাট অজগরে পরিণত হওয়া এবং কোন রোগ ছাড়াই হাত উজ্জ্বল হওয়া দেখিতে পাইল, তখন সে হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, ইহা তো যাদু। তুমি এই যাদুর সাহায্যে মানুষকে প্রভাবিত করিবে যেন তাহারা তোমার অনুসরণ করে। এইভাবে তুমি তাহাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু তোমার এই আশা পূর্ণ হইবে না। আমাদের নিকটও তোমার যাদুর মত যাদু আছে । অতএব তুমি তোমার যাদুর কারণে যেন আমাদিগকে ধোঁকা দিতে না পার।

فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا অতএব আমাদেরও তোমার মাঝে একটি সময়ের ওয়াদা কর যখন আমরা সকলে একত্রিত হইব এবং আমাদের যাদু দ্বারা তোমার যাদুর মুকাবিলা করিব। তখন মূসা (আ) বলিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ তোমাদের সহিত উৎসবের দিনের ওয়াদা থাকিল। এই দিন ছিল তাহাদের অবসর দিন, এই দিনেই

তাহারা চিত্তবিনোদন করিত। অতএব এই দিনেই তাহারা একত্রিত হইয়া আল্লাহর বিশেষ কুদরত ও মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিবে এবং যাদুর বাতুলতা ও প্রকাশ্যভাবে বুঝিতে পারিবে। অতএব হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى সমস্ত লোক সূর্যের দিবালোকে যেন একত্রিত হয়। যেন তাহারা সুষ্ঠুভাবে সবকিছু দেখিতে পারে।

আম্বিয়ায়ে কিরামের সকল কাজ এমনিভাবে স্পষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোন বিষয় কোন অস্পষ্টতা থাকে না। কাহারও নিকট কিছু অস্পষ্টতা না থাকিয়া যায় এই কারণে হযরত মূসা (আ) রাত্রির কথা উল্লেখ করেন নাই। বরং দিবালোকে পূর্বাহ্নের সময় নির্ধারিত করিলেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদের উৎসবের দিন ছিল আশুরার দিন। সুদ্দী, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, এই দিনটি ছিল তাহাদের আনন্দ উপভোগের দিন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, দিনটি ছিল তাহাদের বাজারের দিন। আর এই দিনেই ফির'আউন ধ্বংস হইয়াছিল। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট মুকাবিলার জন্য কিছুদিনের সময় প্রার্থনা করিল, তখন তিনি বলিলেন, তোমাকে সময় দানের নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয় নাই। তোমার সহিত মুকাবিলার জন্যই আমি আদিষ্ট। যদি তুমি মুকাবিলার জন্য বাহির না হও তবে আমি তোমার নিকট প্রবেশ করিব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ওহী যোগে বলিলেন, হে মূসা (আ)! তুমি তাহাকে সময় দাও এবং তাহাকে বল, সেই যেন সময় নির্দিষ্ট করে। তখন ফির'আউন চল্লিশ দিনের সময় প্রার্থনা করিল। মুজাহিদ (র) বলেন, مَكَانًا سُوًى অর্থ পরিষ্কার স্থান। সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ সমতল ভূমি। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, مَكَانًا سُوًى অর্থ এমন স্থান যেখানে সকলেই দেখিতে পারে এবং বক্তব্য শ্রবণ করিতে পারে।

(٦٠) فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ

(٦١) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ

(٦٢) فَتَنَٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ

(٦٣) قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى

(٦٤) فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى

অনুবাদ ঃ (৬০) অতঃপর ফির'আউন উঠিয়া গেল, এবং পরে তাহার কৌশলসমূহ একত্রিত করিল ও তৎপর আসিল। (৬১) মূসা উহদিগকে বলিল, দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যাআরোপ করিও না; করিলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে সেই ব্যর্থ হইয়াছে। (৬২) ইহারা নিজদিগের মধ্যে নিজদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিল। (৬৩) উহারা বলিল, এই দুইজন অবশ্যই যাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদিগের যাদুর দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে এবং তোমাদিগের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করিতে। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদিগের যাদু ক্রিয়া সংহত কর অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হইবে সেই সফল হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ ফির'আউন ও হযরত মূসা (আ) যখন মুকাবিলার জন্য সময় ও দিন স্থির করিল। তখন ফির'আউন দেশের বিভিন্ন শহর হইতে যাদুকরদিগকে একত্রিত করিতে শুরু করিল। সেই যুগে বড় বড় নামজাদা যাদুকর ছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ

ফির'আউন তাহার কর্মচারীদিগকে বলিল, তোমরা দেশের সকল বিজ্ঞ যাদুকরদিগকে আমার নিকট উপস্থিত কর। (সূরা ইউনুস ঃ ৭৯) সকল যাদুকর একত্রিত হইলে তাহারা উৎসবের দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সকল মানুষও একত্রিত হইল। ফির'আউন তাহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল এবং তাহার দরবারী ও মন্ত্রিপরিষদও সারিবদ্ধ হইয়া বসিল এবং প্রজারা তাহাদের ডানে বামে দণ্ডায়মান হইল। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠিতে ভর দিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ভাই হযরত হারূনও তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। যাদুকররা সারিবদ্ধ হইয়া ফির'আউনের সম্মুখে দাঁড়াইল। এই সময় ফির'আউন তাহাদিগকে উত্তমরূপে তাহাদের যাদু প্রদর্শনের বিনিময়ের লোভ দিতেছিল

এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। যাদুকররা আজ বড় পুরস্কারের আশা বুকে বাঁধিয়াছিল। তাহারা ফির'আউনকে বলিল ঃ

اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ

যদি আমরা বিজয়ী হই তবে তো নিশ্চয়ই আমরা পুরস্কৃত হইব? (সূরা শু'আরা ঃ ৪১)

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

ফির'আউন বলিল, অবশ্যই, তোমরা তো তাহা হইলে আমার আপনজন হইবে। (সূরা শু'আরা ঃ ৪২)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا .

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তোমরা বড়ই হতভাগ্য। তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের যাদুর মাধ্যমে অবাস্তব জিনিস সৃষ্টি করিবার ধারণা দিও না। সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা অথচ, মানুষের চোখে ধূলি দিয়া তাহাদিগকে যাহা দেখাইতেছ উহা আল্লাহর সৃষ্ট নহে। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যাআরোপ করিতেছ। فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ যদি তোমরা ইহা হইতে বিরত না হও তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা বিনাশ করিয়া দিবেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ .

আর যে মিথ্যা আরোপ করে সে সফলকাম হইতে পারে না। হযরত মূসা (আ)-এর এই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বিরোধ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, ইহা কোন যাদুকরের কথা নহে বরং তিনি একজন নবী এবং এই কথা একজন নবীর মুখেরই কথা। আবার কেহ বলিল, না সে একজন যাদুকর বটে। এবং আরো অন্যান্য মন্তব্য করিতে লাগিল। وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى আর তাহারা চুপেচুপে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ তাহারা বলিল, এই দুইজন অবশ্যই যাদুকর। هٰذٰنِ ইংগিতমূলক বিশেষ্যটি এইখানে الف ও نون সহ পড়া হয়। আরবের কোন কোন গোত্রের ভাষা এইরূপই। অবশ্যই অপর কিরাতে اِنَّ هٰذَيْنِ لَسٰحِرٰنِ পড়া হয়। আরবী ভাষাবিদের মতে প্রথম কিরাআতেরও অবকাশ রহিয়াছে।

সারকথা হইল, যাদুকররা পরস্পর ইহাই বলিতে লাগিল যে, হযরত মূসা ও হারূন (আ) দুইজনই বড় বিজ্ঞ যাদুকর। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল, আজ তোমাদিগকে পরাজিত

করিয়া এই দেশের কর্তৃত্ব লাভ করা। এই যাদুর জোরে তাহারা এই দেশের সাধারণ মানুষকে তাহাদের অনুগত করিবে এবং পরে তাহারা ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই দেশ হইতে তোমাদিগকে বিতাড়িত করিবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

ويذهبا بطريقتكم المثلى

আর তোমাদের উত্তম ধর্ম মতকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া তাহাদের যাদুকে তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিবে। যাদুকররা যাদুর জোরে মানুষের নিকট সম্মানিত ছিল। এবং ইহার দ্বারা তাহারা ধন-সম্পদও উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, এই দুইজন তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এবং এইদেশের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাহাদের হাতেই চলিয়া যাইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক হাদীসে পূর্বেই ويذهبا بطريقتكم المثلى -এর তাফসীর উল্লেখ করা হইয়াছে, যেই দেশে তোমরা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে সেই সুখের দেশের কর্তৃত্ব তাহারাই লাভ করিবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ নু'আইম (র) ... ... বলেন, হযরত আলী (রা) হইতে ويذهبا بطريقتكم المثلى এর তাফসীর করেন, তাহারা দুইজন মানুষের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরাইয়া লইবে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন, তাঁহারা দুইজন মান সম্ভ্রম ও সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়া যাইবে। আবূ সালিহ্ (র) ইহার অর্থ করেন, তাঁহারা তোমাদের ধন-সম্পদ ও মান সম্ভ্রম সবকিছুই ছিনাইয়া লইয়া যাইবে এবং তোমরা পথের ভিখারী হইয়া পড়িবে।

কাতাদাহ্ (র) বলেন, বনী ইস্রাঈল তখন ফির'আউন ও তাহার লোকজনের দাসদাসী হইয়াছিল তাহাদের ধন-সম্পদও ছিল অধিক জনসংখ্যার দিক হইতেও তাহারা ছিল বেশী। এতদসত্ত্বেও তাহারা ফির'আউন গোষ্ঠির দাসদাসী হইয়াছিল। এখন তাহারা চিন্তা করিল, হযরত মূসা ও তাঁহার ভাই হযরত হারূন তাহাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে এবং বনী ইস্রাঈল তাহাদের দাসদাসীতে পরিণত হইবে। আবদুর রহমান ইবন যায়িদ (র) বলেন, তোমরা যেই ধর্মমতে বিশ্বাসী এই দুইজন উহা নস্যাৎ করিয়া ফেলিবে। তাহারা বলিল ঃ فاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইবে এবং একই সময় সকলে তাহাদের হাতের বস্তু নিক্ষেপ করিয়া যাদু প্রদর্শন করিবে যেন তোমরা সকলকে বিস্মিত করিতে পার এবং তাহাদের উপর বিজয়ী হইতে পার।

قد افلح اليوم من استعلى দেখ, আজ যে বিজয় লাভ করিবে সেই সফলকাম হইবে। যদি সে বিজয়ী হয় তবে সে তো এই দেশের ক্ষমতা লাভ করিবে। আর যদি আমরা বিজয়ী হইতে পারি তবে বাদশাহ তো পূর্বেই ওয়াদা করিয়াছেন তিনি আমাদিগকে বড় ধরণের পুরস্কার দান করিয়া সম্মানিত করিবেন।

(٦٥) قالوا يموسى اما ان تلقى واما ان نكون اول من القى

(٦٦) قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى

(٦٧) فاوجس في نفسه خيفة موسى

(٦٨) قلنا لا تخف انك انت الاعلى

(٦٩) والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث اتى

(٧٠) فالقى السحرة سجدا قالوا امنا برب هرون وموسى

অনুবাদ ঃ (৬৫) উহারা বলিল হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। (৬৬) মূসা বলিল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। উহাদিগের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল উহাদিগের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে। (৬৭) মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল। (৬৮) আমি বলিলাম, ভয় করিও না, তুমিই প্রবল। (৬৯) তোমার দক্ষিণ হাতে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক সফল হইবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল ও বলিল, আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ যাদুকররা যখন মূসা (আ)-এর সহিত মুকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল, তখন তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে বলিল,

إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ। হয় তুমি প্রথম নিক্ষেপ কর وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى নয় তো আমরাই প্রথম নিক্ষেপ করি। قَالَ بَلْ أَلْقُوا মূসা (আ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর। মানুষের সম্মুখে তোমাদের যাদুর কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটুক ঃ

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ـ

অকস্মাৎ তাহাদের রশিসমূহ ও লাঠিসমূহ দৌড়াইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল। অতঃপর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُوْنَ

তাহারা বলিল, ফির'আউনের ইয্যতের কসম আমরাই বিজয়ী হইব। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ـ

তাহারা মানুষের চক্ষুকে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীত করিল এবং যবরদস্ত যাদুর প্রকাশ ঘটাইল। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে, অকস্মাৎ উহাদের লাঠিসমূহও রশি গুলি এমনভাবে উপর-নিচু হইয়া নড়াচড়া করিতে লাগিল যে, দর্শকরা মনে করিতে লাগিল উহা স্বেচ্ছায়ই এমন করিতেছে, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল অগণিত। তাহাদের সকলেই লাঠি ও রশির উপর যাদু করিল, ফলে সারা ময়দান সাপে ও অজগরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। একটি অপরটির উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

ইহাতে হযরত মূসা (আ) ভীত হইলেন, তিনি আশংকা করিলেন জনগণ তাহাদের যাদুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া না পড়ে। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা ওহীযোগে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার হাতের লাঠি নিক্ষেপ কর। এই লাঠি অজগর হইয়া তাহাদের যাদুর সকল সাপ ও লাঠি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। হইল তাহাই, পা, মাথা ও গলা বিশিষ্ট বিরাট অজগরে পরিণত হইয়া উহা যাদুকরদের সকল সাপ ও লাঠি গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং যাদুকররা ও সমবেত অন্যান্য সকল লোকজন প্রকাশ্য দিবালোকেই এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। এইভাবে হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা সংঘটিত হইল। হক্ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং যাদুর পতন হইল।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে, উহা যাদুকরের চক্রান্ত মাত্র এবং যাদুকর যেইখানেই যাক না কেন, তাহার চক্রান্ত সফল হইতে পারে না। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন,

আমার পিতা ... ... মুহাম্মাদ জুন্দব ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজিলী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه

যখন তোমরা কোন যাদুকরকে ধরিবে তখন তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

যাদুকরের জন্য কোথায় কোন নিরাপত্তা নাই। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে মারফূ' ও মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাদুকররা যখন হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করিল যে, ইহা যাদু নহে। কারণ তাহারা যাদুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিল; অথচ, হযরত মূসা (আ)-এর এই কথিত যাদুর তাহাদের এই যাদুর সহিত কিছুই মিল ছিল না। অতএব হযরত মূসা (আ)-এর এই প্রদর্শিত অলৌকিক বিষয়টি যে সত্য ছিল এবং উহা যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত, উহাতে তাঁহাদের সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিল না। এই প্রদর্শন বস্তু কেবল সেই মহান সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত, যিনি কেবল এক নির্দেশেই সকল বস্তুকে অস্তিত্বশীল করেন। অতএব তাহারা আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদায় অবনত হইল। এবং বলিয়া উঠিল, আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) বলেন, এই সকল লোক দিনের প্রথমভাগে তো ছিল যাদুকর, কিন্তু দিনের শেষভাগে তাহারা নেক্কার হিসাবে শহীদ হইয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। কাসিম ইব্ন আবূ বাযযাহ (র) বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। সাওরী (র) ও আবূ তামাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যাদুকরদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, পনের হাজার। কা'ব আহবার (রা) বলেন, বার হাজার।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (রা)............ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যাদুকরের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তাহারা সকালে ছিল যাদুকর, কিন্তু সন্ধ্যায় তাঁহারা শাহাদত বরণ করিল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা........... ইবনুল মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম আওযায়ী (র) বলেছেন, যখন যাদুকররা সিজদায় অবনত হইল তখন তাহাদের সম্মুখে

বেহেশ্‌ত পেশ করা হইল। এবং উহার প্রতি তাহারা দৃষ্টিপাত করিল। সাঈদ ইব্‌ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ... সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, যাদুকররা যখন সিজদায় অবনত হইল তখন তাঁহারা বেহেশ্‌তের মধ্যে স্বীয় মনযিল দেখিতে পাইল। ইকরিমাহ ও কাসিম ইব্‌ন আবূ আবযাহ (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১) قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

(৭২) قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

(৭৩) اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অনুবাদ ঃ (৭১) ফির'আউন বলিল, কি আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে। দেখিতেছি সেতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং আমি তো তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিব এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদিগের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। (৭২) তাহারা বলিল, আমাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে তাহার পক্ষ হইতে যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না, সুতরাং তুমি কর, যাহা তুমি করিতে চাহ। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার। (৭৩) আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন,

আমাদিগের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ফির'আউন যখন প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিল এবং মূসা (আ)-এর মুকাবিলায় সে যাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারা সকল লোকের সম্মুখেই ঈমান আনিল এবং সে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল, তখন তাহার ধৃষ্টতা আরো বৃদ্ধি পাইল, তাহার শত্রুতা ও কুফরী আরো বৃদ্ধি পাইল। এবং তাহার ক্ষমতার ভয় দেখাইয়া যাদুকরদিগকে ধমক দিয়া বলিল ঃ

اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ

আমার অনুমতির পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিলে, তাহার কথা মানিয়া লইলে? এবং এমন প্রকাশ্য মিথ্যা কথা বলিল, যাহা যাদুকররা এবং সে নিজেও তাহা বুঝিত যে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সে বলিল ঃ

اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

সে তো তোমাদের বড় যাদুকর যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গুরুকে বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔

ইহা তোমাদের একটি চক্রান্ত যাহা তোমরা এই শহরের অধিবাসীকে বহিষ্কার করিবার মানসে চালাইয়াছ। অতএব অচিরেই তোমরা ইহার পরিণতি কি জানিতে পারিবে। (সূরা 'আরাফ ঃ ১২৩) অতঃপর বলিল ঃ

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۔

অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও বাম পা সমূহ কর্তন করিয়া দিব এবং খেজুর ডালে তোমাদিগকে শূলবিদ্ধ করিব।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ফির'আউন সর্বপ্রথম এই কাজটিই সম্পন্ন করিয়াছিল। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে কাহার শাস্তি অধিক কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী। অর্থাৎ তোমরা তো বলিতেছ যে, আমি ও আমার কাওম ভ্রান্ত এবং তোমরা মূসা ও তাঁহার

কাওম হিদায়াতপ্রাপ্ত। কিন্তু তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কে শাস্তি ভোগ করে ও তাহার শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ শাস্তি তোমরাই ভোগ করিবে এবং দীর্ঘকাল তোমরা সেই শাস্তিতে নিপতিত থাকিবে। ফির'আউন যখন তাহাদিগকে ধমক দিল এবং তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিল, তখন আল্লাহ্র জন্য তাহারা নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইল এবং তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ

لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ

আমাদের নিকট যেই দলীল প্রমাণ ও হিদায়েত সমাগত হইয়াছে আমরা উহার মুকাবিলায় তোমাকে গ্রহণ করিব না। না তোমাকে প্রাধান্য দান করিব। وَالَّذِىْ فَطَرَنَا আর আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপরও তোমাকে গ্রহণ করিব না। যিনি আমাদিগকে অস্তিত্বহীন হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন এবং মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবলমাত্র তিনিই আমাদের ইবাদত ও দাসত্ব পাওয়ার যোগ্য, তুমি নহে।

فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ অতএব তুমি যাহা ইচ্ছা আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করিতে পার।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনে ফায়সালা করিবার অধিকার রাখ যাহা ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী জীবনের ফয়সালা করিবার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু আমরা সেই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতিই উৎসাহী। প্রকাশ থাকে যে وَالَّذِىْ فَطَرَنَا কসম এর জন্যও হইতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا

আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যেন তিনি আমাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। বিশেষত আল্লাহ্র রাসূলের মু'জিযার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যে যাদুর জন্য তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ সেই গুনাহ যেন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা....... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ

এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ফির'আউন বনী ইসরাঈলের চল্লিশজন গোলামকে যাদু শিক্ষা করিতে নির্দেশ দিয়াছিল। অতপর যাদুকররা তাহাদিগকে এমন

দক্ষতার সহিত যাদু শিক্ষা দিল যে, দুনিয়ার অন্য কেহ তাহাদের সহিত মুকাবিলা করিতে সক্ষম ছিল না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই গোলামরা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ

اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ .

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা তুলনায় অধিক উত্তম এবং তুমি আমাদিগকে যেই বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, উহা অপেক্ষা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত বিনিময় অধিক দীর্ঘস্থায়ী। ইব্ন ইসহাক (র) এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) ইহার ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ্র আনুগত্য করা হইলে তোমার তুলনায় তিনি আমাদের পক্ষে উত্তম এবং যদি তাঁহার আনুগত্য না করা হয় তবে তাঁহার শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী। ইব্ন ইসহাক (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। বস্তুত ফির'আউন তাহাদের সম্পর্কে যেই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সে বাস্তবায়িত করিয়াছিল। এইজন্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যাদুকররা সকালে তো যাদুকর ছিল, কিন্তু বিকালে তাহারা ঈমান আনয়ন করিয়া শাহাদত বরণ করিল।

(٧٤) اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۗ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

(٧٥) وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى

(٧٦) جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى

অনুবাদ ঃ (৭৪) যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, যেথায় সে মরিবেও না বাঁচিবেও না। (৭৫) এবং

যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করিয়া, উহাদিগের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা। (৭৬) স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং এই পুরস্কার তাহাদিগেরই যাহারা পবিত্র।

তাফসীর ঃ বস্তুত যাদুকররা ফির'আউনকে সেই আল্লাহ্র গযব ও শাস্তি হইতে আত্মরক্ষার জন্য যেই উপদেশ দিয়াছিল ইহা উহার শেষাংশ। যাদুকররা ফির'আউনকে বলিল, اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا কিয়ামত দিবসে যেই ব্যক্তি অপরাধী হইয়া সাক্ষাৎ করিবে فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

তাহার জন্য রহিয়াছে চিরজাহান্নাম, যাহার মধ্যে না তো সে মৃত্যুবরণ করিবে, আর না সে জীবিত থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ

তাহাদের শেষ ফয়সালাও করা হইবে না। যাহার ফলে তাহারা মৃত্যুবরণ করিতে পারে আর না তাহাদের শাস্তি হালকা করা হইবে। আমি সকল কাফিরকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি। (সূরা ফাতির ঃ ৩৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সে না সেথায় মৃত্যুবরণ করিবে আর না জীবিতও থাকিবে। (সূরা আ'লা ঃ ১২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ

আর তাহারা ডাকিয়া বলিবে হে মালিক! তোমার পালনকর্তা যেন আমাদের সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেন। তখন মালিক বলিবে, তোমরা চিরকাল এইখানেই অবস্থান করিবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৭)

ইমাম আহমাদ (র)................. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যাহারা প্রকৃত দোযখবাসী তাহারা না তো মৃত্যুবরণ করিবে, না তাহারা জীবিতও থাকিবে। কিন্তু লোক এমনও হইবে যাহারা মু'মিন কিন্তু গুনাহর কারণে তাহাদিগকে আগুন স্পর্শ করিবে তাহারা মৃত্যুবরণ করিবে। অবশেষে তাহারা যখন পুড়িয়া কয়লা হইয়া যাইবে এবং তাহাদের জন্য সুপারিশের

অনুমতি হইবে। তখন ইহাদিগকে দলেদলে আনা হইবে এবং বেহেশতের নহরসমূহে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা তাহাদের উপর পানি প্রবাহিত কর। অতঃপর তাহারা ঢলের মাধ্যমে আনিত আবর্জনার মধ্যে যেমন লতাপাতা গজাইয়া উঠে তাহারাও অনুরূপ গজাইয়া উঠিবে। এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, মনে হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন গ্রামে বাস করিতেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে, শু'বা ও বিশ্র ইব্ন মুফিয়ান এর সূত্রে আবূ সালামাহ্ সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হইতে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দান কালে যখন

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى .

পাঠ করিলেন ঃ তখন তিনি বলিলেন ঃ

إمَّا أَهلها الذين هم اهلها فلا يموتون فيه ولا يحيون وأمَّا الذين ليسوا من أهلها فان النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهراً يقال له الحيوة أو الحيوان فينبتون كما ينبت العشب فى حميل السيل .

যাহারা প্রকৃত জাহান্নামী তাহারা জাহান্নামের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিবে না এবং জীবিতও থাকিবে না। কিন্তু যাহারা প্রকৃত জাহান্নামী নহে তাহাদিগকে আগুন স্পর্শ করিবে অতঃপর সুপারিশকারীগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবে এবং 'হায়াত' বা 'হায়ওয়ান' নামক একটি নহরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ঢলে আনিত আবর্জনায় যেমন ঘাস গজাইয়া থাকে তাহারাও অনুরূপ গজাইবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ

অর্থাৎ যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি অন্তরে ঈমান পোষণ করিয়া সাক্ষাৎ করিবে এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাহার ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত করিবে فَاُولٰۤئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى তাহাদের জন্য উচ্চতর মর্যাদা সম্পন্ন বেহেশত রহিয়াছে। যেখানে অনেক শান্তিপূর্ণ ঘর এবং উত্তম বাসস্থান রহিয়াছে।

ইমাম আহ্মাদ (র).......... হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس .

বেহেশ্তের মধ্যে একশত স্তর রহিয়াছে, প্রত্যেক দুইস্তরের মাঝে আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব বিদ্যমান, উহার মধ্যে ফিরদাউস সর্বোত্তম। এই ফিরদাউস হইতে চারটি নহর নির্গত হইয়াছে। উহার উপরে আরশ্ অবস্থিত রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহ্র নিকট বেহেশ্ত প্রার্থনা করিবে, তখন ফিরদাউস নামক বেহেশতের প্রার্থনা করিবে। ইমাম তিরমিযীও ইয়াযীদ ইবন হারূনের সূত্রে হাম্মাম (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... আবদুল মালিক (র) হইতে বর্ণিত যে, বেহেশতের মধ্যে একশত স্তর রহিয়াছে এবং প্রত্যেক স্তর একশত স্তরে বিভক্ত আর প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব বিদ্যমান। উহার মধ্যে ইয়াকূত পাথর ও নানা প্রকার গহনা রহিয়াছে। প্রত্যেক স্তরে একজন করিয়া আমীর রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, বেহেশতবাসীগণ তাহাদের উচ্চতর মর্যাদশীল লোকদিগকে ঠিক তেমনি দেখিতে পাইবেন যেমন তোমরা আসমানে নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখিতে পাও। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা তো আম্বিয়ায়ে কিরামের বাসস্থান হইবে। তিনি বলিলেন ঃ হাঁ, তবে সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার জীবন যাঁহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং রাসূলগণকে মান্য করিয়াছে তাঁহারাও তথায় বাস করিবে। সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। جَنّٰتُ عَدْنٍ চিরকাল বসবাসের স্থান। الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى হইতে ইহা বদল সংঘটিত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

উহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে এবং উহার মধ্যে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى যেই ব্যক্তি স্বীয় সত্তাকে ময়লা ও শিরক হইতে পবিত্র রাখিয়াছে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিয়াছে এবং রাসূলগণের আনিত জীবন বিধানের অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিয়াছে ইহা তাহাদেরই বিনিময়।

(٧٧) وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى

(٧٨) فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

(٧٩) وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى

অনুবাদ ঃ (৭৭) আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও এবং উহাদিগের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে, এই আশংকা করিও না। (৭৮) অতঃপর ফির'আউন ও তাহার সৈন্যবাহিনী সহ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। অতঃপর সমুদ্র উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিল। (৭৯) এবং ফির'আউন তাহার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল এবং সৎপথ দেখায় নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ ফির'আউন যখন বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত প্রেরণ করিতে অস্বীকার করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে রাত্রির অন্ধকারেই বনী ইসরাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইবার হুকুম করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক সূরায় ইহার বিস্তারিত বর্ণনাও করিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে সংগে করিয়া রাত্রিকালে রওয়ানা হইলেন, এবং সকাল বেলা মিসরে বনী ইসরাঈলের একজন লোকও পাওয়া গেল না। তখন ফির'আউন অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইল। দেশের সকল শহরের সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ .

সে বলিল, বনী ইসরাঈল অতি ক্ষুদ্র দলটি আমাদিগকে ক্রোধান্বিত করিয়াছে। (সূরা শু'আরা ঃ ৫৪-৫৫) ফির'আউন তাহার সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিয়া সূর্যোদয় কালেই হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে ধরিবার জন্য রওয়ানা হইল।

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ যখন উভয় পক্ষ একে অপরকে দেখিল।

قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ .

হযরত মূসা (আ)-এর সংগীরা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, কখনও নহে, আমার সহিত আমার প্রতিপালক রহিয়াছেন। তিনি আমার সাহায্য করিবেন। তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন।

হযরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে লইয়া নদীর তীরে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ফির'আউন তাঁহার পশ্চাতেই ছিল। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই মুহূর্তে ওহীযোগে নির্দেশ হইল ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا

হে মূসা! বনী ইসরাঈলদের জন্য নদীর মধ্যে শুষ্ক পথ বানাইয়া দাও। হযরত মূসা (আ) নদীতে তাহার লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্র নির্দেশে তুমি সরিয়া পড়। সাথে সাথেই দুই দিকে পাথরের ন্যায় পানি জমাট বাঁধিয়া গেল এবং এদিকে ওদিকে নদীর পানি বড় বড় পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুকে প্রেরণ করিলেন, উহা শুষ্ক মাটির পথের ন্যায় পাকা করিয়া দিল।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ‏

হে মূসা! তাহাদের জন্য শুষ্কপথ করিয়া দাও। ফির'আউন তোমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে যে আশংকা করিও না এবং নদী তোমার কাওমকে নিমজ্জিত করিবে সে ভয়ও করিও না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

অতঃপর ফির'আউন তাহাদের পশ্চাতে চলিতে লাগিল, কিন্তু নদী তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিল। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে স্পষ্ট এই কথা বলেন নাই যে, নদীর পানিতে তাহারা নিমজ্জিত হইল। বরং ইহা বলিয়াছেন, সেই জিনিস তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিল, যাহা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিল। কারণ, কোন্ বস্তু যে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিল, উহা সকলেরই জানা ছিল। অতএব স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ছিল না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى আল্লাহ্ হযরত লূত (আ)-এর কাওমকে ধ্বংস করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইল যেই বস্তু যাহা তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইল। অর্থাৎ যেই শাস্তি লূত (আ)-এর কাওমকে গ্রাস করিয়াছিল উহা সকলেরই জানা ছিল। আরবী কবিতায় ও এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন ঃ

انا ابو النجم وشعري شعري

আমি আবূ নজম এবং আমার কবিতাই আমার কবিতা। অর্থাৎ আমার কবিতা যে কত উচ্চস্তরের তাহা সকলেরই জানা আছে।

ফির'আউন পৃথিবীতে যেমন তাহার কাওমের নেতৃত্ব দান করিয়া তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে এবং নদীর মধ্যে ডুবাইয়া মারিয়াছে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনেও তাহাদের নেতৃত্ব দান করিয়া জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করিবে। যাহা অত্যধিক জঘন্য স্থান।

(٨٠) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ
جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى
(٨١) كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ
عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى
(٨٢) وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

অনুবাদ ঃ (৮০) হে বনী ইস্রাঈল! আমি তো তোমাদিগকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদিগের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম। (৮১) তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম উহা হইতে ভালভাল বস্তু আহার কর। এবং এই বিষয়ে সীমালংঘন করিও না। করিলে তোমাদিগের উপর আমার গযব অবধারিত এবং যাহার উপর আমার গযব অবধারিত সে তো ধ্বংস হইয়া যায়। (৮২) এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, তাহার প্রতি যে তাওবা করে ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ বনী ইস্রাঈলের প্রতি যে বিরাট নিয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন-তাহাদের শত্রু হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ফির'আউনকে তাহার দলবলসহ নদীতে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বনী ইস্রাঈল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু শীতল করিতেছিল।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

আমি ফির'আউন ও তাহার বংশকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে। (সূরা বাকারা ঃ ৫০)

ইমাম বুখারী (র)........ হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন তিনি মদীনার ইয়াহূদীগণকে আশুরার রোযা রাখিতে দেখিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, এই দিনটি হইল সেই দিন যেই দিনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের উপর বিজয়ী করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ نحن اولى بموسى আমরাই তো হযরত মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। অতএব হে আমার সাহাবীগণ! তোমরাও এই দিনে সাওম রাখ। فصوموه

ইমাম মুসলিম (র) ও তাঁহার সুহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ফির'আউনকে ধ্বংস করিবার পর মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর নিকট তূর পাহাড়ের ডান দিকের ওয়াদা করিলেন। এই স্থানটি হইল সেই স্থান যেখানে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন। এবং এই অবসরেই তাহারা বাছুর পূজা করিয়াছিল। অল্পপরেই আল্লাহ্ তা'আলা ইহার আলোচনা করিবেন। মান্না ও সালওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় সম্পন্ন হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত এই যে, মান্না, হইল এক প্রকার মিষ্টান্ন যাহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইত। এবং সালওয়া, এক প্রকার পাখী যাহা তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িত এবং প্রয়োজন মুতাবিক ধরিয়া খাইত। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ইহ্সান ও একান্ত অনুগ্রহ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

আমি যেই পবিত্র রিযিক তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা আহার কর। কিন্তু তোমরা সীমাঅতিক্রম করিও না। অর্থাৎ তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মান্না ও সালওয়া লইও না। নচেৎ তোমাদের উপর আমার গযব ও ক্রোধ অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু যাহারা আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অমান্য করিল ;

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى আর যাহার উপর আমার গযব অবতীর্ণ হইবে সে অবশ্যই ধ্বংস হইবে।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে فَقَدْ هَوَى এর অর্থ فَقَدْ شَقِيَ বর্ণনা করেন। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে ও হতভাগা হইবে। শফী ইব্ন

মানী' (র) বলেন, জাহান্নামের মধ্যে একটি উচুস্থান আছে। উহার উপর হইতে কাফির ব্যক্তিকে নিচে নিক্ষেপ করা হইবে। জাহান্নামের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে উহার চল্লিশ বৎসর প্রয়োজন হইবে :

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই উল্লেখ করিয়াছে। রেওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

যেই ব্যক্তি তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তাহার প্রতি বড়ই ক্ষমাশীল। অর্থাৎ যেই ব্যক্তিই তাওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এমন কি বনী ইসরাঈলের যাহারা বাছুর পূজা করিয়াছিল তাহাদিগকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। تَابَ অর্থ শির্ক, কুফর, নিফাক ও গুনাহ হইতে ফিরিয়াছে। امن অর্থ অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং عَمِلَ صَالِحًا অর্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সৎকাজ করিয়াছে। ثُمَّ اهْتَدَى আলী ইব্ন তাল্হা (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অতঃপর সে অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ করে নাই। সাঈদ ইবন জুবাইর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরামের নীতির উপর অটল রহিয়াছে। মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেক হইতে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাতাদাহ্ (র) ثُمَّ اهْتَدَى -এর অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের নীতির অনুসরণ করিয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, সেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে যে আল্লাহ্‌র নিকট ইহার বিনিময় ও সাওয়াব রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, শব্দটি খবরের উপর খবরের তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

এর মধ্যে ثُمَّ অব্যয়টি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৮৩) وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى

(৮৪) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى

(৮৫) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ

(٨٦) فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ

(٨٧) قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ

(٨٨) فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِيَ

(٨٩) اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا

অনুবাদ ঃ (৮৩) হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে ফেলিয়া তোমাকে ত্বরা করিতে বাধ্য করিল কিসে? (৮৪) সে বলিল, এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এই জন্য। (৮৫) তিনি বলিলেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামেরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুতি কাল তোমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদিগের প্রতি আপতিত হউক তোমাদিগের প্রতিপালকের গযব। যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে? (৮৭) উহারা বলিল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই; তবে আমাদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে

নিক্ষেপ করিলাম। সামেরীও নিক্ষেপ করে (৮৮) অতঃপর আকস্মাৎ সে উহাদিগের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব যাহা হাম্বা রব করিত; উহারা বলিল, ইহা তোমাদিগের ইলাহ্ ও মূসার ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে। (৮৯) তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে, উহা তাহাদিগের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতাও রাখে না।

তাফসীর ঃ ফির'আউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অতঃপর তাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করিল যাহারা মূর্তিসমূহের নিকট অবস্থান করিত এবং উহার পূজা করিত। বণি ইস্রাঈল তখন বলিল, হে মূসা (আ) আমাদের জন্য তদ্রুপ উপাস্য স্থির করিয়া দিন যেমন এইসকল লোকদের উপাস্য আছে। তিনি বলিলেন, তোমরা তো দেখিতেছি বড়ই মূর্খলোক। এই সকল লোক তো অবশ্যই ধ্বংস হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে উহাও বাতিল। (সূরা 'আরাফ ঃ ১৩২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ত্রিশ রাত্রিদিনের ওয়াদা করিলেন। অতঃপর আরো দশদিন বৃদ্ধি করিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ চল্লিশ দিন রাত্রের সাওম রাখবার জন্য নির্দেশ করিলেন। এই সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) বিলম্ব না করিয়া তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন। এবং হযরত হারূন (আ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি করিয়া গেলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِيْ .

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মূসা! কোন বস্তু তোমাকে তোমার কাওম হইতে গাফিল করিয়া এখানে দ্রুত করিয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহারা আমার পশ্চাতে তূর পাহাড়ের নিকটবর্তীই আছে। وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট আমি জলদী করিয়া এই জন্য আসিয়াছি যেন আপনার সন্তুষ্টি বেশী করিয়া অর্জন করিতে পারি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ،

আল্লাহ্ ইরশাদ করিলেন, আমি তোমার কাওমকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছি এবং সামেরী তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। হযরত মূসা (আ)-এর তূর পাহাড়ে গমন করিবার পর বনী ইস্রাঈল যে বাছুর পূঁজা শুরু করিয়াছিল এবং সামেরী ইহার জন্য তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতের মাধ্যমে সেই সংবাদ দান করিয়াছেন। ইসরাঈলী কিতাবসমূহে বর্ণিত সামেরীর নামও হারূন ছিল। আল্লাহ্ এই সময়ে হযরত মূসা (আ)-কে কতকগুলি ফলকে তাওরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া দেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ،

আমি মূসা (আ)-এর জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ এবং প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। অতএব উহা তুমি মজবুত করিয়া ধারণ কর এবং তোমার কাওমকেও উহা উত্তমরূপে ধারণ করিবার নির্দেশ দান কর। আমি অচীরেই ফাসিক ও আমার নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণতি তোমাদিগকে দেখাইব। (সূরা আরাফ ঃ ১৪৫)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

আল্লাহ্ এই সংবাদ প্রদানের পর মূসা (আ) অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে তাঁহার কাওমের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পবিত্র তাওরাত গ্রহণ করিবার জন্য তূর পাহাড়ের গমন করিয়াছিলেন। তাই তাওরাতে তাহাদের শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম রহিয়াছে। উহা মুতাবিক আমল করাই তাহাদের মানসম্ভ্রম নিহিত। অথচ তাহারা শিরকের মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা বাতিল এবং ইহার মধ্যে লিপ্ত হওয়া তাহাদের বুদ্ধির স্বল্পতার পরিচয়ই বহন করে।

اسف। শব্দের অর্থ অত্যধিক ক্রোধান্বিত হওয়া। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ ঘাবড়াইয়া যাওয়া। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, চিন্তিত হওয়া। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) তাঁহার কাওমের কৃতকর্মের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا

মূসা বলিল, হে আমার কাওম! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সহিত উত্তম ওয়াদা করেন নাই? অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার কল্যাণের ও উত্তম পরিণতির ওয়াদা করেন নাই? তোমাদের শত্রুর উপর তিনি যে, তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া তোমাদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন তাহা তো তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এবং আরো অনেক নিয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন, উহার জন্য অপেক্ষাকাল কি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে? যাহার কারণে তোমরা নিরাশ হইয়াছ এবং সেই সকল নিয়ামতের প্রাপ্তিকালও কি অনেক দীর্ঘ হইয়াছে যাহার কারণে তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? বস্তুত ইহার কোনটার সময়ই দীর্ঘ হয় নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

বরং আমার বিরোধিতা করিয়া তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি গযব ও ক্রোধ নিক্ষিপ্ত হউক ইহাই তোমাদের কাম্য। أَمْ শব্দটি এখানে بَلْ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত মূসা (আ)-এর এই কথার জবাবে বনী ইসরাঈল বলিল, مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا আমরা স্বেচ্ছায় আপনার প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করি নাই। অতঃপর তাহারা গ্রহণযোগ্যতা বিবর্জিত ওযর পেশ করিতে শুরু করিল। তাহারা বলিল, আমার যখন মিসর হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তখন কিবৃতীদের যেই সকল স্বর্ণালংকার আমাদের নিকট ছিল, উহা আমরা একটি গর্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। এবং পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, যে হযরত হারূন (আ) নিজেই আগুনের একটি গর্তে উহা নিক্ষেপ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।

সুদ্দী (র) আবূ মালিকের সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত হারূন (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, সকল অলংকার গর্তে একত্রিত করিয়া একটি পাথরে পরিণত করা। হযরত মূসা (আ) ফিরিয়া আসিবার পর যাহা সমীচীন মনে করিবেন, তিনি উহা করিবেন। কিন্তু সামেরী আসিয়া তাহার বস্তু উহা নিক্ষেপ করিল। সে উহা আল্লাহ্র প্রেরিত দূতের আলামত হইতে লইয়াছিল। হযরত হারূন (আ)-এর নিকট তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার জন্য প্রার্থনা করিবার দরখাস্ত করিলে, তিনি দু'আ করিলেন। তাহার পর দু'আ কবুল হইল। অথচ, পূর্বে তিনি সামেরীর উদ্দেশ্য ও কাম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সামেরী একটি বাছুর হইবার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিল, বাছুর হইল। এবং উহার মুখ হইতে শব্দও বাহির হইতে লাগিল। এবং এইভাবে তাহারা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইল।

ইরশাদ হইল ঃ

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۔

সামিরী ও বনী ইসরাঈলের ন্যায় তাহার হাতের বস্তু নিক্ষেপ করিল এবং তাহাদের জন্য শরীর বিশিষ্ট বাছুর বাহির করিল। এবং উহা শব্দও করিতে লাগিল।

ইবন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত হারূন (আ) সামিরীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তখন সে বাছুরটিকে ঠিক ঠাক করিতেছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতেছ? সে বলিল, আমি কাজ করিতেছি যাহা অপকারী তো বটেই উপকারী নাহে। তখন হযরত হারূন (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ্! সে তাহার যেই মন বাসনা পূর্ণ হইবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, আপনি উহা তাহাকে দান করুন। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তখন সামিরী বলিল, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, বাছুরটি হইতে যেন শব্দ বাহির হয়। অতঃপর উহা হইতে শব্দ বাহির হইতে লাগিল। যখনই বাছুর শব্দ করিত তাহারা উহার সম্মুখে সিজদায় অবনত হইত। আবার যখন শব্দ করিত সিজদা হইতে মাথা উঠাইত।

ইবন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, সামিরী বলিল, আমি উপকারী কাজ করতেছি, ইহা অপকার করিবে না। সুদ্দী (র) বলেন, বাছুরটি শব্দ করিত এবং চলাচল করিত। তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা গুমরাহ হইল এবং বাছুরের উপাসনা করিতে লাগিল, তাহারা বলিল ঃ هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসা (আ)-এরও ইলাহ্। কিন্তু তিনি ভুলিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে পূর্বে ফিতনার হাদীসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ ও এইরূপ বলেন। সিমাক (র) ইকরিমাহ (র)-এর সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সামিরী বলিল, হযরত মূসা এই কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই বাছুরই তোমাদের ইলাহ্।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তাহারা এই কথা বলিল, এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসা (আ)-এরও ইলাহ্। অতঃপর তাহারা উহার নিকট অবস্থান করিল এবং উহাকে এতই ভালবাসিতে লাগিল যে, উহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কোনই বস্তু ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَنَسِىَ অর্থাৎ সামিরী ইসলামকে পরিত্যাগ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া ও তাহাদের জ্ঞানহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَفَلاَ يَرَوْنَ اَلاَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً وَّلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا ۔

তোমরা কি দেখিতেছ না যে, বাছুর তাহাদের কোন কথার জবাব দিতে পারে না এবং দুনিয়া ও আখিরাতের তাহাদের কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতা রাখেনা এবং কোন উপকারও করিতে পারেনা।

হযরত ইবন আব্বাস (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম! বাছুরটির নিজস্ব কোন শব্দ ছিল না বরং উহার গুহ্যদ্বারে হাওয়া প্রবেশ করিয়া মুখ হইতে বাহির হইবার সময় শব্দ শুনা যাইত। হযরত হাসান বাসরী (র) হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, বাছুরের নাম ছিল বাহমূত (بهموت)।

বনী ইসরাঈলের মূর্খরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যেই ওযর পেশ করিয়াছিল উহার সারসংক্ষেপ হইল এই যে, তাহারা কিব্তীদের অলংকার হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য উহা গর্তে নিক্ষেপ করিল বটে, কিন্তু উহার দ্বারা বাছুর প্রস্তুত করিয়া উহাকে পূজা করিয়া শিরক করিতে শুরু করিল। ছোট গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিল বটে কিন্তু বড় গুনাহ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। এক বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একবার এক ইরাকী ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যদি মশার রক্ত কাপড়ে লাগে তবে উহাসহ নামায জায়িয আছে কি? তখন হযরত ইবন উমর (রা) বলিলেন, "তোমরা এই ইরাকী ব্যক্তিকে দেখতো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা)-কে হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। কিন্তু মশার রক্তের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

(৯০) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ

(৯১) قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى

অনুবাদ ঃ (৯০) হারূন ইহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদিগের প্রতিপালক দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল। (৯১) উহারা বলিয়াছিল, আমাদিগের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা উহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত হারূন (আ) বনী ইস্রাঈলকে বাছুর পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এবং তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেন, ইহা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষার বস্তু। তোমাদের প্রতিপালক বড়ই মেহেরবান, তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাকে পরিমিত করিয়াছেন। তিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা করিয়াই ফেলেন। فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي অতএব আমি যাহা আদেশ করি উহা পালন কর এবং যাহা করিতে নিষেধ করি উহা হইতে বিরত থাক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۔

বনী ইস্রাঈলের বাছুর পূজারীরা বলিল, আমরা তো উহার নিকটই অবস্থান করিব যাবত না হযরত মূসা প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ আমরা বাছুর পূজা পরিত্যাগ করিব না। এই প্রসঙ্গে হযরত মূসা (আ)-এর মতামত শ্রবণ করিব। তাহারা হযরত হারূন (আ)-এর বিরোধিতা করিল, তাহার সহিত লড়াই করিল এবং তাহাকে হত্যা করিবার উপক্রম হইল।

(৯২) قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا

(৯৩) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي

(৯৪) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

অনুবাদ ঃ (৯২) মূসা বলিল, হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কি সে তোমাকে নিবৃত্ত করিল- (৯৩) আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে? (৯৪) হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিও না, আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে তুমি বলিবে, তুমি বনী ইস্রাঈলদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, বিরাট দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন রাগে গোস্বায় ফাটিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে তাওরাত গ্রন্থের যেই ফলকসমূহ ছিল উহাও ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার ভাইয়ের মাথা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। সূরা আ'রাফে পূর্বেই এই প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ সংবাদ মাধ্যমে শ্রবণ করা প্রত্যক্ষ করার সমতুল্য নহে। এই হাদীসটিও বর্ণনা করিয়াছি। হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا أَلَّا تَتَّبِعَنِ

যখন তুমি তাহাদিগকে গুমরাহ হইতে দেখিলে তখন কোন বস্তু তোমাকে আমার অনুসরণে বাধা দিয়াছিল? ঘটনা ঘটিবার সাথেসাথেই তো আমাকে সংবাদ প্রদান করা উচিৎ ছিল। أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي তুমি কি আমার নির্দেশ অমান্য করিয়াছ? তোমাকে তো পূর্বেই বলিয়াছি ঃ

اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۔

তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, তাহাদের সংশোধন করিবে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪২)

قَالَ ابْنَ أُمَّ হযরত হারূন বলিলেন, হে আমার আম্মার পুত্র! হযরত হারূন (আ) অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় আম্মার পুত্র বলিয়া হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহারা পরস্পর আপন ভাইই ছিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

হে আমার আম্মার পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও মাথা ধরিও না। হযরত হারূন (আ) যে হযরত মূসা (আ)-কে কোন ওযরে এই বিপদের সংবাদ দান করেন নাই উহা বর্ণনা করিয়া বলেন, যদি আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া তোমার নিকট ছুটিয়া যাইতাম তবে আমার আশংকা ছিল যে তুমি এই কথা বলিবে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলে কেন এবং তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলাই বা সৃষ্টি করিলে কেন? এবং এই কথাও বলিতে, لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي তোমাকে আমি যেই প্রতিনিধিত্ব করিবার দায়িত্ব দান করিয়া আসিয়াছিলাম, তুমি উহা সঠিকভাবে পালন কর নাই। এবং আমার কথার গুরুত্ব দান করনাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত হারূন (আ) একদিকে যেমন হযরত মূসা (আ)-কে ভয় করিতেন, অপরদিকে তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণও করিতেন সমভাবে।

(৯৫) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَٰسَٰمِرِيُّ

(٩٦) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

(٩٧) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

(٩٨) إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

অনুবাদ ঃ (৯৫) মূসা বলিল, হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলিল, আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই। অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হইতে এক মুষ্টি লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল এই রূপ করা। (৯৭) মূসা বলিল, দূর হও তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্টকাল। তোমার বেলায় যাহার ব্যতিক্রম হইবে না, এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই। (৯৮) তোমাদিগের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তাহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ) সামিরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সামিরী তুমি যেই অপকর্ম করিয়াছ উহার মধ্যে তোমাকে কোন বস্তু উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, হাকীম ইব্ন জুবাইর (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সামিরী বাজেরমা-এর অধিবাসী ছিল। তাহারা গাভী পূজা করিত। সামিরীর অন্তরে গাভী পূজার প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল মূসা ইব্ন জাফর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, সামিরী কেরমানের অধিবাসী ছিল। কাতাদাহ (র) বলেন, 'সামিরা'-এর অধিবাসী ছিল।

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ সে বলিল, ফির'আউনকে ধ্বংস করিবার জন্য যখন হযরত জিব্রীল (আ) আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ অতঃপর আমি সেই প্রেরিত দূত জিব্রীল (আ)-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি মাটি তুলিয়া লইলাম। অধিকাংশ মুফাস্সির এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত জিব্রীল (আ) অবতীর্ণ হইয়া হযরত মূসা (আ)-কে লইয়া যখন আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন তখন সামিরী তাঁহার ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল. অন্য কেহ দেখিল না। হযরত জিব্রীল মূসা (আ)-কে লইয়া যখন আসমানের প্রান্তে পৌঁছালেন, আল্লাহ তা'আলা তখন ফলকসমূহে তাওরাত লিখিলেন। হযরত মূসা (আ)ও লিখিবার সেই শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি যখন তাঁহার কাওমের পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি নিচে অবতরণ করিলেন এবং বাছুরটিকে ধরিয়া জ্বালাইয়া দিলেন। হাদীসটি গারীব।

মুজাহিদ (র) فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত জিব্রীল (আ) ঘোড়ার ক্ষুরের নিচ হইতে সামিরী এক মুষ্টি মাটি তুলিয়া লইয়াছিল। মুজাহিদ (র) আরো বলেন, সামিরী তাহার হাতের মাটি বনী ইস্রাঈলের একত্রিত গহনাসমূহের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অবশেষে একটি সুন্দর বাছুরের রূপ ধারণ করিল। এবং যেহেতু উহার ভিতর শূণ্য ছিল। উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে এবং উহা হইতে বাহির হইবার সময়ে শব্দ হইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ... ... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সামিরী যখন হযরত জিব্রীল (আ)-কে দেখিল, তখন মনে মনে ধারণা করিল, যদি তাঁহার ঘোড়ার পদচিহ্ন হইতে এক মুষ্টি মাটি তুলিয়া কোন বস্তুর মধ্যে নিক্ষেপ করে তবে উহা দ্বারা যাহা ইচ্ছা উহা প্রস্তুত করিতে পারিবে। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ)-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হইতে মাটি তুলিয়া লইল। কিন্তু সাথেসাথেই তাহার হাতের আঙ্গুলিসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল। হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহর প্রতিশ্রুত স্থানে চলিয়া গেলেন। তখন বনী ইস্রাঈল ফির'আউনের কাওম হইতে যেই সকল অলংকার লইয়া আসিয়াছিল উহা দেখিয়া সামিরী বলিল, এই সকল গহনার কারণে তোমাদের উপর বিপদ আসিয়াছে। অতএব তোমরা উহা একত্রিত করিয়া আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দাও। তাহারা সকল গহনা একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দিল। সকল গহনা গলিয়া গেল। সামিরী যখন উহা দেখিল তখন তাহার অন্তরে এই কথা আসিল যে, যদি আমি আমার হাতের মাটি এই গলিত ধাতুর মধ্যে নিক্ষেপ করি এবং আমার কাংক্ষিত বস্তু হইবার জন্য হুকুম করি, তবে উহা হইয়া যাইবে। অতঃপর উহাই করিল। ফলে একটি বাছুর হইয়া গেল। অতঃপর সে বলিল, هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ এই বাছুরই হইল

তোমাদের এবং মূসা (আ)-এর ইলাহ্। হযরত মূসা (আ)-এর জিজ্ঞাসার পর সামিরী বলিল, فَنَبَذْتُهَا আমিও গর্তের মধ্যে আমার হাতের বস্তু অনুরূপ নিক্ষেপ করিয়াছি, যেমন অন্যান্য লোকজন নিক্ষেপ করিয়াছিল। وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي আমার অন্তর এই ভাবেই আমার নিকট সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন ঃ

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ٠

যাও পার্থিব জীবনে তোমার শাস্তি ইহাই যে, তুমি বলিয়া বেড়াইবে আমাকে যেন কেহ স্পর্শ না করে। অর্থাৎ যেই বস্তু তোমার পক্ষে স্পর্শ করা ও তুলিয়া লওয়া উচিৎ ছিল না উহা স্পর্শ করা ও তুলিয়া লওয়ার কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যে, তুমিও কোন লোককে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তোমাকেও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ এবং তোমার জন্য কিয়ামত দিবসের একটি প্রতিশ্রুত দিন রহিয়াছে, যে দিনের শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার কোনই উপায় নাই। হাসান, কাতাদাহ্ ও আবূ নাহীক وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ এর তাফসীর করেন, তোমার জন্য একটি প্রতিশ্রুত দিনের শাস্তি রহিয়াছে যাহা হইতে তুমি পলায়ন করিতে পারিবেন না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ٠

তোমার সেই উপাস্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যাহার তুমি পূজা করিতে।

لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

আমরা অবশ্যই উহাকে জ্বালাইয়া দিব এবং টুকরা টুকরা করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, স্বর্ণের বাছুর রক্ত মাংসের বাছুরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। অতঃপর উহাকে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া উহার ছাই নদীতে নিক্ষেপ করা হইল। ইবন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ) ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রতিপালকের নিকট গমন করিলে, সামিরী বনী ইসরাঈলের গহনাসমূহ একত্রিত করিল। অতঃপর উহাকে বাছুরের রূপ দান করিল। অতঃপর মূসা (আ) উহা জ্বালাইয়া ভস্ম করিলেন এবং নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। সেই সময় যেই বাছুর উপাসকরা উহার পানি পান করিল, তাহাদের মুখমণ্ডল স্বর্ণের ন্যায় হলুদ বর্ণের হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, এই অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? তিনি বলিলেন, পরস্পর একজন একজনকে হত্যা করিবে। সুদ্দী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা বাকারার

তাফসীর এই প্রসংগে এবং অত্র সূরার তাফসীরে পূর্বে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ٠

হযরত মূসা (আ) বলেন, এই বাছুর তোমাদের ইলাহ্ নহে তোমাদের ইলাহ্ হইলেন সেই মহান আল্লাহ্ যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। কেবল তিনি ইবাদত ও উপাসনারযোগ্য। সকল বস্তু তাঁহারই মুখাপেক্ষী, তাঁহারই বান্দা ও গোলাম। وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا তিনি সকল বস্তুকে জানেন। তাঁহার জ্ঞান সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে। সকল বস্তুকে তিনি গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। এক বিন্দু পরিমাণ বস্তুও তাঁহার নিকট অদৃশ্য নহে। গাছ হইতে যে কোন পাতা ঝরিয়া পড়ুক তিনি উহা জানেন। মাটির মধ্যে ঘোর অন্ধকারেও যেই বীজ রহিয়াছে তাহাও তিনি জানেন এবং সকল আর্দ্র-শুষ্ক বস্তু তাঁহার নিকট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٠

যমীনে চলমান সকল প্রাণীর রিযিক আল্লাহ্র দায়িত্বে রহিয়াছে। তিনিই সকলকে রিযিক প্রদান করেন। সকলের বাসস্থান ও কবরস্থান তিনি জানেন এবং সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে। (সূরা হূদ ঃ ৬) এই প্রসংগে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

(৯৯) كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا

(১০০) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا

(১০১) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا

অনুবাদ ঃ (৯৯) পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি উপদেশ। (১০০) ইহা এই যে, যে বিমুখ হইবে, সে কিয়ামতের দিনে মহাভার বহন করিবে।

(১০১) উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ইহাদিগের জন্য হইবে কত মন্দ!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! যেমন আমি মূসা (আ)-এর ঘটনা এবং ফির'আউনের সহিত তাঁহার সংঘটিত কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আরো অনেক ঘটনা আপনার নিকট যথাযথভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি। আপনার নিকট আমি পবিত্র কুরআনও অবতীর্ণ করিয়াছি; অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিক হইতে উহার নিকট বাতিল আসিতে পারে না; উহা মহাজ্ঞানী ও মহা প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত! পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি অনুরূপ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয় নাই। কেবল এই মহাগ্রন্থই পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ ও ভবিষ্যতের সংঘটিতব্য বিষয়সমূহের সংবাদ দান করিয়াছেন। এবং মানুষের সমস্যাসমূহের সমাধান পেশ করিয়াছে।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন হইত মুখ ফিরাইয়া লয়, উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অন্য কোথাও হইতে জীবন চলার পথ খোঁজে আল্লাহ্ তাহাকে গুমরাহ করেন এবং দোযখের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۔

যে যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন হইত মুখ ফিরাইয়া লইবে সে কিয়ামত দিবসে গুনাহ্র ভারী বোঝা বহন করিবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۔

বিভিন্ন দল-গোত্রসমূহ হইতে যে কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন অস্বীকার করিবে জাহান্নামই তাহার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হূদ ঃ ১৭) চাই আরবের অধিবাসী হউক কিংবা আজমের, আহলে কিতাব হউক কিংবা অন্য কেহ! সকলের পক্ষে এই বিধান সমভাবে প্রযোজ্য;

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ যাহার নিকটই এই পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছাইবে আমি তাহাকেই সতর্ক করিব। অতঃপর যে উহার অনুসরণ করিবে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে এবং যে উহার বিরোধিতা করিবে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, সে দুনিয়ায় গুমরাহ হইবে ও হতভাগ্য হইবে এবং পরকালে দোযখই তাহার প্রতিশ্রুত স্থান।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا خٰلِدِيْنَ فِيْهِ

যেই উহা মুখ ফিরাইয়া লইবে কিয়ামত দিবসে গুনাহ্র বোঝা বহন করিবে এবং চিরদিন উহাতে অবস্থান করিবে; উহা হইতে মুক্তি লাভ করা কখনও সম্ভব হইবে না;

وَسَاۤءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا

এবং তাহাদের সে বোঝা-ই হইবে বড় জঘন্য বোঝা।

(١٠٢) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

(١٠٣) يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا

(١٠٤) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا

অনুবাদ ঃ (১০২) যেই দিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আমি অপরাধীদিগকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করিব। (১০৩) উহারা নিজদিগের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করিবে। তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করিয়াছিলে। (১০৪) তাহারা কি বলিবে তাহা আমি ভাল জানি, ইহাদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল, সে বলিবে, তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান করিয়াছিলে।

তাফসীর ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল اَلصُّوْرُ কি? তিনি জবাবে বলিলেন ঃ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ ইহা সিংগা, যাহাতে ফুৎকার দেওয়া হইবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, সিংগার বৃত্ত আসমান ও যমীনের বৃত্তের সমতুল্য। হযরত ইস্রাফীল (আ) ইহাতে ফুৎকার দিবেন। অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, আমি কি করিয়া শান্তি পাইতে পারি? অথচ, শিংগাওয়ালা ফিরিশ্তা শিংগা মুখে দিয়া আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় মাথা অবনত করিয়া রাখিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি পড়িব? তিনি বলিলেন, তোমরা পড় ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। আল্লাহ্র উপরই আমরা ভরসা করিয়াছি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

আর অপরাধীদগকে আমি সেই দিন দৃষ্টিহীন করিয়া একত্রিত করিব। কঠিন ভয়-ভীতির কারণে তাহাদের চক্ষু নীলবর্ণের অর্থাৎ দৃষ্টিহীন হইয়া যাইবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার অর্থ করিয়াছেন, তাহারা পরস্পরে চুপিসারে কথা বলিবে। তাহারা একে অপরকে বলিবে, তোমরা দুনিয়ায় মাত্র দশদিন অবস্থান করিয়াছ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ তাহারা চুপিসারে যে কি বলে উহা আমি খুব ভালই জানি।

إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

তখন তাহাদের জ্ঞানী ব্যক্তি বলিবে, তোমরা তো মাত্র একদিন দুনিয়ায় অবস্থান করিয়াছ। দুনিয়ার অবস্থান কাল তাহাদের নিকট অত্যন্ত অল্প বলিয়া মনে হইবে, যদিও দুনিয়ায় দিবারাত্রের বারবার আগমন ঘটিয়াছে, তবুও উহা একদিনের মত মনে হইবে। কাফিররা কিয়ামত দিবসে পার্থিব জীবনকে অতি অল্প বলিয়া এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিবে যে, যেহেতু পার্থিব জীবন অল্প ছিল, কাজেই আমরা সঠিক পথ পাওয়ার অবকাশ পাই নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ..... وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

যেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে, অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে তারা এক ঘন্টার অতিরিক্ত দুনিয়ায় অবস্থান করে নাই। ... ... কিন্তু তোমরা জান না। (সূরা রূম ঃ ৫৫-৫৬)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ .

আমি কি তোমাদিগকে এতটুকু জীবন দান করিয়াছিলাম না, যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। আর তোমাদের নিকট সতর্ককারী নবী ও রাসূল ও আগমণ করিয়াছিলেন। (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা দুনিয়ায় কত বৎসর অবস্থান করিয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছি। যাহারা গণনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছ। কিন্তু ইহা যদি তোমরা বিশ্বাস করিতে যে, দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী, তবে দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দান করিতে। কিন্তু তোমরা কার্যত তাহা কর নাই। যাহা করিয়াছ উহা বড়ই জঘন্য কাজ করিয়াছ।

(١٠٥) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

(١٠٦) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

(١٠٧) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

(١٠٨) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

অনুবাদ ঃ (১০৫) তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? বল আমার প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন। (১০৬) অতঃপর তিনি উহাকে পরিণত করিবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। (১০৭) যাহাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখিবে না। (১০৮) সেইদিন উহারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করিতে পারিবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতিত তুমি কিছুই শুনিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ মানুষ পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত দিবসে ইহা অবশিষ্ট থাকিবে, না ইহার বিলুপ্ত ঘটিবে? فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (হে মুহাম্মদ) আপনি বলিয়া দিন, পাহাড় সমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের স্থান হইতে সরাইয়া দিবেন। এবং উহাদিগকে চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিবেন। فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا অতঃপর তিনি যমীনকে পরিষ্কার সমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন। القاع অর্থ সমতল ভূমি। الصَّفْصَفُ এরও একই অর্থ। তাকীদ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, الصَّفْصَفُ অর্থ এমন ভূমি যাহাতে কোন বৃক্ষলতা নাই। কিন্তু প্রথম অর্থ উত্তম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا আপনি সেই যমীনে কোন বক্রতা দেখিবেন না, আর উচুনীচুও দেখিবেন না। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সেই দিন কোন উপত্যকাও দেখিবেন না আর কোন উঁচুস্থানও দেখিতে পাইবেন না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, মুজাহিদ, হাসান বাসরী, যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ

যেই দিন তাহারা এই সকল অবস্থা ও ভয়ভীতি দেখিবে, সেইদিন তাহারা যে কোন নির্দেশের জন্য আহ্বানকারীর অনুসরণ করিয়া চলিবে। অথচ, ইহা তাহাদের জন্য কোন উপকার করিবে না। কিন্তু তাহারা যদি দুনিয়ায় আল্লাহ্র পক্ষের আহ্বানকারীর অনুসরণ করিয়া চলিত, তবে উহা তাহাদের পক্ষে উপকারী হইত। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

যেই দিন তাহারা আমার নিকট আসিবে সেই দিন তাহারা খুব শ্রবণ করিবে খুব দেখিবে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে অন্ধকারে একত্রিত করিবেন। আসমানকে পেচাইয়া ভাঁজ করিবেন, নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইবে, চন্দ্র ও সূর্য আলোকহীন হইয়া যাইবে। এবং একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে। সকল লোক তাহার শব্দের অনুসরণ করিবে وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ-এর অর্থ ইহাই।

কাতাদাহ (র) বলেন, لَا عِوَجَ لَهُ এর অর্থ হইল, কিয়ামতের ময়দানে সমবেত লোকজন ঘোষকের শব্দ হইতে অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিবে না। وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার অর্থ করিয়াছেন, পরম করুণাময়ের সম্মুখে সকলেই নীরব হইয়া যাইবে। সুদ্দী (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ইকরিমাহ ও যাহ্হাক (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আপনি ছোট্ট শব্দ ব্যতিত অন্য শব্দ শুনিতে পাইবেন না। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, গোপন শব্দ ও পদধ্বনি ব্যতিত অন্য কিছু শুনিতে পাইবে না। কিয়ামত দিবসে মানুষ যখন হাশরের ময়দানের দিকে চলিতে থাকিবে, তখন তাহাদের পদধ্বনি তো হইবে। ইহা ব্যতিত আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কখনও কখনও কেহ কোন কথাও বলিবে। কিন্তু ইহা হইবে বড়ই আদব সহকারে এবং নিচু শব্দে।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

যেইদিন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে সেইদিন আমার অনুমতি ব্যতিত কাহারও কথা বলিবার সাহস হইবে না। সেই দিন কেহ তো হতভাগা হইবে এবং কেহ হইব ভাগ্যবান। (সূরা হুদ ঃ ১০৫)

(١٠٩) يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

(١١٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

(١١١) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

(١١٢) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

অনুবাদ ঃ (১০৯) দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন সে ব্যতিত কাহারও সুপারিশ সেইদিন কোন কাজে আসিবে না; (১১০) তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত, কিন্তু উহারা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারেনা। (১১১) চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ-বিশ্ববিধাতার নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে যুলুমের ভার বহন করিবে। (১১২) এবং যে সৎকর্ম করে, মু'মিন হইয়া তাহার আশংকা নাই, অবিচারের এবং ক্ষতিরও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ যেইদিন আল্লাহ্র দরবারে কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না।

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

কিন্তু পরম করুণাময় যাহাকে অনুমতি দান করিবেন এবং যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন কেবল তাহার সুপারিশ কাজে আসিবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিত কেহই তাহার নিকট সুপারিশ করিবার হিম্মত করিবে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۔

আসমান ও যমীনের অসংখ্য ফিরিশ্‌তা তাহাদের সুপারিশও কোন কাজে আসিবে না। অবশ্য যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করিবেন, ও পসন্দ করিবেন ও তাহাকে তিনি অনুমতি দান করিবেন। (সূরা নাজম ঃ ২৬)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۔

আর আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল তাহার জন্য সুপারিশ করিবেন, যাহাকে তিনি পসন্দ করিবেন এবং ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকিবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۔

আর আল্লাহ্‌র নিকট কাহাও কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না কিন্তু যাহাকে তিনি অনুমতি দিবেন কেবল তিনিই সুপারিশ করিতে পারিবেন এবং তাহার সুপারিশ কাজে আসিবে। (সূরা সাবা ঃ ২৩)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۔

যেইদিন রূহ্ এবং সকল ফিরিশ্‌তা সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন তখন কেহই কথা বলিবার সাহস করিবে না। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ যাহাকে অনুমতি দান করিবেন, কেবল তিনিই কথা বলিতে পারিবেন এবং তিনি যথার্থ বলিবেন। (সূরা নাবা ঃ ৩৮)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আমি আরশের নিচে আগমন করিব এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজ্‌দায় অবনত হইব। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাঁহার প্রশংসাসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি তাঁহার সম্মুখে সিজ্‌দায় পড়িয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিব। অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার মাথা উত্তোলন কর। তুমি কথা বল শ্রবণ করা হইবে। সুপারিশ কর, উহা গ্রহণ করা হইবে। ... ... রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারিত করা হইবে। আমি সুপারিশ করিয়া সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক জাহান্নাম হইতে বেহেশতে দাখিল করিব। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তন করিব এবং সিজ্‌দায় অবনত হইব এবং আমার জন্য পুনঃ নির্দিষ্ট করা হইবে নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক আমি জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে দাখিল করিব। এইরূপ চারবার হইবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, যাহার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান তাহাকে দোযখ হইতে বাহির কর। অতঃপর বহু মানুষ দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় বলিবেন, যাহার অন্তরে এক দানার অর্ধেক পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান তাহাকেও বাহির কর যাহার অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান আছে তাহাকেও বাহির কর। যাহার অন্তরে অনু হইতেও কম ঈমান বিদ্যমান তাহাকেও বাহির কর।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তিনি তাহাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সকল বস্তুকেই জানেন অর্থাৎ তিনি সমস্ত মাখলূক সম্পর্কে অবহিত। وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا কিন্তু তাহারা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌কে আয়ত্ব করিতে পারে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۔

তাহারা কেবল ততটুকু জ্ঞানের অধিকারী তিনি জানাইতে ইচ্ছুক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং আরো অনেকে ইহার অর্থ করিয়াছেন, সমস্ত মাখলূক সেই মহান সত্তার সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইবে, যিনি চিরজীবী যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করিবেন না। যিনি সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপক। তাঁহার ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনায় সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا যেই ব্যক্তি যুলুমের বোঝা বহন করিয়াছে, সে অবশ্যই কিয়ামত দিবসে বঞ্চিত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে প্রত্যেককেই তাহার হক আদায় করিয়া দিবেন। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল যেই শিংবিহীন ছাগলের প্রতি অবিচার করিয়াছিল উহারও প্রতিশোধ লইয়া দিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم

আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম! কোন যালিম তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিত আমার নিকট দিয়া যাইতে পারিবে না। অপর হাদীসে বর্ণিত ঃ

إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو مشرك فان الله يقول إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۔

সাবধান তোমরা যুলুম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কিয়ামত দিবসে যুলুম নানা প্রকার অন্ধকারে পরিণত হইবে। সেই ব্যক্তি পূর্ণ বঞ্চিত যে শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ অবশ্যই শিরক হইল মহা যুলুম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ۔

যেই ব্যক্তি সৎকর্ম করিবে এবং সে ঈমানদারও বটে, সে না যুলুমের আশংকা করিবে আর না কোন ক্ষতির ভয় করিবে।

আল্লাহ্ যালিম ও তাহাদের শাস্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আর তাহা হইল তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না, অর্থাৎ তাহাদের গুনাহ ও পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সৎকর্মও কম করিয়া দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের সৎকর্ম কম করিয়া দেখান হইবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ্ (র) আরো অনেকে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١٣) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

(١١٤) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অনুবাদ ঃ (১১৩) এরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদিগের জন্য উপদেশ; (১১৪) আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি।

তোমার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং ভালমন্দের বিনিময় অবশ্যই দান করা হইবে। এই কারণে আমি পবিত্র কুরআনকে স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি। উহা একদিকে মানুষকে অসৎকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে। অপর দিকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করিবার জন্য সুসংবাদ দান করে।

ইরশাদ হইল ঃ

وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۔

আর এই পবিত্র কুরআনে নানা প্রকার শাস্তির কথা বর্ণনা করিয়াছি, যেন তাহারা পাপকার্য, হারাম ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে। اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا কিংবা তাহাদের অন্তরে যেন আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার নৈকট্য লাভের চিন্তা জাগ্রত হয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ আল্লাহ্ মহান, তিনি প্রকৃত বাদশাহ তাঁহার ওয়াদা সত্য, শাস্তি সত্য, তাঁহার রাসূল সত্য, বেহেশ্ত সত্য, দোযখ সত্য, তাঁহার সকল ফরমান সত্য। নবী প্রেরণ ও ভীতি প্রদর্শনের পূর্বে কাহাকেও শাস্তি প্রদান না করাই তাঁহার ইনসাফ। নবী প্রেরণ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াই তিনি শাস্তি প্রদান করেন যেন কেহই ইহা না বলিতে পারে যে, আমার নিকট তো ভীতি প্রদর্শনকারী আসে নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

আর আপনি এই কুরআন পাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। যাবৎ না আপনার প্রতি পূর্ণভাবে উহা নাযিল হয়। কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালে উহা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, অতঃপর উহা পাঠ করিবার জন্য মনোযোগী হউন। যেমন সূরা কিয়ামাহর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ

পবিত্র কুরআন ব্যস্ত হইয়া পড়িবার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। আপনার অন্তরে উহা স্থায়ী করিয়া দেওয়া এবং আপনার যবান দ্বারা পাঠ করাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তো আমার উপরই ন্যস্ত।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

অতঃপর যখন আমি উহা পড়ি তখন আপনি উহা অনুসরণ করুন। অতঃপর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করাও আমার দায়িত্ব। (সূরা কিয়ামা ঃ ১৮-১৯)

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, প্রথম দিকে হযরত জিব্রীল (আ) ওহী সহ আগমণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সহিত পড়িতে ব্যস্ত হইতেন। হযরত জিব্রীল (আ) যখনই কোন আয়াত পাঠ করিতেন, তখন তিনিও উহা পাঠ করিতে ব্যস্ত হইতেন। অথচ, উহাতে তাঁহার অত্যধিক কষ্ট হইত। কুরআন মুখস্থ করিবার প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত ঝোঁকই ইহার কারণ ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সহজ পদ্ধতি বলিয়া দিলেন। যেন তাঁহার কষ্ট না হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

ব্যস্ত হইয়া কুরআন মুখস্থ করিবার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। আপনার অন্তরে স্থায়ী করিয়া দেওয়া ও উহা পড়াইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তো আমারই। অর্থাৎ আমিই আপনার অন্তরে কুরআনকে এমনভাবে স্থায়ী করিয়া দিব যে, আপনি উহা কখনও ভুলিবেন না এবং দ্বিধাহীন চিত্তে মানুষের নিকট উহা পড়িয়া শুনাইতে পারিবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ

আপনার নিকট যখন ওহীযোগে কুরআন অবতীর্ণ হয়, তখন আপনি নীরব থাকুন। পুরাপুরি অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আপনি উহা পড়িবার চেষ্টা করিবেন না। অবশ্য যখন হযরত জিবরীল পড়া শেষ করেন তখন আপনি উহা পড়ুন।

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا আর আপনি আপনার প্রভুর নিকট এই দু'আ করুন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার ইল্ম বৃদ্ধি করিয়া দিন।

ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই দু'আ কবুল করিলেন। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর তাঁহার ইল্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ان الله تابع الوحى على رسوله حتى كان الوحى اكثر ما كان يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم

আল্লাহ্ তা'আলা বরাবর তাঁহার রাসূলের প্রতি ওহী যোগে ইল্ম বৃদ্ধি করিতে থাকেন, এমন কি যেই দিন তাঁহার ইন্তিকাল হইল সেই দিনও বহু ওহী অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন মাজাহ্ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما والحمد لله على كل حال

হে আল্লাহ্! আপনি যে জ্ঞান দান করিয়াছেন, উহা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং উপকারী জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দান করুন ও জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা।

ইমাম তিরমিযী ... ... আবূ কুরাইব ও আবদুল্লাহ্ ইবন নুমাইর (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি এই সূত্রে গারীব। বায্যার (র) ... ... মূসা ইব্ন উবায়দাহ্ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের শেষে তিনি উহা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ

দোযখবাসীদের অবস্থা হইতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

(١١٥) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

(١١٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى

(١١٧) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

(١١٨) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى

(١١٩) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى

(١٢٠) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى

(١٢١) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

(١٢٢) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

অনুবাদ ঃ (১১৫) আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই। (১১৬) স্মরণ করুন, যখন ফিরিশ্তাগণকে বলিলাম, আদমের প্রতি সিজ্দা কর, তখন ইবলীস ব্যতিত সকলেই সিজ্দা করিল; সে অমান্য করিল। (১১৭) অতএব আমি বলিলাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়; দিলে তোমরা দুঃখ পাইবে। (১১৮) তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হইবে না এবং নগ্নও হইবে না। (১১৯) এবং সেথায় পিপাসার্তও হইবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হইবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে (ইবলীস) বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব, অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (১২১) অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদিগের লজ্জার স্থান তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল। (১২২) ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হইলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন।

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মানুষকে إِنْسَان 'ইনসান' এই কারণে বলা হয় যে, সে আল্লাহর সহিত ওয়াদাবদ্ধ হইয়া ভুলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ إِنْسَان শব্দটি نِسْيَان (ভুলিয়া যাওয়া) হইতে নির্গত হইয়াছে। আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও হাসান (র) বলেন, نسى অর্থ ترك অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

যখন আমি ফিরিশ্তাগণকে বলিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতের মাধ্যমে হযরত আদম (আ)-কে সম্মানিত করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসংগে সূরা বাকারা, আ'রাফ, হিজ্র ও কাহাফ-এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এবং সূরা ছোয়াদ-এর মধ্যেও এই প্রসংগে আলোচনা হইবে। এই সকল সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি, তাঁহাকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তাগণকে সিজ্দা করিবার নির্দেশ এবং মানব জাতির সহিত ইবলীস শয়তানের পুরাতন শত্রুতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

সকল ফিরিশ্তাই আদম (আ)-কে সিজ্দা করিল কিন্তু ইবলীস করিল না। সে সিজ্দা করিতে অস্বীকার করিল এবং অহংকার করিল।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ

আমি তখন বলিলাম, হে আদম! এই হইল তোমার শত্রু এবং তোমার স্ত্রী (হাওয়া) এর শত্রু।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

সে যেন তোমাদিগকে বেহেশ্ত হইতে বাহির করিয়া না দেয়। তা হইলে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে। অর্থাৎ বেহেশ্ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া রিযিক লাভের প্রচেষ্টায় তোমার কষ্টভোগ করিতে হইবে। অথচ, বেহেশ্তের মধ্যে তোমরা মহাসুখে জীবন-যাপন করিতেছ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

তুমি তো বেহেশ্তের মধ্যে ক্ষুধার্তও হইবে না আর বস্ত্রহীনও হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা 'ক্ষুধা ও বস্ত্রহীন' না হওয়ার কথা একসাথে উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ দুইটি বিষয়ই লাঞ্ছণাজনক। ক্ষুধা হইল ভিতরের লাঞ্ছণা এবং বস্ত্রহীন হওয়া হইল বাহিরের লাঞ্ছণা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

তুমি এই বেহেশতে পিপাসার্তও হইবে না আর রৌদ্রেও পুড়িবে না। পিপাসা হইল পেটের গরম এবং রৌদ্র হইল বাহিরের গরম।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى

অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে চিরঞ্জীব গাছ এবং এমন সম্রাজ্যের কথা বলিব না যাহা কখনও ক্ষয় হইবে না?

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

এবং সে (শয়তান) তাহাদিগকে কসম খাইয়া বলিল, আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী।

পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকীদ করিয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা বেহেশ্তের সকল গাছে ফল খাইতে পারিবে কিন্তু এই একটি গাছের ফল যেন তাহারা না খায়। তাঁহারা যেন ইহার কাছেও না আসে। কিন্তু ইহার পর হইতে ইব্লীস তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল ; এবং তাহারা গাছের ফল খাইল। শয়তান তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইল যে, এই গাছ হইতে যে খাইবে সে চিরদিন এই মহাশান্তি নিকেতন বেহেশতে মধ্যে অবস্থান করিবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ বেহেশ্তের মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যাহার ছায়াতলে একশত বৎসর সাওয়ার হইয়াও কোন সাওয়ারী উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর সেই গাছটি হইল شَجَرَةُ الْخُلْدِ (চিরঞ্জীব বৃক্ষ) হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (র)ও বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا

অতঃপর তাহারা উহা হইতে খাইল ফলে তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে অনেক চুল বিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেখিতে যেন তিনি খেজুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বা। তিনি যখন নির্দিষ্ট গাছ হইতে আহার করিলেন, তখনই তাঁহার শরীর হইতে পোশাক উড়িয়া গেল এবং সর্বপ্রথম তাঁহার লজ্জাস্থান খুলিয়া গেল। তিনি স্বীয় লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই দৌড়াইতে শুরু করিলেন এবং একটি গাছে তাঁহার চুল আটকাইয়া গেল। তিনি তাঁহার চুল ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন এমন সময় 'পরম করুণাময় আল্লাহ্

তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, 'হে আদম! তুমি আমার নিকট হইতে কি পালাইয়া যাইতেছ? তিনি তখন আল্লাহ্র কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি পালাইয়া যাইতেছি না বরং লজ্জায় ছুটাছুটি করিতেছি। আচ্ছা আমি যদি তাওবা করি তবে কি আপনি আমাকে পুনরায় বেহেশ্তে স্থান দান করিবেন? আল্লাহ্ বলিলেন, হাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পবিত্র কালাম।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

এর মধ্যে এই বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ আদম (আ) তাঁহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কয়েকটি বাণী শিক্ষা লাভ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন। হাদীসটি মুনকাতী' এবং ইহা মারফূ' হওয়াও বিবেচনা সাপেক্ষ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের মর্ম হইল, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ই বেহেশ্তের পাতা লইয়া একটির সহিত অপরটি জোড়া দিয়া লজ্জাস্থানকে কাপড় দ্বারা ঢাকিবার মত ঢাকিতে লাগিলেন। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) আঞ্জীর গাছের পাতা দ্বারা লজ্জাস্থান ঢাকিতেছিলেন।

মহান আল্লার বাণী ঃ

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

আদম (আ) তাঁহার প্রতিপালকের হুকুম পালনে ত্রুটি করিল এবং বিভ্রান্ত হইল অতঃপর তাঁহার প্রভু তাঁহাকে মনোনীত করিলেন, তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন এবং পথপ্রদর্শন করিলেন।

ইমাম বুখারী (র)............ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত মূসা ও আদম (আ)-এর পারস্পরিক বিতর্ক ঘটিল। হযরত মূসা আদম (আ)-কে বলিলেন, আপনিই তো মানব জাতিকে স্বীয় ত্রুটির কারণে বেহেশ্ত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। হযরত আদম (আ) বলিলেন, হে মূসা! তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রিসালাত ও কালাম দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তুমি আমাকে এমন অপরাধের জন্য তিরস্কার করিতেছ যাহা সংঘটিত হইবে বলিয়া আমার সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ এই বিতর্কে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর

বিজয়ী হইলেন। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে এবং অন্যান্য মুসনাদ গ্রন্থে ও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একবার হযরত আদম (আ) ও হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে বিতর্ক করিলেন। কিন্তু আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হইলেন। হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার রূহ্ আপনার মধ্যে ফুঁকাইয়াছেন এবং ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সম্মানের সিজ্দা করাইয়াছেন এবং বেহেশতের মধ্যে আপনার বাসস্থান নির্ধারণ করিয়াছেন, অথচ, আপনিই অপরাধ করিয়া মানুষকে পৃথিবীতে নামাইয়া দিলেন? তখন হযরত আদম (আ) বললেন ঃ তুমি তো সেই মূসা যাহাকে আল্লাহ্ স্বীয় রিসালাত ও কালাম দ্বারা মনোনীত করিয়াছেন, তোমাকে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছেন, যাহার মধ্যে সর্ববিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। এবং কথা বলিবার জন্য তোমাকে নিকটে ডাকিয়াছেন। আচ্ছা বল তো দেখি, আমার সৃষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহ্ তাওরাত লিখিয়াছেন? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, চল্লিশ বৎসর পূর্বে। হযরত আদম (আ) বলিলেন, আচ্ছা উহার মধ্যে ইহা কি দেখিতে পাইয়াছ, وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ আদম (আ) তাহার প্রতিপালকের নাফরমানী করিয়াছে এবং বিভ্রান্ত হইয়াছে? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ। হযরত আদম (আ) বলিলেন, তবে কি তুমি আমাকে এমন এক অপরাধের জন্য তিরস্কার করিতেছ যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করিবার চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার দ্বারা সংঘটিত হইবে বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ এই বিতর্কে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হইলেন। হারিস (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবন হুরমুজ (র) হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٢٣) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

(١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

(١٢٥) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

(١٢٦) قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ

অনুবাদ ঃ (১২৩) তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়েই একই সঙ্গে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদিগের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে, যে আমার অনুসরণ করিবে, সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ কষ্ট পাইবে না। (১২৪) যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত এবং তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন আমি উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়। (১২৫) সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। (১২৬) তিনি বলিলেন, এইরূপই হইবে, এমনই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হইলে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমও হাওয়া (আ) এবং ইবলীসকে বলিলেন তোমরা সকলেই বেহেশত হইতে নামিয়া যাও। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে। بَعْضُكُمْ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ তোমরা পরস্পর এক অপরের শত্রু অর্থাৎ আদম সন্তান ও শয়তান তাহার বংশীয় একে অন্যের শত্রু হইবে। فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى যদি তোমাদের নিকট আমার হেদায়েত সমাগত হয় অর্থাৎ আমার রাসূলগণ ও আমার কিতাব তোমাদের নিকট পৌছে তবে فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

যেই ব্যক্তি আমার হিদায়েতের অনুসরণ করিবে সে গুমরাহ হইবে না এবং কষ্টও ভোগ করিবে না। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দুনিয়ায় গুমরাহ হইবে না এবং আখিরাতে কষ্ট ভোগ করিবে না।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي আর যেই ব্যক্তি আমার স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে অর্থাৎ আমার হুকুম অমান্য করিবে, আমার রাসূলের উপর প্রেরিত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করিবে ও অন্যের নিকট হইতে জীবন বিধান গ্রহণ করিবে فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا তাহার জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক সংকীর্ণ জীবন। দুনিয়ায় সে কখনও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে পারিবে না। গুমরাহীর কারণে তাহার অন্তর থাকিবে সদা

দুশ্চিন্তাময় ও সংকীর্ণ। যদিও তাহার বাহ্যিক জাঁকজমক থাকুক না কেন, যদিও তাহার পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থান উত্তম ও মনোরম হউক না কেন? কিন্তু যাবৎ না সে হেদায়েত গ্রহণ করিবে সে পেরেশান ও অস্থির থাকিবে। তাহার অন্তরে থাকিবে সন্দেহ ও সংশয়। কখনও তাহাকে শান্ত দেখা যাইবে না।

আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, তাহার জন্য রহিয়াছে এমন জীবন যেই জীবনে সে আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের অপর এক ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন, অথচ সে উহাতে আল্লাহ্কে ভয় করে না, তবে উহাতে কোন কল্যাণ হয় না। ইহাই হইল সংকীর্ণ জীবন। তিনি আরো বলেন, যেই সকল গুমরাহ লোক অহংকার করিয়া সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, অথচ অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহারা স্বচ্ছল, তবুও তাহাদের জীবন হয় সংকীর্ণ। যেহেতু আল্লাহ্র প্রতি তাহাদের ধারণা শুভ নহে, আল্লাহ্র ওয়াদাকে তাহারা বিশ্বাস করে না। অতএব তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জীবনের মোড় পাল্টাইতে পারে না। আর কোন বান্দা যখন আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে না এবং তাঁহার ওয়াদার প্রতি আস্থাও রাখে না তখন তাহার জীবন কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকেই ضَنْكًا সংকীর্ণ বলা হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, ضَنْكًا অসৎকর্ম ও হারাম রিযিক। ইকরিমাহ্ (র) মালিক ইব্ন দীনার (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র)........ আবূ সাঈদ (রা) হইতে مَعِيْشَةً ضَنْكًا-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কবর সংকীর্ণ করা হইবে এবং তাহার হাড্ডিগুলি উলট পালট হইয়া যাইবে। আবূ হাতিম রাযী (র) বলেন, আবূ সালামাহ হইল নু'মান ইব্ন আবূ আইয়্যাশ (র)-এর কুনিয়াত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র).......... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا-এর অর্থ করিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করিয়া চলিবে তাহাকে তাহার কবর সজোরে চাপিয়া ধরিবে"। অবশ্য মাওকূফ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস অধিক বিশুদ্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি তাহার কবরে এক সবুজ বাগানে অবস্থান করিবে। তাহার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হইবে এবং পূর্ণিমার রাত্রির মত তাঁহার কবর আলোকিত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা জান কি

فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا কাহার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা হইল কবরে কাফিরের শাস্তি। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন! কাফিরের শাস্তির জন্য নিরানব্বইটি অজগর নির্ধারিত করা হইবে। তোমরা জান কি এই অজগর কি ধরনের হইবে? প্রত্যেকটি অজগরের সাতটি করিয়া মাথা হইবে। এই অজগরগুলি কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে দংশন করিতে ও যখম করিতে থাকিবে। তবে মারফূ'রূপে হাদীসটি মুনকার।

বায্যার (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا এর এই তাফসীর করিয়াছেন ঃ

المعيشة الضنك الذى قال الله انه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة

অর্থাৎ المعيشة الضنك। সংকীর্ণ জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র হুকুম অমান্যকারী ব্যক্তির উপর নিরানব্বইটি সাপ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামত পর্যন্ত এইগুলি তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে ও তাহার গোশ্ত কাটিতে থাকিবে।

বায্যার (র) আরো বলেন, আবূ যুর'আহ (র).......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا দ্বারা কবরের শাস্তি বুঝান হইয়াছে। সূত্রটি বিশুদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

আর আমি তাহাকে কিয়ামত দিবসে অন্ধ করিয়া উঠাইব। মুজাহিদ, আবূ সালিহ্ ও সুদ্দী (র) বলেন, আলাহ্র হুকুম অমান্যকারীর জন্য কিয়ামতে কোন দলীল-প্রমাণ থাকিবে না। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে সে জাহান্নাম ব্যতিত অন্য কিছুই দেখিতে পাইবে না। তবে আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে যে, তাহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও জ্ঞানশূন্য করিয়া কবর হইতে উঠানো হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ

আর তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে আমি অন্ধ, বধীর ও বোবা করিয়া উঠাইব এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭) সে বলিবে

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

হে প্রভু! আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলেন কেন? আমি পূর্বে সব কিছুই দেখিতে পাইতাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ .

আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ সমাগত হইয়াছিল। কিন্তু তুমি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে, যেন তুমি উহা জানিতে না। তুমি উহার প্রতি অবহেলা করিয়াছিলে এবং উহা ভুলিয়া যাওয়ার ভান করিয়াছিলে। অনুরূপভাবে তোমার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا .

আজ আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইব যেমন তাহারা আজকের দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫১) যেমন কর্ম, ফল ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে।

যদি কেহ পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়া উহার শব্দ ভুলিয়া যায় কিন্তু উহার অর্থ মনে রাখিয়া উহার প্রতি আমল করে তবে অবশ্য তাহার এই বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। যদিও হাদীস শরীফে এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কেও ভীষণ ধমক দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহাকেও জঘন্য অপরাধ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ (র)......... হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়া উহা ভুলিয়া যায়, কিয়ামত দিবসে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া আল্লাহর সহিত সাক্ষাত করিবে। ইমাম আহমদ (র)......... উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) সূত্রেও নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১২৭) وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ

অনুবাদ ঃ (১২৭) এবং এইভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাহাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা সীমাঅতিক্রম করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে আমি তাহাদিগকে ইহকাল এবং পরকালে এইরূপ শাস্তি দান করিয়া থাকি।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَّهُمْ عَذَابٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য শাস্তি রহিয়াছে এবং পরকালের শাস্তি অধিক কঠিন ও স্থায়ী। এবং আল্লাহর এই শাস্তি হইতে বাঁচাইতে পারে এমন কেহ থাকিবে না। (সূরা রা'দ ঃ ৩৪) এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ পরকালের শাস্তি অধিক কঠিন ও স্থায়ী। অর্থাৎ দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা পরকালের শাস্তি একদিকে যেমন অধিক যন্ত্রণাদায়ক অপরদিকে উহা অধিক স্থায়ীও বটে। তাহারা চিরদিন শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লি'আনকারীকে বলিয়াছিলেন ঃ

إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة

পার্থিব শাস্তি পারলৌকিক শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ।

(১২৮) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ

(১২৯) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

(১৩০) فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

অনুবাদ ঃ (১২৮) ইহাও কি তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল না যে, আমি তাহাদিগের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কতক মানবগোষ্ঠি যাহাদিগের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? অবশ্যই ইহাতে বিবেক সম্পন্নদিগের জন্য আছে নিদর্শন। (১২৯) তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও এক কাল নির্ধারিত না থাকিলে

অবশ্যম্ভাবী হইত আশুশাস্তি। (১৩০) সুতরাং উহারা যাহা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্ত সমূহেরও যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনার কথা যাহারা অমান্য করে। যাহারা আপনার আনিত হিদায়েতকে অস্বীকার করে তাহাদের পূর্বে যে আমি কত মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও নবী রাসূলগণকে অমান্যকারী জাতিকে নির্মূল করিয়াছি ইহা কি তাহাদিগকে সঠিক পথপ্রদর্শনে সাহায্য করে না? আজ তাহাদের তো একটি প্রাণীও অবশিষ্ট নাই আর না আছে তাহাদের কোন আলোচনা অথচ এই সকলকে তাহাদেরই সেই সকল বাসস্থান ও আবাসভূমির উপর দিয়া চলাচল করে। إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ অবশ্যই ইহার মধ্যে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী লোকজনদের নিদর্শন রহিয়াছে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

তাহারা কি যমীনে ভ্রমণ করিয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ প্রতি প্রত্যক্ষ করিয়া চিন্তা-ভাবনা করে না? কিংবা পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করে না? বস্তুত তাহাদের চক্ষু অন্ধ নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা হইল অন্তরের অন্ধ ও জ্ঞানের অন্ধ। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৬)

সূরা আলিফ লাম সিজ্দা-এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ

তাহাদিগকে এই কথাও কি সঠিক পথের দিশাদান করে না যে তাহাদের পূর্বে আমি বহু জনবসতী নির্মূল করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের আবাসভূমিতেই এই সকল লোকজন চলাচল করে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى

যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এইকথা পূর্ব সিদ্ধান্ত না হইত যে, তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং শাস্তি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন শাস্তি

দেওয়া হইবে না তবে আকস্মিকভাবে অবশ্যই এক সময় তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন ঃ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ এই সকল অমান্যকারীরা আপনার সম্পর্কে যে মিথ্যা উক্তি করে উহার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করুন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে আপনি ফজরের নামায পড়ুন وَقَبْلَ غُرُوبِهَا এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায পড়ুন ; বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে জরীর ইবন আবদুল্লাহ্ বাজিলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম, তখন তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ

أنكم ستـرون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤية فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক তদ্রূপ দেখিতে পাইবে, যেমন তোমরা এই পূর্ণিমার এই চাঁদ দেখিতে পাইতেছ। ইহা দেখিতে যেমন কোন কষ্ট পাইতে হয় না আল্লাহ্কে দেখিতেও তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। তোমাদের দ্বারা সম্ভব হইলে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামাযের পূর্ণ হিফাযত করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ (র) .... আবদুল মালিক ইবন উমাইর ও উমারাহ ইবন রুওয়াবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

সেই ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়িবে। ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি আবদুল মালিক ইবন উওয়ামির (রা) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে হযরত ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

ان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه مسيرة الفى سنة ينظر الى اقصاه كما ينظر الى ادناه وان اعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين .

সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের বেহেশ্‌তবাসী হইবে সেই ব্যক্তি যে তাহার সাম্রাজ্য দুই হাজার বৎসর দূরত্ব পর্যন্ত দেখিতে পাইবে যেমন নিকটবর্তী স্থান দেখিবে। আর যেই ব্যক্তি উচ্চস্তরের অধিকারী হইবে সে প্রত্যেহ দুইবার আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পারিবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ রাত্রের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, অত্র আয়াত দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায উদ্দেশ্য। وَاَطْرَافَ النَّهَارِ আয়াতাংশকে اٰنَآءِ الَّيْلِ এর মুকাবিলায় আনা হইয়াছে। لَعَلَّكَ تَرْضٰى সম্ভবত আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অচিরেই আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন কিছু দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। (সূরা দুহা ঃ ৫)

বুখারী শরীফে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তবাসীগণকে ডাকিলে তাঁহারা বলিবে, আমরা উপস্থিত! হে আমাদের পালনকর্তা! তিনি বলিবেন ঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা সন্তুষ্ট হইব না কেন? আপনি তো আমাদিগকে এত নিয়ামত দান করিয়াছেন যে আপনার কোন মাখলূককে আর কখনও এত কিছু দান করেন নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ আমি ইহা অপেক্ষাও উত্তমবস্তু তোমাদিগকে দান করিব। তাঁহারা বলিবে, ইহা অপেক্ষা উত্তমবস্তু আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ আমি চিরকাল তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিব। কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ হে বেহেশ্‌তবাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ একটি প্রতিশ্রুত বস্তু রহিয়াছে। তিনি উহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন। তখন তাঁহারা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তো সব কিছুই দান করিয়াছেন; আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করিয়াছেন, দোযখ হইতে বাঁচাইয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে দাখিল করিয়াছেন। ইহার পর আর কি অবশিষ্ট রহিয়াছে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পর্দা সরাইয়া দিবেন এবং তাঁহারা পলকহীন নেত্রে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে থাকিবে। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র দর্শন অপেক্ষা অধিক উত্তম অন্য কোন বস্তু হইবে না। পবিত্র কুরআনে ইহাকেই زِيَادَة 'অতিরিক্ত নিয়ামত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১৩১) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(১৩২) وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

অনুবাদ ঃ (১৩১) তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না উহার প্রতি, যাহা আমি তাহাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীতে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তাহাদ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য, তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাহি না; আমি-ই তোমাকে দিই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, হে নবী! আপনি নানা প্রকার ভোগ-বিলাসে মত্ত এই সকল লোকজনের প্রতি চক্ষু তুলিয়া দেখিবেন না, ইহা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য। আমি তাহাদের পরীক্ষার জন্যই ইহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি। তাহারা শোকর করে না, না শোকরী করে ইহাই দেখিবার বিষয়। বস্তুত শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

মুজাহিদ বলেন, 'اَزْوَاجًا' অর্থ ধনী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এই সকল ধনী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন উহা অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

আপনাকে আমি এমন সাতটি আয়াত দান করিয়াছি, যাহা বারবার পাঠ করা হয় এবং মহান কুরআনও আপনাকে দান করিয়াছি। (সূরা হিজর ঃ ৪) অতএব আপনি ঐ সকল বিলাসী লোকদের বস্তুসমূহের প্রতি চক্ষু তুলিয়া দেখিবেন না। ইহা ব্যতিত আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য পরকালে যে অসীম নিয়ামত ভাণ্ডার জমা করিয়া রাখিয়াছেন উহা বর্ণনাতীত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এত নিয়ামত দান করিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। (সূরা দুহা ঃ ৫)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقَى আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক অধিক উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট যাইবেন না বলিয়া কসম খাইয়া একটি পৃথক ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা) সে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে একটি চাটাইয়ের উপর শায়িত দেখিলেন এবং ঘরে কিছু পাতা ও কয়েকটি মশক ঝুলন্ত দেখিলেন ; এই দৃশ্য দেখিয়া হযরত উমর (রা)-এর চক্ষু অশ্রু সজল হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর এই অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পারস্য সম্রাট, কিস্‌রা ও রূম সম্রাট কায়সার তো কত ভোগ-বিলাসের জীবন-যাপন করিতেছেন অথচ, আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় রাসূল (সা) হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই করুণ অবস্থা। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার কি এখনও সন্দেহ রহিয়াছে ? তাহাদের সুখ-শান্তি এই পৃথিবীর জন্য দান করা হইয়াছে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) পৃথিবীর সুখ-শান্তি লাভে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তিনি উহা ত্যাগ করিয়াছেন। যখনই তাঁহার নিকট কোন মাল আসিত, তিনি উহা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। আগামী দিনের জন্য তিনি কিছুই জমা করিয়া রাখিতেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস........ হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন,

ان اخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا قال زهرة الدنيا يا رسول الله قال بركات الارض .

আমি তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা যেই বস্তুকে বেশী ভয় করি উহা হইল পার্থিব সৌন্দর্য। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্থিব সৌন্দর্য কি? তিনি বলিলেন, যমীন হইতে উৎপাদিত মাল। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যেন ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আপনার পরিবারভুক্ত লোকজনকে নামাযের জন্য আদেশ করুন এবং ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আপনি নিজেও নিয়মিতভাবে নামায পড়িতে

থাকুন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় সত্তা ও পরিজনকে আগুন হইতে বাঁচাও। (সূরা তাহরীম ঃ ৬) ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্‌মাদ ইবন সালিহ্ (র) .... যায়িদ ইব্‌ন আসলাম ও যায়িদের পিতা আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন হযরত উমর (রা)-এর নিকট আমিও ইয়ারফা রাত যাপন করিতাম। রাত্রের একাংশে জাগ্রত হইয়া তিনি তাহাজ্জুদ পড়িতেন। কখনও তিনি পড়িতেন ও না। কিন্তু যখন তিনি জাগ্রত হইতেন, তখন তাঁহার পরিজনকেও উঠাইতেন এবং আয়াত পাঠ করাইতেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আপনি আপনার পরিজনকে নামাযের জন্য হুকুম করুন এবং নিজেও নিয়মিতভাবে নামায পড়িতে থাকুন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

আমি তো আপনার নিকট রিযিক প্রার্থনা করি না বরং আমি আপনাকে রিযিক দান করি। নামায কায়েম করিলে, এমন উপায়ে রিযিক আসিবে যে, আপনি চিন্তাও করিতে পারিবেন না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আল্লাহ্‌কে যেই ব্যক্তি ভয় করে তাহার জন্য আল্লাহ্ উপায় বাহির করিয়া দেন এবং এমনভাবে তাহাকে রিযিক দান করে যে সে চিন্তাও করিতে পারেনা। (সূরা তালাক ঃ ৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ... اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ .

আমি মানব জাতিও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদত করিবে বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছি........... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিকদাতা মহাশক্তির অধিকারী। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৮) এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ আপনার নিকট রিযিক চাহি না বরং আপনাকে আমিই রিযিক দান করিব। সাওরী (র) বলেন, لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا অর্থ আপনি আপনাকে রিযিক উপার্জনের জন্য কষ্ট দিবেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) .... হিশাম ও হিশামের

আব্বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হিশামের আব্বা যখন কোন আমীর উমারার বাড়ী গমন করিয়া তাহাদের জাঁকজমক দেখিতেন তখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন ঃ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ .... نَحْنُ نَرْزُقُكَ অতঃপর তিনি পরিজনকে বলিতেন, তোমরা নামাযের হিফাযত কর, নামাযের হিফাযত কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার আব্বা .... জা'ফর ও সাবিত (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন খাদ্য-দ্রব্যের অনটনের সম্মুখীন হইতেন, তখন পরিজনকে বলিতেন, তোমরা নামায পড়! তোমরা নামায পড়। সাবিত (র) আরো বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেন, তখনই তাহারা নামায পড়িতেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্ (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتى املاء صدرك غنى واسد فقرك وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك .

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও তোমার অন্তরকে আমি প্রাচুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিব এবং তোমার দারিদ্র দূর করিয়া দিব। নচেৎ তোমার অন্তরকে নানা ব্যবস্ততায় পরিপূর্ণ করিয়া দিব এবং তোমার দারিদ্রতাও দূর করিব না।

ইমাম ইবন মাজাহ (র).......... হযরত ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি তোমাদের নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তাহার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা কেবল পরকালের জন্যই সীমাবদ্ধ করে। আল্লাহ্ তাহার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট হইয়া যান আর যেই ব্যক্তির যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দুনিয়া লাভের জন্য ছড়াইয়া পড়ে সে চিন্তার যে গহ্বরে ধ্বংস হউক না কেন আল্লাহ্ তাহার কোন পরোয়া করেন না। (ইমাম) ইবন মাজাহ্ (র)........... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع له امره وجعل غناه فى قلبه واتته الدنيا وهى راغمة

দুনিয়াটাই যাহার মূল উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কাজ ছড়াইয়া দেন এবং দারিদ্রতাকেই তাহার চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন; কিন্তু দুনিয়ায় কেবল ততটুকুই সে লাভ করে যতটুকু তাহার জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর আখিরাতই যাহার মূল উদ্দেশ্য থাক আল্লাহ্ তাহার সকল কাজ সুশৃঙ্খল করিয়া দেন এবং তাহার অন্তরে মুখাপেক্ষীহীনতা সৃষ্টি করিয়া দেন এবং দুনিয়া তাহার পদানত হয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى যেই ব্যক্তি তাক্ওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করিবে তাহার জন্যই দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখি উকবাহ ইবন রাফি'-এর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছি, এমন সময় আমাদের নিকট 'ইবন তাব' নামক তাজা খেজুর পেশ করা হইল। আমি ইহার তা'বীর করিয়াছি দুনিয়ায় উচ্চ মর্যাদাও শুভ পরিণতি আমাদের জন্যই এবং আমাদের দীনই উত্তম।

(۱۳۳) وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

(۱۳٤) وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى

(۱۳٥) قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ٥

অনুবাদ ঃ (১৩৪) তাহারা বলে সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাহাদিগের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ? (১৩৪) যদি আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিতাম তবে উহারা বলিত, হে আমাদিগের পালনকর্তা! তুমি আমাদিগের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? করিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিতেছি, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা

কর, অতঃপর তোমরা জানিতে পারিবে কাহারা রহিয়াছে সরলপথে এবং কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলে ঃ لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য কোন স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করে না কেন? আল্লাহ্ তাহাদের জবাবে বলেন ঃ

أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ

তাহাদের নিকট পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের স্পষ্ট দলীল আসে নাই? অর্থাৎ তাহাদের নিকট কি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয় নাই? এই কুরআনকেই তো আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ, তিনি একজন উম্মী, লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই, অথচ এই মহান গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের উল্লেখিত ঘটনাসমূহের অনুরূপ। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত ঘটনা সমূহের সংরক্ষণকারী। পরবর্তীকালে উহা পরিবর্তিত হইয়া যেই সকল মিথ্যা কল্পিত তথ্য সংযোজিত হইয়াছে কুরআন সেই মিথ্যাকেও প্রকাশ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ـ

তাহারা বলে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ হয় না কেন? আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার মু'জিযা ও নিদর্শন পেশ করিতে সক্ষম। তাঁহার নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন রহিয়াছে আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। তাহাদের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর উপর মহান গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদের সম্মুখে পাঠ করিয়া শুনান হয়। অবশ্যই উহার মধ্যে প্রত্যেক বিশ্বাস স্থাপনকারী কাওমের জন্য রহমত ও নসীহত রহিয়াছে। (সূরা আনকাবূত ঃ ৫০-৫১)

বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

ما من نبي الا قد اوتى من الايات ما امن على مثله البشر وانما كان الذى اوتيته وحيا اوحاه الله الى فارجوا ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة

প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছে যে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। আমাকে যেই মু'জিযা দান করা হইয়াছে তাহা হইল ওহী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন, যাহা চিরস্থায়ী; অন্যান্য নবীর মু'জিযার ন্যায় অস্থায়ী নয়; তবে আমি আশা করি কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হইবে সর্বাপেক্ষা বেশী।

উল্লেখ্য যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরআন ব্যতিত অন্যান্য আরো অসংখ্য মু'জিযা দান করা হইয়াছিল; কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে কেবল কুরআনের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

যদি আমি তাহাদিগকে পূর্বেই ধ্বংস করিয়া দিতাম তবে তাহারা অবশ্যই বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? অর্থাৎ এই মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকারকারী এই সকল কাফিরদিগকে যদি তাঁহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিবার পূর্বেই ধ্বংস করিয়া দিতাম, তবে তাহারাই আবার এই কথা বলিত رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার পূর্বে আমাদিগের নিকট রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? তাহা হইলে আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া মুক্তি পাইতে পারিতাম। فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইবার পূর্বে আপনার আয়াতসমূহের অনুসরণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি দেখিবে তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন আসিলেও তাহারা শত্রুতামূলকভাবে ঈমান আনিবে না; কিন্তু শাস্তি দেখিবার পর ঈমান আনিলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। অবশ্য তাহারা যেন কোন ওযর পেশ করিতে না পারে এই কারণে আমি রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করিয়াছি।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ـ

এই কিতাব আমি অবতীর্ণ করিয়াছি, মুবারক গ্রন্থ। তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর। সম্ভবত তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে (সূরা আন'আম ঃ ১৫৫)।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاۤءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ .

তাহারা দৃঢ় কসম খাইয়া বলে যদি তোহাদের নিকট কোন সতর্ককারী রাসূল আগমণ করেন, তবে অবশ্যই তাহারা যে কোন উম্মাত অপেক্ষা অধিক হিদায়েত গ্রহণ করিবে। (সূরা ফাতির ঃ ৪২)

অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاۤءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا .

তাহারা দৃঢ় শপথ করিয়া বলে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তবে অবশ্যই তাহারা ঈমান আনিবে। (সূরা আন'আম ঃ ১০৯) কিন্তু বাস্তবে তাহারা ঈমান আনিবে না। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا আপনি কাফিরদিগকে বলিয়া দিন আমাদের ও তোমাদের প্রত্যেকেই অপেক্ষায় থাকি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى

অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে সঠিক পথের পথিক আর কে হিদায়েত প্রাপ্ত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا

তাহারা যখন শাস্তি দেখিবে তখন জানিতে পারিবে কে গুমরাহ ছিল। (সূরা ফুরকান ঃ ৪২)

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ

আগামী কল্য তাহারা জানিতে পরিবে কে চরম মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট ছিল। (সূরা কামার ঃ ২৬)

আল-হামদুলিল্লাহ্! সূরা তোহা-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর ঃ সূরা আম্বিয়া

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)......... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, তোহা ও সূরা আম্বিয়া সর্বপ্রথম অবতারিত সূরাসমূহ এবং ইহা আমার মূল্যবান সম্পদ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)]

(۱) اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

(۲) مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ

(۳) لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

(٤) قَلَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(٥) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

(٦) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

অনুবাদ ঃ (১) মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু উহারা উদাসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। (২) যখনই উহাদিগের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে উহারা উহা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। (৩) উহাদিগের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, এতো তোমাদিগের মত একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া যাদুর কবলে পড়িবে? (৪) সে বলিল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৫) উহারা ইহাও বলে, এই সমস্ত কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আনয়ন করুক আমাদিগের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শন সহ প্রেরিত হইয়াছিল পূর্ববর্তীগণ। (৬) ইহাদিগের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি, উহার অধিবাসীরা ঈমান আনে নাই; তবে কি উহারা ঈমান আনিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করিয়া বলেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ তাহারা অবহেলা ও গাফলতির মধ্যে লিপ্ত। তাহারা উহার জন্য কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে না। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, আহ্মাদ ইবন নসর (র)........... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) হইতে فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রহিয়াছে এবং আখিরাত হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ আল্লাহ্র হুকুম সমাগত হইয়াছে অতএব তোমরা আর জলদি করিও না। (সূরা নাহল ঃ ১)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا .

কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, চাঁদ ফাটিয়াছে, যদি তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তবে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা কামার ঃ ১-২) হাফিয ইব্ন আসাকির (র) হাসান ইব্ন হানীফ আবূ নাওয়াস কবি-এর আলোচনা প্রসংগে আবূল আতাহীয়ার একটি কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

ألناس في تحفلاتهم * ورحا المنية تطحن

মানুষ অবহেলা ও গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন। অথচ মৃত্যুর চাকা দ্রুত ঘুরিতেছে। কবিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি বিষয়টি কিসের থেকে উদ্ধার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন,

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ হইতে।

মূসা ইব্ন উবাইদ আমিদী (র)........... আমির ইব্ন রাবীয়া (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইল। তিনি তাহাকে যথাযথ যত্ন করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্র (সা)-এর নিকট তাহার বিষয়ে সুপারিশ করিলেন। অতঃপর পুনরায় একদিন লোকটি আমিরের নিকট আসিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অমুক অমুক উপত্যকা দান করিয়াছেন। আপনাকে ইহার একাংশ দিব ইহাই আমার ইচ্ছা। যেন ইহা দ্বারা আপনি ও পরবর্তীতে আপনার উত্তরাধিকারীগণ উপকৃত হইতে পারে। আমির বলিলেন, আপনার যমীনের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আজ তো এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমাকে দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ করিয়া দিয়াছে। আর উহা হইল ঃ

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এবং অন্যান্য কাফিরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, এই সকল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতারিত ওহীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এখানে কুরাইশ ও তাহাদের মতাদর্শী অন্যান্য কাফিরদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ .

তাহাদের নিকট যে কোন নতুন উপদেশাবলী সমাগত হউক না কেন উহার প্রতি তাহারা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণই করে না, তাহারা কৌতুকের মধ্য দিয়া অমনোযোগী হইয়া কেবল শুনিয়া থাকে।

বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের

হইল কি? যে তোমরা ইয়াহূদী, নাসারাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর অথচ, তাহারা তো তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। বৃদ্ধি করিয়াছে ও হ্রাস করিয়াছে। অথচ, তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তো অল্প পূর্বেই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, উহাতে কোন অন্য কিছুরই মিশ্রণ ঘটে নাই, সম্পূর্ণ নির্ভেজাল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

আর যালিমরা পরস্পরে চুপিসারে বলে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা না হইয়া সে নবী হয় কি করিয়া?

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

তোমরা তাহার অনুসরণ করিবে? তবে তো তোমরা সেই লোকের মতই বোকা যে যাদু দেখিয়া ও শুনিয়াও উহার অনুসরণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

আমার প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের সকল কথাই জানেন। তাঁহার নিকট কোন কথাই গোপন নহে। তিনিই এই মহান কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল তথ্য বিদ্যমান। যিনি প্রকাশ্য গোপন সকল বিষয় জানেন। তিনি ব্যতিত এইরূপ গ্রন্থ অন্য কেহ পেশ করিতে সক্ষম নহে। অতএব ইহা তাঁহারই অবতারিত গ্রন্থ কোন মানুষের রচিত নহে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি তোমাদের সকল কথা শ্রবণ করেন এবং তোমার যাবতীয় অবস্থা জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার মাধ্যমে কাফিরদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন।

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ বরং তাহারা বলে, ইহা অলীক স্বপ্ন, বরং মুহাম্মদ (সা) ইহা নিজেই মনগড়া রচনা করিয়াছেন। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের হঠকারীতা ও নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাহারা নানা প্রকার মন্তব্য করিয়াছে এবং কেমন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করিতে তাহারা পেরেশান হইয়াছে। কখনও তাহারা ইহাকে যাদু বলিয়াছে, কখনও কবিতা, কখনও অলীক স্বপ্ন আবার কখনও স্বরচিত গ্রন্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে। ইরশাদ

হইয়াছে ঃ

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

দেখুন, তাহারা আপনার জন্য কত রকম উদাহরণ পেশ করিতেছে, ফলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং কোন সঠিক পথে চলিতে তাহারা সক্ষম নহে। (সূরা ফুরকান ঃ ৯)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

মুহাম্মদ (সা) যদি বাস্তবিক নবী হইয়া থাকে, তবে সে পূর্ববর্তী নবীদের মত কোন নিদর্শন পেশ করে না কেন? যেমন-হযরত সালিহ্ (আ) উট পেশ করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ) নানা প্রকার মু'জিযা পেশ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ (সা) ও যেন তাঁহাদের মত মু'জিযা পেশ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ

তাহাদের কাম্য মু'জিযাসমূহ পেশ করিতে ইহা ব্যতিত অন্য কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী লোকেরাও ইহা অস্বীকার করিয়াছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৯) ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কাফিরাও যদি মু'জিযা অবতীর্ণ হইবার পর ঈমান না আনে, তবে তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

যেই সকল জনবসতীকে আমি নিপাত করিয়াছি মু'জিযা আসিবার পর তাহারা ঈমান আনে নাই বরং তাহারা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, ফলে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল লোক যাহারা মু'জিযা তলব করিতেছে তাহারাও কি ঈমান আনিবে? কখনও নহে। বরং

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

যাহাদের সম্পর্কে আপনার প্রতিপালকের বাণী স্থির হইয়াছে তাহারা সকল মু'জিযা আসিলেও যাবৎ না শাস্তি দেখিবে ঈমান আনিবে না। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)

কিন্তু তখন ঈমান আনিলে কোন ফায়েদা হইবে না। বস্তুত এই সকল কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহু মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এমন মু'জিযাও তাহারা দেখিয়াছে যাহা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মু'জিযা অপেক্ষা অধিক

স্পষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা ঈমান আনে নাই। অতএব পুনরায় মু'জিযা দেখিতে চাওয়া তাহাদের হঠকারিতা ব্যতীত কিছুই নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)………. আলী ইব্ন রাবাহ লাখমী (র) জনৈক রাবী হইতে যিনি হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা)-কে বর্ণনা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে ছিলাম। আমাদের সহিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন। তিনি কুরআন পড়িতেছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল আসিল। সে গদী বিছাইয়া তাকিয়া লাগাইয়া বসিয়া পড়িল। বস্তুত সে সুন্দর চেহারার লোক ছিল এবং বাকপটুও ছিল। সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিল, হে আবূ বকর! মুহাম্মদ (সা)-কে গিয়া বল, তিনি যেন পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের মত কোন মু'জিযা পেশ করেন। হযরত মূসা (আ) তাওরাত পেশ করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) যাবূর আনিয়াছিলেন, হযরত সালিহ্ (আ) উট পেশ করিয়াছিলেন। এবং হযরত ঈসা (আ) ইঞ্জিল ও আসমানী মায়িদা-দস্তরখানা পেশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে দাঁড়াও এবং তাঁহার নিকট এই মুনাফিক হইতে মুক্তি লাভের জন্য দরখাস্ত কর। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ انه لا يقام لى وانما يقام لله আমার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইবার প্রয়োজন নাই। দণ্ডায়মান কেবল আল্লাহ্র জন্য হইতে হয়। তখন আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এখনই এই মুনাফিকদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এখনই হযরত জিব্রীল (আ) আসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনি বাহির হউন এবং ঐ সকল নিয়ামতসমূহের সংবাদ দান করুন যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন। আর যেই মর্যাদা আপনাকে দান করা হইয়াছে উহাও জানাইয়া দিন। তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, আমাকে লাল কালো সকল বর্ণের লোকের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এক মহা গ্রন্থ দান করিয়াছেন, অথচ, আমি লেখাপড়া জানি না। আমার পূর্ব ও পরবর্তী সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হইয়াছে। আযানে আমার নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। ফিরিশ্তা দ্বারা আমার সাহায্য করা হইয়াছে। আমার সম্মুখে আমার প্রভাব বিস্তার করা হইয়াছে। আমাকে কাউসার নামক হাউয দান করা হইয়াছে। এবং কিয়ামত দিবসে আমার হাউযই সর্বাপেক্ষা বড় হাউয হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে 'মাকামে মাহমূদ' নামক সর্বোচ্চ স্থান দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন; অথচ, সকল মানুষ তখন অস্থির হইয়া মাথা নত করিয়া থাকিবে। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সেই দলভুক্ত করিবেন যাঁহারা সর্বপ্রথম কবর হইতে উত্থিত হইবেন। আমার সুপারিশে আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা

হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন। এবং বেহেশতের মধ্যে সর্বোচ্চ বালাখানা আমাকে দান করিবেন। আরশবাহক ফিরিশ্তাগণ ব্যতীত আর কেহ আমার উর্ধ্বে থাকিবে না। আমার উম্মাতের জন্য গনীমাতের মাল হালাল করা হইয়াছে। অথচ, পূর্বে কাহারও জন্য ইহা হালাল ছিল না। হাদীসটি অবশ্য গরীব।

(৭) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(৮) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

(৯) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ

অনুবাদ ঃ (৭) তোমার পূর্বে ওহী সহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। (৮) এবং আমি তাহাদিগকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য গ্রহণ করিত না; তাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাহাদিগের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম-যথা, আমি উহাদিগকে ও যাহাদিগকে ইচ্ছা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং যালিমদিগকে করিয়াছিলাম ধ্বংস।

তাফসীর ঃ যাহারা কোন মানুষের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ

পূর্ববর্তী সকল রাসূলগণকে আমি মানুষের মধ্যে পুরুষকেই নির্বাচিত করিয়াছি। তাহাদের কেহই ফিরিশ্তা ছিলেন না। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى

হে নবী! আপনার পূর্বে জনপদের পুরুষদিগকেই কেবল আমি নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

আপনি মানুষের মধ্যে কোন নতুন রাসূল নহেন।

প্রাচীনকালে যেই সকল লোক মানুষের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করিত তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ أَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا তাহারা বলে মানুষই কি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিবে? (সূরা তাগাবুন ঃ ৬)

আল্লাহ্ তা'আলা এই কারণেই বলেন ঃ

فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

যদি তোমরা এই বাস্তব সম্পর্কে অবগত না হইয়া থাক তবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্য হইতে এবং অন্যান্য যাহারা এই বিষয়ে অবগত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, পূর্বে যেই রাসূল আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ ছিলেন, না ফিরিশ্তা। তাহারা এই কথাই বলিবে যে, তাহারা মানুষ-ই ছিলেন। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানুষের জন্য একটি বড় নিয়ামত যে, তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন যেন তাহারা তাহাদের ন্যায় মানুষ রাসূল হইতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

মহান আল্লাহর ইরশাদ ঃ

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ

তাহাদিগের এমন শরীর আমি দান করি নাই যে, তাহারা আহারই করিত না বরং তাহাদিগকে রক্ত মাংস বিশিষ্ট শরীর দান করিয়াছিলাম। ফলে তাহারা পানাহার করিতেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْأَسْوَاقِ

পূর্বে আমি যত রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই অন্যান্য লোকের ন্যায় পানাহার করিতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাজারে চলাফিরা করিতেন। (সূরা ফুরকান ঃ ২০) ইহা তাহাদের পক্ষে ক্ষতিরও ছিল না এবং অপমানজনকও ছিল না। যদিও মুশরিকদের এই ধারণা ছিল। যেমন তাহারা বলে ঃ

مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا أَوْ يُلْقٰى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا

এই লোকটি কেমন রাসূল যে, সে যে পানাহারও করে আবার বাজারেও যাতায়াত করে। তাঁহার সহিত ফিরিশ্তা কেন আসে না, যিনি তাহার সহিত দাওয়াতের কাজ করিবেন, মানুষকে সতর্ক করিবেন। কিংবা তাঁহাকে ধনভাণ্ডারের মালিক করিয়া দেওয়া হইল না কেন? অথবা তাঁহাকে কোন বাগানেরই মালিক করিয়া দেওয়া হইত, যাহা হইতে সে সচ্ছন্দে ফল-ফলাদী আহার করিত। (সূরা ফুরকান ঃ ৭)

وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ আর পূর্ববর্তী রাসূলগণ চিরজীবীও ছিলেন না। বরং তাঁহারা একটি নির্দিষ্ট কাল জীবন-ধারণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ আপনার পূর্বে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব দান করি নাই। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪) অবশ্য তাঁহাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হইত। ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র হুকুমে তাঁহাদের নিকট আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ লইয়া অবতীর্ণ হইতেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ অতঃপর রাসূলগণের সহিত যালিম কাফিরদিগকে নিপাত করিবার যে ওয়াদা করিয়াছি উহা আমি সত্য প্রমাণিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে নিপাত করিয়াছি। فَأَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ এবং আম্বিয়া কিরাম ও তাঁহার অনুসারীগণকে আমি শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছি। وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ আর যাহারা সীমা-অতিক্রমকারী ও রাসূলগণের আনীত ওহীকে অস্বীকারকারী তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছি।

(১০) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

(১১) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ٠

(১২) فَلَمَّا أَحَسُّوْا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ

(১৩) لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا إِلٰى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ

(١٤) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

(١٥) فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ

অনুবাদ ঃ (১০) আমি তো তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব, যাহাতে আছে তোমাদিগের জন্য উপদেশ তবুও কি তোমরা বুঝিবে না? (১১) আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাহাদিগের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি। (১২) অতঃপর যখন উহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখনই উহারা জনপদ হইতে পালায়ন করিতে লাগিল, (১৩) উহাদিগকে বলা হইয়াছিল পলায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আইস তোমাদিগের ভোগ সম্ভারের নিকট ও তোমাদিগের আবাসগৃহে, হয়ত এ বিষয়ে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। (১৪) উহারা বলিল, হায় দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম যালিম! (১৫) উহাদিগের এই আর্তনাদ চলিতে থাকে যতক্ষণ না আমি উহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও উহার গুরুত্ব অনুধাবনের প্রতি উৎসাহিত করিয়া ইরশাদ করেন ঃ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ

অবশ্যই আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য নসীহত রহিয়াছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের মর্যাদা নিহিত রহিয়াছে। হাসান (র) মুজাহিদ (র) বলেন, যাহাতে তোমাদের আলোচনা রহিয়াছে, যাহাতে তোমাদের দীন রহিয়াছে। اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি এই নিয়ামতকে বুঝিবে না এবং ইহা গ্রহণ করিবে না? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْاَلُوْنَ

এবং এই কুরআন আপনার জন্য ও আপনার কাওমের জন্য নসীহতবাণী এবং অচিরেই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৪৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

আর আমি কত জনপদ ধ্বংস করিয়াছি, যাহার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী। আয়াতের মধ্যে كَمْ শব্দটি আধিক্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমনঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ

হযরত নূহ (আ)-এর পর বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৭)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا .

আর কতই না জনবসতীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি ; কারণ তাহারা যালিম ছিল এবং এখন ধ্বংসস্তূপ হইয়া পড়িয়া আছে (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ এবং আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার পর অন্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ অতঃপর সেই অমান্যকারী কাফিররা যখন নিশ্চিতভাবে বুঝিল যে, আঘাত অবশ্যই আসিতেছে اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ তখন তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল ; আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন ঃ

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْآ اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ

তোমরা পলায়ণ করিও না বরং তোমরা যেই সকল বাসস্থানে আনন্দ উল্লাস করিতে সেইখানেই ফিরিয়া যাও। لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ যেন তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে যে, তোমাদিগকে দেওয়া নিয়ামত সমূহের তোমরা শোকর করিয়াছ কি না?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ তাহারা তাহাদের গুনাহ স্বীকার করিয়া বলিল, হায়! আমাদের দুর্ভোগ আমরাই যালিম ও অত্যাচারী। কিন্তু ইহা তাহাদের পক্ষে কোন উপকার করিবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ .

তাহাদের এই ফরিয়াদ তাহাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি চলিতেই থাকিবে এমনকি আমি তাহাদিগকে নির্মূল ও নিপাত করিয়া ফেলিব। তাহারা চিরতরে নীরব ও নিশ্চল হইয়া যাইবে।

(١٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

(١٧) لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ

(١٨) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

(١٩) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ

(٢٠) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (১৬) আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদিগের অন্তবর্তী তাহা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই। (১৭) আমি যদি ক্রীড়া উপকরণ চাহিতাম উহা করিতাম; আমি তাহা করি নাই। (১৮) কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়। এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার জন্য (১৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা তাঁহারই, তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আছে তাহারা অহংকারবশে তাঁহার ইবাদত করা হইতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (২০) তাহারা দিবারাত্র তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাহারা শৈথিল্য করে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সত্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন তিনি অসৎ লোকদিগকে তাহাদের শাস্তি এবং সৎ ও নেক্কার লোকদিগকে তাহাদের বিনিময় ও পুরস্কার দান করিতে পারেন। তিনি আসমান যমীন অনর্থক ও খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ

আসমান যমীন ও উহাদের মাঝে অবস্থিত বস্তু আমি বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। ইহা তো কেবল কাফিরদের ধারণা। এই সকল কাফিরদের জন্য বড়ই অকল্যাণ ও দোযখের আগুন রহিয়াছে। (সূরা সাদ ঃ ২৭)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۔

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি খেলাধুলা করাই আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইত, তবে আমার নিকট হইতেই উহা বানাইয়া লইতাম। বেহেশ্ত, দোযখ, মৃত্যু, হাশ্র ও হিসাব-নিকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, ইয়ামানী ভাষায় 'لهو' অর্থ স্ত্রী। ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, যদি স্ত্রী বানাইবার উদ্দেশ্যই হইত তবে আমার নিকট যে সকল সুন্দরী হূর রহিয়াছে উহাদিগকে স্ত্রী বানাইতাম। ইকরিমাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, 'لهو' অর্থ সন্তান। এই অর্থ এবং পূর্বের অর্থ একই মর্মের।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۔

যদি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তবে তাহার মাখলূক হইতে তাহার ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা সন্তান বানাইতেন। কিন্তু আল্লাহ্ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি মহা প্রতাপের অধিকারী। (সূরা যুমার ঃ ৪)

তিনি স্বীয় সত্তাকে সন্তান গ্রহণ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন। বিশেষত এই সকল ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা যেই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। যেমন—তাহারা হযরত ঈসা (আ) ও উযাইর (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়াছে এবং ফিরিশ্তাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলিয়াছে।

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۔

তাহাদের এই সকল অপবাদ হইতে বহু ঊর্ধ্বে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৩)

اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ। কাতাদাহ্, সুদ্দী ইবরাহীম নাখয়ী ও মুগীরাহ ইব্ন মিকসাম (র) বলেন, اِنْ অব্যয়টি مَا অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ مَا كُنَّا فٰعِلِيْنَ মুজাহিদ (র) বলেন, কুরআনের সর্বত্র اِنْ – مَا নাফিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ আমি সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করি যে, বাতিল সরিয়া পড়ে। فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ হক বাতিলকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং উহা নির্মূল হইয়া যায়। وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ হে লোক সকল! যাহারা আল্লাহ্র জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে তোমাদের এই অপবাদ তোমাদের অকল্যাণের কারণ হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ সকল ফিরিশ্তাই আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। তাঁহারা দিবারাত্র তাঁহারই পবিত্রতা ঘোষণা করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ

যেই সকল ফিরিশ্‌তা আসমান ও যমীনে রহিয়াছে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ তাঁহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দাসত্ব স্বীকার করিতে অহংকার করে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا

মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়াম ও আল্লাহ্‌র বান্দা হইতে কোন লজ্জাবোধ করে না আর আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও কোন লজ্জাবোধ করে না। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে আল্লাহ্ তাহাদের সকলকেই কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন। এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। (সূরা নিসা ঃ ১৭২)

لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ আর তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে ক্লান্তিও বোধ করে না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ তাঁহারা দিবারাত্র আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাকে কোন প্রকার অলসতা করে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অনুগত।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۰

তাহারা (ফিরিশ্‌তাগণ) আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ অমান্য করে না। যেই হুকুম তাহাদিগকে করা হউক না কেন তাহারা উহা পালন করিয়া থাকে। (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামগণের সহিত বসিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ هَلْ تَسْمَعُوْنَ مَا اَسْمَعُ আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি উহা শুনিতে পাইতেছ না? তাহারা বলিলেন, আমরা তো কিছুই শুনিতেছি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি আসমানের কটমট শব্দ শুনিতে পাইতেছি। এবং আসমান হইতে তো এই শব্দ হওয়াই উচিত। কারণ আসমানে এক বিঘত স্থানও এইরূপ নাই যেইখানে কোন কোন ফিরিশ্‌তা সিজ্‌দায় কিংবা দণ্ডায়মান নাই। হাদীসটি গারীব। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফিল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, বাল্যকালে আমি কা'ব আহবারের নিকট বসিয়াছিলাম। আমি তাহাকে يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ এর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের পারস্পরিক কথা বলা, আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছান ও আমল করাও কি ফিরিশ্‌তাগণকে তাসবীহ্ হইতে বিরত রাখে না? তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকটি কে? লোকেরা বলিল, আবদুল মুত্তালিবের বংশীয় ছেলে। তখন তিনি আমার মাথায় চুমু খাইলেন এবং বলিলেন, বৎস! তাঁহার তাসবীহ্ ঠিক তদ্রূপ যেমন তোমাদের জন্য শ্বাস প্রশ্বাস। তুমি কি কথাবার্তা বলিতে ও চলাচল করিবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ কর না?

(২১) اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۰

(২২) لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

(২৩) لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (২১) উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম? (২২) যদি আল্লাহ্ ব্যতিত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। (২৩) তিনি যাহা করেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইবে না; বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য ইলাহ্ স্থির করিয়াছে আল্লাহ্ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۰

আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যান্য যেই সকল ইলাহ্ তাহারা স্থির করিয়াছে, সেই সকল ইলাহ্ বা কি যমীন হইতে মৃতদিগকে জীবিত করিয়া উঠাইতে সক্ষম; নিশ্চয় নহে। অতএব এমন অক্ষম বস্তুকে তাহারা কি করিয়া আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে এবং উহার ইবাদত করে? অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

আসমান-যমীনে আল্লাহ্ ব্যতিত যদি অন্য ইলাহ্ থাকিত তবে দুইটাই ধ্বংস হইয়া যাইত।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِن وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, আর না তাঁহার শরীক অন্য কোন ইলাহ্ আছে। যদি এমন হইত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং প্রত্যেকেই অপরের উপর বিজয়ী হইবার চেষ্টা করিত। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৯১)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

আরশের প্রভূ মহান আল্লাহ্ তাহাদের উদ্ভট উক্তি হইতে পবিত্র। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র জন্য সন্তান ও শরীক স্থির করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা উহা হইতে পবিত্র ও তাহাদের এই অপবাদের বহু উর্ধে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

মহা সম্রাট তাঁহার মহত্ব, তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার সর্বব্যাপিজ্ঞান, তাঁহার ইনসাফ ও অনুগ্রহের কারণে কেহই তাঁহাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সক্ষম নহে। وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ অথচ, তাহাদের সকলকেই তাহাদের আমল ও কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

আপনার প্রতিপালকের কসম আমি তাহাদের সকলকেই তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিব।

(২৪) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۔

(২৫) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অনুবাদ ঃ (২৪) উহারা কি তাঁহাকে ব্যতিত বহু ইলাহ্ গ্রহন করিয়াছে? বলুন, তোমরা তোমাদিগের দলীল প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই আমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীগণের জন্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (২৫) আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতিত যে, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ

তাহারা কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়া অন্যান্য ইলাহ্ স্থির করিয়াছেন। قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের দলীল পেশ কর। هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ আমার সাথে যাহারা রহিয়াছে এই কুরআন তাহাদের দলীল وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ আমার পূর্ববর্তী যাহারা ছিলেন, তাহাদের কিতাবও বিদ্যমান। এবং তাহাদের কিতাবসমূহ তাহাদের বক্তব্যবিরোধী। পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেই সকল কিতাব অবতারিত হইয়াছে উহার প্রত্যেক কিতাবেই এই সত্য বিদ্যমান যে, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই। কিন্তু হে মুশরিকদল, তোমরা এই সত্যকে বিশ্বাস করো না। ফলে তোমরা উহা হইতে বিমুখ হইয়া থাক।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্বে যে কোন রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাঁহার নিকট এই ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে, আমি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۔

হে নবী! আপনার পূর্বে যেই নবী আমি প্রেরণ করিয়াছি আপনি জিজ্ঞাসা করুন, পরম করুণাময় আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য আমি নির্ধারণ করিয়াছি কি যাহাদের ইবাদত করা হইত? (সূরা যুখরুফ ঃ ৪৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ـ

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে এই নির্দেশ দিয়া একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে তোমরা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতকে গ্রহণ থেকে বিরত থাক। (সূরা নাহল ঃ ৩৬) প্রত্যেক নবী কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন। কিন্তু মুশরিকদের কাছে একাধিক ইলাহ স্থির করিবার বিষয়ে কোন দলীল-প্রমাণ নাই। তাহাদের দলীল সবই বাতিল-অকেজো। তাহাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হইবে এবং তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

(٢٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

(٢٧) لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

(٢٨) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

(٢٩) وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ـ

অনুবাদ ঃ (২৬) উহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পবিত্র, মহান! তাহারা তো তাঁহার সম্মানিত বান্দা। (২৭) তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না; তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। (২৮) তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। তাহারা সুপারিশ করে শুধু উহাদিগের জন্য যাহাদিগের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (২৯) তাহাদিগের মধ্যে যে বলিবে, আমি-ই ইলাহ্ তিনি ব্যতিত, তাহাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এইভাবে আমি যালিমদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ যেই ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র সন্তান-যেমন আরবের মুশরিকরা বলিত যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র কন্যা। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ আল্লাহ্ ইহা হইতে পবিত্র। বরং ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ্র নিকট তাঁহারা বড়ই মর্যাদাশালী। তাহারা কাজেকর্মে আল্লাহ্র খুবই অনুগত।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

তাঁহারা আগে বাড়িয়া কোন কথা বলে না এবং আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বিরোধিতা করে না বরং তাহাদের প্রতি যে কোন নির্দেশ হয় স্বতস্ফূর্তভাবে পালন করে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নহে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى ফিরিশ্তাগণ কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সুপারিশ করিবে যাহার জন্য আল্লাহ্র মর্জি হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ কে সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া তাহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ

তাঁহার অনুমতি ব্যতিত কোন সুপারিশই কাজে আসিবে না। (সূরা সাবা ঃ ২৩) এই প্রকার আরো অনেক আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ আর আল্লাহ্র এই সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাঁহার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহা বলিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতিত আমিও একজন ইলাহ্ তাহা হইলে-

فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ـ

তাহার এই কথার বিনিময়ে আমি তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি দিব। আর যালিমদিগকে আমি এমনি করিয়াই শাস্তি দিয়া থাকি।

ইহা একটি শর্ত এবং শর্তের জন্য সংঘটিত হওয়া জরুরী নহে। অর্থাৎ ইহা জরুরী নহে যে, আল্লাহ্র প্রতি সম্মানিত বান্দাগণের মধ্য হইতে কেহ এমন কথা বলিবে এবং সে এই শাস্তি ভোগ করিবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ـ

আপনি বলুন, যদি আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকে তবে আমি সেই আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম বান্দা। (সূরা যুখরুফ ঃ ৮১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই আপনার আমল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। (সূরা যুমার ঃ ১৫) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ না আল্লাহ্‌র কোন সন্তান হইয়াছে আর না নবী করীম (সা) কোন শিরক করিয়াছেন।

(৩০) اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

(৩১) وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

(৩২) وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ

(৩৩) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৩০) যাহারা কুফরী করে, তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে। তবুও কি তাহারা বিশ্বাস করবেনা? (৩১) এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে। (৩২) এবং আমি আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ ; কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী

হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৩৩) আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার শক্তি, সাম্রাজ্য ও প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্‌র দাসত্বকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত অন্যকেও ইলাহ্ মনে করে তাহারা কি জানেনা যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই। অতএব তাঁহার সহিত এমন বস্তুকে যে কিছুই সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে কি করিয়া শরীক করে। তাহারা কি ইহা জানে না যে, আসমান ও যমীন প্রথম একে অপরের সহিত মিলিত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। সাতটি আসমান ও সাতটি যমীন করিয়াছেন এবং শূন্যের মাধ্যমে সকলকে পৃথক করিয়াছেন। আর আসমান হইতে যমীনে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া যমীন হইতে তিনিই ফসল উৎপাদন করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুকে আমি পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার পরও কি তাহারা ঈমান আনিবে না। অর্থাৎ তাহারা প্রত্যক্ষভাবে এসব সৃষ্টিকে অবলোকন করিতেছে যে, ঐসব ধীরেধীরে বড় হইতেছে। এই সব কিছুই প্রমাণ করে যে, একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্ব শক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা সৃষ্টি করতে সক্ষম। কোন সাধক কবি বলিতেছেন ঃ

فَفِىْ كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ اٰيَةٌ * تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِدٌ

প্রত্যেক বস্তুতেই নিদর্শন রহিয়াছে যাহা ইহাই প্রমাণ করে যে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।

সুফিয়ান সাওরী (র)........ হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাত পূর্বে না দিন? তখন তিনি বলিলেন, আসমান ও যমীন যখন মিলিত ছিল উহার মধ্যে কোন ফাঁকা স্থান ছিল না, তখন অন্ধকার ব্যতিত আর কি ছিল? ইহা দ্বারা এই তথ্যই জানা যায় যে রাত দিনের পূর্বে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا-এর ব্যাখ্যা কি? তখন তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, এই শায়খের নিকট ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা কর এবং তিনি যেই ব্যাখ্যা করেন উহা আমাকেও জানাইবে। অতঃপর লোকটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিল এবং আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল। হযরত ইব্ন

আব্বাস (রা) ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিলেন ঃ আসমান ও যমীন উভয় মিলিত ছিল। আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইত না এবং যমীন হইতেও ফসল উৎপন্ন হইত না। কিন্তু আল্লাহ্ যখন যমীনের বাসিন্দা সৃষ্টি করিলেন, তখন আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইতে শুরু হইল, যমীন হইতে ফসল উৎপন্ন হইতে লাগিল। অতঃপর লোকটি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট ফিরিয়া গেল এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা শুনাইলেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, এখন বুঝিতে পারিয়াছ তো যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কুরআনের বিশেষ জ্ঞান দান করা হইয়াছে।

ইসমাইল ইব্ন আবূ খালিদ (র) বলেন, একবার আমি আবূ সালিহ্ হানাফীকে أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, প্রথমে আসমান মাত্র একটি ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে সাতটি আসমানে পরিণত করেন এবং যমীনও মাত্র একটি ছিল অতঃপর সাতটি যমীনে পরিণত করেন। মুজাহিদ (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন প্রথমে আসমান ও যমীন একত্রিত ছিল না। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আসমান ও যমীন প্রথমে মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমানকে উপরে উঠাইলেন এবং যমীনকে উহা হইতে পৃথক করিলেন তখন একটি অপরটি হইতে ফাঁকা হইয়া গেল। যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, আসমান যমীন উভয়ই প্রথমে একত্রিত ছিল, কিন্তু পরে উভয়ের মাঝে শূণ্যতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ প্রত্যেক বস্তুর মূল জিনিস হইল পানি।

ইব্ন হাতিম (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, একদা তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আপনাকে দেখি তখন আমার চক্ষু শীতল হইয়া যায় এবং অন্তর আনন্দে ভরিয়া যায়। আপনি আমাদিগকে জানাইয়া দিন, প্রত্যেক বস্তুর মূল কি? তিনি বলিলেন ঃ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَاءٍ প্রত্যেক বস্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইমাম আহ্মাদ (র)........ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয় এবং চক্ষু শীতল হয়। প্রত্যেক বস্তুর মূল কি আপনি অনুগ্রহপূর্বক বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ পানি দ্বারাই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করা হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন আমল শিক্ষা দান করুন যাহা পালন করিয়া আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারি, তিনি বলিলেন ঃ

أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

সালামের বিস্তার কর, আহার দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং রাত্রিবেলায় সালাত পড় যখন অন্য লোক ঘুমন্ত থাকে। অতঃপর নিরাপদে বেহেশ্তে প্রবেশ কর। ইমাম আহ্মাদ (র) হাদীসটিকে আবদুস্ সামাদ, আফ্ফান, বাহয (র) হইতে তাঁহারা হামাম (র) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে কেবল তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন। আবশ্য এই সনদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মতানুযায়ী শুধু আবূ মায়মূন সুনান গ্রন্থের রাবী। ইমাম তিরমিযী (র) সূত্রটি বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ (র) কাতাদাহ (র) হইতে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ যমীনে আমি পাহাড়সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি যাহা যমীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, যেন যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে। এমন হইলে মানুষ স্থির হইয়া বসবাস করিতে সক্ষম হইবে না। যমীনের এক চতুর্থাংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিন ভাগই পানির মধ্যে নিমজ্জিত। এই এক-চতুর্থাংশ পানির বাহিরে থাকার কারণে যমীনের অধিবাসী সূর্যের কিরণ আসমান এবং অন্যান্য নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়। যমীনের পাহাড় স্থাপন করার কারণ হিসাবে আল্লাহ্ বলেন ঃ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ যেন মানুষ লইয়া হেলিয়া না পড়ে ঃ

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ আর যমীনের আমি পথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে পৌঁছাইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিবার জন্য পাহাড় পর্বত প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে এই সকল পাহাড় পর্বত সমূহের মাঝে গিরিপথ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন মানুষের চলাচল করিতে অসুবিধা না হয়।

এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ যেন তাহারা তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا আর আসমানকে আমি সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। উহা কুব্বা-গম্বুজ-এর মত স্থাপিত।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

এবং আসমানকে আমি আমার ক্ষমতাবলে নির্মাণ করিয়াছি এবং তাহাকে আমিই প্রশস্ত করিয়াছি। (সূরা যারিয়াত ঃ ৪৭) আরো বলেন ঃ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا শপথ আসমানের আর যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাহার (সূরা আস-শামস ঃ ৫)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ

তাহাদের উপর অবস্থিত আসমানকে কি তাহারা দেখে না, আমি কিরূপে তাহা নির্মাণ করিয়াছি এবং সুশোভিত করিয়াছি আর উহাতে কোন ফাটল নাই। (সূরা ক্বাফ ঃ ৬) আরবী ভাষায় 'বিনা' অর্থ তাবু স্থাপন করা। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

بنى الاسلام على خمس اى خمسة دعائم

ইসলামকে পাঁচটি খুঁটির উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। আর খুঁটি আরবাসীদের প্রথানুযায়ী কেবলমাত্র তাবুতেই হইয়া থাকে। مَحْفُوْظًا অর্থাৎ সুউচ্চ এবং সংরক্ষিত। মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানকে আমি সুউচ্চ ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আসমান কি? তিনি বলিলেন ঃ موج مكفوف عنكم সংরক্ষিত তরঙ্গমালা। তবে সূত্রটি গারীব।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ আর তাহারা অর্থাৎ কাফিররা উহার নিদর্শনসমূহ হইতে বিমুখ হইয়া আছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ

আর আসমানসমূহ ও যমীনে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যাহার উপর দিয়া তাহারা অতিক্রম করে সেই সকল নিদর্শন তাহাদের সম্মুখেই বিদ্যমান অথচ, তাহারা উহা হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছে। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৫) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে এই সুবিশাল আসমান ও সুবিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আসমানকে চলমান ও স্থির নক্ষত্রসমূহ দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা একদিন ও একরাত্রে উহার পূর্ণকক্ষ ভ্রমণ করিয়া আসে। উহার গতি কি উহা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কেহ জানিতে পারে না। এই সকল বিষয়ে কাফির ও মুশরিক কোন চিন্তা ভাবনা করে না।

ইব্ন আবদ্ দুনয়া তাঁহার 'আত্তাফাক্কুর ওয়াল ই'তিবার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, জনৈক ইসরাঈলী আবিদ ত্রিশ বৎসর যাবৎ আল্লাহ্র ইবাদত করিতেছিলেন

আর সে যুগে কেহ ত্রিশ বৎসর কাল ইবাদত করিলে মেঘমালা তাঁহাকে ছায়া দান করিত। কিন্তু এই ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর ইবাদত করিয়াও যখন মেঘের ছায়া লাভ করিতে ব্যর্থ হইল, তখন সে তাহার মায়ের নিকট ইহার অভিযোগ করিল। তাঁহার মা তাঁহাকে বলিল, সম্ভবত তোমার ইবাদতকালে কোন পাপ কাজ করিয়াছ। সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! কোন পাপকাজ করিয়াছি বলিয়া আমি তো জানি না। তাঁহার মা বলিলেন, তাহা হইলে সম্ভবত কোন পাপের ইচ্ছা করিয়াছ। সে বলিল, আমি কোন পাপের ইচ্ছাও করি নাই। তাঁহার মা বলিলেন, সম্ভবত তুমি আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছ এবং কোন চিন্তা করা ব্যতিতই দৃষ্টি অবনত করিয়াছ। তখন সে বলিল, হাঁ, এমন অনেকবারই হইয়াছে। তখন মা বলিলেন, তবে ইহাই কারণ।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ সে আল্লাহ্ই তো দিবারাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ রাত্র অন্ধকারময় ও আরামদায়ক এবং দিন আলোকিত। রাত্র কখনও দীর্ঘ হয় আবার কখনও ছোট হয়। অপরপক্ষে দিনও কখনও দীর্ঘ হয় আবার কখনও ছোট হয় সবই আল্লাহ্র নিদর্শন।

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ আর চন্দ্রসূর্যও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সূর্য তাহার বিশেষ আলোকে বিশেষ কক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ গতিতে চলিতে থাকে। এবং চন্দ্র তাহার বিশেষ আলোকে বিশেষ কক্ষে বিশেষ গতিতে চলে।

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটিতেছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, চন্দ্রসূর্য ঠিক তেমনি ঘুরিতেছে, যেমন চরখা ঘুরিয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, যেমন চরখা খাট ছাড়া ঘুরে না এবং খাট চরখা ছাড়া ঘুরে না, তেমনি চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ কক্ষপথ ছাড়া ঘুরেনা আর কক্ষপথও উহা ছাড়া ঘুরে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

আল্লাহ্ই প্রভাতকে আলোকিত করিয়াছেন, রাতকে করিয়াছেন আরামদায়ক। সূর্য ও চন্দ্রের গতিকে হিসাব নিয়ন্ত্রক বানাইয়াছেন। ইহা সেই সত্তার নির্ধারিত বিষয় যিনি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী। (সূরা আন'আম ঃ ৯৬)

(٣٤) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ

(৩৫) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَّإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৩৪) আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নাই। সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবি হইয়া থাকিবে? (৩৫) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। আমি তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি। এবং আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ আপনার পূর্বে কোন মানুষের জন্যই দুনিয়ায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ দেই নাই। আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

পৃথিবীর বুকে যত কিছু বিদ্যমান সবই বিলুপ্ত হইবে, কেবল মহা প্রতাপের অধিকারী মহানুভব আল্লাহ্র সত্তাই অবশিষ্ট থাকিবে। (সূরা রাহমান ঃ ২৭) যাহারা এই মত পোষণ করে যে, হযরত খিযির (আ) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তিনি এখন জীবিত নহেন তাঁহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। তিনিই একজন মানুষই ছিলেন, চাই তিনি নবী হউন, রাসূল হউন কিংবা অলী হউন। অতএব তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَفَائِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ হে মুহাম্মদ! যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন তবে তাহারা কি চিরকাল এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবে? এমন কখনও হইবে না, তাহারাও একদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। ইহা হইতে কেহ বঞ্চিত হইবে না। ইমাম শাফিয়ী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

تَمَنّٰى رِجَالٌ اَنْ اَمُوْتَ وَاِنْ اَمُتْ * فَتِلْكَ سَبِيْلٌ لَسْتُ فِيْهَا بِاَوْحَدٍ

মানুষেরা আমার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে ইহা তো এমন পথ নহে, যেই পথের পথিক আমি একাই।

মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে কখনও বিপদের মাধ্যমে আবার কখনও সুখের মাধ্যমে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি। যেন কে

শোকরগুযার এবং কে অকৃতজ্ঞ, কে ধৈর্যশীল এবং কে নিরাশ উহা আমি জানিতে পারি। আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আমি তোমাদিগকে ভালমন্দ অর্থাৎ কঠিন বিপদ ও শান্তিময় জীবন, সুস্থতা ও রোগ, ধন ও দরিদ্রতা, হালাল ও হারাম, আনুগত্য ও অনানুগত এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মাধ্যমে পরীক্ষা করিব। وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ এবং আমার নিকট তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল দান করিব।

(৩৬) وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

(৩৭) خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ

অনুবাদ ঃ (৩৬) কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করেন। উহারা বলে, এই কি সেই, যে তোমাদিগের দেবদেবীগুলির সমালোচনা করে? অথচ উহারাই তো রাহমান-এর উল্লেখের বিরোধিতা করে। (৩৭) মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কুরাইশ কাফিররা যেমন আবু জাহিল ও অন্যান্য কাফির যখনই আপনাকে দেখিতে পায় اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا তখনই তাহারা আপনাকে বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। আর তাহারা এই কথা বলে اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদিগের দেবতাদের সমালোচনা করে? তোমাদের জ্ঞানীজনদিগকে নির্বোধ বলে। وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ অথচ, তাহারা নিজেরাই আল্লাহকে অস্বীকার করে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ঠাট্টাবিদ্রূপ করে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ـ

যখন তাহারা আপনাকে দেখিতে পায় তখন তাহারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে। এবং বলে, এই কি সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন? যদি আমরা আমাদের বিশ্বাসের প্রতি অটল না থাকিতাম তবে সে প্রায় আমাদের দেবতাগণ হইতে আমাদিগকে গুমরাহ করিয়া ফেলিয়াছিল। আল্লাহ্ বলেন, অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে, যখন তাহারা আযাব দেখিবে যে, কে সর্বাধিক গুমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান ঃ ৪১)

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ আর মানুষকে ব্যস্ত স্বভাব দিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً মানুষ স্বভাবগতভাবে বড়ই ব্যস্ত। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১) মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করিবার পর দিনের শেষভাগে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে রূহ দান করিবার পর যখন উহা তাঁহার চক্ষু মাথা ও জিহ্বায় ছড়াইয়া পড়িল তখনই তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে আমার প্রতিপালক! সূর্যাস্তের পূর্বেই আমার সৃষ্টিকে আপনি শীঘ্র সম্পন্ন করুন। অথচ তাঁহার নিম্নভাগে তখনও রূহ্ পৌঁছিতে পারে নাই।

ইবন আবূ হাতিম (র)......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হইল জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করান হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্ত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর এই দিনে কিয়ামত কায়িম হইবে। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন কোন মুসলিম যদি সালাত পড়ে, এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সময়টির স্বল্পতা বুঝাইবার জন্য স্বীয় অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। এবং বলিলেন, এই সময়ে আল্লাহ্র নিকট যে কোন প্রার্থনা করা হইলে আল্লাহ্ উহা কবুল করিয়া থাকেন। আবূ সালামাহ্ (র) বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) বলিলেন, আমি সেই সময়টি জানি, সেই সময়টি হইল জুমু'আর দিনের শেষ ভাগ। এই সময়েই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ

মানুষকে ব্যস্তস্বভাব দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। অচিরেই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব। অতএব তোমরা উহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইও না।

মানুষের স্বভাবে ব্যস্ততা রহিয়াছে এই বিষয়টি এইখানে উল্লেখ করিবার রহস্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কাফিরদের ঠাট্টাবিদ্রূপের

কথা উল্লেখ করিলেন, তখন মু'মিনদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার অনুভূতি সতেজ হইয়া উঠিল এবং তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

মানুষকে ব্যস্ত স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে ঢিল দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেন না।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ

অচিরেই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব। অর্থাৎ যাহারা আমার আদেশ অমান্য করিয়া চলিয়াছে তাহাদের প্রতিশোধ যে আমি কি ভাবে লইব উহা তোমরা দেখিতে পাইবে তবে তোমরা ব্যস্ত হইওনা।

(৩৮) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(৩৯) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

(৪০) بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৩৮) এবং উহারা বলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে? (৩৯) হায়! যদি কাফিররা সেই সময়ের কথা জানিত যখন উহারা উহাদিগের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে অগ্নি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না। (৪০) বস্তুত উহা উহাদিগের উপর আসিবে অতর্কিতভাবে এবং উহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে। ফলে উহারা উহা রোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ মুশরিকরা যেহেতু শাস্তির কথা অস্বীকার করিত। উহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে করিত। এই কারণে বিদ্রূপ মূলকভাবে শাস্তির জন্য ত্বরা করিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

তাহারা বলে, যদি তোমরা তোমাদের ওয়াদায় সত্যবাদী হইয়া থাক তবে বল দেখি তোমাদের শাস্তির সেই সময়টি?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ .

যদি তাহারা বাস্তবিকই ভয়াভয় শাস্তির কথা বিশ্বাস করিত, যাহা তাহারা ঠেকাইতে পারিবে না তবে তাহারা উহার জন্য ব্যস্ত হইত না ; তখন উপর হইতে নিচ হইতে এবং পায়ের তলদেশ হইতে তাহাদিগকে আযাব বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَتَحْتَهُمْ ظُلَلٌ .

তাহাদের উপরেও আগুনের আচ্ছাদন হইবে এবং নীচেও আগুন আচ্ছাদন হইবে ; (সূরা যুমার ঃ ১৬)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ .

জাহান্নামে তাহাদের জন্য আগুনের বিছানা হইবে এবং তাহাদের উপরেও বেষ্টনকারী আগুন হইবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ৪১) চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে আগুন ঘিরিয়া ফেলিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ এই অবস্থায় তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না ; ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا لَهُمْ مِنْ وَاقٍ তাহাদের জন্য রক্ষাকারী হইবে না। (সূরা রাদ ঃ ৩৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ কিয়ামত সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়িবে। তখন তাহারা অস্থির হইয়া পড়িবে ; কি যে তখন করিবে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবেনা ; فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا তখন তাহারা উহা ঠেকাইতে সক্ষম হইবে না। وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আর তাহাদিগকে একটি অবকাশও দেওয়া হইবে না।

(٤١) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

(٤٢) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ

(٤٣) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ

অনুবাদ ঃ (৪১) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হইয়াছিল, পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করিত তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। (৪২) বলুন, রাহমান হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে? তবুও উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতিত উহাদিগের এমন দেবদেবীও আছে যাহারা উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? ইহারা তো নিজদিগকেই সাহায্য করিতে পারেনা এবং আমার বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্যকারীও থাকিবে না।

তাফসীর ঃ কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে যেই কষ্ট দিত উহা হালকা করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .

হে নবী! আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণের সহিতও ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতিও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ .

আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে, তাহাদের কথা অমান্য করা হইয়াছে ; কিন্তু তাহারা তাহাদের এই আচরণের উপর ধৈর্যধারণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আরো নানা প্রকার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে আমার সাহায্য আসিয়াছে। আল্লাহ্র বাণীসমূহকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। আর আপনার নিকট তো রাসূলগণের সংবাদ পৌঁছিয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৩৪)

অতঃপর আল্লাহ্ই তাঁহার বান্দাদের প্রতি যেই নিয়ামত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ

আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন আল্লাহ্ ব্যতিত আর কে আছে যে তোমাদিগকে দিবারাত্র হিফাযত ও সংরক্ষণ করেন। অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদিগকে সর্বক্ষণ হিফাযত করিয়া থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে مِنَ الرَّحْمٰنِ এর 'مِنْ' অব্যয়টি বদল-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন কবির কবিতায় ও এই ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

جارية لم تلبس المرققا * ولم تذق من البقول الفستقا

সে এমন বাদী যে কখনও পাতলা কাপড় পরিধান করেন নাই এবং সব্জির বদলে কখনও পেস্তার স্বাদ গ্রহণ করে নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ

এই কাফিররা তো সকল নিয়ামতকেই অস্বীকার করে বরং তাহারা আল্লাহর সকল নিদর্শন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا তাহাদের কি অন্যান্য ইলাহ্ আছে যাহারা তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারে? বস্তুত এমন কেহই নাই। لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ বরং যাহাদিগকে তাহারা ইলাহ্ মনে করে তাহারা নিজেদেরই সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। وَلَاهُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, وَلَا هُمْ مِّنَّا يُجَارُوْنَ আমার শাস্তি হইতে তাহাদিগকে অন্য কাহারও পক্ষ হইতে আশ্রয় দেওয়া হইবে না। কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ لَا يُصْحَبُوْنَ مِنَّا بِخَيْرٍ আমার পক্ষ হইতে তাহাদের সহিত কোন কল্যাণ করা হইবে না। অন্য তাফসীরকার বলেন, তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না।

(٤٤) بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۗ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

(٤٥) قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ

(٤٦) وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

(٤٧) وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৪৪) বস্তুত আমি উহাদিগকে এবং উহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ সম্ভার দিয়াছিলাম। অধিকন্তু উহাদিগের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ। উহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি। তবুও কি উহারা বিজয়ী হইবে? (৪৫) বলুন, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদিগকে সতর্ক করি। কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তাহারা সতর্কবাণী শুনে না। (৪৬) তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও উহাদিগকে স্পর্শ করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিবে, হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের, আমরা তো ছিলাম যালিম। (৪৭) এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারো প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না। এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমি-ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ মুশরিকদিগকে গুমরাহির মধ্যে নিমগ্ন থাকিবার ব্যাপারে যেই বস্তু উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছে উহা হইল তাহাদের পার্থিব ভোগ সামগ্রী ও লোভ লালসা। দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা ইহা ভোগ করিতে করিতে ধারণা করিয়া বসিয়াছে যে তাহারা যেই মতবাদের বিশ্বাসী এবং যেই কার্যকলাপ করে ইহাই আল্লাহর পসন্দনীয়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا

তাহারা কি দেখিতেছে না যে আমি কাফিরদের জনবসতীকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করিতেছি। আয়াতটির একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়াছে। সূরা রা'দ-এর মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সর্বোত্তম তাফসীর এই আয়াত দ্বারা করা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ٠

আমি এই কাফিরদের চতুষ্পার্শ্বে জনবসতীগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং নানাহভাবে আমি তাহাদের নিকট আমার নিদর্শন পেশ করিয়াছি। যেন তাহারা সঠিক পথে ফিরিয়া আসে। (সূরা আহ্‌কাফ ঃ ২৭)

হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, কুফরের উপর ইসলামের বিজয়। অর্থাৎ এই সকল কাফিররা কি ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে তাঁহার শত্রুদের উপর সাহায্য করিতেছেন। অমান্যকারী জাতিকে ধ্বংস করিতেছেন। এবং মু'মিনগণকে বিপদ ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ইহার পরও তাহারাই বিজয়ী হইবে? নিশ্চয় নহে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যেই আযাব ও শাস্তির কথা বলিয়া তোমাদিগকে সতর্ক করি উহা তো আল্লাহ্‌র প্রেরিত ওহী। কিন্তু আল্লাহ্ যাহার অন্তর দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছেন, এবং যাহার কর্ণ ও অন্তরে মহর মারিয়া দিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা উপকৃত হইবে না।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۤءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ

যাহারা বধির তাহারা সত্যের ডাককে শ্রবণ করে না, যখন তাহাদিগকে সতর্কবাণী শ্রবণ করানো হয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যদি অতি সামান্য আযাবও ঐ সকল কাফিরদিগকে স্পর্শ করে তবে তাহারা বিলাপ করিয়া বলিতে থাকে, হায়! দুর্ভাগ্য আমরাই তো দুনিয়ায় অপরাধী ছিলাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

আর কিয়ামত দিবসে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি মীযান কায়িম করিব। ফলে কাহারও প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হইবে না। اَلْمَوَازِيْنَ শব্দটি যদিও এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে মীযান একটিই হইবে। কিন্তু যেহেতু অনেক অনেক আমল মাপা হইবে এই হিসাবে উহাকে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

কিয়ামত দিবসে কাহাকেও একটুও যুলুম করা হইবে না। যদি একটি সরিষা পরিমাণ আমলও যাহার থাকে তবে উহাও হাযির করা হইবে। এবং হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

আপনার প্রতিপালক কাহার প্রতি যুলুম করিবেন না। (সূরা কাহাফ ঃ ৪৯)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ٠

আল্লাহ্ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণ যুলুমও কাহারও প্রতি করিবেন না। যদি নেকী হয় তবে উহা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং নিজের নিকট হইতে অনেক মহা বিনিময় দান করিবেন। (সূরা নিসা ঃ ৪০)

হযরত লুকমান (র) তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন ঃ

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ٠

হে বৎস! সরিষার দানা পরিমাণও যদি কোন আমল হয় এবং উহা কোন পাথরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিংবা আসমান ও পৃথিবীর কোন স্থানে নিহিত থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা উহাও উপস্থিত করিবেন। তিনি বড় সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ। (সূরা লুকমান ঃ ১৬)

বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ٠

দুইটি কলেমা মুখে উচ্চারণ বড়ই সহজ, মীযানে ওযনে বড় ভারী এবং পরম করুণাময়ের নিকট বড়ই প্রিয়, তাহা হইল সুবহানাল্লাহ্ ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

ইমাম আহমাদ (র)......... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাত হইতে বিশেষ এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট করিয়া তাহার সম্মুখে নিরানব্বইখানা আমলনামা ছড়াইয়া দিবেন। প্রত্যেকটি আমলনামা দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তুমি কি উহার কিছুই অস্বীকার কর? আমার লেখক বা কেহ কি তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে? সে বলিবে, না, হে আমার প্রতিপালক! তখন পুনরায় আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার কি কোন ওযর কিংবা ভাল কাজ আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তখন সেই ব্যক্তি হতভম্ব হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, জী না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, হাঁ তোমার একটি ভাল কাজ আছে, তোমার প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না। অতঃপর কাগজের ছোট একটি টুকরা বাহির করা হইবে যাহাতে "আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" লেখা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাগণকে উহা পেশ করিতে বলিবেন। লোকটি উহা দেখিয়া বলিবে, হে আমার রব! এই ছোট টুকরাটি এই বিরাট আমলনামার মুকাবিলায় কোন কাজে আসিবে? তখন মহান আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তোমার প্রতি যুলুম করা হইবে না। তখন তাহার আমলনামার বিশাল দফতর মীযানের এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং আর এই ছোট কাগজটি এক পাল্লায় রাখা হইবে। কিন্তু এই ছোট কাগজের ওযন অপর পাল্লার মুকাবিলায় ভারী হইয়া যাইবে। আল্লাহ্র নামের তুলনায় কোন বস্তুর ওযন ভারী হইবে না। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) লাইস ইব্ন সা'দ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

ইমাম আহমাদ (র)......... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামত দিবসে যখন মীযান রাখা হইবে তখন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া তাহাকে এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং আমলসমূহও রাখা হইবে এবং পাল্লা ঝুলিয়া পড়িবে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। তাহার রওয়ানা হইতেই আল্লাহর পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিবে, তোমরা উহাকে লইয়া যাইও না, তাহার আরও একটি বস্তু অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতঃপর তাহার একটি ছোট্ট কাগজ আনা হইবে, যাহাতে লেখা রহিয়াছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। উহা তাহার একটি পাল্লায় রাখা হইলে পাল্লাটি ঝুলিয়া পড়িবে।

ইমাম আহমাদ (র)......... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন সাহাবী তাঁহার সম্মুখে বসিল, অতঃপর সে

জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কিছু গোলাম আছে। তাহারা আমার সহিত মিথ্যা কথা বলে। আমার সহিত খিয়ানত এবং আমার কথা অমান্য করে। আমি তাহাদিগকে আঘাত করি ও গালি দেই। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহাদের সহিত আমার এই ব্যবহার কেমন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার সহিত তাহারা যেহেতু খিয়ানত করে, তোমার যেই আদেশ অমান্য করে ও যেই মিথ্যা কথা বলে উহা এবং তোমার শাস্তির তুলনা করা হইবে, যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধের বেশী না হয় তবে না শাস্তি হইবে, না সওয়াব পাইবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা কম হয় তবে তুমি সাওয়াব পাইবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা বেশী হয় তবে তোমার অতিরিক্ত শাস্তির প্রতিশোধ লওয়া হইবে। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সে কি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করে নাই?

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ .

ইহা শ্রবণ করিয়া লোকটি বলিল, আমার মতে এই গোলামগুলি আযাদ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা উত্তম কোন কাজ নাই। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তাহারা সকলেই মুক্ত।

(٤٨) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاۤءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ

(٤٩) الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ

(٥٠) وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৪৮) আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়াছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য। (৪৯) যাহারা না দেখিয়াও তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত। (৫০) ইহা কল্যাণময় উপদেশ! আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর?

তাফসীর ঃ পূর্বেই এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও হযরত মূসা এবং তাঁহাদের প্রতি অবতারিত গ্রন্থদ্বয়কেও একত্রিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানেও এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ

আমি মূসা ও হারূনকে ফুরকান দান করিয়াছি। মুজাহিদ (র) বলেন, এখানে 'ফুরকান' অর্থ কিতাব। আবূ সালিহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ তাওরাত। কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাওরাত গ্রন্থে উল্লেখিত হালাল, হারামই ইহার উদ্দেশ্য, যাহা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয়। ইবন যায়িদ (র) বলেন, সকল আসমানী গ্রন্থসমূহ হক ও বাতিল হিদায়াত ও গুমরাহী, বক্রতা ও সঠিকতা এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয় এবং এমন বিষয়বস্তুকে শামিল করে যাহা মানুষের অন্তরে নূর, হিদায়েত, আল্লাহ্র ভয় ও তাঁহার প্রতি নিবিষ্টতা সৃষ্টি করে।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ

আল্লাহ্কে যাহারা ভয় করে তাহাদের জন্য এই কিতাব উপদেশবাণী ও নূর। যাহা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অতঃপর এই সকল লোকদের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ তাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়াই ভয় করে।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ

যেই ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহ্কে না দেখিয়াই ভয় করে এবং নিবিষ্ট অন্তরে আগমন করিবে। (সূরা কাফ ঃ ৩৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ

যাহারা আল্লাহ্কে না দেখিয়া ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও বড় বিনিময়। (সূরা মুলক ঃ ১২)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ আর তাহারা কিয়ামত দিবস হইতে ভীত সন্ত্রস্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ পবিত্র কুরআন এক বরকতময় উপদেশ বাণী যাহা আমি নাযিল করিয়াছি, উহার অগ্র পশ্চাতের কোন দিক হইতেই ইহার কাছে বাতিল আসিতে পারে না। মহাজ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ এত সত্য ও উজ্জ্বল গ্রন্থকে ও কি তোমরা অস্বীকার কর?

(৫১) وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ

(৫২) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

(৫৩) قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

(৫৪) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

(৫৫) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ

(৫৬) قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৫১) আমি তো ইহার পূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। (৫২) যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, এই মূর্তিগুলি কি, যাহাদিগের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ! (৫৩) উহারা বলিল, আমরা আমাদিগের পূর্ব পুরুষদিগকে ইহাদিগের পূজা করিতে দেখিয়াছি। (৫৪) সে বলিল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণও রহিয়াছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। (৫৫) উহারা বলিল, তুমি কি আমাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছ, না তুমি কৌতুক করিতেছ? (৫৬) সে বলিল, না তোমাদিগের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে বাল্যকালে ইলহামের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হিদায়েত দান করিয়াছিলেন এবং সেই সত্য ও হিদায়েতের অকাট্য দলীল ও তিনি তাঁহার কাওমের নিকট পেশ করিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

এইগুলি হইল আমার অকাট্য প্রমাণসমূহ যাহা আমি ইব্রাহীম (আ)-কে দান করিয়াছিলাম যেন তিনি স্বীয় কাওমের নিকট পেশ করিতে পারেন। (সূরা আন'আম ঃ ৮৩)

হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে পিতা কর্তৃক শৈশবকালে পাহাড়ের গুহায় রাখিয়া আসা এবং দীর্ঘকাল পর গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নক্ষত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি আল্লাহ্কে চিনিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে যত রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে সবই ইস্রাঈলী রেওয়ায়েত। অতএব আমাদের নিকট কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যে সঠিক তথ্য রহিয়াছে সকল রিওয়ায়েত সমূহ হইতে যাহা ইহার মুতাবিক হইবে উহা তো আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর যাহা এই সঠিক তথ্যের বিরোধী হইবে আমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিব। আর যাহা এই সঠিক তথ্যের বিরোধীও নহে আর ইহার মুতাবিকও নহে উহাকে আমরা সত্য বলিব না আর মিথ্যাও বলিব না। বরং এই বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করিব। এই শ্রেণীর রিওয়ায়েত সমূহকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম রেওয়ায়েত করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন। আবার অনেকের মত হইল, ইহাতে দীনের কোন ফায়দা নাই। যদি উহাতে আমাদের কোন দীনি ফায়দা নিহিত থাকিত তবে আমাদের শরী'আত অবশ্যই উহা বর্ণিত হইত। আমরা এই তাফসীর গ্রন্থে ইস্রাঈলী রিওয়ায়েতসমূহ হইতে এড়াইয়া চলির। কারণ ইহাতে কেবল সময় নষ্ট করা ব্যতিত অন্য ফায়দা নাই। বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। কারণ, তাহাদের রিওয়ায়েতে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত। তাহাদের মধ্যে সত্যমিথ্যা পার্থক্য করিবার কোন যোগ্যতাই ছিল না। আমাদের স্বনামধন্য আইম্মায়ে কিরাম তাহাদের রিওয়ায়েত সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম ইহাই যে, হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাল্যকালেই হিদায়েত দান করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি গায়রুল্লাহর ইবাদতকে অপসন্দ করিতেন। وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ এবং আমি ইহা ভালরূপেই জানিতাম যে, তাহার মধ্যে এই যোগ্যতা রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

যখন ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতা ও তাঁহার কাওমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মূর্তিগুলি কি, যাহাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত হইয়া আছ? বাল্যকালেই মূর্তিপূজা করা ও উহার প্রতি অনুরক্ত হওয়াকে অস্বীকার করা এবং ও তাঁহার পিতা ও কাওমের কার্যকলাপের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা, ইহাই হইল তাহার সেই হিদায়েত ও সুবুদ্ধি যাহা তাঁহাকে বাল্যকালেই দান করা হইয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আসবাগ ইব্ন নাবাতাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যাহারা শতরঞ্জ-পাশা খেলিতেছিল। যখন তিনি বলিলেন ঃ

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

এই মূর্তিগুলি কি? যাহাদের তোমরা অনুরক্ত হইয়াছ? ইহা স্পর্শ করা অপেক্ষা আগুনের অঙ্গার ধরিয়া রাখা তোমাদের পক্ষে উত্তম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এ উত্তরে তাহার এই কথা বলা ব্যতিত অন্য কোন দলীল খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা বলিল, পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের উপাসনা করিতে পাইয়াছি। হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিলেন ঃ

لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অবশ্যই তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার যেই অভিযোগ সেই একই অভিযোগ তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিও। তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষ সকলেই পথ-ভ্রষ্ট। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওম যখন দেখিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) তাহাদিগকে নির্বোধ মনে করিতেছেন এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষদিগকেও পথভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, এখন তাহারা বলিল, اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ইব্রাহীম তুমি কি সত্য ইহা বলিতেছ না-কি আমাদের সহিত তামাশা করিতেছ? আমরা পূর্বে তো কখনো এমন কথা বলিতে তোমাকে শুনি নাই?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ

তিনি বলিলেন, এই মূর্তি তোমাদের ইলাহ্ নহে, পালনকর্তাও নহে বরং তোমাদের পালনকর্তা ও ইলাহ্ হইল সেই মহান সত্তা যিনি আসমান যমীনের পালনকর্তা, যিনি উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।

وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ আর আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতিত কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি ব্যতিত কোন পালনকর্তাও নাই।

(৫৭) وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

(৫৮) فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ

(৫৯) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

(৬০) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ

(৬১) قَالُوا فَأْتُوا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ

(৬২) قَالُوا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرٰهِيْمُ

(৬৩) قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৫৭) শপথ আল্লাহ্র, তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদিগের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করিব। (৫৮) অতঃপর সে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে। উহাদিগের প্রধান তিনটি ব্যতিত; যাহাতে উহারা তাহার দিকে ফিরিয়া আসে। (৫৯) উহারা বলিল, আমাদিগের উপাস্যদিগের প্রতি এরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। (৬০) কেহ কেহ বলিল, এক যুবককে উহাদিগের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি। তাহাকে বলা হয় ইব্রাহীম। (৬১) উহারা বলিল, তাহাকে উপস্থিত কর, লোক সম্মুখে উপস্থিত কর, যাহাতে উহারা সাক্ষ্য দিতে পারে। (৬২) তাহারা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদিগের ইলাহ্গুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ? (৬৩) সে বলিল, সেই তো ইহা করিয়াছে, এই তো ইহাদিগের প্রধান। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি ইহারা কথা বলিতে পারে।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ) শপথ করিয়া বলিলেন ঃ এই মূর্তি উপাসকরা যখন তাহাদের মেলার মাঠে চলিয়া যাইবে, তখন অবশ্যই আমি তাহাদিগের মূর্তিগুলোর দুর্গতি ঘটাইব। ঐ সময় তাহাদের মেলানুষ্ঠান ছিল। সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদের মেলার অনুষ্ঠানের সময়টি যখন সমাগত হইল, তখন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আব্বা তাঁহাকে বলিল, ইব্রাহীম! তুমি যদি আমাদের মেলায় যোগদান কর তবে আমাদের ধর্ম তোমার খুব মনোপূত হইবে। এই কথার পর হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার সহিত বাহির হইলেন। কিন্তু কিছুপথ চলিবার পর তিনি মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন, তিনি বলিলেন, আমি অসুস্থ। মানুষ তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করা কালে তাহাকে মেলায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি এই কথাই বলিলেন, 'আমি অসুস্থ'। অধিকাংশ লোক যখন মেলায় চলিয়া গেল। অবশিষ্ট যাহারা থাকিল তাহারা ছিল দুর্বল। তখন তিনি বলিলেন ঃ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আল্লাহ্র কসম! আমি তাহাদের মূর্তিগুলির দুর্গতি

ঘটাইব। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই কথা তাহাদের শুনিতে বাকি রহিল না। ইব্ন ইসহাক (র) আবুল আহ্ওয়াস (র)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওম যখন তাঁহার নিকট দিয়া মেলায় যাইতেছিল, তখন তাহারা বলিল, ইব্রাহীম! তুমি কি মেলায় যাইবে না? তিনি বলিলেন, আমি অসুস্থ। এবং সত্য সত্যই তিনি কিছু অসুস্থ ছিলেন।

তিনি তখন আরো বলিলেন ঃ

لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

তোমরা যখন মেলায় চলিয়া যাইবে তখন আমি তোমাদের দেবতাদের অবশ্যই দুর্গতি ঘটাইব। এই সময়ে কিছু লোক হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই কথা শুনিতে পাইল। فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا হযরত ইব্রাহীম (আ) ঐ সকল মূর্তিসমূহের মধ্য হইতে বড়টি বাদ দিয়া সবগুলোকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ অতঃপর তিনি উহাদিগের উপর সবলে আঘাত হানিলেন। (সূরা সাফফাত ঃ ৯৩)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ হযরত ইব্রাহীম (আ) মূর্তিগুলিকে ভাংগিয়া বড়টির ঘাড়ে কুঠার রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই ধারণা করিয়াছিলেন, যে বড়টির কাঁধে কুঠার দেখিয়া তাহারা মনে করিবে যে, ছোট মূর্তিগুলিকে এই বড় মূর্তিটিই রাগ করিয়া ভাংগিয়া ফেলিয়াছে। কারণ, তাহার বিদ্যমান থাকাকালে ছোটগুলি উপাসনার উপযুক্ত নহে। অতএব কেন এই সকল লোক তাহাদের উপাসনা করিতেছে? তাই সে রাগ করিয়া সেইগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

তাহারা বলিল, আমাদের দেবতাদের সহিত এই কাজ কে করিয়াছে? অবশ্যই সে বড়ই যালিম। সে আমাদের দেবতাদের সহিত লাঞ্ছনামূলক আচরণ করিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ

তাহারা বলিল, ইব্রাহীম নামক এক যুবককে আমরা দেবতাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ما بعث الله نبيا الا شابا ولا اوتى العلم عالم الا وهو شاب

আল্লাহ্ যাহাকে নবুওয়াত দান করিয়াছেন, যৌবনকালেই দান করিয়াছেন। যাহাকে ইল্‌ম দান করিয়াছেন, যৌবনকালেই দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالُوْا فَأْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওমের লোকেরা বলিল, ইব্রাহীম (আ)-কে তোমরা সকল লোকের সম্মুখে উপস্থিত কর। বস্তুত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্যও ছিল ইহাই যে তাহাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা যেন সমস্ত লোকের উপস্থিতিতেই প্রকাশ পায়। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, যেই বস্তু কোন প্রকার উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম নহে। উহার উপাসনা করা, উহার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা কি আহম্মকী ও নির্বুদ্ধিতা নহে?

মহান আল্লাহর ইরশাদ ঃ

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইব্রাহীম! আমাদের দেবতাদের সহিত তুমিই কি এইরূপ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্যে এই প্রধান দেবতাই এই কাজ করিয়াছে। فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ যদি তাহারা কথা বলিবার ক্ষমতা রাখে তবে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর না! হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু দেবতাগুলি অচেতন পদার্থ তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করা সম্ভব নহে, অতএব তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিবে যে, আমাদের দেবতাগুলি তো কথা বলিতে পারে না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইব্ন হাস্সান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) তিনবার অসত্য কথা বলিয়াছেন, দুইবার তিনি আল্লাহর রাহে বলিয়াছেন, যখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا তিনি দেবতাদের এই বড় দেবতাই অন্যান্য ছোট দেবতাগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়াছে। এবং দ্বিতীয়বার যখন اِنِّىْ سَقِيْمٌ আমি অসুস্থ বলিয়াছিলেন। আর তৃতীয় কথাটি বলিয়াছিলেন, যখন হযরত 'সারাহ্'-কে লইয়া এক যালিম বাদশাহর রাজ্যে গিয়া একস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাদশাহকে কেহ এই সংবাদ দিল যে, আপনার রাজ্যে

একজন লোক আসিয়াছে। তাঁহার সহিত রহিয়াছে পরমা সুন্দরী রমণী। বাদশাহ হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে তাহার দরবারে ডাকাইয়া পাঠাইল। হযরত ইব্রাহীম (আ) উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই স্ত্রীলোকটি তোমার কে? তিনি বলিলেন, সে আমার ভগ্নি। বাদশাহ ইব্রাহীম (আ)-কে বলিল, যাও উহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। হযরত ইব্রাহীম (আ) 'সারাহ্'-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, এই যালিম বাদশাহ আমাকে তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি জানিতে চাহিলে, আমি বলিয়াছি, সে আমার ভগ্নি। তোমার নিকট জানিতে চাহিলে তুমি আমার কথা মিথ্যা বলিওনা। বস্তুত তুমি আমার দীনি ভগ্নিও বটে। এই সারা পৃথিবীতে তুমি ও আমি ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান নাই। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহাকে লইয়া বাদশাহর দরবারে গমন করিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) সারাহকে বাদশাহর নিকট পাঠাইয়া সালাতে নিবিষ্ট হইলেন। বাদশাহ হযরত সারাহর রূপ লাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঝুঁকিতেই আল্লাহর শাস্তি তাহাকে পাকড়াও করিল। তাহার হাত পা অবশ হইয়া পড়িল। এই অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ হযরত সারাহকে বলিল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করিব না, তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট এই শাস্তি উঠাইবার জন্য দু'আ কর। তিনি দু'আ করিতেই বাদশাহ সুস্থ হইয়া গেল। কিন্তু ঠিক হইয়া পুনরায় সে হযরত সারাহকে ধরিবার চেষ্টা করিল। অমনি পূর্বের ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইয়া গেল। বাদশাহ এবারও হযরত সারাহকে দু'আ করিতে অনুরোধ করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর তাহাকে স্পর্শ করিবে না। হযরত সারাহ এবারও তাহার জন্য দু'আ করিলেন এবং সে ঠিক হইয়া গেল। তিনি তৃতীয়বার ও সেই পূর্বের ন্যায় আচরণ করিলে এইবারও তাহার পূর্বের ন্যায় হইল। এবারও সে হযরত সারাহকে আল্লাহর নিকট দু'আ করিতে অনুরোধ করিল এবং পুনরায় এইরূপ আচরণ না করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল। হযরত সারাহ তাহার জন্য দু'আ করিলে সে সুস্থ হইল। তখন বাদশাহ তাহার একজন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিল, তুমি আমার নিকট কোন মানুষ তো আন নাই। আনিয়াছ একজন শয়তান মহিলা। তুমি তাহাকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দাও এবং হাযেরাকেও তাহার সহগামিনী করিয়া দাও। হযরত সারাহকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল এবং হযরত হাযেরাকে তাঁহার সহিত পাঠান হইল। হযরত সারাহ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত সারাহ ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি সালাত সম্পন্ন করিয়া অবসর হইলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সহিত কি আচরণ করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের চক্রান্তকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। এবং সে হাযেরাকে আমার সেবিকা হিসাবে দান করিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন

সীরীন (র) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যখনই এই হাদীস বর্ণনা করিতেন তখন তিনি বলিতেন ঃ تلك امكم يا بنى ماء السماء হে আকাশের পানির সন্তানগণ! ইনিই হইলেন তোমাদের আম্মা।

(٦٤) فَرَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

(٦٥) ثُمَّ نُكِسُوا۟ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ

(٦٦) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ

(٦٧) أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অনুবাদ ঃ (৬৪) তখন ইহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী। (৬৫) অতঃপর ইহাদিগের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল, তুমি তো জানই যে ইহারা কথা বলে না। (৬৬) ইব্‌রাহীম বলিল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যাহারা তোমাদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না। (৬৭) ধিক তোমাদিগকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর তাহাদিগকে! তবে কি তোমরা বুঝিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন তাঁহার কাওমের লোকের সহিত আলোচনা শেষ করিলেন ঃ فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ তখন তাহারা নিজদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল, কেন তাহারা তাহাদের উপাস্যদের হিফাযতের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া যায় নাই? তাহারা বলিল ঃ اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ তোমরাইতো সীমালংঘনকারী। ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ অতঃপর তাহারা মাথা অবনত করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া বলিল ঃ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ তুমি তো এই কথা জানই যে, আমাদের এই সকল দেবতা কথা বলিতে পারে না। ইহার পরও কি তাহাদের নিকট তুমি জিজ্ঞাসা করিতে আমাদিগকে বল যে, তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছে কে? কাতাদাহ্ (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাওম চরম অস্থিরতা ও পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে তাহারা বলিয়া ফেলিল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ তুমি তো জান যে, তাহারা কথা বলিতে পারে না। অতএব তুমি আমাদিগকে তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিতে বল কি করিয়া? হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সুযোগ বুঝিয়া তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ

তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর ইবাদত করিবে, যাহা না তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম? তোমরা কি কারণে তাহাদের ইবাদত কর?

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

ধিক! তোমাদের প্রতি এবং তাহাদের প্রতিও আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যাহাদের তোমরা ইবাদত কর। তোমরা যেই গুমরাহী ও ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত উহা কি তোমরা বুঝ না? যে ব্যক্তি মূর্খ ও যালিম সে ব্যতিত এইরূপ অনর্থক কাজ তো অন্য কেহ করিতে পারে না। এই বলিয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

তাঁহার যুক্তিসংগত দলীল প্রমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ الاية

এবং ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইব্‌রাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় ... ... (সূরা আন'আম ঃ ৮৩)

(٦٨) قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ

(٦٩) قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ

(٧٠) وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ

অনুবাদ ঃ (৬৮) তাহারা বলিল তাঁহাকে পোড়াইয়া দাও, সাহায্য কর তোমাদিগের দেবতাগুলিকে। তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ। (৬৯) আমি বলিলাম, হে অগ্নি! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও। (৭০) উহারা তাহার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু আমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাওমের যুক্তি প্রমাণ যখন অসার প্রমাণিত হইল, তাহাদের অক্ষমতা প্রকাশ পাইল ও সত্য প্রকাশিত হইল। তখন তাহারা তাহাদের

সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইল। তাহারা বলিল, ইব্‌রাহীম (আ)-কে জ্বালাই দাও এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর। অতএব তাহারা বহু লাকড়ী একত্রিত করিল। সুদ্দী (র) বলেন, তাহারা এই কাজকে এতই গুরুত্ব ও পুণ্যের কাজ মনে করিল যে, যদি কোন স্ত্রী লোক রোগাক্রান্ত হইত তবে সে মানত করিয়া বসিত যে, সে যদি সুস্থ হই তবে ইব্‌রাহীম (আ)-কে জ্বালাইবার জন্য লাকড়ী জোগাড় করিয়া দিবে। লাকড়ী একত্রিত করিয়া তাহারা উহাকে একটি প্রকাণ্ড গর্তে জমা করিল। উহা হইতে আকাশ ছোঁয়া ভয়ানক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। আগুন এতই ভয়ানক ছিল যে, উহার মধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে নিক্ষেপ করা একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর পারস্যের এক কুর্দী ব্যক্তির পরামর্শে চরকা তৈয়ার করা হইল এবং উহার সাহায্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনের সেই ভয়ানক গর্তে নিক্ষেপ করা হইল।

শুয়াইব জুব্বায়ী (র) বলেন, সেই কুর্দী লোকটির নাম ছিল, 'হীযন'। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই অপকর্মের দরুন তখনই তাহাকে যমীনে প্রোথিত করিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের অতল গহ্বরে প্রোথিত হইতে থাকিবে। কাফিরেরা যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম কর্মনির্বাহী।

ইমাম বুখারী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন যে, কাফিররা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী একত্রিত করিয়াছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম ও বলিয়াছিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইল তখন তিনি বলিলেন ঃ

اللهم انك فى السماء واحد وانا فى الارض واحد اعبدك

হে আল্লাহ্! আপনি আসমানে একাই মা'বূদ এবং আমি পৃথিবীতে একাই আপনার ইবাদত করি। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করিবার জন্য কাফিররা বাঁধিতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন ঃ

لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك

হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতিত আর কোন মা'বূদ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, সাম্রাজ্য কেবল আপনারই। আপনার কোন শরীক নাই।

শুয়াইব জুব্বায়ী (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বয়স ছিল তখন ষোল বৎসর। বর্ণিত আছে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইল তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) শূন্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি প্রয়োজন আছে? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ্‌র নিকট আমি অবশ্যই মুখাপেক্ষী।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইল, তখন বৃষ্টির জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্‌তা বলিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হুকুম করিলেই আমি বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া আগুন নিভাইয়া দিব। কিন্তু তাহাতে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা আগুনকে ঠাণ্ডা হইবার জন্য হুকুম দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

হে আগুন! তুমি ইব্‌রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের পর পৃথিবীর সমস্ত আগুন শীতল হইয়া গিয়াছিল। কা'ব আহবার (রা) বলেন, সেই দিন আগুন দ্বারা কেহই উপকৃত হইতে পারে নাই এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যেই রশি দ্বারা বাঁধা হইয়াছিল কেবল উহাই জ্বলিয়াছিল। সাওরী (র) হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, হে আগুন! ইব্‌রাহীমের কোন ক্ষতি করিও না। ইব্‌ন আব্বাস ও আবুল আলিয়াহ (র) বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা سَلٰمًا না বলিতেন, তবে আগুন এতই শীতল হইত যে তিনি উহা দ্বারা কষ্ট পাইতেন। জুওয়াবির, যাহ্‌হাক (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কাফিররা মস্ত বড় এক গর্ত করিল, এবং চতুর্দিক হইতে উহাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত হইল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু আগুন তাঁহাকে স্পর্শও করিল না। এমনকি আল্লাহ্ উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিভাইয়া দিলেন। বর্ণিত আছে, ঐ সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ) তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে ঘাম মুছিয়া দিয়াছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আগুনের উত্তাপে কেবল ঘর্মাক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতিত তাঁহার অন্য কোন কষ্ট হয় নাই। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত ছায়াদানকারী ফিরিশ্‌তাও বিদ্যমান ছিলেন।

আলী ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........... মিনহাল ইব্‌ন আমর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনের নিক্ষেপ করিবার পর তিনি উহাতে পঞ্চাশ কিংবা চল্লিশ দিন কাটাইয়াছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলেন, আগুনের

মধ্যে যেই সময় আমি কাটাইয়াছিলাম, উহা ছিল আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক সময়। হায়! যদি আমার সারা জীবন তদ্রূপ আরামদায়ক হইত।

আবূ যুর'আহ ইবন আমর ইব্ন জরীর (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পিতা সর্বাপেক্ষা যেই উত্তম যেই কথাটি বলিয়াছিল তাহা হইল, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন নিরাপদে আগুনের গর্ত হইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি স্বীয় ললাট হইতে ঘাম মুছিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা বলিয়া উঠিল, نعم الرب ربك يا ابراهيم হে ইব্রাহীম! তোমার প্রতিপালক কতই উত্তম ও মহান! কাতাদাহ (র) বলেন, ঐ দিন গিরগিটি ব্যতিত সকল প্রাণীই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইমাম যুহরী (র) বলেন, নবী করীম (সা) গিরগিট হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছেন। তিনি উহাকে ছোট ফাসিক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... ফাকিহ্ ইব্ন মুগীরা মাখুযমীর আযাদকৃত দাসী হইতে বর্ণিত, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তাঁহার ঘরে একটা বর্শা রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! এই বর্শা দ্বারা আপনি কি করেন? তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা গিরগিট হত্যা করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন সকল প্রাণী উহা নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কেবল এই গিরগিট তাহার আগুন ফুঁকাইয়াছিল। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওমের লোকজন তাহার সহিত চক্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের চক্রান্ত বিফল করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আগুন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আতীয়াহ আওফী (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখন বাদশাহ তামাশা দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আগুনের একটি ফুলকী তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে পড়িলে উহা তুলার মত পুড়িয়া গেল।

(٧١) وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

(٧٢) وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ

(٧٣) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

(٧٤) وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ

(٧٥) وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৭১) এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য। (৭২) এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। (৭৩) এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা, তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত। তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম, সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে। এবং যাকাত প্রদান করিতে, তাহারা আমারই ইবাদত করিত। (৭৪) এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে, উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। (৭৫) এবং তাহাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম, সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে আগুন হইতে মুক্তি দান করিয়া তাঁহাকে পবিত্র বরকতময় ভূখণ্ড সিরিয়ায় লইয়া যান। রাবী ইব্ন আনাস আবূ আলিয়াহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রস্তরের নিচ হইতে মিঠাপানি প্রবাহিত হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) পূর্বে ইরাকে বাস করিতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে যালিমের অত্যাচার হইতে মুক্তিদান করিয়া সিরিয়ায় প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া ছিল নবীগণের হিজরত স্থল। অন্যান্য ভূখণ্ডে যাহা কম হয় সিরিয়ায় উহা অধিক হয়, সিরিয়ায় যাহা কম হয় ফিলিস্তিনে উহা বেশী হয়। এই সিরিয়া দেশই হাশরের ময়দানে পরিণত হইবে এবং এইখানেই দাজ্জালকে হত্যা করা হইবে। এবং হযরত ঈসা (আ) ও এখানেই অবতরণ করিবেন।

কা'ব আহবার (রা) বলেন إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ এর মধ্যে যেই ভূখণ্ডের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে তাহা হইল হারান। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূত (আ) শ্যাম (সিরিয়া) দেশের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথে তাঁহাদের সহিত হারান-এর রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি স্বীয় ধর্ম অপসন্দ ও ঘৃণা করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে এই শর্তে বিবাহ করিলেন যে, তিনিও তাঁহার সহিত হিজরত করিয়া যাইবেন। হারান-এর এই রাজকুমারীই হইলেন হযরত সারাহ্ (র)। ইবন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা গারীব। যেই রিওয়ায়েতটি মাশহুর তাহা হইল হযরত সারাহ্ (র) ছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর চাচাত বোন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত তিনিও হিজরত করিয়াছিলেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) হিজরত করিয়া পবিত্র মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। যেমন এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.

মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যেই ঘর নির্মাণ করা হয় উহা পবিত্র মক্কায় অবস্থিত। উহা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতদানকারী। উহার মধ্যে বহু নিদর্শন রহিয়াছে। বিশেষত মাকামে ইব্রাহীমও রহিয়াছে। যেই ব্যক্তি উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً আমি ইব্রাহীম (আ)-কে পুত্র হিসাবে ইসহাককে দান করিয়াছি এবং পৌত্র হিসাবে ইয়াকূবকে দান করিয়াছি। ইবন আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও হাকাম ইবন উয়ায়নাহ (র) বলেন, نَافِلَةً অর্থ পৌত্র। অর্থাৎ ইয়াকূব (আ) হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

আমি সারাহ্ (আ)-কে ইসহাকের সুসংবাদ দান করিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকূব (আ)-এর সুসংবাদ দান করিলাম। (সূরা হূদ ঃ ৭১)

আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ বলিয়া এক সন্তানের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে পুত্র হযরত ইসহাকের সহিত পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সুসংবাদও দান করিলেন। وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ আল্লাহ্ বলেন, আমি

ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) উভয়কেই সৎ ও নেক্কার করিয়াছিলাম। وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا এবং আমি তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়াছিলাম। তাঁহারা অন্য লোকের নেতৃত্ব দান করিতেন এবং আমার নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করিতেন।

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

আর তাহাদের নিকট আমি সৎকর্ম করিবার, সালাত কায়েম করিবারও যাকাত আদায় করিবার জন্য ওহীযোগে নির্দেশ দান করিয়াছিলাম। আয়াতে 'খাস' এর আত্ফ হইয়াছে 'আম'-এর উপর। وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ আর তাহারা আমার ইবাদতকারী ও হুকুম পালনকারী বান্দা ছিলেন। এবং এই ইবাদতের জন্য অন্য মানুষকে তাঁহারা হুকুম করিতেন। وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا আর লূত (আ)-কে আমি হিকমত ও ইলম দান করিয়াছিলাম। লূত ইবন হারুন ইবন আযর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত তিনি হিজরতও করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي

হযরত লূত (আ) ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিলেন। এবং তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে হিজরত করিব। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৬)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ইলম ও হিকমত দান করিলেন। এবং তাঁহাকেও নবী করিলেন এবং সাদূম ও উহার পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের জনবসতীতে তাঁহাকে নবী নিযুক্তি করিয়া প্রেরণ করিলেন। তাহারা হযরত লূত (আ)-এর বিরোধিতা করিল, তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। তাহাদের ধ্বংসের কাহিনী পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

আর লূত (আ)-কে আমি সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিলাম যাহারা অশ্লীল কর্ম করিত, বস্তুত তাহারা ছিল বড়ই খারাপ ও পাপী সম্প্রদায়। এবং তাহাকে আমি আমার রহমতে দাখিল করিলাম, তিনি ছিলেন সৎলোকের অন্তর্ভুক্ত।

(٧٦) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

(৭৭) وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৭৬) স্মরণ কর নূহকে, পূর্বে সে যখন আহবান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহবানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহা-কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল। উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এই জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হযরত নূহ্ (আ)-কে যখন তাহার কাওমের লোকজন মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন তখন আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবূল করলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهٗ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

হযরত নূহ্ (আ) তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিলেন, প্রভু! আমি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি, আপনি আমায় সাহায্য করুন। (সূরা কামার ঃ ১০)

আর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا .

হে প্রভু! আপনি এই পৃথিবীতে একজন কাফিরকেও অবশিষ্ট রাখিবেন না। যদি আপনি তাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখেন তবে আপনার বান্দাগণকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা কেবল কাফির ও নাফরমান সন্তানই জন্ম দিবে। (সূরা নূহ্ ঃ ২৬) হযরত নূহ্ (আ) এই দু'আ করিলে আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবূল করিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ

হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পূর্বে হযরত নূহ (আ) যখন দু'আ করিলেন তখন আমি উহা কবূল করিলাম এবং তাঁহাকে ও তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমি মুক্তি দান করিলাম।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ .

যাহার সম্বন্ধে পূর্বেই শাস্তি প্রদান করা স্থির হইয়াছে তাহাকে ব্যতিত আপনার পরিবারবর্গকে নৌকায় উঠান এবং অন্যান্য মু'মিনগণকেও এবং তাঁহার প্রতি অতি অল্প সংখ্যক লোকেই ঈমান আনিয়াছিল। (সূরা মু'মিনুন ঃ ২৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ - اَلْكَرْبُ الْعَظِيْمُ অর্থ-মহাসংকট। হযরত নূহ্ (আ) সাড়ে নয়শত বৎসরকাল তাঁহার কাওমকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা অল্প কিছু লোকই তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়াছিল। অবশিষ্ট লোকে যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই কষ্ট ও পেরেশানীর কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ

আর আমি নূহকে সেই সকল লোক হইতে মুক্তি দান করিয়াছি এবং তাহাদের হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত এবং বস্তুত তাহারা ছিল বড় খারাপ লোক। সুতরাং তাহদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিলাম। এবং নূহ্ (আ)-এর দু'আ অনুযায়ী তাহাদের একজন লোকও দুনিয়ায় অবশিষ্ট রাখা হইল না।

(৭৮) وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ

(৭৯) فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ

(৮০) وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ

(٨١) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ

(٨٢) وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৭৮) এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা বিচার করিয়াছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে। উহাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়াছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহাদিগের বিচার। (৭৯) এবং তখন সুলায়মানকে এ বিষয়ে মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যেন উহারা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা। (৮০) আমি তাহাকে তোমাদিগের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদিগের যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না? (৮১) আর সুলায়মানের জন্য বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। (৮২) এবং শয়তানদিগের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত, ইহা ব্যতিত অন্য কাজও করিত; আমি উহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতাম।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন ইসহাক (র) মুররাহ (র) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কৃষি ক্ষেতটি ছিল আঙ্গুরের ক্ষেত। আঙ্গুরের লতায় তখন আঙ্গুর ধরিয়াছিল। শুরাইহ্ (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلنَّفْشُ অর্থ চরানো। কাতাদাহ (র) বলেন, রাত্রিকালে চরানোকে نَفْش বলা হয়। শুরাইহ্, যুহরী কাতাদাহ (র) বলেন, দিনের বেলা চরানোকে বলা হয় اَلْهَمَلُ।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব ও হারূন ইব্‌ন ইদ্রীস (র)......... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষেতের আঙ্গুরের ছড়াগুলিকে ছাগল নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হযরত দাঊদ (আ) ইহার মীমাংসা যাহা করিলেন, তাহা হইল আঙ্গুর ক্ষেতের মালিককে এই ক্ষতির বিনিময়ে ছাগলগুলি দেওয়া হইবে। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর নবী! এই মীমাংসা ব্যতিত ইহার অপর কোন মীমাংসা হইতে পারে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য আর কি মীমাংসা হইতে পারে? হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন আঙ্গুর ক্ষেত ছাগলের মালিকের দায়িত্বে দেওয়া হইবে এবং সে উহাতে আঙ্গুর লতা লাগাইয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে যাবৎ না পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং ছাগলগুলি ক্ষেতের মালিককে দেওয়া হইবে, সে উহা দ্বারা উপকৃত হইতে থাকিবে যাবৎ না ক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ক্ষেত যখন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। তখন ক্ষেতের মালিক ছাগলের মালিককে ছাগল ফিরাইয়া দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ এর মাধ্যমে হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই মীমাংসার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ্ (র)......... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত দাঊদ (আ) ক্ষেতের মালিককে ছাগলগুলি দিয়া দেওয়ার ফায়সালা করিলেন। অতঃপর ছাগলের মালিক শুধু তাহাদের কুকুরগুলি সংগে লইয়া ফিরিল। পথে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি মীমাংসা করা হইয়াছে? তাহারা কৃত মীমাংসার কথা উল্লেখ করিল। তখন তিনি বলিলেন, যদি আমি তোমাদের মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করিতাম তবে ভিন্ন ফয়সালা করিতাম। হযরত দাঊদ (আ)-কে এই বিষয়ে অবগত করান হইলে, তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি এই সমস্যার কি বিচার করিতে? তিনি বলিলেন, আমার মীমাংসা হইল মালিককে ছাগলগুলি দেওয়া হইবে এবং সে উহার বাচ্চাও দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হইবে এবং ক্ষেত ছাগলের মালিকের দায়িত্বে দেওয়া, সে উহাতে চারা লাগাইয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে। যখন ক্ষেত পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তখন ক্ষেতের মালিক তাহার ক্ষেত ফিরাইয়া লইবে এবং ছাগলগুলিও তাহার মালিককে ফিরাইয়া দিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... মাসরূক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, যেই ক্ষেতে রাত্রিকালে ছাগল ঢুকিয়াছিল উহা ছিল আঙ্গুর ক্ষেত। ছাগলগুলি ক্ষেতটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছিল। আঙ্গুর গাছে লতা-পাতা ও আঙ্গুর ছড়া সব কিছুই খাইয়া শেষ করিয়াছিল। অতঃপর ক্ষেতের মালিকরা হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হইলে তিনি ছাগলগুলি তাহাদিগকে দিয়া দিলেন। এই বিচার শ্রবণ করিয়া হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, বিচারটি এইরূপ হইবে। ক্ষেতের মালিককে ছাগলগুলি দেওয়া হইবে, তাহারা উপর দুধ পান করিবে এবং অন্যান্য উপায়ে উহা দ্বারা উপকৃত

হইবে; এবং আঙ্গুর ক্ষেতটি ছাগলের মালিকের দায়িত্বে দেওয়া হইবে সে উহার তত্ত্বাবধান করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিবে। অতঃপর ক্ষেতের মালিক ছাগলের মালিককে ছাগল ফিরাইয়া দিবে এবং ছাগলের মালিক ক্ষেতটি তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। শুরাইহ, মুররাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন আবূ যিয়াদ (র)......... আমের (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি কাযী শুরাইহ (র)-এর নিকট আসিল। তাহাদের একজন অপরজনের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিল, এই লোকটির ছাগলগুলি আমার কাপড় বুনার সূতা ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। শুরাইহ (র) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিকালে না দিনের বেলা? যদি দিনের বেলায় ছিড়িয়া থাকে তবে ইহার কোন ক্ষতিপূরণ তাহার দিতে হইবে না। আর যদি রাত্রিকালে ছিড়িয়া থাকে তবে ইহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ পাঠ করিলেন।

কাযী শুরাইহ (র) যেই ফায়সালা করিলেন, ইহা ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তাহারা......... লাইস ইব্ন সা'দ, হারাম ইব্ন মুহায়্যাসাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা)-এর উষ্ট্রি একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া বাগানের গাছ নষ্ট করিয়া দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই ফয়সালা করিলেন, উহা হইল, দিনের বেলা বাগানের মালিকের দায়িত্ব হইবে বাগানের হিফাযত ও সংরক্ষণ করা। এবং রাত্রিকালে গৃহপালিত পশু যেই ক্ষতি করিবে পশুর মালিক সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে। হাদীসটিকে মু'আল্লাল বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। 'কিতাবুল আহকাম' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান দাঊদ ও সুলায়মানকে দান করিয়াছিলাম। উভয়কেই আমি হিকম ও ইলম দান করিয়াছিলাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র)... ... ... হুমাইদা (র) হইতে বর্ণিত যে, ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়াহ (র) তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। হাসান বাসরী (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সাঈদ! আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, বিচারক যদি ইজতিহাদ করিয়া ভুল করে তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, যদি সে প্রবৃত্তির দ্বারা প্রতারিত হয় তবে সেও জাহান্নামী। অবশ্য যেই বিচারক ইজতিহাদ করিয়া

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিবে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। তখন হাসান বাসরী (র) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ), সুলায়মান (আ) ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন উহা এই বর্ণনার বিপরীত।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ.

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-এর বিচারের তো প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু হযরত দাঊদ (আ)-এর বিচার ভুল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে তিরস্কার করেন নাই। অতঃপর হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকগণকে তিনটি নির্দেশ দান করিয়াছেন, ১. একটি হইল তাহারা যেন শরীয়াতের কোন হুকুমকে পার্থিব স্বার্থে পরিবর্তন না করেন। ২. প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন। ৩. আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাহাকেও যেন ভয় না করেন।

অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করিয়াছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে হক ও সঠিক ফয়সালা করিবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেনা। তাহা হইলে উহা তোমাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে গুমরাহ করিয়া দিবে (সূরা সোয়াদ ঃ ২৬)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

মানুষকে তোমরা ভয় করিও না। কেবল আমাকেই তোমরা ভয় করিবে (সূরা মায়িদাহ ঃ ৪৪)।

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا তোমরা দুনিয়ার হীন স্বার্থে আমার আয়াত ও নির্দেশসমূহ পরিবর্তন করিও না। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৪৪)

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ইহা সর্বসম্মত যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) নিষ্পাপ এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহারা সাহায্যপ্রাপ্ত। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম ব্যতিত অন্যান্য লোক সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত আমর ইব্ন আ'স (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر

বিচারক ও হাকিম ইজতিহাদ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিলে তিনি দ্বিগুণ সওয়াব পাইবেন এবং ভুল করিলে এক গুণ সাওয়াব লাভ করিবেন। উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা ইয়াস ইবন মু'আবিয়াহ (র)-এর ধারণা যে, বিচারক ইজতিহাদ করিতে ভুল করিলে সে জাহান্নামে যাইবে ইহা ভুল প্রমাণিত হইল।

সুনান গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত, বিচারক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. এক শ্রেণীর বিচারক বেহেশতবাসী এবং দুই শ্রেণীর বিচারক দোযখী। প্রথম শ্রেণীর বিচারক হইল তারা, যারা সত্য জানিয়া তদানুযায়ী বিচার করে। এই শ্রেণীর বিচারক বেহেশতে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারক হইল, তারা যারা সত্যকে না জানিয়া না বুঝিয়া বিচার করে। সে দোযখে প্রবেশ করে। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর বিচারক যারা সত্যকে জানিয়া উহার বিপরীত বিচার করে। তারাও দোযখে প্রবেশ করিবে।

পবিত্র কুরআনে যেই ঘটনাটি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, মুসনাদে ইমাম আহমাদ অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলী ইবন হাফস (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একদা দুইজন স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদের দুইটি শিশুও ছিল। এমন সময় একটি বাঘ আসিয়া তাহাদের একটি শিশুকে লইয়া গেল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল, তোমার বাচ্চা বাঘে লইয়া গিয়াছে। মীমাংসার জন্য উভয়ই হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট গেল। হযরত দাঊদ (আ) তাহাদের মধ্যে যে বড় তাহাকে অবশিষ্ট শিশুটি দিয়া দিলেন। ফয়সালা শুনিয়া হযরত সুলায়মান (আ) তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, একটি ছুরি আন, শিশুটিকে দুই খণ্ড করিয়া তোমাদের মধ্যে আমি ভাগ করিয়া দেই। ইহা শুনিয়া ছোট স্ত্রী লোকটি বলিল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিবেন না। শিশুটি তাহাকে দিয়াদিল, হযরত সুলায়মান (আ) বুঝিলেন। শিশুটি প্রকৃতপক্ষে এই স্ত্রী লোকটিরই। অতএব তিনি তাহাকেই দিয়া দিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে এই ঘটনার উপর এইরূপ শিরোনাম ধার্য করিয়াছেন, باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق "সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিচারক স্বীয় ফয়সালার বিপরীত কথা বলিতে পারে।"

হাফিয আবুল কাসিম ইবন আসাকির (র) হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কে অনুরূপ অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাসান ইবন সুফিয়ান (র)......... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সার সংক্ষিপ্ত হইল, বনী ইস্‌রাঈলের একজন পরমা সুন্দরী মহিলার

প্রতি চারজন বিত্তবান লোক আসক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা তাহার সহিত অপকর্ম করিবার প্রত্যাশায় সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াও ব্যর্থ হইল। মহিলা কোনক্রমেই তাহাদের আশা পূর্ণ করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট গিয়া বলিল, এই মহিলাটি তাহার কুকুরের সহিত ব্যাভিচার করে, সে তাহার কুকুরকে এই অপকর্মের অভ্যস্ত করাইয়াছে। ঘটনাটি শ্রবণ করিয়া হযরত দাঊদ (আ) তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। ঐদিন বিকালেই হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার সমবয়স্ক যুবক ছেলেদের সহিত বসিয়া বিচারকের আসন গ্রহণ করিলেন। তখন চারজন যুবক উল্লেখিত ঘটনার অনুরূপ একটি মুকদ্দমা তাঁহার নিকট পেশ করিল। হযরত সুলায়মান (আ) প্রত্যেককে পৃথক করিয়া দিলেন এবং একজনকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুকুরটির কি রং ছিল? সে বলিল, কালো। হযরত সুলায়মান (আ) তাহাকে পৃথক করিয়া দিলেন। অতঃপর অপর একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুকুরটি রং কি ছিল? সে বলিল, লাল। তৃতীয়জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, বাদামী, এবং চতুর্থজন বলিল, কুকুরটি সাদা ছিল। হযরত সুলায়মান (আ) সকলকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত দাঊদ (আ) যখন হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই বিচার সম্পর্কে অবগত হইলেন তৎক্ষণাৎই তিনি এই চার ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, যাহারা মহিলাটির প্রতি এই অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি পৃথক করিয়া প্রত্যেকের নিকট কুকুরের রং কি ছিল জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রং বলিল। তখন হযরত দাঊদ (আ) তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

আর পর্বত সমূহকে দাঊদ (আ)-এর অনুসারী করিয়া দিয়াছিলাম। উহারা তাহার সহিত আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিত এবং পক্ষীসমূহও। হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুমধুর। তিনি যখন যাবূর গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন আকাশের উড়ন্ত পাখিসমূহও থামিয়া যাইত এবং আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিত। অনুরূপভাবে পর্বতসমূহ হযরত দাঊদের সুমধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত তাসবীহ্ পাঠ করিতে লাগিত।

একদা হযরত নবী করীম (সা) রাত্রিকালে হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা)-কে কুরআন তিলাওয়াত করিতে শুনিলেন। তিনি তাঁহার তিলাওয়াত শ্রবণের জন্য থামিয়া গেলেন। এবং বলিলেন ঃ

لقد اوتي هذا مزمار من مزامير ال داؤد

এই ব্যক্তিকে হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের একাংশ দান করা হইয়াছে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) যখন জানিতে পারিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার তিলাওয়াত শুনিয়াছেন; তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আপনি আমার তিলাওয়াত শুনিতেছেন তবে আমি আরো সুন্দর করিয়া পাঠ করিতাম। আবূ উসমান নাহদী (র) বলেন, আমি কোন উত্তম হইতে উত্তমতর বাদ্যেও হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিক মধুর শব্দ শুনি নাই। ইহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার কণ্ঠস্বরকে হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের একাংশ বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বর যে কত মধুর ছিল উহার কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ

আমি দাঊদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ারীর কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলাম যেন উহা তোমাদিগকে যুদ্ধের ক্ষতি হইতে সংরক্ষণ করিতে পারে। হযরত দাঊদ (আ)-এর পূর্বেও অবশ্য বর্ম তৈয়ার করা হইত। কিন্তু উহা গোলাকার হইত না তক্তার মত হইত কিন্তু কড়া দিয়া বর্ম হযরত দাঊদ (আ)-এর যুগেই প্রথম তৈয়ার করা হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ

আর আমি দাঊদ (আ)-এর জন্য লোহা নরম করিয়া দিয়াছি এবং এই নির্দেশ দিয়াছি যে, তুমি পরিমাণমত কড়া দিয়া বর্ম তৈয়ার করিবে। যেন গাঢ় রং বড় না হয় (সূরা সাবা ঃ ১০)। لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ বর্ম তৈয়ার করিবার শিক্ষা এই জন্য দিয়াছি যেন উহা তোমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংরক্ষণ করিতে পারে। فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ তোমাদের সংরক্ষণের জন্য দাঊদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া তোমাদের প্রতি যেই অনুগ্রহ করা হইল উহার তোমরা শোকর করিবে কি?

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً

আর সুলায়মান (আ)-এর জন্য ঝঞ্ঝা বায়ু অধিনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম।

تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

যাহা তাহার নির্দেশে বরকতময় ভূখণ্ড (শাম-সিরিয়া) দেশে প্রবাহিত হইত।

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ আর আমি তো প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। হযরত সুলায়মান (আ) একটি কাঠের খাটিয়ায় স্বীয় প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু যেমন

ঘোড়া, উট, তাবু ও সেনাবাহিনী লইয়া বসিয়া যাইতেন, এবং তিনি বায়ুকে বহন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হুকুম দিতেন। পাখীর ঝাক তাঁহার মাথার উপর আসিয়া ছায়া দিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

আমি সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। উহা তাহার নির্দেশে অতি আরামেই তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিত (সূরা ছোয়াদ ঃ ৩৬)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ সকালে বিকালে এক এক মাসের পথ অতিক্রম করিত (সূরা সাবা ঃ ১৬)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আ)-এর খাটে ছয় লক্ষ চেয়ার রাখা হইত। তাঁহার নিকটবর্তী সারিতে মু'মিন মানুষ বসিত, উহার পর মু'মিন জিন্ বসিত। অতঃপর তিনি পাখীসমূহকে ছায়া ছায়াদানের জন্য হুকুম দিতেন এবং তিনি বায়ুকে খাট বহন করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। বায়ু তাঁহাকে তাঁহার গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) বায়ুকে হুকুম করিলে উহা মস্তবড় ঢেউ হইয়া যাইতে যেন উহা একটি বিরাট পাহাড়। অতঃপর তিনি সর্বোচ্চ স্থানে বিছানা বিছাইবার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া হাযির করা হইত। তিনি উহাতে আরোহণ করিয়া সেই উচ্চ স্থানে অবতরণ করিতেন। ইহার পর তিনি বায়ুকে বহন করিবার নির্দেশ দিতেন। বায়ু তাঁহাকে বহন করিয়া আসমানের নীচে সকল উচ্চস্থানে লইয়া যাইত। এই সময় তিনি আল্লাহ্র প্রতি সম্মানার্থে মাথা নীচু করিয়া রাখিতেন। এবং ডান-বাম কোনদিকেই দৃষ্টিপাত করিতেন না। অবশেষে বায়ু তাঁহাকে তাঁহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ আর জিন্দের মধ্য হইতেও অনেক জিন্কে তাঁহার অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। যাহারা তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে ডুব দিত এবং উহা হইতে মুক্তা আহরণ করিত। وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ এবং ইহা ব্যতিত আরো অনেক কাজ করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

জিনদের মধ্য হইতে কিছু এমন জিনকে আমি সুলায়মান (আ)-এর বাধ্য করিয়া দিয়াছিলাম যাহারা রাজমিস্ত্রী ও ডুবুরী ছিল এবং আরো কিছু জিন্ও ছিল যাহারা জিঞ্জিরে

আবদ্ধ ছিল (সূরা সাদ ঃ ৩৮)। وكنا له حافظين এবং সুলায়মান (আ)-কে জিন্দের দুষ্টামী হইতে হিফাযত করিতাম। উহাদের কেহই তাঁহার নিকটে যাইবার দুঃসাহস করিত না। সুলায়মান (আ) যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেন। ইচ্ছা হইলেই আটকাইয়া রাখিতেন আর ইচ্ছা হইলে ছাড়িয়া দিতেন।

(٨٣) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
(٨٤) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

অনুবাদ ঃ (৮৩) এবং স্মরণ কর আইউবের কথা যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, আমি দুঃখকষ্টে পড়িয়াছি, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৮৪) তখন আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম। তাঁহার দুঃখকষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম। তাঁহাকে তাহার পরিবার পরিজন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদিগের মত আরো দিয়াছিলাম, আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

তাফসীর ঃ হযরত আইউব (আ)-এর জীবন ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির উপর যেই বিপদের সয়লাব নামিয়া আসিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আইউব (আ) অসংখ্য পশ্বাদিপশু বহু ক্ষেত খামার ধন-সম্পদ ও সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ীর মালিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সব কিছুর উপর বিপদের কালো মেঘ নামিয়া আসিল এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকিলনা। অতঃপর তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। কেবল তাঁহার কলব ও জিহ্বা রোগ মুক্ত থাকিল। এবং ইহার সাহায্যে তিনি আল্লাহ্র যিকির করিতে পারিতেন। এমন কি পার্শ্ববর্তী লোকজন তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। এবং শহরের এক কোণে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিয়রে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী ব্যতিত আর কেহই থাকিল না। তিনি তাঁহার সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে এতই রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন যে, অবশেষে জীবন ধারনের জন্য তিনি অন্যের কাজ করিতে বাধ্য হইলেন।

নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل

সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদে আম্বিয়ায়ে কিরামই পতিত হন, অতঃপর আল্লাহ্র অন্যান্য নেক্কার বান্দাগণ এবং ইহার পর যাঁহারা তাঁহাদের সামঞ্জস্য, অতঃপর যাহারা সামঞ্জস্য হয় তাহারাও বিপদগ্রস্ত হন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

يبتلى الرجل على قدر دينه فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه

প্রত্যেক ব্যক্তির দীনদারী অনুসারে তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকে। যদি তাহার দীন মযবুত হয়, তবে তাঁহার পরীক্ষাও অধিক হয়। হযরত আইউব (আ) অতিশয় ধৈর্যশীল ছিলেন। ধৈর্যের এই ব্যাপারে তাঁহাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

ইয়াযীদ ইব্ন মাইসারাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-কে যখন তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যিকিরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি আল্লাহ্র দরবারে বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন এবং সন্তান সন্ততিও দান করিয়াছিলেন, তখন আমার অন্তর ঐ সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। এখন আপনি আমার সকল বস্তু ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন, অতএব আমার অন্তর সকল বস্তুর আকর্ষণ হইতে শূণ্য। আপনার ও আমার মাঝে এখন আর কোন বস্তুর প্রতিবন্ধকতা নাই। আমার সহিত আপনি যেই ব্যবহার করিয়াছেন যদি আমার শত্রু ইব্লীস উহা জানিতে পারে তবে সে আমার প্রতি হিংসা করিবে। পরিশেষে তাঁহার এই কথায়ও এই প্রশংসায় ইবলীস জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল। হযরত আইউব (আ) আরো বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি ইহা ভালই জানেন যে, তখন আমার কোন যুলুমের কারণে কেহ আমার দ্বারে কোন অভিযোগ লইয়া আসে নাই। রাত্রিকালে আমার জন্য নরম বিছানা বিছানো হইলে আমার নাফ্সকে লক্ষ্য করিয়া বলিতাম, তোমাকে তো এই নরম বিছানায় আরাম করিবার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। আপনি জানেন যে, ইহা শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করিয়াছিলাম। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) হইতে এই বিষয়ে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। ইব্ন জরীর (র) ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রিওয়ায়েতটি বড়ই গারীব। দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি উহা ত্যাগ করিয়াছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আইউব (আ) দীর্ঘকাল যাবদ বিপদগ্রস্ত ছিলেন। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, সাত বৎসর এক মাস তিনি এই বিপদে আক্রান্ত ছিলেন। বনী ইস্রাঈলের একটি এমন স্থানে তিনি পড়িয়া ছিলেন, যেখানে তাহারা ময়লা নিক্ষেপ করিত। তাঁহার শরীরে পোকা পড়িয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বিপদ মুক্ত করিলেন। তাঁহাকে উত্তম বিনিময় দান করিলেন। এবং তাঁহার ধৈর্যের কারণে

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বড়ই প্রশংসা করিলেন। ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বেহ্ (র) বলেন, হযরত আইউব (আ) পূর্ণ তিন বৎসর যাবত বিপদগ্রস্থ ছিলেন, কমও নহে বেশীও নহে।

সুদ্দী (র) বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর শরীর হইতে গোশ্ত ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীরে রগ ও হাড্ডি ব্যতিত আর কিছুই ছিলনা। হযরত আইউব (আ) ছাইয়ের মধ্যে পড়িয়া থাকিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সেবাযত্ন করিতেন। একদা তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! যদি আপনি আপনার প্রতিপালকের দরবারে এই বিপদ দূরীভূত হইবার জন্য দু'আ করিতেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি সত্তর বৎসর পর্যন্ত সুস্থ জীবন যাপন করিয়াছি। যদি আমি বিপদগ্রস্থ হইয়া সত্তর বৎসর কালও ধৈর্যধারণ করি তবে উহা কম হইবে। হযরত আইউব (আ)-এর এই কথা শুনিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন, এবং জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি মানুষের কাজ করিয়া কিছু খাদ্য সামগ্রী জোগাড় করিয়া হযরত আইউব (আ)-কে আহার করাইতেন। একবার ইব্লীস হযরত আইউব (আ)-এর দুইজন ফিলিস্তিনী বন্ধুর নিকট গিয়া বলিল, তোমাদের ভাই আইউব (আ) বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর এবং তোমরা কিছু মদও সংগে লইয়া যাও। যদি তিনি উহা হইতে কিছু পান করেন তবে সুস্থ হইয়া যাইবেন। ইব্লীসের এই কথামত তাহারা কিছু মদ সংগে লইয়া হযরত আইউব (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল। হযরত আইউব (আ) তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নিজেদের পরিচয় দান করিলে, তিনি তাহাদিগকে স্বাগত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার এই বিপদকালের বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাইতেছি। অতঃপর তাহারা বলিল, হে আইউব! সম্ভবত আপনি যাহা গোপন করিতেন প্রকাশ্যে ইহার বিপরীত করিতেন। এই কারণেই আল্লাহ্ আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। তখন তিনি আসমানের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ ভালই জানেন যে, আমি প্রকাশ্যে যাহা করিয়াছি, গোপনে উহার বিপরীত করি নাই। কিন্তু আমার প্রতিপালক আমাকে এই কারণেই বিপদগ্রস্ত করিয়াছে, যে এই বিপদে আমি ধৈর্যধারণ করিব না অধৈর্য হইয়া পড়ি উহা তিনি দেখিতে চাহেন। তখন তাহারা বলিল, আইউব! আপনি আমাদের এই মদ থেকে কিছু পান করুন। যদি ইহা হইতে কিছু পান করেন তবে আপনি সুস্থ হইয়া যাইবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বড়ই রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তোমাদের নিকট ইব্লীস খবীস আসিয়াছিল এবং সে-ই তোমাদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছে। তোমাদের সহিত কথা বলা এবং তোমদের খাদ্যও পানীয় পানাহার করা আমার পক্ষে হারাম। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল। এবার হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী মানুষের কাজ করিবার জন্য বাহিরে গেলেন এবং এক বাড়িতে গিয়া তাহাদের জন্য রুটি

বানাইলেন। গৃহকর্তার একটি ছোট ছেলে ছিল। শিশুটি ঘুমন্ত ছিল, তাহারা শিশুটির অংশের রুটি বিনিময় হিসেবে হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রীকে দান করিল। তিনি রুটি লইয়া ফিরিলেন এবং হযরত আইউব (আ)-কে খাওয়ার জন্য দিলেন। তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহা কোথা হইতে আনিয়াছ? উত্তরে তিনি পূর্ণ ঘটনা বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন, সম্ভবত শিশুটি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়াছে এবং রুটির জন্য চিৎকার করিতেছে। অতএব তুমি উহা লইয়া ফিরিয়া যাও। হযরত আইউব (আ)-এর রুটিটি লইয়া তাহাদের ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইলে একটি ছাগল তাহাকে শিং দ্বারা আঘাত করিল, অমনি তাহার মুখ হইতে বাহির হইল মন্দ হউক হযরত আইউব (আ)-এর, কেমন ভুল কথা বলিলেন। কিন্তু যখন তিনি উপরে উঠিলেন, তখন তিনি বাস্তবিকই দেখিতে পাইলেন যে, শিশুটি জাগ্রত হইয়া রুটির জন্য চিৎকার করিতেছে। সে অন্য কিছুই লইতে রাযী নহে। তখন তিনি বলিলেন, হযরত আইউব (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। এই বলিয়া রুটিটি তাহাকে দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ইব্লীস পথে তাহার সহিত এক ডাক্তারের আকৃতিতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আপনার স্বামী দীর্ঘকাল পর্যন্ত রোগাক্রান্ত। তিনি যদি রোগমুক্ত হইতে চান তাকে যেন তিনি অমুক গোত্রের মূর্তির নামে একটি মাছি হত্যা করেন। এইরূপ করিলেই তিনি রোগমুক্ত হইয়া যাইবেন। এবং পরে আপনি তাওবা করিয়া লইবেন। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া এই কথা তাহার নিকট বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমার নিকট অবশ্যই ইব্লীস শয়তান আসিয়াছিল। আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সুস্থ হই তবে তোমাকে একশত বেত লাগাইব। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী তাঁহার অভ্যাসানুযায়ী কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন, কিন্তু রিযিকের সকল দ্বারই রুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যে কোন বাড়ীতে কাজের জন্য গেলেন, তাহারা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল। তিনি যখন নিরুপায় হইলেন, এবং হযরত আইউব (আ)-এর ক্ষুধার্ত হইবার আশংকা করিলেন, তখন তিনি উত্তম কিছু খাদ্যের বিনিময় তাহার এক গোছা চুল এক আমীর কন্যার নিকট বিক্রয় করিলেন। অতঃপর তিনি ঐসব খাদ্য লইয়া হযরত আইউব (আ)-এর নিকট ফিরিলেন। হযরত আইউব (আ) উহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহা কোথা হইতে আনিয়াছ? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি মানুষের কাজ করিয়াছি এবং উহার বিনিময় তাহারা দিয়াছে। ইহার পর তিনি আহার করিলেন। পরের দিন তাঁহার স্ত্রী কাজ করার তালাশে বাহির হইলেন, কিন্তু কোন কাজ পাইলেন না। তাই পূর্বের দিনের মত আরেক আরেক গোছা মাথার চুল ঐ মেয়েটির নিকট বিক্রয় করিলেন। তাহার বিনিময় খাদ্য কিনলেন। এবং এইসব খাদ্য লইয়া হযরত আইউব (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন,

আল্লাহ্‌র শপথ আমি যাবত নিশ্চিত না হইব তুমি কোথায় হইতে কিরূপে আনিয়াছ তাবৎ খাদ্য খাইব না। অতঃপর তাঁহার স্ত্রী মাথার ওড়না সরাইলেন। যখন তিনি স্ত্রীর মুণ্ডানো মাথা দর্শন করিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত পেরেশান হইয়া গেলেন। সেই সময় তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিলেন ঃ

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

হে আমার প্রতিপালক! আমি রোগাক্রান্ত হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি তো সর্বাপেক্ষা বড় অনুগ্রহকারী।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... নাওফ আল-বাক্কালী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই শয়তান হযরত আইউব (আ)-কে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার নাম ছিল 'মাবসূত'। তিনি আরো বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী তাঁহাকে সদা আল্লাহ্‌র নিকট রোগমুক্তির দু'আ করিবার জন্য পিড়াপিড়ি করিতেন। কিন্তু তিনি দু'আ করিতেন না। অবশেষে একদিন বনী ইস্রাঈলের কিছু লোক তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিল, কোন গুনাহ্‌র কারণেই তিনি এইরূপ বিপদে নিঃপতিত হইয়াছেন। এইরূপ মন্তব্য শ্রবণ করিতেই হযরত আইউব (আ) আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন ঃ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)............... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর দুই ভাই ছিল। একদিন তাহারা তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিল। কিন্তু দুর্গন্ধে তাহারা তাঁহার নিকট যাইতে পারিল না। দূরে দাঁড়াইয়া তাহারা একজন অপরজনকে বলিল, হযরত আইউব (আ) যদি কোন ভাল কাজ করিত তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে এইরূপ বিপদে ফেলিতেন না! ইহা শ্রবণ করিতেই হযরত আইউব (আ) এতই প্রকম্পিত হইয়া উঠিলেন, যে তিনি কখনও এইরূপ প্রকম্পিত হন নাই। তখনই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিলেন "হে আল্লাহ্! যদি আপনি ইহা জানেন যে, কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত আছে, ইহা জানিয়া আমি কখনও তৃপ্তিসহকারে আহার করি নাই তবে আপনি আমার সত্যতা প্রমাণ করুন। তখনই আসমান হইতে তাহার সত্যতা ঘোষণা করা হইল এবং তাঁহারা উভয়ই ইহা শ্রবণ করিল। হযরত আইউব (আ) আবার দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! যদি আপনি জানেন যে কোন ব্যক্তি উলঙ্গ আছে ইহা জানিয়া আমি কখনও একাধিক কাপড় ব্যবহার করি নাই, তবে আপনি আমার সত্যতা ঘোষণা করুন। অতঃপর আসমান হইতে তাহার সত্যতা ঘোষণা করা হইল। এই ঘোষণা তাহার দুই ভাইও শুনিতে পাইল। অতঃপর হযরত আইউব (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনার ইয্‌যতের কসম বলিয়া তিনি সিজদায় অবনত হইলেন। সিজদায় পড়িয়া তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনার

ইয্‌যতের কসম! যাবত না আপনি আমার রোগমুক্ত করিবেন সিজদা হইতে আমার মাথা উত্তোলন করিব না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে মারফূ পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ... ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হযরত আইউব (আ) আঠার বৎসর পর্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন। সমাজের আপন ও পর সকল লোকই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুই ভাই ছিল যাহারা সকালে বিকালে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। একদিন তাহাদের একজন আরেকজনকে বলিল, তুমি জান কি আসলে হযরত আইউব (আ) এমন কোন গুনাহ করিয়াছেন, যাহা দুনিয়ায় অন্য কোন ব্যক্তি করে নাই। তখন তাহার সংগী জিজ্ঞাসা করিল, সেই গুনাহ কি? লোকটি বলিল, আঠার বৎসর পর্যন্ত তিনি এই রোগাক্রান্ত, আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি কোন অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। নিশ্চয় কোন বড় ধরণের গুনাহ হইবে। বিকালে যখন দুইজন হযরত আইউব (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইল তখন লোকটি আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিল না এবং হযরত আইউব (আ)-এর নিকট উহা উল্লেখ করিল। তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ উহা আমি জানি না, তবে আল্লাহ্ জানেন যে, আমি কোন গুনাহ করি নাই। বরং পথে কোন দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিয়া যদি আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইত তবে আমি ঘরে ফিরিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে কাফ্‌ফারা আদায় করিতাম যেন এমন না হয় যে, অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইয়াছে। হযরত আইউব (আ) মলত্যাগ করিবার পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া আসিতেন। কিন্তু একবার তাঁহার স্ত্রী তাহার নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল। তখন আসমান হইতে ঘোষণা করা হইল, হে আইউব! তুমি তোমার পাও দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। পানি বাহির হইয়া আসিবে। উহা দ্বারা তুমি গোসল করিতে পারিবে এবং উহা পান করিতেও পারিবে। তবে হাদীসটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি বড়ই গরীব।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-কে বেহেশতের পোশাক পরিধান করাইলেন, এবং তিনি এক কোণে গিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এই রোগী লোকটি কোথায় গিয়াছে? সম্ভবত কোন কুকুর কিংবা হিংস্র জন্তু তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ এইভাবে তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। হঠাৎ এক সময় হযরত আইউব (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আমিই তো আইউব। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আপনি কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন?

তিনি বলিলেন আপনিও কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি ঠাট্টা করি নাই আমিই আইউব। আল্লাহ্ তাহাকে সুস্থ করিয়াছেন। অত্র সূত্রেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-এর নিকট ওহী যোগে বলিলেন, আমি তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিরাইয়া দিলাম বরং উহার দ্বিগুণ তোমাকে দান করিলাম। তুমি এই পানি দ্বারা গোসল কর, ইহা দ্বারাই তুমি রোগ মুক্ত হইবে। আর তোমার সাথী-সংগীদের পক্ষ হইতে কুরবাণী কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ তাহারা আমার নাফরমানী করিয়াছে। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ যুর'আহ (র)... ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,

لما عافى الله أيوب امطر عليه جرادًا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله فى ثوبه قال فقيل له يا أيوب أما تشبع؟ قال يارب ومن يشبع من رحمتك

আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আইউব (আ)-কে রোগমুক্ত করিলেন, তখন তিনি তাহার নিকট স্বর্ণের পঙ্গপাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হযরত আইউব (আ) উহা ধরিয়া ধরিয়া কাপড়ে রাখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ধন-সম্পদে কি তোমার তৃপ্তি হয় না? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনার রহমত হইতে কাহার তৃপ্তি হয়? ইহার মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ আর তাহাকে আমি তাহার পরিজন ও উহাদের সহিত আরো অনুরূপ দান করিয়াছি। পূর্বেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আইউব (আ)-এর বিলুপ্ত সকল পরিজনই তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (র) হইতেও অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রীর নাম ছিল রহমত। অবশ্য আয়াত দ্বারা উহা বোঝা বড় কঠিন। তবে যদি কোন আহলে কিতাব হইতে লইয়া থাকেন তবে উহা বিশুদ্ধভাবে গৃহীত হইলেও আমরা উহাকে সত্য কিংবা মিথ্যা কিছুই বলিতে পারি না। ইব্ন আসাকির (র) তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে তাঁহার নাম 'রাহমাতুল্লাহ' উল্লেখ করিয়াছেন। আবার তাঁহার নাম লীয়্যা বিনতে মিনাশা ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীমও

কথিত আছে। লীয়্যা বিনতে ইয়াকুব (আ) বলিয়াও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হযরত আইয়ুব (আ)-এর সহিত আলবা সানীয়্যাহ নামক ভূ-খণ্ডে অবস্থান করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত আইউব (আ)-কে বলা হইল, আপনার পরিবার পরিজন সকলেই আপনার সহিত বেহেশ্তবাসী। যদি আপনি বলেন, তবে তাহাদের সকলকেই আপনার নিকট আনিয়া দিব। আর যদি আপনি উহা পসন্দ করেন যে, তাহাদিগকে বেহেশ্তে রাখিয়া তাহাদের পরিবর্তে দুনিয়ায় অন্য সন্তান-সন্ততি দান করি তবে তাহাই করিব। অতঃপর তাহাদিগকে বেহেশ্তে রাখা হইল এবং তাঁহাদের অনুরূপ সন্তান দুনিয়ায় দান করা হইল। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (র) আবূ ইমরান জাওনী (র)-এর সূত্রে নাওফ আল বাক্কালী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আইউব (আ)-কে পরকালেও বিনিময় দান করা হইয়াছে এবং দুনিয়ায়ও বিনিময় দান করা হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) ও পূর্ববর্তী আরো অনেক উলামায়ে কিরাম হইত অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا আইউব (আ)-এর সহিত আমি যেই আচরণ করিয়াছি উহা আমার পক্ষ হইতে রহমত হিসাবে করিয়াছি। وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উহা উপদেশ গ্রহণের বস্তু বানাইয়াছি। যেন কেহ ইহা ধারণা না করে যে, আইউব (আ)-কে যেই বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছি উহা তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য করিয়াছি। আর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্ধারিত বিপদসমূহে যেন তাহারা হযরত আইউব (আ)-এর মত ধৈর্যধারণ করে এবং ইহাও যেন অনুধাবণ করে যে, এই ধরণের বিপদে নিক্ষেপ করা আল্লাহ্র বড় হিকমত ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

(٨٥) وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ

(٨٦) وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৮৫) এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুলকিফ্ল-এর কথা, তাহাদিগের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। (৮৬) এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করিয়াছিলাম, তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

তাফসীর ঃ হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর পুত্র ছিলেন। সূরা 'মারইয়াম'-এর মধ্যে উহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। ইদ্রীস (আ)-এর আলোচনাও হইয়াছে। তাঁহারা উভয় নবী ছিলেন, ইহা তো উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে 'যুলকিফ্ল' নবী ছিলেন কি না সে বিষয়ে আয়াতের অগ্র-পশ্চাৎ দ্বারা ইহাই প্রকাশ যে তিনি নবী ছিলেন। নবীদের সহিতই তাঁহাকে উল্লেখ করা

হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি সৎব্যক্তি ছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠা শাসক ছিলেন। অবশ্য ইব্‌ন জরীর (র) এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নাই। ইব্‌ন জুরাইজ, মুজাহিদ (র) হইতে 'যুলকিফ্‌ল' সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি একজন সৎব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গোত্রের যাবতীয় বিষয়ে সঠিক সমাধানের এবং তাহাদের মধ্যে ইনসাফ কায়িম করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'যুলকিফ্‌ল' বলা হয়। ইব্‌ন নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত ইয়াসা'আ (আ) যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাঁহার একজন খলীফা ও প্রতিনিধি করিবার ইচ্ছাপোষণ করিলেন যাঁহাকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন যে, তিনি কেমন কাজ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লোক একত্রিত করিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি তিনটি কাজ করিবে তাহাকে আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করিব। ১. দিনে রোযা রাখিবে ২. রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া সালাত পড়িবে ২. এবং ক্রোধ করিবে না। হযরত ইয়াসা'আ (আ)-এর এই কথায় কেহ দাঁড়াইল না। দাঁড়াইল এমন এক ব্যক্তি যাহাকে মানুষ নিচু মনে করে। সে দাঁড়াইয়া বলিল, আমিই এই সকল কাজ পালন করিব। হযরত ইয়াসা'আ (আ) বলিলেন, তুমি কি এই সকল কাজ পালন করিবে? সে বলিল, জী হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা আগামীকল্য বিবেচনা করা হইবে। দ্বিতীয় দিনও তিনি সকলকে একত্রিত করিয়া পূর্বের ন্যায় তিনটি কাজের দায়িত্ব পালনকারীকে খলীফা নিযুক্ত করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। দাঁড়াইল কেবল সেই লোকটি যে প্রথম দিন দাঁড়াইয়াছিল। হযরত ইয়াসা'আ (আ) তাঁহাকে খলীফা নিযুক্ত করিলেন। লোকটি খলীফা নিযুক্ত হইবার পর ইবলীস শয়তান তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য সকল ছোট ছোট শয়তানকে নিযুক্ত করিল। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারিল না। তখন ইবলীস নিজেই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। সে একজন বৃদ্ধ লোকের আকৃতি ধারণ করিল এবং দ্বিপ্রহরের আরাম করিবার সময় আসিয়া খলীফার দ্বারে আঘাত করিল। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? সে বলিল, আমি একজন বৃদ্ধ মাযলূম-অত্যাচারিত। তিনি উঠিয়া দরজা খুলিলেন, সে তাহার যুলুমের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, আমার ও আমার কাওমের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা আমার প্রতি যুলুম করিয়াছে, এ বলিয়া তাহার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিল। এমন কি খলীফার আরামের সময়টুকু শেষ হইয়া গেল, অথচ তিনি কেবল মাত্র দিনে এই সময়টুকুতেই আরাম করিতেন। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তুমি সন্ধ্যায় আসিবে, তোমার সহিত ইনসাফ করা হইবে। অতঃপর সে চলিয়া গেল। সন্ধ্যায় তিনি যখন

দরবারে বিচারে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং উক্ত মযলূম বৃদ্ধকে খুঁজিতে লাগিলেন, তখন তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইলেন না। কিন্তু তিনি যখন ঠিক দ্বিপ্রহরে আরাম করিবার জন্য বিছানায় আসিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সে আসিয়া দরজায় আঘাত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? সে বলিল, আমি বৃদ্ধ মাযলূম। তিনি বলিলেন, আমি যখন বিচারের আসন গ্রহণ করি তখন কি তোমাকে আসিতে বলি নাই? সে বলিল, আমার কাওম বড়ই খবীস লোক, তাহারা যখন দেখিল যে, আপনি তাহাদের বিচার করিবেন, তখন তাহারা বলিল, তোমার হক্ পরিশোধ করিব। কিন্তু বিচারের আসন ত্যাগ করিতেই তাহারা পুনরায় অস্বীকার করিয়া বসিল। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা এখন যাও বিকালে যখন আবার বিচারে বসিবে তখন তুমিও আসিবে। আজও তাহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার আরামের সময়টি শেষ হইয়া গেল। বিকালে যখন দরবার অনুষ্ঠিত হইল তখন তিনি ঐ লোকটির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু সে আর আসিল না। তৃতীয় দিন তিনি ক্লান্ত হইয়া নিদ্রায় কাতর হইয়া যখন আরাম করিতে যাইবেন, তখন তিনি প্রহরীকে বলিলেন, দেখ কেহ যেন আজ দরজার কাছেও না আসে। আমি আজ ঘুমে বড়ই কাতর। কিন্তু তাঁহার সেই আরামের মুহূর্তেই লোকটি আসিল। প্রহরী তাহাকে বাধা দিলে সে বলিল, আমি গতকল্য খলীফার নিকট আসিয়াছিলাম এবং আমার সকল অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তখন প্রহরী তাহাকে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে কিছুতেই তাঁহার নিকট যাইতে দিব না। তিনি আমাকে এই নির্দেশই দিয়াছেন যে, কাহাকেও যেন তাঁহার নিকট যাইতে না দেই। কিন্তু লোকটি ঘরের একটি ছিদ্র পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং ভিতর হইতে খলীফার দরজায় আঘাত করিল। তিনি জাগ্রত হইয়া যখন লোকটিকে দেখিতে পাইলেন, তখন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কি দরজা খুলিতে নিষেধ করি নাই? প্রহরী বলিল, আমার দিক হইতে তো কেহই ঘরে প্রবেশ করে নাই এবং কাহাকেও আপনার নিকট যাইতে দেই নাই। খলীফা দরজার নিকট যাইয়া দেখিল, সত্য সত্যই দরজা বন্ধ রহিয়াছে। অথচ, বৃদ্ধ মাযলূম লোকটি ঘরের মধ্যে তাঁহার সাথে রহিয়াছে। তখন তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন এ কোন মানুষ নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহর শত্রু ইবলীস? সে বলিল, হাঁ আপনি আমাকে সর্ব দিক হইতেই অক্ষম করিয়াছেন ফলে আপনাকে রাগান্বিত করিবার জন্যই আমি এই আচরণ করিয়াছি। তখন হইতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে 'যুলকিফ্‌ল' নামকরণ করেন। কারণ তিনি তাঁহার কাওমের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন কাযী তাঁহার মৃত্যুকালে

বলিল, কখনও রাগান্বিত হইবে না। এই শর্তে আমার প্রতিনিধি হইতে কে ইচ্ছুক? তখন এক ব্যক্তি বলিল, আমি। তখন তাঁহাকে 'যুলকিফ্‌ল' নামকরণ করা হইল। লোকটি সারারাত্র সালাত পড়িত এবং দিনে রোযা রাখিত এবং মানুষের বিচার করিত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ লোকটি আরামের জন্য একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সময় ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে একদিন সে নিদ্রা যাইতেছিল এমন সময় তাঁহার নিকট শয়তান আসিল। তাঁহার সাথী-সংগীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার প্রয়োজন কি? লোকটি বলিল, আমি একজন মিস্‌কীন, অন্য এক ব্যক্তির উপর আমার হক্ রহিয়াছে, সে আমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। আমি উহার বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। তাঁহারা বলিল, তুমি অপেক্ষা কর। তিনি জাগ্রত হইয়া তোমার বিচার করিবেন। এদিকে কাযী গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। অতএব লোকটি তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্বকই চিৎকার করিতে লাগিল। কাযীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রয়োজন কি? সে বলিল, আমি একজন মিস্‌কীন। অমুকের উপর আমার হক্ রহিয়াছে। আপনি উহার ন্যায্য বিচার করুন। তিনি বলিলেন, তুমি যাও, তাহাকে গিয়া বল, সে তোমার হক্ দিয়া দিবে। সে বলিল, সে আমার হক্ দিতে অস্বীকার করিয়াছে। কাযী বলিলেন, তুমি পুনরায় তাহার নিকট যাও। সে চলিয়া গেল। কিন্তু পুনরায় আসিয়া বলিল, আমি তাহার নিকট আপনার নির্দেশ পৌঁছাইয়া আমার হক্ চাহিয়াছি, কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই। আজও তিনি বলিলেন, যাও, তাহার নিকট গিয়া তোমার হক্ প্রার্থনা কর, সে তোমাকে দিয়া দিবে। আজও সে চলিয়া গেল, তৃতীয় দিন আবার সে কাযীর আরামের সময়ই আসিল। তখন কাযীর দরবারীগণ তাহাকে বলিল, যাও, তুমি দৈনিক কাযীর ঘুমের সময় আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত কর। তাঁহাকে ঘুমাইতেও দাও না। তখন সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, যেহেতু আমি একজন মিস্‌কীন, এ কারণেই তোমরা আমার সহিত এই ব্যবহার করিতেছ, আমি ধনী হইলে আর এইরূপ করিতে না। ইহা শ্রবণ করিয়া কাযী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, আপনার নির্দেশ মত আমি তাহার নিকট আমার হক্ প্রার্থনা করিলে সে আমাকে মারিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, চল আমি তোমার সাথে গিয়াই তোমার হক্ আদায় করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া কাযী তাহার হাত ধরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে যখন দেখিল, সত্য সত্যই কাযী তাহার সহিত যাইতেছে তখন সে তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস, মুহাম্মদ ইব্‌ন কয়েস, আবূ হুযায়রা আল আকবার (র) এবং আরো অনেক সালফ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... কিনানাহে ইব্‌ন আখ্‌নাস (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আশ'আরীকে বলিতে শুনিয়াছি, 'যুলকিফ্‌ল' নবী ছিলেন না। বরং বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে একজন বুযর্গ ছিলেন, যিনি দৈনিক একশত রাক'আত নামায পড়ার পড়িতেন। এই বুযর্গের মৃত্যুর পর এই যুলকিফ্‌লই তাঁহার স্থানে একশত রাক'আত নামায দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পরই তাহাকে 'যুলকিফ্‌ল' নামকরণ করা হয়।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি মুনকাতীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র) একটি গরীব রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ... ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি হাদীস সাতবারের ও অধিকবার ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, 'যুলকিফ্‌ল' একজন বনী ইস্‌রাঈলী লোক ছিলেন। এমন কোন গুনাহ্ নাই যাহা সে করে নাই। একবার তাহার নিকট একটি স্ত্রী লোক আসিল, সে তাহাকে ষাট দীনার দান করিয়া তাহার সহিত ব্যভিচারে করিতে উদ্যত হইল। সে যখন তাহার সহিত ব্যভিচারের জন্য আসন গ্রহণ করিল তখনই স্ত্রী লোকটি প্রকম্পিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন সে বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে জোর করিয়াছি? সে বলিল না, তবে আমি এই কাজ ইতিপূর্বে কখনও করি নাই। কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছি। তখন সে বলিল, যেই কাজ পূর্বে কখনও কর নাই কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই উহা করিবে! এই বলিয়া সে নামিয়া পড়িল এবং তাহাকে বলিল, তুমি দীনারগুলি লইয়া চলিয়া যাও। ইহা তোমারই। আল্লাহ্‌র কসম। 'কিফ্‌ল' আর কখনও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিবে না। সেই রাত্রেই তাঁহার ইন্তিকাল হইল। সকালে তাঁহার দরজায় দেখা গেল 'আল্লাহ্ তা'আলা কিফ্‌লকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন' লেখা রহিয়াছে। এই রিওয়ায়েতে শুধু 'কিফ্‌ল' বর্ণিত হইয়াছে। তবে সিহাহ্ সিত্তাহ গ্রন্থ সমূহে রিওয়ায়েতটি বর্ণিত হয় নাই। সম্ভবত উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত 'কিফ্‌ল' লোকটি 'যুলকিফ্‌ল' ছাড়া অন্য কেহ হইবে।

(٨٧) وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

(٨٨) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৮৭) এবং স্মরণ কর যুননূন-এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল আমি তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিব না।

অতঃপর সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিল। তুমি ব্যতিত কোন ইলাহ্ নাই তুমি পবিত্র আমি তো সীমালংঘণকারী। (৮৮) তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং এইভাবেই আমি মু'মিনদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনাটি সূরা সাফ্‌ফাত সূরা নূন ও এই সূরায় ও উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত ইউনুস (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মুসেল-এর ভূখণ্ডে 'নিনুওয়া' নামক জনবসতীতে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিনওয়ার বাসিন্দাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার আহ্বানকে অস্বীকার করিল। হযরত ইউনুস (আ) তাহাদের উপর রাগান্বিত হইয়া তিনদিন পর তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ ধমক দিয়া ঐ জনবসতী ত্যাগ করিলেন। তাহাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যখন তাহারা নিশ্চিত হইল এবং নিশ্চিত জানিল যে, নবী তাহাদের সহিত মিথ্যা বলেন নাই, তখন তাহারা তাহাদের শিশু সন্তান ও জীব-জন্তু লইয়া ময়দানে বাহির হইল। সন্তানদিগকে তাহাদের মায়েদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দিল। এবং অত্যন্ত কাকুতি-মিনতী করিয়া আল্লাহর দরবারে অশ্রু ঝরাইতে লাগিল। অপর দিকে জীব-জন্তুর ভয়ানক চিৎকার ও আর্তনাদ আল্লাহর রহমতের দ্বারে আঘাত হানিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সরাইয়া দিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ .

কোন জনবসতীর উপর শাস্তি নির্ধারিত হইবার পর ঈমান আনিলে, কেহ শাস্তি হইতে মুক্তি পায় নাই। কেবল ইউনুস-এর কাওম ঈমান আনিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের উপর হইতে শাস্তি সরাইয়া লইয়াছেন এবং পার্থিব লাঞ্ছণা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করিয়াছেন। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৮)

হযরত ইউনুস (আ) উক্ত জনবসতী হইতে চলিয়া গিয়া কিছু লোকের সহিত নৌকায় আরোহন করিলেন। তুফানের চিহ্ন প্রকাশ পাইল এবং নৌকা ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অতঃপর তাহারা নৌকা হাল্‌কা করিবার জন্য লটারীর মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হযরত ইউনুস (আ)-এর নামে লটারী বাহির হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কেহই তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করা পসন্দ করিল না। দ্বিতীয়বার তাহারা লটারী নিক্ষেপ করিল কিন্তু এবারও তাঁহার নামেই লটারী

বাহির হইল। কিন্তু এবারও তাহারা তাঁহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিল। তৃতীয়বারের লটারীতেও তাঁহার নাম বাহির হইল,

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ

হযরত ইউনুস (আ)-এর নামেই লটারী বাহির হইল (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৪১)। তখন তিনি স্বীয় কাপড় খুলিয়া নিজেই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সমুদ্র হইতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাছ প্রেরণ করিলেন এবং নৌকা হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাথে সাথেই মাছটি তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা মাছটিকে জানাইয়া দিলেন, সে যেন ইউনুস (আ)-কে আহার না করে। আর তাঁহার হাড্ডি ও যেন না ভাংগে। ইউনুস (আ) তাহার রিযিক নহে বরং তোমার পেট তাহার জন্য কারাগার স্বরূপ।

وَذَا النُّوْنِ ঃ النون অর্থ মাছ। যেহেতু মাছটি পেটে হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য কারাগার ছিল এই কারণেই তাহাকে মাছের প্রতি সম্বন্ধিত করা হইয়াছে।

اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا যাহ্‌হাক (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার কাওমের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ হযরত ইউনুস (আ) ধারনা করিলেন, মাছের পেট তাহার জন্য আমি সংকীর্ণ করিবনা। হযরত ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্‌হাক ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতে 'نَّقْدِرَ' এর এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। ইবন জরীরও এই অর্থ পসন্দ করিয়াছেন। প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা এই আয়াতকে পেশ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

যাহার উপর রিযিক সংকীর্ণ করা হয় সে যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, উহা হইতে দান করে, কোন মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করিয়াছে উহা হইতে অতিরিক্ত কষ্টদান করেন না। অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্রতার পর স্বচ্ছলতা দান করিবেন। (সূরা তালাক ঃ ৭)

আতীয়্যাহ আল-আওফী (র) বলেন, اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ এর অর্থ হইল اَنْ نقضى عليه হযরত ইউনুস (আ) ধারণা করিলেন, আমি তাহার উপর নির্ধারণ করিব না। আরবী ভাষায় قَدَّرَ ও قَدَرَ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কবি বলেন ঃ

فلا عائد ذلك الزمان الذى مضى ٭ تبارك ما تقدر يكن ذلك الامر

অতিত যুগ পুনরায় ফিরিয়া আসে না। আপনি বড়ই বরকতময়। আপনি যাহাই নির্ধারণ করেন, উহাই সংঘটিত হয়। এখানে نَقْدِرَ শব্দটি قَدَرَ হইতে নির্গত হইয়াছে, অথচ, نَقْدِرَ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ এই আয়াতেও قُدِرَ শব্দটি قُدِّرَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

হযরত ইউনুস (আ)-এর অন্ধকার সমূহের নিমজ্জিত হইয়া আল্লাহকে ডাকিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। অবশ্যই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, মাছের পেটের অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে হযরত ইউনুস (আ) নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) আমার ইব্‌ন মায়মূন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, যাহ্‌হাক ও কাতাদাহ্ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে যে অন্ধকার সমূহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল, হযরত ইউনুস (আ) সেই মাছের পেটে আবদ্ধ ছিলেন, উহা ছিল অপর একটি মাছের পেটে। এই দুইটি মাছের পেটের অন্ধকার ও সমুদ্রের অন্ধকার। হযরত ইব্‌ন মাসউদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মাছটি হযরত ইউনুস (আ)-কে লইয়া সমুদ্রের তলদেশে চলিয়া গেল। সেখানে তিনি কংকরসমূহকে তাস্‌বীহ্ পড়িতে শুনিলেন। অমনি তখনই তিনি ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ পড়িয়া আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করিলেন।

আওফ আ'রাবী (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) যখন মাছের পেটে অবস্থান করিলেন, তখন তিনি ধারণা করিলেন, যেন তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় পদযুগল নাড়া দিয়া দেখিলেন যে, উহা হেলিতেছে। তখনই তিনি সিজদায় মাথা অবনত করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন এক স্থানে সিজ্‌দা করিয়াছি যেখানে কোন মানুষ পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ)-মাছের পেটে চল্লিশ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। দুইটি রিওয়ায়েতই ইব্‌ন জরীর (র) কর্তৃক বর্ণিত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইউনুস (আ)-কে মাছের পেটে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মাছটিকে হুকুম করিলেন, তুমি তাঁহাকে ধারণ কর, কিন্তু যখম করিবে না এবং তাঁহার হাড্ডিও ভাঙ্গিবে না। মাছটি তখন তাঁহাকে লইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছিল তখন তিনি অতি ক্ষীণ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি আশ্চার্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, এই শব্দটি কিসের? তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী যোগে তাঁহাকে বলিলেন, ইহা সামুদ্রিক প্রাণীর তাস্‌বীহ্। তখনই হযরত ইউনুস (আ) তাস্‌বীহ্ পাঠ শুরু করিলেন। ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার তাস্‌বীহ্ শুনিয়া বলিল, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমরা এইস্থানে একটি দুর্বল শব্দ শুনিতে পাইতেছি! আল্লাহ্ বলিলেন ঃ ইহা হইল আমার বান্দা ইউনুস-এর তাস্‌বীহ্। তিনি আমার নাফরমানী করিয়াছেন ফলে আমি সমুদ্রের মধ্যে তাঁহাকে মাছে পেটে আবদ্ধ করিয়াছি। তখন তাহারা বলিল, তিনি তো একজন নেক বান্দা, প্রতি দিবানিশি তাঁহার নেক আমল আপনার দরবারে আরোহন করিত। আল্লাহ্ বলিলেন ঃ হাঁ, অতঃপর তাঁহারা আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার জন্য সুপারিশ করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মাছটিকে হুকুম করিলেন এবং মাছটি তাঁহাকে তীরে নিক্ষেপ করিল। হাদীসটি ইব্‌ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। বায্‌যার (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউনুস (আ) মাছে পেটে অবস্থান করিয়া اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ এই দু'আ করিলেন তখন ইহার শব্দ আরশে নিচে শ্রুত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া ফিরিশ্‌তাগণ বলিল, হে আমাদের রব! এই দুর্বল পরিচিত শব্দ দূর দেশ হইতে শ্রুত হইতেছে। তখন আল্লাহ্ বলিলেন ঃ ইহা যে কাহার শব্দ তাহা কি তোমরা জাননা? তাহারা বলিল, জী না। সে ব্যক্তি কে? আল্লাহ্ বলিলেন ঃ আমার বান্দা ইউনুস! দিবারাত্রে যাঁহার মকবুল আমল ও মকবুল দু'আ আপনার নিকট আরোহন করিত? তখন তাঁহারা বলিল, হে আমাদের রব! আপনি তাঁহার আমলের কারণে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন না? তিনি বলিলেন ঃ হাঁ। অতঃপর তিনি মাছটিকে হুকুম করিলেন, সে তাঁহাকে তীরে নিক্ষেপ করিল।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ

আমি ইউনুস (আ)-এর দু'আ কবুল করিলাম ও মাছের পেট ও অন্ধকার সমূহ হইতে তাহাকে বাহির করিলাম। وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ আর অনুরূপভাবে আমি

মু'মিনগণকে বিপদ হইতে মুক্তিদান করিয়া থাকি। অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন বিপদে পতিত হইয়া আমার প্রতি নিবিষ্ট হইয়া দু'আ করে বিশেষত এই দু'আ করে, তখন আমি তাহাদের দু'আ কবূল করি এবং তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম তিনি আমাকে দেখিলেন, কিন্তু আমার সালামের উত্তর করিলেন না। অতঃপর আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, মুসলমানদের উপর কি কোন বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, না তো। তুমি ইহা কেন বলিতেছ? তিনি বলিলেন, বিশেষ কোন কারণে নহে, তবে আমি এখন হযরত উসমান (রা)-এর নিকট দিয়া আসিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম অথচ, তিনি আমাকে দেখিয়াও উহার জবাব দিলেন না। তখন হযরত উমর (রা) হযরত উসমানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কারণে তোমার ভাই সা'দ-এর সালামের জবাব দিলে না? তিনি বলিলেন, না তো সা'দ আমার নিকট আসিয়াছে আর না এমন হইয়াছে যে, আমি তাঁহার সালামের জবাব দিতে বিরত রহিয়াছি? হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি বলিলাম, অবশ্যই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। তখন তিনি কসম খাইলেন এবং আমিও কসম খাইয়া তাঁহার কথা অস্বীকার করিলাম। অতঃপর হযরত উসমান (রা) ঘটনাটি স্মরণ করিলেন এবং বলিলেন, হাঁ এইরূপ ঘটিয়াছে এবং আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তাওবা করিতেছি। তুমি অবশ্যই আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছ। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলাম। আল্লাহ্র কসম, যখন আমি উহা স্মরণ করি তখন কেবল আমার চক্ষুর উপরই আবরণ পড়ে না বরং অন্তরের উপরও আবরণ পড়ে। সা'দ (রা) বলেন, আমিই আপনাকে এই বিষয়ে একটি হাদীস শুনাইতেছি। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম একটি দু'আর কথা উল্লেখ করিলেন, এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে কথায় লিপ্ত করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই স্থান হইতে উঠিলে, আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। আমার আশংকা হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করিবেন। আমি সজোরে মাটিতে আঘাত করিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আবূ ইসহাক? আমি বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বলিলেন ঃ কি ব্যাপার? আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আপনি কিছু পূর্বে সর্বপ্রথম একটি দু'আর উল্লেখ করিয়াছেন। তখন ঐ গ্রাম্য লোকটি আসিল এবং

আপনাকে কথায় লিপ্ত করিল। কিন্তু দু'আটি যে কি উহা জানিতে পারিলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, হাঁ, সেই দু'আটি হইল হযরত ইউনুস (আ)-এর দু'আ - যাহা তিনি মাছের পেটে অবস্থানরত অবস্থায় করিয়াছিলেন। তাহা হইল ঃ

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

যে কোন মুসলমান যে কোন সমস্যা সমাধানের স্বীয় প্রতিপালকের নিকট এই দু'আ করিবে আল্লাহ্ উহা অবশ্যই কবূল করিবেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ 'আল-ইয়াওম ওয়াল লাইল' গ্রন্থে হাদীসটি ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) তিনি তাঁহার পিতা সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ من دعا بدعاء يونس استجيب له যেই ব্যক্তি হযরত ইউনুস (আ)-এর দু'আ দ্বারা আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিবে উহা কবূল করা হইবে। আবূ সাঈদ (র) ইহার দ্বারা كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির কথা বুঝাইয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইমরান ইব্ন বাক্কার (র).......... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

إسم الله الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سئل به أُعطى دعوة يونس بن متى

আল্লাহ্র যেই নামের সাহায্যে দু'আ করিলে তিনি কবুল করেন, এবং প্রার্থনা করিলে তিনি দান করেন, তাহা হইল ইউনুস (আ)-এর দু'আ। হযরত সা'দ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কি হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য নির্দিষ্ট না অন্যান্য মুসলমানও এ দু'আ করিলে উহা কবূল হয়? তিনি বলিলেন ঃ ইহা তো ইউনুস (আ)-এর জন্য বিশেষভাবে আছেই। অন্যান্য মুসলমানও এই দু'আ করিলে ইহাও কবূল হয়। তুমি কি আল্লাহ্র এই কথা শ্রবণ কর নাই?

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

হযরত ইউনুস (আ) অন্ধকার সমূহে নিমজ্জিত তিনি আল্লাহ্কে ডাকিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্। আপনি ব্যতিত অন্য কোন মা'বূদ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। অবশ্যই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমি তাহার দু'আ কবূল

করিলাম এবং বিপদ হইতে মুক্তিদান করিলাম এবং এইভাবে মু'মিনগণকেও আমি মুক্তিদান করিব। ঈমানসহকারে যখনই কেহ আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবে আল্লাহ্ উহা কবুল করবেন ইহাই হইল শর্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ইব্ন মা'বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ সাঈদ! আল্লাহর 'ইসমে আযম' যাহার সাহায্যে দু'আ করিলে তিনি কবূল করেন এবং উহার সাহায্যে প্রার্থনা করিলে দান করা হয় উহা কি? তিনি বলিলেন, হে আমার ভাতিজা। তুমি পবিত্র কুরআনে আল্লাহর এই বাণী পাঠ কর নাই?

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا ... وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

ভাতীজা! ইহাই হইল আল্লাহর সেই 'ইসমে আযম'। যাহার সাহায্যে মহান আল্লাহ্কে ডাকা হইলে তিনি কবুল করেন এবং প্রার্থনা করা হইলে তিনি দান করেন।

(৮৯) وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

(৯০) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৮৯) এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখিও না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (৯০) অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম, ইয়াহ্ইয়া এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করিয়াছিলাম। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তাঁহার বান্দা হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁহার দরবারে দু'আ করিলেন, তিনি যেন তাঁহাকে একটি এমন সন্তান দান করেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পরে নবী হইবে। সূরা মারইয়াম ও আল-ইমরানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ হযরত যাকারিয়া (আ) যখন গোপনে তাঁহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিলেন, رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সন্তানহীন করিবেন না। এমন যেন না হয় যে, আমার মৃত্যুর পর দায়িত্ব পালনে কোন ওয়ারিস থাকিবে না। وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ আর সকল ওয়ারিসের চেয়ে উত্তম তো আপনি। দু'আ কবূলের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা সমীচীন, সুতরাং হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহর প্রশংসা করিলেন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ

অতঃপর আমি তাহার দু'আ কবূল করিলাম এবং তাঁহাকে ইয়াহ্ইয়া দান করিলাম এবং তাঁহার স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযুক্ত করিয়া দিলাম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হইত না। কিন্তু এই দু'আর পর তিনি সন্তান প্রসব করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র)......... আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী বেশী বাড়াবাড়ি কথা বলিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সংশোধন করিয়া দিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও সুদ্দী (র) অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন; কিন্তু আয়াতের বাচনভংগী হইতে প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক প্রকাশিত।

اِنَّهُمْ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ঐ সকল মহাপুরুষগণ ব্যস্ত হইয়া ও ত্বরা করিয়াই নেক কাজ করিতেন ও আল্লাহর হুকুম পালন করিতেন وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا সাওরী (র) বলেন, আর আমার নিয়ামতের আশায় ও শাস্তির ভয়ে তাঁহারা আমার নিকট দু'আ করিতেন। وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ আর তাঁহারা আমার সম্মুখে বিনয়ী ছিলেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, مُصَدِّقِيْنَ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহর অবতারিত বিষয়-বস্তুর প্রতি তাহারা বিশ্বাস করিতেন এবং উহা মান্য করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, مُؤْمِنِيْنَ حَقًّا সঠিকভাবে তাহারা ঈমান আনিতেন। আবূল আলিয়াহ্ (র) বলেন, خَائِفِيْنَ তাঁহারা আমাকে ভয় করিতেন। আবূ সিনান (র) বলেন, خُشُوْعٌ 'খুশু' বলা হয় সেই খাওফকে যাহা অন্তরের সহিত অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কোনক্রমেই অন্তর হইতে বিদূরিত হয় না। মুজাহিদ (র) হইতে আরো বর্ণিত, خَاشِعِيْنَ অর্থ مُتَوَاضِعِيْنَ

তাঁহারা আমার সম্মুখে বিনয়ী ছিলেন। হাসান, যাহ্হাক ও কাতাদাহ্ (র) বলেন, خَاشِعِيْنَ অর্থ مُتَذَلِّلِيْنَ لِلّٰهِ অত্যন্ত বিনম্র আচরণকারী। উল্লেখিত সব কয়টি ব্যাখ্যাই একটি অপরটির কাছাকাছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকীম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার হযরত আবূ বকর (রা) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দান কালে বলিলেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্কে ভয় করিবে, তাঁহার যথাযথ প্রশংসা করিবে, আশায় ও ভয়ে তাঁহার নিকট দু'আ করিতে এবং বিনয়ী ও কাকুতী মিনতী করিয়া দু'আ করিতে আমি তোমাদিগকে অসিয়্যত করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

اِنَّهُمْ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ

(৯১) وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৯১) এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বর্ণনা রীতি অনুযায়ী হযরত যাকারিয়া ও তাঁহার পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আলোচনার সাথে সাথে হযরত মারইয়াম (আ) ও তাঁহার পুত্র হযরত ঈসা (আ)-এর আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আলোচনা করিয়াছেন এবং পরে তাঁহাদের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় ঘটনাদ্বয়ের সহিত একটি বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় এমন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দান করিলেন, যিনি যৌবনকালেও সন্তান প্রসবে ব্যর্থ ছিলেন। ইহা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার ছিল। অনুরূপভাবে কোন পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিত হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করা আরো একটি অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা। অতএব উভয় ঘটনাদ্বয়কে আল্লাহ্ একত্রিত করিয়া পবিত্র কুরআনে একাধিক সূরায় উল্লেখ করিয়াছেন। অত্র সূরায় প্রথম হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا এর মধ্যে হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সূরা তাহ্রীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম যে তাহার সতীত্বকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম। (সূরা তাহ্রীম ঃ ১২)

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

এবং আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করিয়াছিলাম। আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান তিনি যাহা ইচ্ছা উহা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তিনি যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি 'হইয়া যাও' বলিয়া নির্দেশ করিলেই উহা হইয়া যায়। যেমন অন্যত্র বলেন ঃ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আর যেন তাহাকে আমি মানুষের জন্য নিদর্শন করিতে পারি"। উহাও আলোচ্য আয়াতেরই অনুরূপ। ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, اَلْعٰلَمِيْنَ দ্বারা মানব ও জিন্ সকল জাতিই বুঝান হইয়াছে।

(৯২) اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

(৯৩) وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ

(৯৪) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৯২) এই যে তোমাদিগকে জাতি, ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর। (৯৩) কিন্তু মানুষ নিজদিগের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তিত হইবে আমার নিকট। (৯৪) সুতরাং যদি কেহ মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে না এবং আমি তো উহা লিখিয়া রাখি।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইব্ন আসলাম (র) اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন "ইহা হইল তোমাদের দীন (ইসলাম) একই দীন।" হাসান বাস্রী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, سُنَّتُكُمْ سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ তোমাদের সকলের পন্থা একই পন্থা। إن শব্দটি هذه এর ইস্ম আর امتكم উহার খবর। অর্থাৎ তোমাদের শরীয়াত যাহা তোমাদেরকে পরিস্কাররূপে বর্ণনা ও বিশদভাবে আলোকপাত করিয়াছি। أُمَّةً وَاحِدَةً হাল হওয়ার কারণে নছব দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা সকলেই এই পন্থাবলম্বনে একই। এই জন্য বলেন, وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ আর আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ... وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

হে রাসূলগণ! আপনারা উত্তম হালাল খাদ্র-দ্রব্য আহার করুন এবং ভাল কাজ করুন ... ... আমিই আপনাদের প্রতিপালক। অতএব আমাকেই ভয় করুন (সূরা মু'মিনূন ঃ ৫১-৫২)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد

আমরা নবীদের দল সকলেই পরস্পর পিতার সন্তান এবং আমাদের দীনও এক অভিন্ন। অর্থাৎ সকলেই কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করি। যদিও শরীয়াতের হুকুম ভিন্নভিন্ন হউক না কেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের সকলের জন্য পৃথকপৃথক শরীয়াতে ও জীবন চলার পথ নির্ধারণ করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ মানুষ তাহাদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়াছে। কেহকেহ তো তাহাদের নবীকে স্বীকার করিয়াছে, আর কেহকেহ অস্বীকার করিয়াছে। كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ কিয়ামত দিবসে আমার নিকট সকলেই প্রত্যাবর্তন করিবে তখন প্রত্যেকেই তাহার মন্দ ও ভাল আমল অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার দান করা হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

যেই ব্যক্তি ভাল কাজ করিবে অথচ, সে ঈমানদারও বটে অর্থাৎ তাহারা অন্তর দিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মানিয়া লইয়াছে فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

যেই ব্যক্তি উত্তম আমল করিবে তাহার বিনিময় আমি নষ্ট করিব না। (সূরা কাহফ ঃ ৩০) বরং তাহার যত্ন করা হইবে। সুতরাং বিন্দু পরিমাণও তাহার প্রতি যুলুম করা হইবে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ

অবশ্যই তাহার সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে কাজেই উহার কিছুই নষ্ট হইবে না।

(৯৫) وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

(৯৬) حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

(৯৭) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

অনুবাদ ঃ (৯৫) যে জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে যে তাহার অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া আসিবে না। (৯৬) এমন কি যখন ইয়াজূজ মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হইলে আকস্মাৎ কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, উহারা বলিবে হায় দুর্ভোগ; আমাদিগের! আমরা ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন না, বরং আমরা সীমালংঘন কারীই ছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, حَرَامٌ অর্থ وَجَبَ যেই সকল জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের জন্য ইহা নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, তাহারা কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় আর ফিরিয়া আসিবে না। ইবন আব্বাস (রা), আবূ জা'ফর, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকেই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক রেওয়ায়েতে আয়াতের এই ব্যাখ্যা বর্ণিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ আর তাওবা করিবে না। কিন্তু প্রথম আয়াতটি অধিক স্পষ্ট।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে ইয়াজূজ ও মাজূজ আদম (আ)-এর বংশধরও বটে। তুর্কীদের পূর্ব পুরুষ হযরত নূহ্ (আ)-এর পুত্র ইয়াফিস-এর সন্তান-সন্ততি। তুর্কীরা তাহাদের একাংশ। 'যুলকারনাইন'এর প্রাচীরে আবদ্ধ লোক হইতে যাহারা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহারা তুর্কী এবং আবদ্ধ লোকজন হইল ইয়াজূজ ও মাজূজ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ .

ইহা হইল আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে রহমত। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত সময় সমাগত হইবে তখন ইহা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা মহাসত্য। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৯৮-৯৯)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

এমন কি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা প্রত্যেকে উচ্চস্থান হইতে দৌড়াইয়া আসিবে এবং ফিত্না ফাসাদ সৃষ্টি করিবে। اَلْحَدَبُ বলা হয় উচ্চস্থানকে। ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমাহ, আবূ সালিহ্ (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইয়াজূজ ও মাজূজ যখন বাহির হইবে তখন এইভাবে বাহির হইবে। বর্ণনাভঙ্গী এমন যেন শ্রোতা স্বচক্ষে উহা দেখিতেছে। وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ যেমন অবহিত তেমন তো আর কেহ নহে এবং বাস্তব ঘটনার সঠিক সংবাদ অন্য কেহ দিতেও পারেনা। আল্লাহ্ তা'আলাই আসমান-যমীনের যাবতীয় অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। যাহা সংঘটিত হইয়াছে এবং যাহা ঘটিবে সব কিছুর জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযিদ (র) হইত বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কিছু বালককে দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা একজন অপরজনের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, ইয়াজূজ ও মাজূজ ঠিক এমনিভাবে বাহির হইবে। একাধিক হাদীসে ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাবের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহ্মাদ (র)....... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس الخ

ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্ত করা হইবে। অতঃপর তাহারা মানুষের কাছে বাহির হইয়া আসিবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ অতঃপর তাহারা মানুষকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবে এবং মুসলমানরা তাহাদের শহর ও কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের জীবজন্তুও সাথে লইয়া যাইবে। ইয়াজূজ ও মাজূজ যমীনের পানি পান করিতে থাকিবে এমনকি তাহারা যে কোন নদীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে, তাহারা উহার পানি পান করিয়া উহা শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। এমন কি পরে যাহারা এই নদীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তাহারা উহা দেখিয়া বলিবে, এখানে কোন দিন হয়ত পানি ছিল। অবশেষে শহর কিংবা কিল্লা ব্যতিত অন্যত্র কোন মানুষ থাকিবে না। সকলকে তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তখন তাহারা বলিবে, যমীনের সকল বাসিন্দা তো আমরা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি, অবশিষ্ট আছে কেবল আসমানের অধিবাসী। এই বলিয়া তাহাদের একজন একটি বর্শা নাড়িয়া উহা আসমানের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর উহার মাথা রক্ত মিশ্রিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে উহা একটি পরীক্ষা হইবে। হঠাৎ তাহাদের কাঁধে ফোঁড়া বাহির হইয়া আসিবে এবং উহাতে সকলেই একই সাথে মৃত্যুবরণ করিবে। তাহাদের আর কোন সাড়া শব্দ থাকিবে না। এমন সময় মুসলমানরা বলিবে, এমন কি কোন বীর পুরুষ আছে যে, আমাদের সাথে তাহার জীবনকে হাতে রাখিয়া শহরের বাহিরে এই শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিবে? তখন এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে নিজেকে মৃত মনে করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এবং বাহিরে গিয়া দেখিবে তাহারা সকলেই মৃত। অতঃপর সে ঘোষণা করিবে, মুসলমান ভাইসব! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই শহর ও কিল্লা ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিবে। তাহাদের জীব-জন্তু বাহিরে আসিয়া

চরিতে থাকিবে। কিন্তু ইয়াজূজ ও মাজূজের মাংস ব্যতিত অন্য কোন খাবার থাকিবে না। জীব-জন্তু তাহাদের মাংস আহার করিয়া খুব হৃষ্টপুষ্ট হইবে। এবং ঘাস ও লতা-পাতার তুলনায় ইয়াজূজ ও মাজূজ গোষ্ঠীর মাংসের অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। ইব্‌ন মাজাহ (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম আবুল আব্বাস নামেশ্কী (র) ... ... নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন কিলাবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাল বেলা দাজ্জালের আলোচনা এমনভাবে করিলেন, যাহাতে আমরা ভাবিলাম যেন দাজ্জাল কোন এক গাছের আড়ালেই রহিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি দাজ্জাল অপেক্ষা অন্য একটি জিনিসকে অধিক ভয় করি। যদি সে আমার জীবদ্দশায় বাহির হইয়া আসে তবে আমি নিজেই তাহার মুকাবিলা করিব। আর যদি আমার ইন্তিকালের পর তাহার আবির্ভাব ঘটে তবে তোমাদের প্রত্যেকেই তাহার সহিত মুকাবিলা করিবে। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় দান করিতেছি। দাজ্জাল যুবক হইবে, তাহার চুল কোঁকড়া এবং তাহার চক্ষুদ্বয় উত্থিত হইবে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্য হইতে বাহির হইবে এবং তাহার ডানে-বামে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা তখন দৃঢ় থাকিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! পৃথিবীতে সে কতদিন অবস্থান করিবে? তিনি বলিলেন, চল্লিশ দিন। কিন্তু একদিন এক বৎসরের মত, আরেক দিন এক মাসের মত এবং আরেক দিন এক সপ্তাহের মত হইবে। অতঃপর অন্যান্য দিনগুলি হইবে তোমাদের স্বাভাবিক দিনের মতই। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই দিনটি এক বৎসরের সমতুল্য হইবে, সেই দিনে কি এক দিন রাতের সালাত যথেষ্ট হইবে? তিনি বলিলেন, না, বরং তোমরা সালাতের জন্য সময় অনুমান করিয়া লইবে। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দাজ্জাল কত দ্রুত চলিতে থাকিবে? তিনি বলিলেন, ঐ মেঘমালার ন্যায় যাহা কোন ঝঞ্ঝা বায়ু উড়াইয়া লইয়া যায়। দাজ্জাল একটি গোত্রের নিকট গিয়া তাহাদিগকে নিজের দিকে আহ্বান করিবে তাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য হুকুম করিবে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। যমীন কৃষি দ্রব্য উৎপন্ন করিবে। তাহাদের জীব-জন্তু পূর্বাপেক্ষা অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া ও পেট পুরিয়া ফিরিয়া আসিবে। আবার দাজ্জাল এমন এক গোত্রের নিকট দিয়াও অতিক্রম করিবে যাহারা তাহার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে। কিন্তু দাজ্জালের চলার সাথে সাথে তাহাদের মাল দৌলত সবই তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকিবে এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধন-সম্পদ শূণ্য হইয়া পড়িবে। দাজ্জাল এক অনাবাদী জায়গা দিয়া অতিক্রম

করিবে সে গিয়া সেই যমীনকে বলিবে, হে যমীন! তুমি তোমার মধ্যে গচ্ছিত ধন ভাণ্ডার বাহির কর। এই নির্দেশের সাথে সাথেই যমীন হইতে ধনরাশি বাহির হইবে এবং উহা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে এমনভাবে ছুটিবে যেমন মৌমাছি তাহার সর্দারের পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে। দাজ্জাল চলিতে চলিতে এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তিকে তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবে এবং দুইটি খণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় সে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে সাথে সাথেই জীবিত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। দাজ্জালের এইরূপ তৎপরতা চলিতে থাকিবে। হঠাৎ এক সময় হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব ঘটিবে। তিনি দামেকের পূর্বপ্রান্তে সাদা মিনারার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তার ডানায় ভর দিয়া অবতীর্ণ হইবেন। তিনি দাজ্জালকে ধাওয়া করিবেন এবং পূর্ব দ্বার 'লদ' এর নিকট তাহাকে হত্যা করিবেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে ওহী যোগে জানাইয়া দিবেন আমি আমার এমন বান্দা বাহির করিব যাহাদের মুকাবিলা করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব আপনি তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া তূর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজূজ ও মাজূজকে প্রেরণ করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে : وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ হযরত ও তাঁহার সাথী সংগীরা আল্লাহ্‌র প্রতি অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে দু'আ করিবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ঘাড়ে এক প্রকার ফোঁড়া বাহির করিবেন, ফলে তাহারা সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে। হযরত ঈসা (আ) সকল মু'মিনদের সহিত নিচে অবতীর্ণ হইয়া দেখিবেন, ঘর-বাড়ি পথ-ঘাট সকল স্থানে তাহাদের লাশে ভরিয়া আছে এবং চতুর্দিক দুর্গন্ধ ছড়াইয়া আছে। হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সাথীগণ অতি কাকুতি মিনতি করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিলে, আল্লাহ্ তা'আলা বুখ্‌তী ঘোড়ার ন্যায় এক প্রকার পক্ষী প্রেরণ করিবেন। উহারা সকল লাশ উঠাইয়া যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রেরণ করিবে।

রাবী ইব্‌ন জাবির (র) বলেন, আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ-সাকাফী (র) কা'ব (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'মাহীল' নামক স্থানে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে। ইব্‌ন জাবির (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ ইয়াযীদ! 'মাহীল' কোন স্থান? তিনি বলিলেন, সূর্যোদয়ের স্থান। অতঃপর আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হইতে থাকিবে শহর ও গ্রাম হাতের তালুর ন্যায় পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যমীনকে গাছ-পালা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিতে হুকুম দেওয়া হইবে। ফল এত বড় হইবে যে, একদল লোক একটি আনার আহার করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইবে। এবং উহার খোসা দ্বারা ছায়া লাভ করিবে। দুধে ও এত বরকত হইবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ পুরা একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হইবে। একটি গরুর দুধ একটি বংশের জন্য যথেষ্ট হইবে। আর একটি বকরীর দুধ একটি বাড়ির লোকের জন্য যথেষ্ট

হইবে। এই পরিস্থিতিতেই আল্লাহ্ তা'আলা একটি বায়ু প্রেরণ করিবেন এবং উহা প্রত্যেক মু'মিনের বগলের নিচে প্রবাহিত হইবে এবং সকল মু'মিন মৃত্যুবরণ করিবে। অতঃপর পৃথিবীতে কেবল দুষ্ট লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং গাধার ন্যায় লাফাইয়া বেড়াইতে থাকিবে। এবং তাহাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হইবে। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন; বুখারী নহে। সুনান গ্রন্থকারগণ আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ইবন জাবির (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বিশ্‌র (র)....... ইব্ন হারমালার খালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিচ্ছুর দংশনে একটি আঙ্গুলে পট্টি বাঁধিয়া খুৎবা দান করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা বল যে, এখন তোমাদের কোন শত্রু নাই কিন্তু তোমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে এমন কি ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব ঘটিবে। তাহাদের মুখমণ্ডল চওড়া হইবে, চক্ষু হইবে ক্ষুদ্র এবং মুখমণ্ডল ঢালের ন্যায় চ্যাপটা হইবে এবং প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া বাহির হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)........... খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবন হারমালাহ্ মুদলাজীর খালা হইতে অনুরূপ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ হাদীস

পূর্বে সূরা আ'রাফের তাফসীরের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মি'রাজ রাত্রে হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। এবং কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে সেই বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনিও বলিলেন, আমিও কিছু জানি না। অবশেষে হযরত ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনিও বলিলেন, আল্লাহ্ ব্যতিত ইহার সঠিক সময় কেহই জানে না, তবে আমার রব আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে তখন আমার নিকট দুইটি খেজুরের ডাল থাকিবে এবং সে আমাকে দেখিবার সাথে সাথেই শিশিরের ন্যায় গলিয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস করিবেন এমন কি গাছ ও পাথর ডাকিয়া বলিবে, হে মুসলিম! আমার নিচে কাফির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তুমি আসিয়া উহাকে হত্যা কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস

করিয়া দিবেন এবং লোকজন তাহাদের ঘরে ফিরিয়া যাইবে। হযরত ঈসা (আ) বলেন, অতঃপর ইয়াজূজ ও মাজূজ বাহির হইবে। তাহারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে নামিয়া আসিবে এবং শহর ও গ্রাম পদদলিত করিয়া চলিবে এবং যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখস্থ হইবে সব কিছুই ধ্বংস করিয়া চলিবে। তাহাদের সম্মুখের নদী, নালার সকল পানি পান করিয়া উহা শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। সকল মানুষ তাহাদের ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। তখন আমি আল্লাহ্‌র দরবারে কাকুতী মিনতী করিয়া দু'আ করিলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সারা জনবসতী দুর্গন্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হইবে এবং পচাগলা লাশসমূহকে নদীতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। হযরত ঈসা (আ) বলেন, আমার রব আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, যখন এই সকল ঘটনা ঘটিবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এমনই নিশ্চিত যেমন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সময় সম্পন্ন হইবার পর সন্তান প্রসব করা নিশ্চিত। দিবানিশি যে কোন সময়ে সে সন্তান প্রসব করিতে পারে। ইমাম ইবন মাজাহ (র) আওয়াম ইব্ন হাওশাব (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসের সমর্থনে ঃ

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

এই আয়াতকেও উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবন জরীর (র) জাবাল্লাহ (র) হইতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব সম্পর্কে বহু হাদীস ও সালফের বক্তব্য বর্ণিত আছে; ইবন জরীর ও ইব্ন হাতিম (র) ... ... আবূ সাইফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কা'ব (রা) বলিয়াছেন, যখন ইয়াজূজ ও মাজূজের বাহির হইবার সময় নিকটবর্তী হইবে তখন তাহারা প্রাচীর খুঁড়িতে থাকিবে এবং পার্শ্ববর্তী লোকেরা উহাদের কুঠারাঘাতে শব্দও শুনিতে পাইবে। রাত্র হইবার পর তাহাদের একজন বলিবে, আগামী কল্য আসিয়া প্রাচীর ছিদ্র করিয়া ফেলিব। কিন্তু পরদিন আসিয়া তাহারা দেখিতে পাইবে, প্রাচীর সম্পূর্ণ অক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাহারা পুনরায় উহা খুঁড়িতে শুরু করিবে এবং পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহাদের কুঠারাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইবে। কিন্তু রাত্র হইলে তাহারা চলিয়া যাইবে। আর একজন একথাই বলিবে আমরা আগামী কল্য আসিব এবং প্রাচীর খুঁড়িয়া 'ইনশাআল্লাহ্' বাহির হইয়া যাইব। পরদিন আসিয়া বাস্তবিক প্রাচীরটিকে অপরিবর্তিতাবস্থায় দেখিতে পাইবে। অতঃপর তাহারা উহা খুঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইবে। তাহাদের প্রথম দলটি বাহির হইয়া একটি নদীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে এবং উহার সম্পূর্ণ পানি পান করিয়া ফেলিবে। অতঃপর অপর একটি দল অতিক্রম করিতে সময় উহার কাদাও চাটিয়া খাইবে। তৃতীয় দলটি অতিক্রম কালে বলিবে কোন সময় হয়ত এখানে পানি ছিল। মানুষ তাহাদিগকে দেখিয়া পালাইতে আরম্ভ করিবে। তাহারা কোন

মানুষ না দেখিয়া আসমানের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করিবে এবং বর্শাটি রক্তাক্ত হইয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহারা বলিতে থাকিবে আমরা আসমান ও যমীনের সকলের উপর বিজয়ী হইয়াছি। এমন সময় হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিবেন, " হে আল্লাহ্! তাহাদের মুকাবিলা করিবার আমাদের কোন শক্তি সামর্থ নাই। আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের সহিত মুক্তি দান করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কাঁধে ফোঁড়া বাহির করিবেন। এবং উহাতেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর এক প্রকার পক্ষী প্রেরণ করিবেন। তাহারা তাহাদিগকে লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সঞ্জীবনী নহর প্রবাহিত করিবেন। উহা যমীনকে পবিত্র করিয়া উহা হইতে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবেন। এবং উহাতে এতই বরকত হইবে যে, একটি আনার একটি বাড়ির লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই পরিস্থিতিতেই হঠাৎ এক সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিবে যে, 'যুস সুওয়াইকাইন' (ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ) হযরত ঈসা (আ)-এর মুকাবিলা করিবার জন্য আসিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথেই হযরত ঈসা (আ) সাতশত কিংবা সাত-আট শতের মাঝামাঝি একটি অগ্রগামী সেনাবাহিনী তাহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন। পথে হঠাৎ এক সময় ইয়ামান হইতে একটি মনোমুগ্ধকর বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং প্রত্যেক মু'মিনের মৃত্যু ঘটিবে। ইহার পর পৃথিবীতে কেবল নিকৃষ্ট লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং তাহারা পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিবে। তখন কিয়ামত এতই নিকটবর্তী হইবে যেমন গর্ভবর্তী ঘোড়ী তাহার প্রসবকাল অত্যাসন্ন যাহার মালিক এই অপেক্ষায় তাহার পাশে ঘুরিতে থাকে যে কখন সে প্রসব করে। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমার এই বক্তব্য ও ইল্মের পর যে কেহ অন্য কথা বলিবে সে বানোয়াটকারী। কা'ব (রা)-এর বর্ণিত এই ঘটনা তাঁহার বর্ণিত ঘটনাসমূহের মধ্যে উত্তম ঘটনা। কারণ ইহার সমর্থনে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হযরত ঈসা (আ) বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করিবেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) হজ্জ করিবেন এবং ইয়াজূজ ও মাজূজ বাহির হইবার পর তিনি উমরাহ্ পালন করিবেন। হাদীসটিকে কেবল ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ যথাযথ প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হইয়াছে। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে। অর্থাৎ যখন এই সকল বিপদ আপদ ও কঠিন সময় সমাগত হইবে তখন কিয়ামত ও একেবারেই নিকটবর্তী হইবে। এবং কিয়ামত সংঘটিত হইলে,

কাফিররা বলিবে, هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ইহা তো বড়ই কঠিন দিন। এই কারণে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا যখন এই কঠিন মুহূর্ত সমাগত হইবে এবং মানুষ ভয়ানক বিপদে আবদ্ধ হইবে তখন কাফিরদের চক্ষুসমূহ ভয়ে আতংকে উপরে উত্থিত হইবে। يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا তাহারা বলিবে হায় আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তো গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। بَلْ كُنَّا ظٰلِمِينَ বরং আমরা তো বাস্তবিকই অপরাধী ছিলাম।

(৯৮) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُونَ

(৯৯) لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خٰلِدُونَ

(১০০) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

(১০১) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ أُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

(১০২) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خٰلِدُونَ

(১০৩) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

অনুবাদ ঃ (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে। (৯৯) যদি উহারা ইলাহ্ হইত তবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিত না। উহাদিগের সকলেই উহাতে স্থায়ী হইবে। (১০০) সেথায় থাকিবে উহাদের আর্তনাদ এবং সেথায় উহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না। (১০১) যাহাদিগের জন্য আমার নিকট পূর্ব হইতে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে। (১০২) তাহারা উহার ক্ষীণতম শব্দও শুনিবে না এবং সেথায় তাহারা তাহাদিগের মন

যাহা চাহে চিরকাল তাহা ভোগ করিবে। (১০৩) মহা ভীতি তাহাদিগকে বিষাদ ক্লিষ্ট করিবে না, এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে এই বলিয়া এই তোমাদিগের সেই দিন যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কুরাইশ মুশরিক এবং পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল বস্তুকে উপাসনা কর উহা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ জাহান্নামের ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর (সূরা বাকারা ঃ ২৪)।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে,"حَصَبُ অর্থ গাছ বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক রিওয়ায়েতে"حَصَبُ অর্থ হাবশী ভাষায় ইন্ধন বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) حَطَبُهَا ইন্ধন বলিয়াছেন হযরত আলী ও আয়েশা (রা)-এর এক কিরাত حَصَبُ جَهَنَّمَ এর স্থলে حَطَبُ جَهَنَّمَ বর্ণিত হইয়াছে। এবং যাহ্হাক (র) حَصَبُ جَهَنَّمَ এর অর্থ বলিয়াছেন, যাহা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অনুরূপ অন্যান্যরাও বলিয়াছেন, বস্তুত উভয়ের অর্থ কাছাকাছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

তোমরা সকলেই জাহান্নামের প্রবেশ করিবে।

لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا যদি ঐ সকল বস্তু যাহাকে তোমরা উপাস্য স্থির করিয়াছ সত্যি মা'বূদ হইত তবে কখনও দোযখে প্রবেশ করিত না। كُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ তাহারা উহার মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে; যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ বলা হয় শ্বাস বাহির হইবার শব্দকে এবং شَهِيْقٌ বলা হয় শ্বাস ভিতরে প্রবেশ করিবার শব্দকে وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ তাহারা কোন কিছু শুনিতে পাইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বলেন যে, যখন দোযখের মধ্যে কেবল সেই সকল লোক অবশিষ্ট থাকিবে যাহারা চির জাহান্নামী হইবে। তখন তাহাদিগকে সিন্দুকে আবদ্ধ করা হইবে। যাহার মধ্যে আগুনের

তৈরী পেরাগ হইবে তখন তাহাদের প্রত্যেকেই ধারণা করিবে যে দোযখে কেবল তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। অন্য কাহাকেও নহে। অতঃপর হযরত ইব্ন মাসঊদ (র) পাঠ করিলেন ঃ

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ

ইব্ন জরীর (র) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى

ইকরিমাহ (র) বলেন, حُسْنٰى অর্থ রহমত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সৌভাগ্য। অর্থাৎ যেই সকল লোকের জন্য আমার পক্ষ হইতে পূর্বে সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে।

أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ তাহারা দোযখ হইতে দূরে থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করিবার পর সেই সকল সৌভাগ্যশিল লোকদের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্যই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ ও সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে। তাঁহারা ঈমান আনিবার সাথে সাথেই দুনিয়ায় সৎ ও নেক্কাজ করিয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ যাহারা সৎকাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য সৌভাগ্য কল্যাণ ও অতিরিক্ত পুরস্কার রহিয়াছে। (সূরা ইউনুস ঃ ২৬) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ নেকী ও সৎকাজের বিনিময় উত্তম পুরস্কার ছাড়া কিছু নয়। (সূরা রাহমান ঃ ৬০)

নেক ও সৎ লোকেরা যেমন দুনিয়ায় নেক ও সৎকাজ করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসেও উত্তম বাসস্থান ও উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। এবং শাস্তি হইতে মুক্তি দান করিবেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا

তাহারা দোযখ হইতে দূরে থাকিবে, এমন কি তাহার উহার ক্ষীণ শব্দও শুনিতে পাইবে না। তাহারা জাহান্নামীদের জ্বলিবার শব্দ ও শুনিতে পাইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... আবূ উসমান (র) হইতে لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, পুলসিরাতের উপর বিষাক্ত সাপ হইবে যাহা জাহান্নামীদেরকে

দংশন করিবে এবং সেগুলি ফুস ফুস করিবে। জান্নাতীগণ সেই শব্দও শুনিতে পাইবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُوْنَ

আর তাহারা তাহাদের কাঙক্ষিত বস্তুর মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিবে। সর্বপ্রকার ভয়ভীতি হইতে নিরাপদে থাকিবে এবং সর্বপ্রকার আরাম ও শান্তি লাভ করিবে।

ইব্ন হাতিম (র) ... ... হযরত নুমান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা এক রাত্রে হযরত আলী (রা)-এর সহিত আলোচনাকালে আলী (রা)

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ আমি উমর, উসমান, জুবাইর, তালহা, আব্দুর রহমান কিংবা সা'দ (রা) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমন সময় সালাতের তাকবীর বলা হইল এবং তিনি কাপড় টানিতে টানিতে উঠিয়া পড়িলেন এবং لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا পাঠ করিতে লাগিলেন।

শু'বা (র) ... ... মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি হযরত আলী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى। হযরত উসমান ও তাঁহার সাথীদেরকে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র)........ হযরত আলী (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলেন, উসমান (রা) তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আয়াতে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইলেন, আল্লাহ্র ওলী ও তাঁহার প্রিয় বান্দাগণ। তাঁহারা বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুত গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করিবেন। আর যাহারা কাফির তাহারা উপুড় হইয়া দোযখে পড়িয়া যাইবে। অন্যান্যরা বলেন, আয়াতটি বাতিল উপাস্য হইতে পৃথক করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়, যাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। যেমন হযরত উযাইর ও হযরত ঈসা (আ) এ সম্পর্কে। হাজ্জাজ ইব্ন মুহম্মদ আ'ওয়ার (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُوْنَ

এই আয়াতের মধ্যে সকল উপাস্য শামিল; অর্থাৎ সকল উপাস্যই দোযখে প্রবেশ করিবে বুঝা যায়। কিন্তু পরে إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى দ্বারা ফিরিশ্তা,

হযরত ঈসা (আ) এবং অন্যান্য নবী ও ওলীগণকে পৃথক করা হইয়াছে। যদিও তাঁহাদের পূজা করা হইয়াছে। ইকরিমাহ, হাসান ও ইব্ন জুবাইর (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতটি হযরত ঈসা (আ) ও হযরত উযাইর (আ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল বস্তুর উপাসনা করা হইত উহারা সকলকেই দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র, হযরত ঈসা (আ) ও হযরত উজাইর (আ) ইহা হইতে পৃথক। অবশ্য সূত্রটি দুর্বল।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, এই আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আ), উযাইর (আ) ফিরিশ্তাগণকে বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, আয়াত দ্বারা ঈসা, মারইয়াম, ফিরিশ্তাগণ, সূর্য ও চন্দ্রকে বুঝান হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আবূ সালিহ (র) এবং আরো অনেক হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই বিষয়ে নিশ্চিত একটি গারীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ফযল ইব্ন ইয়াকূব মারজানী (র)........ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

এই আয়াতের যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারাই হইলেন, হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশ্তাগণ। কেহ কেহ এই ক্ষেত্রে ইব্ন যাব'আরী ও মুশরিকদের বিতর্কের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন মারদুওয়াইহ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তো বলেন ঃ

إِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

তোমরা ও তোমাদের সকল উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন হইবে এবং তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। ইব্ন যাব'আরী বলিল, আমি তো চন্দ্র, সূর্য ও ফিরিশ্তা, উযাইর ও হযরত ঈসা (আ) সকলেরই উপাসনা করিয়াছি। আপনার কথা অনুসারে তো তাহারা সকলেই আমাদের মূর্তিসমূহের সহিত দোযখে প্রবেশ করিবে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ وَقَالُوْا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ .

যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয় এবং বলে আমাদিগের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈসা? ইহারা কেবল বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৭-৫৮)

অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ (র) তাঁহার 'আল-আহাদিসুল মুখতারাহ্' নামক গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে যখন ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

অবতীর্ণ হইল তখন মুশরিকরা বলিল, তবে ফিরিশ্তাগণ, উযাইর ও ঈসা (আ) ও জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কারণ, তাহাদেরও উপাসনা করা হইত। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا যদি বাস্তবিকই তাহারা উপাস্য হইত তবে তাহারা দোযখে প্রবেশ করিত না। وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ কিন্তু তাহারা তো আর উপাস্য নহে অতএব তাহারা সকলেই চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে। আবূ কুদাইনা (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, তখন এই আয়াত ও অবতীর্ণ হইল ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ .

যাহাদের জন্য পূর্বেই সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহারা উহা হইতে দূরে থাকিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) তাঁহার 'সীরাত' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার সহিত মসজিদে বসিয়াছিলেন, এমন সময় নযর ইব্ন হারিস তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িল। মসজিদে তখন কুরাইশ বংশীয় আরো লোকজন ছিল। নযর ইব্ন হারিসের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতে বলিতে এক সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে চুপ করাইয়া দিলেন, আর

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ .... هُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ .

পর্যন্ত পাঠ করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী আসিয়া কুরাইশদের সহিত বসিল। ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা

তাহাকে বলিল, আল্লাহর কসম! আজ তো নযর ইব্ন হারিস, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অপদস্ত হইয়াছে। মুহাম্মদ (সা) বলিয়াছেন, আমরা এবং যে সকল বস্তুর আমরা উপাসনা করি সবই জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী বলিল, আল্লাহর কসম! তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিলে তাঁহাকে আমি বিতর্কে হারাইয়া দিতাম। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর, যদি আল্লাহ্ ব্যতিত আমাদের সকল উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন হয়, তবে আমরা তো ফিরিশ্তাগণেরও উপাসনা করি, ইয়াহূদীরা উযাইরকে উপাসনা করে এবং খ্রিস্টানেরা হযরত ঈসা (আ)-এর পূজা করে, তাহারা কি জাহান্নামের ইন্ধন হইবে? আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরীর এই কথাকে ওয়ালীদ এবং মজলিসের সকলেই পসন্দ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন আলোচনা করা হইল তখন তিনি বলিলেন ঃ তাহাদের উপাস্যদের মধ্য হইতে যে কেহ তাহার উপাসনা করাকে পসন্দ করিত সে উপাসকদের সহিতই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। বস্তুত মুশরিক তো শয়তানের এবং সেই সকল বস্তুর উপাসনা করে যাহাদের উপাসনা করিতে শয়তান তাহাদিগকে নির্দেশ দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই জওয়াব দানের পর আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ .

যাহাদের জন্য আমার পক্ষ হইতে পূর্বেই কল্যাণ ও সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়া আছে তাহারা তো জাহান্নাম হইতে দূরে থাকিবে। তাহারা উহার ক্ষীণ শব্দও শুনিতে পাইবে না। তাহারা তাহাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু সমূহের মধ্যেই চিরকাল অবস্থান করিবে। অর্থাৎ হযরত ঈসা, উযাইর এবং ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের পণ্ডিতগণ ও আল্লাহর যেই সকল পিয়ারাবান্দাগণের উপাসনা করা হইত, গুমরাহ লোকজন কর্তৃক তাহারা পূজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। এই সকল আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ মুশরিকদের অন্যান্য উপাসক হইতে পৃথক। ফিরিশ্তগণকে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা বলিয়া তাহারা তাহাদের উপাসনা করিত।

আল্লাহ্ এই বিষয়ে ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ .... وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ .

মুশরিকরা বলে আল্লাহ্ সন্তান স্থির করিয়াছেন। আল্লাহ্ ইহা হইতে পবিত্র, তাহারা তো বরং আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর কন্যা নহে ... ... মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি এই কথা বলে, আমিও একজন উপাস্য,

তাহাকে আমি জাহান্নামেই নিক্ষেপ করিব। আর যালিমদিগকে এইভাবেই আমি শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২১-২৯)

হযরত ঈসা (আ)-কে উপাসনা করিবার কথা এবং ওয়ালীদ তাহার মসলিসের লোকদের ইহা পসন্দ করা ও বিতর্কের কথা আলোচনা করা হইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ . إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ . وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا .

যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আ) সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করা হইল, তখন আপনার কাওম তাহা লইয়া আনন্দে হৈ হল্লা শুরু করিল। তাহারা বলিল, আমাদের উপাস্য উত্তম না ঈসা? তাহারা কেবল ঝগড়ার উদ্দেশ্যেই তাহার উপমা বর্ণনা করিয়াছে। বরং তাহারা তো ঝগড়াটে লোকই। তিনি তো এমন বান্দা যাহার উপর আমি নিয়ামত বর্ষণ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলের জন্য আদর্শ করিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিলে ফিরিশ্তাগণকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতাম। তিনি কিয়ামতের আলামতও বটে। অর্থাৎ তাহাদের মাধ্যমে যেই সকল মুজিযা সংঘটিত হইয়াছে। যেমন, মৃতকে জীবন দান ও রোগমুক্তি, কিয়ামতের নিশ্চিত আলামত হিসাবে উহা যথেষ্ট। অতএব আপনি উহাতে সন্দেহ করিবেন না। (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৭-৬১) وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ আর আপনি আমারই অনুসরণ করুন। ইহাই সঠিক পথ। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬১)

ইবন যাব'আরী যে মত পেশ করিয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার পৌত্তলিকদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে মূর্তিপূজা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা জ্ঞান বুদ্ধি এমন কি চেতনা শক্তি হইতেও শূন্য।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা ও তোমাদের এই সকল উপাস্য সমূহ সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। এই আয়াত হযরত ঈসা ও উযাইর এবং অন্যান্য পবিত্রাত্মা বান্দাগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। যাহারা ইহা কখনও পসন্দ করিতেন না যে, তাহাদের ইবাদত করা হউক। ইবন জরীর (র) বলেন, আরবী ভাষায় 'مَا' শব্দ প্রাণহীন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়। আবদুল্লাহ্

ইব্ন যাব'আরী পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিদের একজন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের নিন্দাজ্ঞাপক কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুতাপ করিয়া বলেন ঃ

يا رسول المليك ان لساني * راتق ما فتقت اذ انا بور

اذ اجاري الشيطان في سنن الغي * ومن مال ميله مثبور

হে মহান আল্লাহ্র রাসূল! আমার মুখ আমি বন্ধ করিলাম। ভ্রান্তপথে শয়তানের সংসর্গে আসিয়া ধ্বংস হইয়াছি। আর যে ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিবে, সে হইবে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ তাহাদিগকে কোন বড় ভয় সন্ত্রস্ত করিবে না। কেহ কেহ বলেন, বড় ভয় দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য। আবদুর রাজ্জাক (র) ইয়াহইয়া ইব্ন রাবী'আহ (র) সূত্রে আতা (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বড় ভয় দ্বারা শিংগার ফুৎকার উদ্দেশ্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) ও সাঈদ ইব্ন সিনান শায়বানী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্ন জরীর (র) তাঁহার তাফসীরে এই মত পসন্দ করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, দোযখ প্রবেশের সময়কালকে বুঝান হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, জাহান্নামীদের উপর যখন জাহান্নামকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে সেই সময়কে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যখন বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝে মৃত্যুকে যবাই করা হইবে। ইব্ন আবূ হাতিমের বর্ণনা অনুসারে আবূ বকর হাযলী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

বেহেশতে প্রবেশকারীরা যখন কবর হইতে বাহির হইবে ফিরিশ্তাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সুসংবাদ দান করিবে, ইহাই হইল তোমাদের প্রতিশ্রুত দিবস। অতএব তোমরা তোমাদের আনন্দদায়ক বস্তুসমূহের অপেক্ষা করিতে থাক।

(١٠٤) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

অনুবাদ ঃ (১০৪) সেইদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর; যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম। সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহা কিয়ামত দিবসে সংঘটিত হইবে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ যেইদিন আমি আসমানকে লিখিত কাগজের ন্যায় গুটাইয়া লইব।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔

আর আল্লাহ্‌র যতটুকু মর্যাদা দেওয়ার কর্তব্য ছিল তাহারা উহার কিছুই মর্যাদা দেয় নাই। আর কিয়ামত দিবসে যমীন তাঁহার মুঠোর মধ্যে থাকিবে। তিনি বড়ই পবিত্র এবং তাহা বা যাহা শরীক করিতেছে তাহা হইতে উর্ধ্বে। (সূরা যুমার ঃ ৬৭)

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুকাদ্দাস ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الْاَرْضِيْنَ وَتَكُوْنُ وَالسَّمٰوٰتُ بِيَمِيْنِهِ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যমীন সমূহকে স্বীয় মুষ্টির মধ্যে লইবেন এবং আসমান সমূহও তাঁহার ডান হাতে ধারণ করিবেন। অত্র সূত্রে হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

يطوى الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والارضين السبع بما فيها من الخليقة يطوى ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله فى يده بمنزلة خردلة

আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীন এবং উহাদের মধ্যের যাবতীয় সৃষ্টি সমূহকে গুটাইয়া লইবেন এবং উহার সব কিছুই তাঁহার ডান হাতে হইবে যেন একটি সরিষার দানা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ কোন কোন তাফসীরকার বলেন, سجل অর্থ কিতাব। কেহ কেহ বলেন, سجل একজন ফিরিশ্‌তার নাম। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সিজিল্ল একজন ফিরিশ্‌তা। যখন কাহারও ইস্তিগফার আসমানে আরোহন করে তখন ঐ ফিরিশ্‌তা বলে, ইহাকে 'নূর' লিখ।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... ইব্‌ন ইয়ামান (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত, سجل একজন ফিরিশ্‌তার নাম। সুদ্দী (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমলনামার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তার নাম 'সিজিল্ল'। যখন কোন লোকের ইন্তিকাল হইয়া যায়, তখন তাহার আমলনামা সিজিল্ল ফিরিশ্‌তার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ঐ ফিরিশ্‌তা উহা অন্যান্য আমলনামার সহিত একত্রিত করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, সিজিল্ল একজন ওহী লেখক সাহাবীর নাম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সিজিল্ল একজন লোকের নাম। নূহ ইব্‌ন কায়িস (র).......... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সিজিল্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র)......... কুতায়বাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সিজিল্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। ইব্‌ন জরীর (র) এই হাদীসটি নসর ইব্‌ন আলী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আদী (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক ছিলেন। তাঁহার নাম সিজিল্ল। সিজিল্ল এর এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ অর্থ হইবে যেমন সিজিল্ল ওহী লেখক তাঁহার লিখিত কাগজগুলি গুটাইয়া রাখে কিয়ামত দিবসে আমি আসমান সমূহও অনুরূপভাবে গুটাইয়া রাখিব। অতঃপর ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, হাদীসটি মাহফূয সংরক্ষিত নহে।

খতীব বাগদাদী (র) তাঁহার 'তারিখ' গ্রন্থে বলেন, আবূ বকর বরকানী (র) ... ... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সিজিল্ল হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। কিন্তু রিওয়ায়েতটি অত্যধিক মুনকার। নাফি (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ইহা বিশুদ্ধ নহে। অনুরূপভাবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ দাউদ-এর রিওয়ায়েতটিও বিশুদ্ধ নহে। একদল হাফেযে হাদীসের মতে উহা একটি মাওযূ-ভিত্তিহীন রিওয়ায়েত যদিও উহা সুনানে আবূ দাউদের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকুক না কেন। আমার শায়েখ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিযযী ও তাঁহাদেরই একজন। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জরীর (র) রিওয়ায়েতটির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সিজিল্ল নামক কোন সাহাবী ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহী লেখক সাহাবী কে কে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত। তাঁহাদের

মধ্যে 'সিজিল্ল' নামক কেহই ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা ইব্ন জরীর (র) এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যেই মন্তব্য করিয়াছেন, উহা সঠিক ও নির্ভুল। তাঁহার এই বক্তব্য হাদীসটি মুনকার হইবার জন্য একটি শক্তিশালী দলীল। যাহারা সিজিল্লকে সাহাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহারা এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহাকে সাহাবী বলিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে যাহা বর্ণিত তাহা হইল, সিজিল্ল অর্থ সহীফা ও লিখিত লিপি। আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকেই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ও এই মত পোষণ করিয়াছেন। অভিধানিক অর্থ ও ইহাই। অতএব আয়াতের অর্থ হইবে "যেই দিন আমি আসমানকে ঠিক তদ্রূপ গুটাইয়া লইব যেমন লিখিত লিপি গুটাইয়া লওয়া হয়"। প্রকাশ থাকে যে, لِلْكُتُبِ এর মধ্যে عَلَى الْكُتُبِ। অর্থ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ। এর মধ্যে لِلْجَبِيْنِ অর্থ عَلَى الْجَبِيْنِ। অভিধানে ইহার আরো অনেক উদাহরণ বিদ্যমান।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ

যেমন আমি প্রথম তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম পুনরায় দ্বিতীয়বারও তাহাকে তেমনি সৃষ্টি করিব। আমার এই ওয়াদা আমি অবশ্যই পালন করিব। তিনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান, তিনি তাহার কৃতওয়াদা খিলাপ করেন না। ওয়াদা পালন করিতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

ইমাম আহমাদ (র)........... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে নসীহত করিবার সময় বলেন ঃ

إنكم محشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ

তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট নগ্নপদ, উলঙ্গ অবস্থায় ও খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট একত্রিত করা হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবার তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয়বার ও তিনি সৃষ্টি করিবেন। তিনি অবশ্যই তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে শু'বা (র) কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র)......... হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সকল বস্তু ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর পুনরায় সকল বস্তু সৃষ্টি করা হইবে।

(١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

(١٠٦) إِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ

(١٠٧) وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদ ঃ (১০৫) আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে। (১০৬) ইহাতে রহিয়াছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে। (১০৭) আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৎবান্দাগণের জন্য যেই পার্থিব ও পারলৌকিক সৌভাগ্য নির্ধারণ করিয়াছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদিগকে যে ওয়ারিস করিয়াছেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা যমীনের ওয়ারিস করেন এবং শুভ পরিণাম তো পরহেযগারগণের জন্যই নির্ধারিত (সূরা আ'রাফ ঃ ১২৮)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ

আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে ও মু'মিনগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করিব এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে। (সূরা মু'মিন ঃ ৫১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ .

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার ও সৎ লোকদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিজয়ী করিবেন। যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে করিয়াছিলেন। আর তাহাদের জন্য মনোনীত দীনকে শক্তিশালী করিবেন (সূরা নূর ৫৫)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, এই বিষয়টি আমি আসমানী গ্রন্থসমূহ ও লাওহে মাহফূযেও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। অতএব ইহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

আ'মাশ (র) বলেন, আমি আবূ সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) এর নিকট وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'যাবূর, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন'। মুজাহিদ (র) বলেন, 'যাবূর' অর্থ কিতাব। মুজাহিদ, শা'বী, হাসান ও কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, 'যাবূর' ঐ গ্রন্থ যাহা হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এবং 'الذِّكْر' অর্থ তাওরাত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত 'الذِّكْر' অর্থ, কুরআন। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, 'الذكر' অর্থ, লাওহে মাহফূয। মুজাহিদ (র) বলেন, 'যাবূর' অর্থ আসমানী গ্রন্থ সমূহ এবং 'الذكر' অর্থ লাওহে মাহফূয। ইব্‌ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, 'الذكر' হইল সর্বপ্রথম কিতাব। সাওরী (র) বলেন, 'الذكر' হইল লাওহে মাহফূয। আবূ আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, যাবূর হইল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর অবতারিত কিতাব। আর 'যিক্‌র' হইল উম্মুল কিতাব ও লাওহে মাহফূয যাহাতে যাবতীয় বস্তু পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাবূর ও তাওরাতের মাধ্যমে সংবাদ দান করিয়াছেন এবং আসমান যমীন সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে উম্মাতে মুহাম্মদীকে তিনি যমীনের সাম্রাজ্য দান করিবেন এবং বেহেশতে দাখিল করিবেন যদি তাহারা সৎ ও নেককার হয়।

মুজাহিদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ এই প্রসংগে বলেন যে, যমীন দ্বারা জান্নাতের যমীন বুঝান হইয়াছে। অনুরূপ বলিয়াছেন, আবুল আলীয়াহ্, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, শা'বী, কাতাদাহ্, সুদ্দী, আবূ সালিহ্, রাবী ইব্‌ন আনাস ও সাওরী (র)। এবং আবূ দারদা (রা) বলেন, আমরা যাহারা সৎকর্মশীল তাহারাই হইব উহার ওয়ারিস। আর সুদ্দী (র) বলেন, সৎকর্মশীল অর্থাৎ যাহারা মু'মিন তাহারাই সৎকর্মশীল।

মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ ঃ

أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ এই পবিত্র কুরআনে যাহা আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে, সেই সকল ইবাতদকারী

বান্দাগণের জন্য যথেষ্ট বিষয়বস্তু রহিয়াছে। যাহারা শরীয়াতের রীতিনীতি অনুসারে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাহাকে ভালবাসে এবং শয়তান ও প্রবৃত্তির আনুগত্য ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি। অতএব, যেই ব্যক্তি এই রহমতকে গ্রহণ করিবে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে সে ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে। আর যেই ব্যক্তি ইহাকে উপেক্ষা করিবে ও অস্বীকার করিবে সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ .

আপনি কি সেই সকল লোকদিগকে দেখেন নাই, যাহারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকরী করিয়াছে এবং তাহাদের কাওমকে ধ্বংসের গৃহে অর্থাৎ জাহান্নামে দাখিল করিয়াছে। যাহারা ইহাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের বাসস্থান বড়ই জঘন্য (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ২৮)। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এই প্রসংগে বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ .

আপনি বলিয়া দিন, এই কুরআন মু'মিনদের জন্য তো শিফা ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার বস্তু আর যাহারা ঈমান আনে না, তাহারা বধির ও অন্ধ। তাহাদিগকে দূর হইতেই ডাকা হয়। (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ঃ ৪৪)

ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইব্‌ন আবূ উমর (র)......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মুশরিকদের উপর বদদু'আ করুন। তখন তিনি বলিলেন ঃ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً আমি অভিশাপকারী হিসাবে প্রেরিত হই নাই। আমি তো রহমত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ আমি তো কেবল রহমত, যাহা হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওয়ানাহ (র) ও অন্যানরা ওয়াকী (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্‌রাহীম

হারবী (র) বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ওয়াকী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। এবং তাঁহার নিকট হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, হাদীসটি হাফস ইবন গিয়াস (র)-এর নিকট মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। হাফিয ইবন আসাকির (র) বলেন, মালিক ইবন সাঈদ ইবন খুমস (র)......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীসটি মারফূ' পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আবূ বকর ইবন মুকরী ও আবু আহমাদ আল-হাকিম (র)-এর সূত্রে....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : إنما أنا رحمة مهداة অতঃপর সালত ইবন মাসঊদ (র) ... ... হযরত ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

إن الله بعثني رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রহমত হিসাবে হাদিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আমার দ্বারা একটি জাতি (মুসলিম) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিবেন এবং অপর জাতিকে করিবেন হীন।

আবূ কাসিম তাবারানী (র)....... জুবাইর ইবন মুতইম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আবূ জাহল মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, হে কুরাইশগণ! শুন, মুহাম্মদ মদীনায় অবস্থান করিয়াছে এবং সে তাঁহার গোয়েন্দা বাহিনী তোমাদের খোঁজে চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়াছে। তোমাদিগকে কোন বিপদে নিক্ষেপ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব সাবধান, তোমরা তাঁহার নিকটবর্তী হইবে না এবং তাঁহার যাতায়াত পথেও তোমারা যাতায়াত করিবে না। সে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় তোমাদের তাকে রহিয়াছে। তোমাদের কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই। কারণ তোমরা তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছ, আল্লাহর কসম! তাঁহার নিকট এক প্রকার যাদু রহিয়াছে, আমি যখনই তাঁহাকে অথবা তাঁহার কোন সাথীকে দেখিয়াছি তাঁহার সহিত শয়তান ও দেখিতে পাইয়াছি। তোমরা এই কথা ভালই জান যে, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আমাদের শত্রু এবং তাহারাই আমাদের এই শত্রুকে আশ্রয় দান করিয়াছে। তখন মুত'ঈম ইবন আদী বলিল, হে আবুল হাকাম! আল্লাহর কসম! তোমরা তোমাদের যেই ভাইকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছ, তাঁহার চাইতে অধিক সত্যবাদী ও অধিক প্রতিশ্রুতি পালনকারী অন্য কাহাকেও আমি দেখি নাই। অথচ, তোমরা তাঁহার সহিত যেই আচরণ করিয়াছ উহা তোমাদের অজানা নহে। অতএব এই ব্যাপারে আমার পরামর্শ হইল, এখন তোমরা তাঁহার সহিত অধিক কোন দুরাচরণ করিতে বিরত থাক। এমন সময় আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস বলিয়া উঠিল, আমার মতে এখন তাঁহার সহিত

আরো অধিক কঠোর আচরণ করা উচিত। কারণ, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারে তবে তাহারা তোমাদের কোন আত্মীয়তা কিংবা অন্য কোন সম্পর্কের প্রতি কোন লক্ষ্যই করিবে না। তোমাদিগকে নির্মূল না করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবে না। অতএব আমার পরামর্শ হইল, তোমরা হয় মুহাম্মদ (সা)-কে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য মদীনার আওস ও খাযরাজকে বাধ্য কর যেন সে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে না হয় তাহাদিগকে তোমরা ধ্বংস করিয়া দাও। যদি তোমরা ইহার জন্য প্রস্তুত হও তবে আমি মদীনার কোণে কোণে সৈন্য মোতায়েন করিয়া দিব। এবং সে বলিল,

سامنع جانبا مني غليظا * على ما كان من قرب وبعد

رجال الخزرجية اهل ذل * اذا ما كان هزل بعد جد

শত্রু নিকটবর্তী হউক কিংবা দূরবর্তী, আমি কঠোরভাবে তাহাদের প্রতিরোধ করিব। খাযরাজী লোকেরা রণক্ষেত্রে এবং উপহাসস্থলে সর্বস্থানেই তাহারা আপদস্ত ও লাঞ্ছিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি বলিলেন,

والذى نفسي بيده لاقتلنهم ولاصلبنهم ولاهدينهم وهم كارهون إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه لي خمسة أسماء أنا محمد واحمد وأنا الماحي الذى يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب .

সেই মহান সত্তার কসম, যাহার মুঠোয় আমার জীবন, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে হত্যা করিব, অবশ্যই তাহাদিগকে শূলিতে চড়াইব এবং তাহাদের অপসন্দ হওয়া সত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখাইয়া যাইব। আমি রহমত। আল্লাহ্ আমাকে রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। যাবৎ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীনকে বিজয়ী করিবেন, তিনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না। আমার পাঁচটি নাম রহিয়াছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্মাদ, আমি মাহী, আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে মিটাইয়া দিবেন। আমি 'হাশির' আমার পদতলে সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করা হইবে। আমি 'আকিব'। আহমাদ ইবন সালিহ্ (র) বলেন, আমি আশা করি হাদীসটি বিশুদ্ধ।

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মু'আবিয়া ইবন আমর ... ... আমর ইবন আবু কুররাহ্ কিন্দী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত হুযায়ফা (রা) মাদাইনে ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের আলোচনা করেন। একবার তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রা)-এর নিকট আসিলে তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে বলিলেন, হে

হুযায়ফা! একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুৎবা দানকালে বলিলেন, আমি ক্রোধান্বিত হইয়া যে কোন লোককে গালি দিয়াছি কিংবা অভিশাপ করিয়াছি, আমি তো একজন মানুষই, যেমন তোমরা ক্রোধান্বিত হইয়া থাক, আমিও ক্রোধান্বিত হই, কিন্তু আল্লাহ্ সারা বিশ্ববাসীর জন্য আমাকে রহমত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব হে আল্লাহ্! আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার সেই গালি ও অভিশাপকে কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য রহমত করিয়া দিন। ইমাম আবূ দাউদ (র), আহমাদ ইবন ইউনুস (র) সূত্রে যায়িদা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের জন্য রহমত হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নের জবাবে প্রসংগে আবূ জা'ফর ইবন জরীর (র) ইসহাক ইবন শাহিন (র)........ হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ এর তাফসীর করিতে গিয়া বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে প্রতি ঈমান আনিবে তাহার জন্য ইহকাল ও পরকালে রহমত লেখা হইবে আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ঈমান আনিবে না, সেও প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হওয়া ও যমীনে প্রোথিত হওয়া হইতে নিরাপদে থাকিবে। ইবন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)......... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করিবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রহমত হইবেন আর যেই ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিবে না অন্যান্য উম্মতরা যেই সকল বিপদে আক্রান্ত হইয়াছিল যেমন, বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়া, আকৃতির পরিবর্তন ও প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হওয়া এই সকল বিপদ হইতে সেও নিরাপদে থাকিবে।

(১০৮) قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

(১০৯) فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ

(১১০) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

(১১১) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

(১১২) قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ٠

অনুবাদ ঃ (১০৮) বল, আমার প্রতি ওহী হয় যে তোমাদিগের ইলাহ্ একই ইলাহ্, সুতরাং তোমরা হইয়া যাও আত্মসমর্পনকারী। (১০৯) তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে জানাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আমি জানি না উহা আসন্ন না দূরস্থিত। (১১০) তিনি জানেন যাহা কথায় ব্যক্ত এবং যাহা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না হয়ত ইহা তোমাদিগের জন্য এক পরীক্ষা এবং জবীনোপভোগ কিছু কালের জন্য। (১১২) রাসূল, বলিয়া দিন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সহিত ফায়সালা করিয়া দিও। আমাদিগের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায় স্থল তিনিই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে বলেন, আপনি মুশরিকদিগের বলিয়া দিন ঃ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে যাহা কিছু অবতরণ করা হইয়াছে, উহার সার সংক্ষেপ হইল, তোমাদের উপাস্য কেবল একজন। অতএব তোমরা কি তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবে? তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিবে? فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তবে আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে, যেমন তোমারা আমার বিরোধী আমিও তোমাদের বিরোধী। যেমন তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٠

আর যদি তাহারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আমি আমার কাজ করি আর তোমাদের কাজ তোমরা কর। আমার কাজের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই আর তোমাদের কাজের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। (সূরা ইউনুস ঃ ৪১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

যদি কোন কাওমের পক্ষ হইতে চুক্তি ভংগ করিয়া খিয়ানত করিবার আপনার আশংকা হয় তবে অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে চুক্তি ভংগের কথা জানাইয়া দিন। (সূরা আনফাল ঃ ৫৮) অর্থাৎ উভয় পক্ষকেই চুক্তি ভংগের কথা পরিষ্কারভাবে জানা উচিত। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে আপনি বলিয়া দিন, আমি তো তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে, তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর আমার সহিতও তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ

তোমাদের সহিত যে শাস্তির ওয়াদা করা হইয়াছে, উহা কি নিকটবর্তী না দূরবর্তী উহা আমার জানা নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল কথাই অবশ্যই জানেন। বান্দা যাহা কিছু প্রকাশ্যভাবে করে উহাও তিনি জানেন আর যাহা কিছু গোপনে করেন তাহাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তরের অন্তস্থলে নিহিত কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এবং তদানুযায়ী তিনি শাস্তি দান করিবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

আর আমি ইহাও জানি না যে, সম্ভবত উহা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্ভোগের সুযোগ। ইব্ন জরীর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, সম্ভবত শাস্তি বিলম্ব করা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের ভোগ বিলাসের সুযোগ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওন (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

قَلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ রাসূল করীম (সা) বলিলেন, হে আমার প্রভু! আপনি আমাদের ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাওমের মাঝে সঠিক মীমাংসা করিয়া দিন। কাতাদাহ (র) বলেন, আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ .

হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের ও আমাদের কাওমের মাঝে সঠিক ফয়সালা করুন। আপনিই সঠিক ফায়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৯) অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ এইরূপ দু'আ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধে গমন করিতেন, তখন এই দু'আ করিতেন।

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

হে আমার প্রতিপালক, আপনি ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিয়া দিন, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায় স্থল তিনিই।

আলহামদু লিল্লাহ সূরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত হইল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর ঃ সূরা হজ্জ

[পবিত্র মদীনায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)]

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ

(٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ
عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ٠

অনুবাদ ঃ (১) হে মানুষ ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। মানুষকে দেখিবে মাতাল সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাক্ওয়া লাভের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এবং কিয়ামতের দিবসে যেই সকল বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার তাহারা সম্মুখীন হইবে তাহার সংবাদও দান করিয়াছেন। কিয়ামতের ভূমিকম্প সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ এই ভূমিকম্পন কি কবর হইতে উত্থিত হইবার পর যখন সকল মানুষ কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত হইবে তখন সংঘটিত হইবে, না কবর হইতে উত্থিত হইবার পূর্বে?

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে এবং যমীন উহার বোঝা বাহির করিয়া ফেলিবে (সূরা যিলযাল ঃ ১-২)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

যমীন পাহাড় পর্বতকে উঠাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা হইবে। এবং সেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে (সূরা হাক্কাহ ঃ ১৪)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

যেইদিন ভূমি প্রকম্পিত হইবে এবং পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৪)

কোন কোন তাফসীরকারের মতে এই ভূমিকম্প হইবে পৃথিবীর সর্বশেষ এবং কিয়ামত শুরু হইবার প্রথম পর্যায়ে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, বাশ্শার (র) ... ... আলকামাহ (র) হইতে "إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ"-এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়াতের বর্ণিত ভূমিকম্প কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) সাওরী (র)-এর সূত্রে ... ... আলকামাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী, ইবরাহীম, উবাদা ইব্ন উমাইর (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ কুদায়নাহ (র) আতা (র)-এর সূত্রে আমির শা'বী (র) হইতে يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ভূমিকম্প কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে সংঘটিত হইবে। যাঁহারা উপরোক্ত মত পোষণ করিয়াছেন তাঁহাদের দলীল হিসাবে ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) মদীনার কাযী ইসমাঈল ইব্ন রাফি (র)-এর সিংগা সম্পর্কিত রিওয়ায়েতটি পেশ করিয়াছেন। তিনি ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়া অবসর হইলেন, তখন তিনি সিংগা সৃষ্টি করিয়া হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে দান করিলেন। অতঃপর তিনি উহা মুখে ধারণ করিয়া আরশের প্রতি তাকাইয়া এই অপেক্ষায় রহিয়াছেন, কখন তাঁহাকে ফুৎকার দেওয়ার জন্য হুকুম করা হইবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! الصور কি? তিনি বলিলেন ঃ সিংগা। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কেমন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহা একটি বিরাট সিংগা যাহাতে তিনবার ফুৎকার দেওয়া হইবে।

প্রথম ফুৎকার হইবে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় ফুৎকার হইবে অজ্ঞান ও বেহুশ করিবার জন্য। এবং তৃতীয় ফুৎকার হইবে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দণ্ডায়মান হইবার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে প্রথম ফুৎকারের জন্য নির্দেশ দিবেন; অতঃপর আসমান যমীনের অবস্থানকারী সকলেই ঘাবড়াইয়া যাইবে। শুধু সেই ব্যক্তি ঘাবড়াইবে না, যাহাকে আল্লাহ্ চাহিবেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে ফুৎকার দিতে হুকুম করিবেন। অতএব তিনি ফুৎকার দিতে থাকিবেন, ক্লান্ত হইবেন না। এই ফুৎকারের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ

তাহারা তো কোন একটি বিকট শব্দের অপেক্ষা করিতেছে যাহাতে কোন বিরাম থাকিবে না (সূরা ছোয়াদ ঃ ১৫)" অতঃপর পাহাড়-পর্বত মাটিতে পরিণত হইবে এবং যমীন প্রকাশিত হইবে।

এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ الخ

সেইদিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করিবে, উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি, কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হইবে, (সূরা নাযি'আত ঃ ৬-৮) যমীনের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ হইবে যেমন সমুদ্রের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ যাহাকে সমুদ্রের তরঙ্গমালা জাহাজের আরোহীদিগকে লইয়া ভাসাইতেছে আবার ডুবাইতেছে। অথবা সেই প্রদীপের মত যাহা ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু উহাকে হেলাইতেছে ও দোলাইতেছে। এই সময়ই সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটিবে। এবং স্তন্যদানকারিনী মহিলাগণ তাহাদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ভুলিয়া যাইবে। বালক বৃদ্ধ হইবে এবং সকল শয়তান পালাইবার চেষ্টা করিবে, এমনকি যখন তাহারা এক প্রান্তে যাইবে ফিরিশ্তাগণ তাহাদের চেহারায় আঘাত করিবেন, ফলে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে। আর মানুষও একে

অপরকে ডাকিতে ডাকিতে পালায়ন করিতে থাকিবে। আল্লাহ্ এই আয়াতে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

পারস্পরিক আহ্বানের দিন, যেই দিন তোমরা পশ্চাদপদ হইয়া পলায়ন করিবে। সেইদিন আল্লাহ্র পাকড়াও হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। আর আল্লাহ্ যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দান করিতে পারে না। (সূরা মু'মিন ঃ ৩৩)

সকল মানুষ এই অবস্থায় থাকিবে। হঠাৎ যমীন বিদীর্ণ হইবে। এবং তাহারা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। তাহারা এমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে যে, যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারিবে না। অতঃপর তাহারা আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইবে যে, উহা বিগলিত তামার রূপ ধারণ করিয়াছে। অতঃপর চন্দ্র, সূর্য আলোকহীন হইয়া পড়িবে। এবং নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ মৃত লোক ইহার কিছুই জানিতে পারিবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন,

فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত হইবে না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন শহীদগণ। যাহারা জীবিত তাঁহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। কিন্তু শহীদগণ জীবিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ভীত হইবে না। তাঁহারা আল্লাহ্র নিকট রিযিকপ্রাপ্ত হইবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঐদিনের সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল অসৎ লোকদের উপর এই শাস্তি প্রেরণ করিবেন। আর এই শাস্তির কথা তিনি এই আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

হাদীসটি তাবরানী, ইব্ন জারীর, ইব্ন আবূ হাতিম (র) এবং আরো অনেকে দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, আয়াতে উল্লিখিত ভূমিকম্প কিয়ামতের পূর্বে ঘটিবে। কিন্তু কিয়ামতের প্রতি ইহা এই কারণে সম্বন্ধিত করা হইয়াছে যে, ইহা কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে ঘটিবে। যেমন কিয়ামতের আলামত বলা হইয়া থাকে, অথচ উহা কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাইবে।

অপর পক্ষে কোন কোন মুফাস্সির-এর মতে আয়াতে উল্লিখিত ভূমিকম্প তখন সংঘটিত হইবে যখন সকল লোক তাহাদের কবরসমূহ হইতে উত্থিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত হইবে এবং বহু হাদীস দ্বারা তিনি স্বীয় মতের দলীল পেশ করিয়াছেন।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার কোন এক সফরে এই আয়াত উচ্চস্বরে পাঠ করিলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চস্বরে পাঠ করিতে শুনিলেন, তখন তাঁহারা দ্রুতবেগে তাঁহাদের সওয়ারী হাঁকাইলেন এবং তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ্যই এখন কিছু বলিবেন। তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্পার্শ্বে একত্রিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমরা ইহা জান কি উহা কবে সংঘটিত হইবে? উহা সেইদিন সংঘটিত হইবে, যেইদিন হযরত আদম (আ) তাঁহার প্রতিপালককে ডাকিবেন। অতঃপর তাঁহার প্রতিপালকও তাঁহাকে ডাকিয়া বলিবেন ঃ হে আদম! যাহারা জাহান্নামী তাহাদিগকে তুমি জাহান্নামে প্রেরণ কর। তিনি বলিবেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! জাহান্নামে কি পরিমাণ লোক প্রেরিত হইবে? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী হইবে এবং একজন বেহেশতে প্রবেশ করিবে। সাহাবায়ে কিরাম ইহা শ্রবণ করিতেই আতংকিত হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের অবস্থা অনুধাবণ করিয়া বলিলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। চিন্তিত হইও না এবং আমল করিতে থাক। সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন, তোমাদের সহিত আরো দুইটি সৃষ্টজীব থাকিবে। তাহারা যে কোন সম্প্রদায়ের সহিত থাকে না কেন, সর্বদা তাহাদের সংখ্যাই ভারী হইবে। আর সেই সম্প্রদায় হইল ইয়াজূজ ও মাজূজ গোষ্ঠী। আর আদম সন্তানদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহারাও এবং যাহারা ইব্লীসের বংশধর তাহারাও। রাবী বলেন, এই কথা শ্রবণ করিবার পর সাহাবায়ে কিরাম চিন্তামুক্ত হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اعملوا وابشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أو الرقمة فى ذراع الدابة.

তোমরা আমল করিতে থাক, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, অন্যান্য লোকের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ ঠিক উটের তিলক কিংবা সওয়ারীর হাতের সাদা চিহ্ন সমতুল্য।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাঁহাদের গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তাফসীর অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাদীসের দ্বিতীয় সূত্র। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইব্ন আবূ উমর (র) ... ... ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ... ... وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

অবতীর্ণ হইল, তখন নবী করীম (সা) সফরে ছিলেন, তখন তিনি বলিলেন তোমরা জান কি কোন দিনে উহা সংঘটিত হইবে? তাঁহারা বলিলেন, والله ورسوله أعلم আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) অধিক ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইল সেই দিন যেই দিনে আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-কে বলিবেন, দোযখের অংশ বাহির কর। তখন তিনি বলিবেন, হে আল্লাহ্! দোযখের অংশ কি? তিনি বলিলেন ঃ ন্যাশত নিরানব্বইজন হইবে দোযখী এবং একজন হইবে বেহেশ্তবাসী। ইহা শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

وقاربوا وسددوا فانها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية الخ

তোমরা আল্লাহর হুকুম পালন করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও এবং সঠিকভাবে চলাচল কর। প্রত্যেক নবুওয়াতে পূর্বে জাহেলিয়্যাতের যুগ ছিল এবং জাহিল যুগের লোকেরাই এই সংখ্যা পূর্ণ করিবে। এইভাবে পূর্ণ হইলে তো ভাল, নচেৎ মুনাফিক দ্বারা এই সংখ্যা পূর্ণ করা হইবে। তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উদাহরণ হইল, ঠিক তদ্রূপ যেমন হাতের সাদা চিহ্ন কিংবা শরীরের তীলকের তুলনা শরীরের অন্য অংশের সহিত।

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আমি আশা রাখি তোমরা বেহেশ্তের এক চতুর্থাংশ হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সাহাবায়ে কিরাম 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। তখন ও তাঁহারা তাকবীর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশ্তবাসীগণের অর্ধেক হইবে। তখনও সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাকবীর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাবী বলেন, আমার হইয়া জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই তৃতীয়াংশের কথাও বলিয়াছেন কিনা?

ইমাম আহমাদ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি সহীহ্ ও বিশুদ্ধ। হাদীসটি পর্যায়ক্রমে, উরওয়াহ হইতে (র) হাসান (র) সূত্রে ইমরান (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ্ (র) সূত্রে ... ... ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইব্ন জরীর (র) ... ... হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, হাসান (র) বলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর, যখন তিনি মদীনা তায়্যিবা দেখিতে পাইলেন, তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

এই সময় সাহাবায়ে কিরামও তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ যখন অবতীর্ণ হইল। অতঃপর তিনি ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিলেন। অবশ্য তিনি তাহার রিওয়ায়েত এই কথাটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ومن هلك من كثرة الجن والإنس হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিলেন। অবশ্য তিনি ইহাও বলিলেন ঃ إني لأرجوا ان تكونوا ثالث أهل الجنة আমি আশা করি বেহেশতবাসীগণের মধ্যে তোমরা এক চতুর্থাংশ। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ إني أرجوا ان تكونوا ثالث أهل الجنة আমি আশা করি বেহেশ্তবাসীগণের মধ্যে তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ إني أرجوا أن تكونوا شطر أهل الجنة আমি আশা করি তোমরা বেহেশ্তবাসীগণের মধ্যে অর্ধেক হইবে। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলিলেন ঃ وإنما أنتم جزء من ألف جزء তোমরা হাজার অংশের একাংশ।

চতুর্থ হাদীস

ইমাম বুখারী (র) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, উমর ইবন হাফস (র) ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন ঃ হে আদম! তিনি বলিবেন, لبيك ربنا وسعديك হে আমাদের প্রতিপালক! আমি উপস্থিত, আমি হাযির। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চস্বরে আহ্বান করিয়া বলিবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সন্তান হইতে দোযখের অংশ বাহির করিতে এবং দোযখে নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ করিতেছেন। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার প্রতিপালক! দোযখের অংশের পরিমাণ কি, বলিয়া দিন। তিনি বলিবেন ঃ প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এই মুহূর্তেই গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটিবে এবং বাচ্চা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে।

وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

আর তুমি সেইদিন মানুষকে মাতাল দেখিবে অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা মাতাল হইবে না বরং আল্লাহর শাস্তি সেই দিন হইবে বড়ই কঠিন। সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ইহা বড় কঠিন মনে হইল, এমন কি তাঁহাদের মুখমণ্ডল মলীন হইয়া গেল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ

من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد أنتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور السوداء إنى لأرجوا أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا الخ

ইয়াজূজ ও মাজূজের বংশধর হইতে এই সংখ্যা হইবে নয়শত নিরানব্বই জন এবং তোমাদের মধ্য হইতে হইবে একজন। তোমরা অন্যান্য সকল মানুষের তুলনায় সাদা গরুর শরীরে কিছু কালো পশমের ন্যায় কিংবা কালো গরুর শরীরে কিছু সাদা পশমের মত। আমি তো আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া আমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক তৃতীয়াংশ বেহেশতবাসীগণের উল্লেখ করিলেন। তখন আমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। অতঃপর তিনি বেহেশ্তের অর্ধেক অধিবাসীর কথা উল্লেখ করিলে আমরা তখনও উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলাম।

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আ'মাশ-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উমারাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন উখতে সুফিয়ান সাওরী ও আবীদাহ (র) ... ... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে একজন আহ্বায়ককে হযরত আদম (আ)-এর নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিবেন, হে আদম! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন, আপনার সন্তান-সন্ততি হইতে দোযখের অংশ বাহির করিয়া দিন। তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাহারা কাহারা বলিয়া দিন। উত্তরে বলা হইবে; প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা এই সত্যটি জান কি যে, অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা ঠিক উজ্জ্বল শুভ্রতার ন্যায় যাহা কোন উটের বুকে বিদ্যমান থাকে। অত্রসূত্রে কেবল ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ إِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً কিয়ামত দিবসে তোমাদিগকে শূন্যপদ, বিবস্ত্র ও খাত্নাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হইবে। তখন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন কি স্ত্রী লোক ও পুরুষ লোক একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আয়েশা! একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ কোথায় হইবে? অবস্থা ইহার চাইতেও আরো ভয়ানক হইবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সপ্তম হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবন ইসহাক (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে এক বন্ধু কি আরেক বন্ধুর কথা স্মরণ করিবে? জবাবে রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তিনটি স্থানে কেহ কাহারো সহিত কথা বলিবে না। মীযানের নিকট যাবৎ না তাহার আমল ভারী না হালকা তাহা জানিতে পারিবে কোন কথা বলিবে না। দ্বিতীয়, যখন প্রত্যেক আমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে, যাবৎ না উহার ডাইন কিংবা বাম হস্তে আসিয়া পড়িবে। কোন কথা বলিবে না। তৃতীয়, যখন দোযখ হইতে একটি গর্দান বাহির হইবে অতঃপর উহা সকলকে অবরোধ করিবে এবং ভীষণ ক্রোধান্বিত হইবে। গর্দানটি

বলিতে থাকিবে, আমাকে তিন প্রকার লোকের সহিত নিয়োজিত করা হইয়াছে, আমাকে তিনপ্রকার লোকের ব্যাপারে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১. যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করে। আমাকে তাহার ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ২. আমাকে এমন প্রত্যেকের ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইয়াছে, যে কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ৩. আমাকে এমন সকল লোকের ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইয়াছে যে অবাধ্য ও অহংকারী। রাবী বলেন, অতঃপর উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে, এবং তাহাদিগকে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করিবে। জাহান্নামের উপর একটি পুল আছে, যাহা চুল অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, তরবারী অপেক্ষা ধারাল। উহার উপর এক প্রকার কাটা আছে উহা যাহাকে ইচ্ছা পাকড়াও করিবে। এবং উহার উপর দিয়া লোক বিদ্যুতের ন্যায়, পলকের ন্যায়, বায়ুর ন্যায় এবং দ্রুত ঘোড়ার ন্যায় ও দ্রুত উটের ন্যায় অতিক্রম করিবে। ফিরিশ্‌তাগণ বলিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিরাপদ রাখুন, নিরাপদ রাখুন। অতঃপর কিছু সংখ্যক সম্পূর্ণ অক্ষতরূপে নিরাপদে অতিক্রম করিবে এবং মুক্তিলাভ করিবে। এবং কিছু সংখ্যক যখম হইয়াও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। আর কিছু সংখ্যক লোক উপুড়াবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিয়ামতের ভয়ভীতি ও উহার বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে, যাহা বর্ণনা করিবার সঠিক স্থান ইহা নহে। একারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ কিয়ামত দিনের ভূমিকম্প বড়ই ভয়াবহ, বড়ই কঠিন, বড়ই বিধ্বংসী ও বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনা এবং আশ্চর্যজনক অবস্থা। ভয়ভীতি ও ঘাবড়িয়ে যাবার কালে মানুষর অন্তরে যে আতংকের সৃষ্টি হয় উহাকে 'زلزال' বলা হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا ـ

তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়া ছিল। এবং তাহাদিগকে বড়ই কঠিনভাবে আতংকিত করা হইয়াছে। (সূরা আযাব ঃ ১১)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ ـ

অত্র আয়াতে ترونها এর যমীরটি যমীরুশ্ শান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কারণে تَذْهَلُ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা নওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এতই কঠিনও বিভীষিকাপূর্ণ হইবে যে সেই দিন দুধদানকারী মাও তাহার দুগ্ধপোষ্য সন্তান হইতে গাফিল হইয়া পড়িবে। অথচ এই সন্তানই মায়ের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়বস্তু এবং এই দুগ্ধপোষ্য সন্তানের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতার অধিকারীনী, অথচ

ভয়ভীতির কঠোরতার কারণে এইরূপ দুগ্ধপোষ্য সন্তানকেও দুধপান করাইতে ভুলিয়া যাইবে। وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا এবং প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা আতংকগ্রস্থ হইয়া সঠিক সময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব করিবে। (সূরা হাজ্জ ঃ ২) وَتَرَى النَّاسَ سُكْرى ভয়ভীতি ও আতংকের দরুন আপনি মানুষকে মাতালাবস্থায় দেখিতে পাইবেন। যে কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া ধারণা করিবে যে তাহারা মাতাল। অথচ, وَمَا هُمْ بِسُكْرى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ তাহারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নহে, বরং আল্লাহ্র শাস্তির বড়ই কঠিন এবং শাস্তির ভয়াবহতার কারণেই তাহারা মাতাল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ

(৪) كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ

অনুবাদ ঃ (৩) মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। (৪) তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্জলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।

তাফসীর ঃ যেই সকল লোক মৃতকে জীবিত করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্র ক্ষমতাকে অস্বীকার করে ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি অবতারিত ওহী হইতে বিমুখ হয় এবং তাহাদের এই আচরণে মানুষ ও জিনের মধ্য হইতে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে তাহাদের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ কিছু লোক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছাড়াই ঝগড়ায় অবতীর্ণ হয় وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ এবং তাহারা এমন সকল অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে যাহারা বিদ'আত ও গুমরাহীর প্রতি আহ্বান করে, كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ তাহার ভাগ্যলিপিতে ইহা নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ সে তাহাকে গুমরাহ করিবে এবং দোযখের শাস্তির প্রতি

পথ দেখাইবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং আখিরাতে তাহাকে দোযখের জ্বলন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতি টানিয়া লইয়া যাইবে।

সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত 'নযর ইব্ন হারিস' সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্ন জুবাইর (র)ও অনুরূপ মত উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্ন মুসলিম বাসরী (র) ... ... আবূ কা'ব আল-মক্কী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা কুরাইশ বংশের এক খবীস জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলতো দেখি, তোমাদের প্রতিপালক স্বর্ণের তৈয়ারী না তামার তৈয়ারী! তখন আসমান প্রকম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহার মুণ্ডু উড়িয়া গেল। اَلْقَعْقَعَةُ অর্থ প্রকম্পিত হওয়া।

লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, আপনার প্রতিপালক কিসের তৈয়ারী? মুক্তার তৈয়ারী না ইয়াকূতের তৈয়ারী? তখন হঠাৎ একটি বজ্রপাত ঘটিল এবং সে নিপাত হইল।

(৫) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ
مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ
(৬) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْىِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ

(৭) وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

অনুবাদ ঃ (৫) হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর আলাক হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌ত পিণ্ড হইতে, তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যাহার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারিবর্ষণ করিলে উহা শস্যশ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; (৬) ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান; (৭) এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুনরুত্থিত করিবেন।

তাফসীর ঃ কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে যাহারা অস্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের আলোচনা করিবার পর পুনরুত্থান ও কিয়ামতের উপর দলীল বর্ণনা করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ

হে মানুষ সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহে লিপ্ত হইয়া থাক; তবে জানিয়া রাখ, فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ আমি তোমাদিগকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টির মূল উপাদান তো মাটিই এবং তোমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। البعث শব্দের অর্থ পুনরুত্থান। শরীর ও আত্মার সহ অবস্থান ও কিয়ামত।

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর অত্যন্ত নিকৃষ্ট পানি দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা অতঃপর মাংশপিণ্ড দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। বীর্য মাতৃগর্ভে স্থির হইবার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তথায় একই অবস্থায় অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুমে রক্তে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ও উহা চল্লিশ

দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর উহা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু উহার কোন আকৃতি হয় না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে আকৃতি দান করেন, উহার মাথা, হাত, পেট , উরু, পা এবং অন্যান্য সকল অংগ প্রত্যংগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে যে পূর্ণ আকৃতি সংঘটিত হইবার পূর্বেই গর্ভপাত হইয়া যায়। আবার অনেক সময় পূর্ণ আকৃতি লাভের পরেই গর্ভপাত হয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ যেমন তোমরা দেখিয়া থাক যে কখনও পূর্ণ আকৃতি ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব হয় আবার কখনও পূর্ণ আকৃতি ব্যতিতই প্রসব হইয়া থাকে।

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ যেন আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দেই এবং একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যাহাকে ইচ্ছা মাতৃগর্ভ সমূহে স্থির রাখিয়া দেই। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করে; গর্ভপাত করে না। মুজাহিদ (র) مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মাতৃগর্ভ হইতে যেই সন্তান প্রসব হয় উহা কখনও পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে আবার কখনও পূর্ণ আকৃতি ধারণ করিবার পূর্বেই প্রসব হইয়া যায়।

মাতৃগর্ভে যখন মাংসপিণ্ডাবস্থায় চল্লিশ দিন অতীত হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট একজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন, উক্ত ফিরিশ্তা তাহার মধ্যে রূহ্ ফুৎকার করিয়া দেন এবং আল্লাহ্র মর্জি মুতাবিক উহাতে সুন্দর ও অসুন্দর আকৃতি দান করে। উহাকে পুরুষ ও স্ত্রী করেন, উহার রিযিক, মৃত্যুকাল, সে কি সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগ্যবান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আ'মাশের (র)-এর সূত্রে ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'প্রত্যেকের সৃষ্টির মূল উপাদান অর্থাৎ বীর্য তাহার মাতৃগর্ভের চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর ইহা অলাক-এ পরিণত হয়, অতঃপর এই অলাকও চল্লিশ রাত পরে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন, এবং তাহাকে চারটি জিনিসের নির্দেশ দান করা হয়, তাহার রিযিক, তাহার আমল, তাহার মৃত্যুকাল এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান ইহা লিপিবদ্ধ হইবার পর উহার মধ্যে রূহ্ নিক্ষেপ করা হয়।

ইবন হাতিম ও ইবন জরীর (র) দাউদ ইবন আবূ হিন্দ (র)-এর সূত্রে ... ... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বীর্য যখন মাতৃগর্ভের স্থির হয়, তখন উহার নিকট একজন ফিরিশ্তা আসে এবং আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করে হে আল্লাহ্! ইহাকে কি সৃষ্টি করা হইবে না সৃষ্টি করা হইবেনা। যদি বলা হয় সৃষ্টি করা হইবে না, তবে

মাতৃগর্ভে উহা জমাট বাঁধেনা বরং রক্তের আকৃতিতে উহা গর্ভ হইতে বাহির হইয়া যায়। যদি বলা হয় যে উহাকে সৃষ্টি করা হইবে, তখন প্রশ্ন হয় উহা কি পুরুষ হইবে না নারী? সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে, না দুর্ভাগ্যের অধিকারী হইবে? উহার মৃত্যুর কাল কি হইবে, কোন ভূখণ্ডে উহার মৃত্যু ঘটিবে?

রাবী বলেন, অতঃপর বীর্যকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আল্লাহ্। জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার রিযিকদাতা কে? বলে আল্লাহ্। অতঃপর ফিরিশ্তাকে বলা হয়, তুমি মূল কিতাবের কাছে যাও, ওখানে তুমি উহার বিস্তারিত বিবরণ পাবে। রাবী বলেন, অতঃপর উহাকে সৃষ্টি করা হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত জীবন ধারণ করে, নির্দিষ্ট রিযিক আহার করে তাহার নির্দিষ্ট নামসমূহ চলাচল করে অবশেষে তাহার মৃত্যুকাল সমাগত হইলে সে মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থানে তাহাকে দাফন করা হয়। অতঃপর আমির শা'বী (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

যখন আলাকায় পরিণত হয় তখন উহাকে মাংসপিণ্ডে পরিণত হইবার পর সৃষ্টির চতুর্থ স্তর আরম্ভ হয়। এবং এই সময়ই উহা রূপবিশিষ্ট হয়। যদি উহা সৃষ্ট না হইবার হয় তবে উহা রক্তে পরিণত হইয়া গর্ভ হইতে বাহির হইয়া যায়। আর সৃষ্ট হইলে উহার সহিত রূহ্ মিলিত হয়।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ আল-মুকরী (র) ... ... হযরত হুযায়ফা ইবন উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মাতৃগর্ভে চল্লিশ কিংবা পাঁচচল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থির থাকিবার পর উহার নিকট একজন ফিরিশ্তা আগমন করে। অতঃপর আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করে, হে পরওয়ারদিগার! এই ব্যক্তি কি ভাগ্যবান না দুর্ভাগা? তাহাকে যেই জবাব দান করা হয় উহা লিপিবদ্ধ করা হয়। ফিরিশ্তা তাহার মৃত্যুকাল, তাহার আমল, ও তাহার রিযিক ও লিপিবদ্ধ করে। অতঃপর সকল সহীফা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহার মধ্যস্ত কোনবস্তু কম করা হয় না এবং উহার সহিত কিছু বৃদ্ধি ও করা হয় না।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ (র)-এর সূত্রে এবং আবূ তুফাইল (র) হইতে অপর এক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا অতঃপর আমি তোমাদিগকে শিশুর আকৃতিতে বাহির করি অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমরা ভূমিষ্ট হও যখন তোমাদের শরীর থাকে অত্যধিক দুর্বল এবং

তোমাকে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি থাকে ক্ষীণ। তোমাদের অনুভূতি ও বিবেক বুদ্ধি থাকে নেহায়েত দুর্বল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্যায়ক্রমে ধীরেধীরে তোমাদিগকে এই সকল বিষয়ে সবল করেন, তিনি তোমাদের প্রতি সদাসর্বদা তোমাদের পিতামাতাকে অনুগ্রহশীল করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

অতঃপর যেন তোমরা পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধীরেধীরে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অবশেষে এক সময়ে তোমরা ভরা যৌবনে পদার্পণ কর এবং তোমরা সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ও সুদর্শন হও।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى আর তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ তো যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করে যখন সে পূর্ণ শক্তিরও অধিকারী থাকে।

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ আর তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাকে চরম বার্ধক্যে প্রত্যাবর্তন করান হয় যখন তাহার সকল শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। জ্ঞান, বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, চিন্তা শক্তিও লোপ পায়।

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ফলে কোন কিছুর জ্ঞান লাভের পরে তা ভুলিয়া যায়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ.

আল্লাহ্ই তোমাদিগকে দুর্বলাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দুর্বলতার পরে সবল করিয়াছেন, পুনরায় তিনি সবলতার পরে দুর্বল করেন এবং বৃদ্ধ করিয়া দেন। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তিনি বড়ই জ্ঞানের অধিকারী ও শক্তির মালিক। (সূরা রূম ঃ ৫৪) হাফিয আবুল ইয়া'লা আহমাদ ইবন আলী ইবন মুসান্না আল-মুসিলী (র) তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده لوالديه

فاذا بلغ الحنث اجرى الله عليه القلم أمر الملاكان اللذان كان معه أن

يحفظا أويشددا الخ

কোন বাচ্চা বালিগ হওয়া পর্যন্ত যত ভাল কাজ সম্পন্ন করে উহার সাওয়াব তাহার পিতামাতার জন্য কিংবা পিতামাতা উভয়ের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু সে যে সকল খারাপ কাজ করে উহা তাহার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয় আর না তাহার পিতামাতার জন্য। অতঃপর সে যৌবনে পদার্পণ করিতেই তাহার জন্য কলম চালু হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার আমল লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। তাহার সহিত অবস্থানকারী দুইজন ফিরিশ্তাকে তাহার আমলের হিফাযত ও সংরক্ষণের হুকুম দেওয়া হয়। তখন ইসলামের উপর অবিচল থাকিয়া তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তিনটি বিপদ হইতে নিরাপদে রাখেন। পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও জুযাম হইতে। যখন তাহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। যখন তাহার বয়স ষাট উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট হইবার তাওফীক দান করা হয়। যখন তাহার বয়স সত্তর পার হইয়া যায়, আসমানে ফিরিশ্তাগণ তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করে। যখন তাহার বয়স আশি অতিক্রম করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় ছোট গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং যাবতীয় কাজ লিপিবদ্ধ করেন। যখন তাহার বয়স নব্বইতে পদার্পন করেন তখন আল্লাহ্ তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। তাহার পরিবারের লোকজনের পক্ষে তাহার সুপারিশ গ্রহণ করেন। এবং তাহাকে 'আমীনুল্লাহ্' নামকরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। দুনিয়ায় সে 'আসীরুল্লাহ্' (আল্লাহ্র বন্দী) হইয়াছিল। যখন সে তাহার জীবনের এক অকর্মণ্য স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তখন কোন বিষয়ের তাহার জ্ঞান লাভ করিবার পর ভুলিয়া যায় তখন তাহার সুস্থাবস্থায় যে সকল আমল করিত সেই সকল আমলের সাওয়াব তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হইবে। কিন্তু কোন অন্যায় কাজ করিলে, উহা তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় না। হাদীসটি অত্যন্ত গারীব ইহাতে অত্যধিক 'নাকারত' রহিয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমাদ (র) মাওকূফ ও মারফূ' উভয়রূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবু নযর (র) ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন মুসলমান চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তিনটি বিপদ হইতে নিরাপদ করেন। পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও জুযাম। অতঃপর যখন সে পঞ্চাশে পদার্পণ করে আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। যখন তাহার বয়স ষাটে উপনীত হয় তাহাকে 'ইনাবাত ইলাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টাবস্থার তাওফীক দান করেন। তাহার বয়স যখন সত্তরে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ এবং আসমানের ফিরিশ্তা তাহাকে ভালবাসেন। আর যখন তাহার বয়স আশিতে পৌঁছে যখন আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় ভাল কাজ কবূল করেন এবং মন্দ কাজ মিটাইয়া দেন।

যখন তাহার বয়স নব্বইতে পৌঁছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্ব ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। তাহাকে 'যমীনের কয়েদী' নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কে তাহার সুপারিশ কবুল করা হয়।

অতঃপর ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হিশাম (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর ইবন খাত্তাব (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আনাস ইবন ইয়ায (র) ... ... হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি চল্লিশ বৎসরকাল ইসলামের উপর অটল থাকিয়া জীবন যাপন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর হইতে তিন প্রকার বিপদ সরাইয়া দেন, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও জুযাম। অতঃপর হাদীসটি পূর্বের অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) ... ... হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের উপর তাঁর জীবনের চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর হইতে কয়েক প্রকার বিপদ সরাইয়া দেন। পাগলামী, জুযাম ও কুষ্ঠরোগ। যখন তাহার বয়স পঞ্চাশে উপনীত হয়, আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। তাহার বয়স যখন ষাটে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে 'ইনাবাত ইলাল্লাহ্'-এর তাওফীক দান করেন। তাহার বয়স সত্তর বৎসর হইলে আল্লাহ্ তাহার পূর্ব ও পরবর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। পৃথিবীতে 'আল্লাহ্র কয়েদী' তাহার নামকরণ করা হয়। এবং আসমানের অধিবাসীরা তাহাকে ভালবাসেন। যখন তাহার বয়স আশিতে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় ভাল কাজ গ্রহণ করেন এবং সকল অন্যায় কাজ ক্ষমা করিয়া দেন। তাহার বয়স যখন নব্বই বৎসর হয় তখন তাহার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। এবং 'আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র কয়েদী' নামকরণ করা হয় ও তাহার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে তাহার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

হে শ্রোতা! তুমি যমীনকে শুষ্ক দেখিতেছ। আল্লাহ্ যে মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম অত্র আয়াত একটি পৃথক দলীল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেমন শুষ্ক যমীনকে সরস ও সজীব করিয়া উহা হইতে নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন অনুরূপভাবে তিনি মৃতকে ও সজীব করিতে সক্ষম।

'الهامدة' এমন যমীনকে বলা হয় যাহাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না। সুদ্দী (র) বলেন, 'الهامدة' অর্থ মৃত ও নির্জীব।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

অতঃপর আমি যখন উহাতে বৃষ্টি বর্ষন করি তখন উহা সজীব হয় ও আন্দোলিত হইয়া উঠে এবং মাটি হইতে ছারা গজাইয়া উপরে উঠিতে থাকে। অতঃপর উহা বৃদ্ধি পাইতে এবং এক সময়ে উহা নানান প্রকার ফলমূলে সুশোভিত হয়, নানা রংগের বিভিন্ন স্বাদের ও নানা গন্ধের ও বহু রকমের উপকারের ফলফুল উহাতে ধারণ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

সুদৃশ্য ও সুস্বাদু ফলমূল উৎপন্ন করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

ইহা কেবল এইজন্য যে আল্লাহ্ তা'আলা-এর অস্তিত্ব মহাসত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক এবং যাহা ইচ্ছা তিনি তাহা করিতে সক্ষম। وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ এবং যেমন তিনি মৃত যমীনকে সজীব করিয়া উহাকে নানান প্রকার ফলেফুলে সজ্জিত করেন, অনুরূপভাবে তিনি মৃত লোকজনও জীবিত করিবেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অবশ্যই যেই সত্তা এই মৃত যমীনকে সজীব করেন তিনি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৩৯)

আর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তিনি অর্থাৎ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি উহা হইয়া যাও, বলিয়া নির্দেশ করেন অমনি উহা হইয়া যায়। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا

আর কিয়ামত অবশ্যই সমাগত হইবে উহার আগমনে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

তিনি অবশ্যই কবরের অধিবাসীদিগকে পুনরুত্থিত করিবেন। অর্থাৎ তাহারা কবরে পঁচিয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার পরও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অস্তিত্বে আনয়ন করবেন।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۔ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۔

সে আমার জন্য এক অভিনব অবস্থা বর্ণনা করিল এবং সে নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলিয়া গেল, সে বলিল, কে এই পঁচা হাড়গুলি জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন, যেই মহান সত্তা উহাকে জীবিত করিবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আগুন উৎপাদন করিয়া থাকে, অতঃপর তোমরা উহা হইতে আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৯) এই সম্পর্কে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বাহজ (র) ... ... আবূ রাযীন ইকায়লী লাকীত ইবন আমির (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের প্রত্যেকেই কি কিয়ামত দিবসে আল্লাহকে দেখিব? এবং মাখলূকের মধ্যে কি উহার দর্শনের কোন উদাহরণ আছে। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা সকলেই কি সমভাবে চন্দ্র দেখিতে পাও না? আমরা বলিলাম, হাঁ, তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তো সর্বাপেক্ষা অধিক আযমত ও মর্যাদার অধিকারী। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবিত করিবেন, কি উপায়ে এবং মাখলূকের মধ্যে ইহার কোন উদাহরণও কি আছে? তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি কখনও অনাবাদী জঙ্গল দিয়া অতিক্রম কর নাই, সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ অতঃপর তুমি কি পুনরায় সে জঙ্গল এমন অবস্থায় ও কি অতিক্রম কর নাই? যখন উহা সবুজ শ্যামল গাছ-পালায় পরিপূর্ণ হয়? বলিল, জী হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপভাবে মৃতকে জীবিত করিবেন এবং আল্লাহর মাখলূকের মধ্যে ইহাই উহার উদাহরণ।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহ্ (র) হাদীসটি হাম্মাদ ইবন সালামাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) এই সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইবন ইসহাক (র) ... ... আবূ রাযীন উকায়লী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে মৃতকে জীবিত করিবেন? তিনি বলিলেন ঃ আচ্ছা তুমি কি কখনও শুষ্ক যমীন অতিক্রম করিয়া পুনরায় উহার সবুজ শ্যামলাবস্থায় উহা অতিক্রম করিয়াছ? বলিল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পুনর্জীবনও তদ্রূপে সংঘটিত হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি ইহার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করিবে, ১. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার অস্তিত্ব মহা সত্য। ২. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ৩. এবং আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবরবাসীদিগকে পুনরুত্থিত করিবেন। সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে।

(৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ

(৯) ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ

(১০) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۔

অনুবাদ ঃ (৮) মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাহাদিগের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (৯) সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামতের দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদন করাইব দহন যন্ত্রণা। (১০) সে দিন তাহাকে বলা হইবে, ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল। কারণ আল্লাহ্ বান্দাদিগের প্রতি যুলুম করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহার পূর্বে এই সূরায়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۔

এর মাধ্যমে জাহিল ও মূর্খ অনুসারীদের অবস্থা বর্ণনা করিবার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে কাফিরদের নেতা ও সর্দারের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ـ

মানুষের মধ্যে কোন কোন এমন মানুষ আছে যে, কেবল নিজের প্রবৃত্তিও বক্রমতানুসারে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। বস্তুত সে কোন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী নহে, তাহার নিকট হিদায়াত পূর্ণ কোন সঠিক ধর্মীয় গ্রন্থও নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ثَانِىَ عِطْفِهٖ হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অহংকারী। অর্থাৎ হকের প্রতি আহ্বান করার পর যে অহংকার ভরে ইহা গ্রহণ করেনা। মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও মালিক ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, যে ব্যক্তি তাহার ঘাড় ফিরাইয়া লয়। অর্থাৎ হককে গ্রহণ না করিয়া অন্য দিকে যে ব্যক্তি তাহার ঘাড় ফিরাইয়া লয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَفِىْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ ـ

মূসা (আ)-এর ঘটনায়ও উপদেশ রহিয়াছে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণ সহ ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করিলাম, তখন ফির'আউন তাহার আহ্বান গ্রহণ না করিয়া অহংকার ভরে স্বীয় ঘাড় অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। (সূরা যারিয়াত ঃ ৩৮-৩৯)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

যখন তাহাদিগকে অর্থাৎ কাফিরদিগকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাব ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আস। তখন হে নবী! আপনি দেখিতে পাইবেন মুনাফিকরা আপনার নিকট হইতে অন্যান্য লোককে বাধা প্রদান করিতেছে। (সূরা নিসা ঃ ৬১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ـ

যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা আস, রাসূলুল্লাহ্ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা স্বীয় মাথা অন্য দিকে ফিরাইয়া লয় এবং আপনি ইহা দেখিতে পাইবেন যে, তাহারা অহংকার করিয়া আল্লাহ্র পথ হইতে মানুষকে ফিরাইতেছে। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৫)

একদা হযরত লুকমান (র) স্বীয় পুত্রকে বলিলেন ঃ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ তুমি অহংকার করিয়া তোমার মুখমণ্ডলকে লোক সমাজ হইতে ফিরাইয়া লইওনা।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا ـ

যখন তাহার নিকট আমার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা লুকমান ঃ ৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ

কেহ কেহ বলেন, ليضل এর লাম টি عاقبة পরিণতি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, تعليل কারণ দর্শানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত লোক দ্বারা সেই সকল লোক উদ্দেশ্য হইতে পারে, যাহারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। অথবা ইহার উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ্ এই প্রকৃতির লোককে এইরূপ নিকৃষ্ট স্বভাবে এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে যেন তাহারা অন্যকেও সঠিক পথ হইতে গুমরাহ করিতে পারে। এবং গুমরাহ করিবার ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ

তাহার জন্য পৃথিবীতেই লাঞ্ছনা রহিয়াছে। এই ব্যক্তি অহংকার করিয়া আল্লাহ্র আয়াতসমূহ হইতে যখন মুখ ফিরাইয়া লয় তখন আল্লাহ্ এই দুনিয়াতেই তাহাকে লাঞ্ছনা দান করিলেন। ইহা দুনিয়াতে তাহার অহংকারেরই প্রতিদান। দুনিয়াই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানেও সে বিফল হইল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ

আর কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির আস্বাদন করাইব। তাহাকে বলা হইবে, ইহা তাহার কৃতকর্মের প্রতিদান।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

আর আল্লাহ্ তো তাহার বান্দাগণের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নহেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۔ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۔

ফিরিশ্তাগণকে বলা হইবে, তোমরা তাহাকে পাকড়াও কর এবং টানিয়া হেঁছড়াইয়া উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহার মাথার উপর গরম ফুটন্ত পানির ধারা প্রবাহিত কর। বলা হইবে আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত ইহা সেই বস্তু যাহা সম্পর্কে সারা জীবন সন্দেহ পোষণ করিতে। (সূরা দুখান ঃ ৩৭-৫০)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছাইয়াছে যে, ঐ সকল অহংকারী কাফিরকে প্রত্যেহ সত্তর হাজার বার অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

(11) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

(١٢) يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ

(١٣) يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۔

অনুবাদ ঃ- (১১) মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সহিত তাহার মঙ্গল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহার কোন অপকার করিতে পারেনা; উপকারও করিতে পারে না; ইহাই চরম বিভ্রান্তি। (১৩) সে ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক ও কত নিকৃষ্ট এই সহচর।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন, عَلٰى حَرْفٍ অর্থ عَلٰى شَكٍّ সন্দিহান। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, عَلٰى حَرْفٍ অর্থ عَلٰى طَرَفٍ বলা হইয়া থাকে عَلٰى حَرْفِ الْجَبَلِ অর্থাৎ عَلٰى طَرَفِ الْجَبَلِ পাহাড়ের কিনারায়।

مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ যে ব্যক্তি দীনের এক কিনারায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর যদি সে তাহার স্বার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয় তবে তো স্থির হইয়া দাঁড়ায় নচেৎ ভাগিয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন হারিস (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ... ... হইতে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত, যে কোন ব্যক্তি মদীনায় আগমন করিবার পর যদি তাহার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিত এবং তাহার ঘোড়ী বাচ্চা প্রসব করিত তবে সে বলিত ইসলাম ধর্ম একটি ভাল ধর্ম। আর যদি তাহার স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব না করিত এবং ঘোড়ীও বাচ্চা প্রসব না করিত তাতে সে বলিত ইহা একটি খারাপ ধর্ম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু কিছু গ্রাম্য লোক নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিত। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেখিতে পাইত, বৃষ্টি বর্ষিত হইত, তাহাদের পশু পক্ষীরা সবুজ শ্যামল ঘাস ও খাবার পাইত তবে তো বলিত, আমাদের এই ধর্ম বড়ই উত্তম ধর্ম। পক্ষান্তরে যদি দেশে ফিরিয়া অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখিতে পাইত তবে বলিত, এই ধর্মে আমাদের কোন কল্যাণ নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ

মানুষের মধ্য হইতে কোন কোন লোক এমনও আছে যে, এক কিনারায় দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্র ইবাদত করে। যদি সে তাহার কল্যাণ লাভে সমর্থ হয় তবে সে আশ্বস্ত হয়।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, কেহ কেহ মদীনায় আগমন করিয়া যদি সুস্থ থাকিত, তাহার ঘোড়ী যদি বাচ্চা প্রসব করিত, তাহার স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্ম দিত, তবে সে সন্তুষ্ট হইত ও আশ্বস্ত হইত। এবং একথাও বলিত যে, এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া এখনও অকল্যাণে পতিত হই নাই। পক্ষান্তরে যদি তাহার উপর কোন বিপদ আসিত, অর্থাৎ মদীনায় কোন অসুখে আক্রান্ত হইত, তাহার স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিত, সাদাকার মাল পাইতে বিলম্ব হইত, তখন তাহার নিকট শয়তান আসিয়া বলিত, তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া কখনও কোন কল্যাণ লাভ করিতে পার নাই।

ইহা একটি ফিৎনা। কাতাদাহ্, যাহ্হাক, ইব্ন জুবাইর (র) এবং সালাফের আরো অনেক উলামায়ে কিরাম অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, এই ব্যক্তি হইল মুনাফিক, যদি তাহার পার্থিব স্বার্থ ঠিক থাকে তবে সে ইবাদত করিতে থাকে, কিন্তু যদি তাহার পার্থিব স্বার্থ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আর সে ইবাদত করিতে রাযী নহে। যদি কোন বিপদ, পরীক্ষা, কিংবা দুঃখ-কষ্টে ফাঁসিয়া পড়ে, তবে তখন সে ধর্মই ত্যাগ করে বসে এবং কুফর গ্রহণ করেন। মুজাহিদ (র) إنقلب على وجهه এর অর্থ করেন إرتد كافرا সে ধর্মত্যাগ করিয়া কাফির হইয়া যায়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ সে এই পৃথিবীতেও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই এবং যেহেতু আল্লাহ্কে অমান্য করিয়াছে, কুফর করিয়াছে এই কারণে পরকালে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ইহাই চরম ও সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ

আল্লাহ্কে বাদ দিয়া সে এমন বস্তুর উপাসনা করে, এমন সকল মূর্তীর ও নিকট পানি প্রার্থনা করে সাহার্য ও রিযিক প্রার্থনা করে যে তাহার না কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম। ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ ইহাই হইল চরম গুমরাহী।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ

সে এমন বস্তু উপাসনা করে যাহার উপাসনার ক্ষতি এই পৃথিবীতেই উহার উপকার অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু পরকালে উহার উপাসনার ক্ষতি নিশ্চিত ও অবধারিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ

মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, আল্লাহ্কে বাদ দিয়া যেই মূর্তির পূজা ও উপাসনা করা হইতেছে কার্য নির্বাহী হিসাবে উহা বড়ই মন্দ। এবং সহচর হিসাবেও মন্দ। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আয়াতের 'المولى' অর্থ চাচত ভাই এবং 'العشير' অর্থ সহচর। কিন্তু মুজাহিদ (র) যেই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন অর্থাৎ 'মূর্তি' ইহাই অধিক উত্তম।

(١٤) إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۰

অনুবাদ ঃ (১৪) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা তাহাই ইচ্ছা করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গুমরাহ্ ও হতভাগ্য লোকদের উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে নেক ও সৎলোকদের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনিয়াছে এবং আমলের মাধ্যমে তাহাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশিত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা একদিকে সর্বপ্রকার সৎকর্ম সম্পন্ন করিয়াছে অপর দিকে সর্বপ্রকার অসৎ কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, ফলে তাহারা বেহেশতের মনোরম বাগান সমূহে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। যেহেতু গুমরাহ করিবার ও হিদায়াত দান করিবার উভয় প্রকার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্র। সুতরাং ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ অবশ্যই আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন উহা সম্পন্ন করেন।

(١٥) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ

(١٦) وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَّأَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۰

অনুবাদ ঃ (১৫) যে কেহ মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করিবেন না সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু বিলম্বিত করুক, পরে উহা বিচ্ছিন্ন করুক, অতঃপর দেখুক তাহার প্রচেষ্টা তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না! (১৬) এইভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে উহা অবতীর্ণ করিয়াছি; আর আল্লাহ্র যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যেই ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ইহকালে ও পরকালে কোন সাহায্য করিবেন না। তাহার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাঁহাকে সাহায্য

করিবেন, এই কারণে সে রাগে আত্মহত্যা করিলেও। তাহার উচিত একটি রশি লইয়া তাহার ঘরের খুটিতে লটকাইয়া আত্মহত্যা করে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা, আবুল জাওযা, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ইহার অর্থ করেন, "সে যেন একটি রশি লইয়া আসমানের চলিয়া যায়। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আসমান হইতে সাহায্য আসে। অতঃপর তাহার ক্ষমতা থাকিলে ঐ রশির সাহায্যে আসমানে চড়িয়া সেই সাহায্য যেন রোধ করিয়া দেয়। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের বক্তব্য অর্থের দিক হইতে অধিক স্পষ্ট এবং তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ ভঙ্গিটি হয় এইভাবে সুতীক্ষ্ণ।

এ ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ হইবে, যেই ব্যক্তি ধারণা করে যে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁহার প্রতি অবতারিত কিতাব ও তাহাদের দীনের সাহায্য করিবে না। তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করিবেন। ইহা যদি তাহাদের ক্রোধের কারণ হয়, তবে যেন সে আত্মহত্যা করিয়া স্বীয় জীবন নাশ করিয়া দেয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামত দিবসেও সাহায্য করিব। (সূরা মু'মিন ঃ ৫১)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

সে যেন চিন্তা করে যে, তাহার চক্রান্ত তাহার অপসন্দনীয় বস্তুকে রোধ করিতে পারে কি না? সুদ্দী (র) বলেন, তাহার এই প্রচেষ্টা মুহাম্মদ (সা)-এর শান ও মর্যাদাকে যাহা তাহার অন্তর পীড়ার কারণ, ক্ষুন্ন করে কিনা, সে যেন তাহা চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখে।

আতা খুরাসানী (র) বলেন, তাহার অন্তরে যে ক্রোধ ও গোস্সা রহিয়াছে তাহার এই প্রচেষ্টা তাহাকে উহা হইতে সুস্থ করে কি না, সে যেন তাহা চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ আর আমি এই কুরআনকে এইভাবে সম্পষ্ট নিদর্শনাবলী হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছি উহার শব্দও স্পষ্ট, অর্থও স্পষ্ট এবং উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানুষের উপর দলীল ও প্রমাণ। وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি যাহা কিছু করেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কেহ কোন প্রশ্ন করিতে পারে না বরং তাহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৩)। তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী; তাঁহার রহমত, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার আদল ও ইনসাফ অতুলনীয়। তাঁহার সকল কার্যাবলী হিকমত, ইনসাফ, জ্ঞান ও রহমতের উপর নির্ভরশীল। অতএব তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে না। অথচ, সকলকেই তাহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(১৭) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অনুবাদ ঃ (১৭) যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে, যাহারা সাবিয়ী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যাহারা মুশরিক হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আলাহ্ তা'আলা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মু'মিন, সাবিয়ী, ইয়াহূদী, অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'সাবিয়ী' কাহারা, উলামায়ে কিরামের তাহাদের সম্পর্কে কি কি মত রহিয়াছে এই বিষয়ে সূরা বাকারায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবে, তাহাকে বেহেশ্তে দাখিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি কুফর করিবে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকলের কার্যকলাপ দেখিতেছেন; তাহাদের কথাবার্তা সংরক্ষণ করিতেছেন এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত বিষয়াদী সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন।

(১৮) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ
يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ·

অনুবাদ ঃ (১৮) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজ্দা করে যাহা কিছু আছে আকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজ্দা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাহাকে হেয় করেন, তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কেবলমাত্র তিনিই যাবতীয় ইবাদতের উপযোগী অন্য কেহ নহে। তাঁহারই আযমত ও বড়ত্বের কারণে সকল বস্তু তাঁহার সম্মুখে সিজ্দাবনত। তবে সকলের সিজ্দার ধরণ এক নহে। প্রত্যেক বস্তুর সিজ্দা তাহার অবস্থানুসারে হইয়া থাকে।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ

তাহারা কি আল্লাহ্র সেই সৃষ্টি বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যাহার ছায়া ডাইনে বামে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দাবনত হয়। (সূরা নাহল ঃ ৪৮)

এখানেও আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

আসমানের ফিরিশ্তাগণ, যমীনের জীবজন্তু, মানব, দানব সকলেই ইচ্ছা অনিচ্ছায় আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দাবনত তাহা কি তুমি জান না? وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ

আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বিশেষ কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ উল্লিখিত জিনিসগুলোর কেবল ইবাদত করা হইত। এইগুলির সিজ্দার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইহা বুঝাইয়াছেন যে, যেই চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির তোমরা উপাসনা কর, প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাঁহার হুকুম পালন করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ

তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজ্দা করিও না বরং সেই সত্তা যিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে সিজ্দা কর। (সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা ঃ ৩৭) বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবু যার (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু যার! জান কি এই সূর্য কোথায় যায়? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-ই এই ব্যাপারে ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ

فانها تذهب فيسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك ان يقال لها ارجعي من حيث جئت

সূর্য চলিতে চলিতে অবশেষে আরশের নিচে যায় এবং তথায় সিজ্দা করে; অতঃপর পুনরায় উদয়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, সম্ভবত এক সময় উহাকে বলা হইবে যে স্থান হইতে আসিয়াছ সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন কর।

মুসনাদ, সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ গ্রন্থ সমূহে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত ঃ

ان الشمس القمر خلقان من خلق الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له

সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র সৃষ্টি সমূহের মধ্য হইতে দুইটি সৃষ্টবস্তু, কাহারও জন্ম কিংবা মৃত্যুর কারণে উহাদের গ্রহণ হয়না। বরং যখন আল্লাহ্ কোন বস্তুর সম্মুখে সমুজ্জ্বলিত হন তখন সেই বস্তু তাঁহার সম্মুখে অবনত হইয়া যায়।

আবুল আলীয়াহ্ (র) বলেন, আসমানে অবস্থানকারী নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র সূর্য যখনই অস্তমিত হয়, তখন উহা আল্লাহ্কে সিজ্দা করে। অতঃপর যাবৎ না উহাকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান না করা হয় প্রত্যাবর্তন করেনা। প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পাইলে, উহা ডাইন দিক হইতে স্বীয় উদয়স্থলে প্রত্যাবর্তন করে। পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজীর সিজ্দা করিবার অর্থ হইল, ডাইন ও বাম দিক হইতে উহাদের ছায়া ঝুঁকিয়া যাওয়া।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়াছি, যেন আমি একটি গাছের পশ্চাতে সালাত পড়িতেছি। আমি সিজ্দা করিলাম, গাছটিও সিজ্দা করিল, এবং সিজ্দার মধ্যে বলিয়া উঠিল,

اللّهم اكتب لى بها عندك اجرا وضع عنى بها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داؤد

হে আল্লাহ্! এই সিজ্দার বিনিময়ে আমার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করুন। এবং ইহার অসীলায় আমার গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আপনার নিকট ইহাকে আমার জন্য জমা করুন এবং আপনার বান্দা হযরত দাউদ (আ)-এর পক্ষ হইতে যেরূপ কবূল করিয়াছেন তদ্রূপ আমার পক্ষ হইতে তাহা হইতে তাহা কবূল করুন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত পড়িয়া সিজ্দা করিলে এবং সিজ্দার মধ্যে ঠিক ঐ দু'আ পড়িলেন, যাহা ঐ আগন্তুক লোকটি সিজ্দাবনত গাছ হইতে বর্ণনা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুনাইয়াছিল। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, ইবন মাজাহ ও ইব্ন হিব্বান (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالدَّوَابُّ ইহার অর্থ সর্বপ্রকার প্রাণী। হাদীস গ্রন্থে ইমাম আহমাদ (র) হইতে বর্ণিত,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ظهور الدواب منابر فرب مركوبة خير أو أكثر ذكر الله من راكبها.

রাসূলুল্লাহ্ (সা) চতুষ্পদ প্রাণীর পিঠকে মিম্বর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনেক সোয়ারী তাহার আরোহী অপেক্ষা উত্তম কিংবা অধিক আল্লাহ্র যিকিরকারী।

كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ মানুষের মধ্য হইতে অনেক ইচ্ছাপূর্বকই আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দাবনত হয়। وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ আর অনেক এমন লোকও আছে যাহাদের উপর শাস্তি অবধারিত। তাহারাও আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দাবনত হয়। তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা অহংকার করে এবং সেচ্ছায় সানন্দে সিজ্দা করিতে চায় না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

আল্লাহ্ যাহাকে লাঞ্ছিত করেন। তাহার কোন সম্মান প্রদানকারী নাই। অবশ্যই আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন শায়বান রামলী (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা)-কে বলা হইল, এখানে একজন লোক আছে, যে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে অস্বীকার করে। হযরত আলী (রা) তাহাকে বলিলেন,

হে আল্লাহ্র বান্দা! আচ্ছা বলতো দেখি, তোমার সৃষ্টি কি তোমার ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে না আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী? সে বলিল, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী। হযরত আলী (রা) তাহাকে পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা বলতো দেখি, আল্লাহ্ তোমাকে কি তখন রোগাক্রান্ত করেন যখন তুমি উহা চাও, না তিনি যখন ইচ্ছা করেন? সে বলিল, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা পরে তোমার ইচ্ছামত তিনি তোমাকে সুস্থ করেন; না তিনি যখন ইচ্ছা তখন সুস্থ হও?

লোকটি বলিল, আমার ইচ্ছানুসারে নহে বরং আল্লাহ্র ইচ্ছা মতই আমার রোগমুক্তি ঘটে। তখন হযরত আলী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তুমি ইহার বিপরীত কিছু বলিতে তবে তোমার শিরোচ্ছেদ করিয়া দিতাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন আদম সন্তান সিজ্দা করে তখন শয়তান সরিয়া গিয়া কাঁদিতে থাকে। সে বলে হায়! আদম সন্তানকে সিজ্দা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে তো সিজ্দা করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু আমাকে সিজ্দা করিবার হুকুম করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা অস্বীকার করিয়া দোযখের অধিবাসী হইয়াছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বনূ হাশেমের আযাদ করা গোলাম আবু সাঈদ ও আবদুর রহমান আল-মুকরী (র) ... ... উকবাহ্ ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সূরা হজ্জকে কি কুরআনের অন্যান্য সূরা সমূহের উপর দুইটি সিজ্দা দ্বারা ফযীলত দান করা হইয়াছে? তিনি বলিবেন, হাঁ। যে সিজ্দা করিবে না সে যেন উহা না পড়ে।

ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) ইব্ন লাহীআহ (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি শক্তিশালী নহে। তবে ইমাম তিরমিযীর এই মন্তব্যটি নির্ভুল নহে। কেননা ইব্ন লাহীআহ (র) স্বীয় সনদে হাদীসটি তাঁহার শায়খ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের তাঁহার উপর যেই অভিযোগ তাহা হইল 'তাদলীস' এর অভিযোগ। আর এ অভিযোগ তখন খণ্ডন হইয়া যায়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার 'মারাসীল' এ বর্ণনা করিয়াছেন, আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ... ... খালিদ ইব্ন মা'দান, (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فضلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين সূরা হজ্জকে কুরআনের অন্যান্য সকল সূরা সমূহের উপর দুইটি সিজ্দা

দ্বারা ফযীলত দান করা হইয়াছে। অতঃপর ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রের মাধ্যমেও হাদীসটি বর্ণিত আছে, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নহে।

হাফিয আবূ বকর ইসমাঈলী (র) বলেন, ইব্ন আবূ দাউদ (র) ... ... আবুল জাহম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) সূরা হজ্জ-এ জাবীয়াহ নামক স্থানে দুইটি সিজ্‌দা করিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন, দুই সিজ্‌দা দ্বারা সূরাটিকে মর্যাদা দান করা হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, হারিস ইব্ন সাঈদ দিমাশ্‌কী (র) ... ... আমর ইবনুল আ'স (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে পবিত্র কুরআনে পনরোটি সিজ্‌দা শিক্ষা দিয়াছেন। উহাদের মাধ্যে তিনটি মুফাসসাল সূরা সমূহের মধ্যে বিদ্যমান এবং সূরা হজ্জ-এ দুইটি। এই বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের এক অপর দুইটি শক্তিশালী করে।

(١٩) هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

(٢٠) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

(٢١) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ

(٢٢) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

অনুবাদ ঃ (১৯) ইহারা দুইটি বিবাদমান পক্ষ, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে, যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক, তাহাদিগের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি (২০) যাহা দ্বারা উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা এবং উহাদিগের চর্ম বিগলিত করা হইবে। (২১) এবং তাহাদিগের জন্য থাকিবে লৌহ মুদগর। (২২) যখন উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, উহাদিগকে বলা হইবে আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা।

তাফসীর ঃ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবূ মিজলাজ (র) ... ... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি এই বিষয়ে কসম খাইয়া বলিতেন, هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ। আয়াতটি হযরত হামযা (রা) ও তাঁহার দুই সাথী বদর যুদ্ধে দিন তাঁহাদের সহিত মুকাবিলার জন্য আসিয়াছিল উতবাহ ও তাহার দুই সাথী; এই দুই দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ... ... আলী ইব্ন তালিব, (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে প্রথম আমিই আল্লাহ্‌র দরবারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িব এবং আমার পক্ষের দলীল প্রমাণ পেশ করিব।

কায়েস (র) বলেন, তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াত هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে যাহারা সামনাসামনি মুকাবিলা করিয়াছেন তাহারা হইলেন, একপক্ষে হযরত আলী, হযরত হামযা ও উবায়দাহ (রা) অপরপক্ষে শাইবাহ ইব্ন রাবী'আহ, উতবাহ ইব্ন রাবী'আহ ও অলীদ ইব্ন উতবাহ। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, একবার মুসলমানগণ ও আহলে কিতাবগণ পরস্পরে ঝগড়া করিল, আহলে কিতাবগণ বলিল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করিয়াছেন। আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে; অতএব আমরা তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয়। তখন মুসলমানগণ বলিল, আমাদের কিতাব সকল কিতাবের উপর ফয়সালা দান করে; আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। অতএব আমরা তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করিলেন এবং এই আয়াতের অবতীর্ণ হইল ঃ

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শু'বা (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, 'দুইদল' দ্বারা 'সত্য বিশ্বাসকারী দল' ও 'সত্যকে অস্বীকারকারী দল'কে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতের 'মু'মিন' ও 'কাফির' এর উদাহরণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহারা কিয়ামত সম্পর্কে ঝগড়া করে। অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত মুজাহিদ ও আতা (র) হইতে বর্ণিত, ঝগড়াকারী লোক হইল মু'মিনগণ ও কাফির সম্প্রদায়। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, ঝগড়াকারী দুইদল দ্বারা বেহেশত ও দোযখ বুঝান হইয়াছে। দোযখ বলিল, আল্লাহ্ আমাকে শাস্তির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বেহেশত বলিল, আমাকে রহমত-অনুগ্রহের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত

আতা ও মুজাহিদ (র)-এর বক্তব্য যে আলোচ্য আয়াতে দুই দল দ্বারা মু'মিনগণ ও কাফিরদিগকে বুঝান হইয়াছে, যাহা উল্লিখিত অন্যান্য সকল বক্তব্য শামিল করে এবং বদর ও অন্যান্য ঘটনা শামিল করে। কারণ মু'মিনগণ আল্লাহর দীনের সাহায্য করিতে চায়। অপরপক্ষে কাফিররা আল্লাহর দীনের আলো নির্বাপিত হউক এবং হক নির্মূল যাউক ও বাতিলের প্রকাশ ঘটুক ও বিজয় হউক ইহাই তাহাদের কাম্য। আল্লামা ইবন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। এবং ইহাই উত্তম তাফসীর। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ যাহারা কাফির তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈয়ারী করা হইয়াছে।

সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, আগুনের পোশাক তামার আকৃতিতে হইবে যাহা সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত হয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

তাহাদের মাথার উপরে ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে, ইহা দ্বারা তাহাদের উদরস্থ যাবতীয় বস্তু ও চামড়া সমূহ বিগলিত হইবে। সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, তরল উত্তপ্ত তামা যখন মাথার উপরে ঢালিয়া দেওয়া হইবে তখন উহা তাহাদের পেটের চর্বী, নাড়ীভুড়ী গলাইয়া বাহির করিবে। ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সাঈদ ইবন জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, নাড়ীভুড়ীর ন্যায় তাহাদের চামড়া সমূহও বিগলিত হইবে। ইবন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, বিগলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে কাফিরদের মাথার উপর উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে। উহা মাথার খুলি ভেদ করিয়া পেটে পৌছিবে। অতঃপর উহা উদরস্থ সকল বস্তুকে গলাই ফেলিবে, এমন কি উহা পায়ের নিচ দিয়া বাহির হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় করা হইবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) ইবনুল মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করিয়া বলেন ইহা সহীহ্ হাসান।

ইবন আবূ হাতিম (র) তাঁহার পিতা ইবনুল মুবারক (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আলী ইবন হুসাইন (র) ... ... আবদুল্লাহ ইবন সরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফিরের নিকট গরম পানির পাত্র আনা হইবে। যখন উহা তাহার মুখের নিকট আনা হইবে, সে উহা অপসন্দ করিবে। তখন ফিরিশতা মুগুর লইয়া তাহার মাথায় মারিবে। তাঁহার মাথা ফাটিয়া যাইবে। তখন ফিরিশতা ফাঁকা স্থানে গরম পানি ঢালিয়া দিবে। যাহা সোজা তাহার উদরে পৌছিবে। মহান আল্লাহ্ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ দ্বারা ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, হাসান ইবন মূসা (র) ... ... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লোহার ঐ মুগুর যদি পৃথিবীতে রাখিয়া দেওয়া হইত তবে সকল মানব দানব একত্রিত হইয়া ও উহা উঠাইতে সক্ষম হইত না।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মূসা ইবন দাউদ (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لو ضرب الجبل بمقمع حديد لتفتت ثم عادكما كان ولو ان دلوًا من عساق يهراق فى الدنيا لانتن أهل الدنيا .

যদি লোহার ঐ মুগুর দ্বারা পাহাড়ে আঘাত হানা হয় তবে উহ চূর্ণবিচূর্ণ হইবে। যদি এক ডোল গাস্সাক-রক্ত পুঁজ দুনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে সারা দুনিয়াবাসী দুর্গন্ধে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, জাহান্নামীদিগকে মুগর দ্বারা আঘাত দেওয়া হইলে প্রত্যেকের মাংস খসিয়া পড়িবে। তখন তাহারা হায় হায় করিয়া আর্তনাদ করিবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا

যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা করিবে, তাহাদিগকে পুনরায় উহার মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। আমাশ (র) আবূ জুবইয়ান (র) সূত্রে সালমান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখের আগুন অত্যধিক কালো হইবে, উহার ফুলকী ও অঙ্গারে কোন আলো হইবে না।

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا

যায়িদ ইবন আসলাম (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, জাহান্নামীরা উহাতে শ্বাসও গ্রহন করিতে পারিবে না। ফুযাইল ইবন ইয়ায (র) বলেন, আল্লাহর কসম, তাহারা তো জাহান্নাম হইতে বাহির হইবার যখনই ইচ্ছা করিবে; তখনই তাহারা

তাহাদের হাত পা বাধা পাইবে। অবশ্য দোযখের ফুলকী তাহাদিগকে উপরে উত্তোলন করিবে। কিন্তু মুগুর পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া ভিতরে ঢুকাইবে।

ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ তোমরা বিদগ্ধ হইবার শাস্তি ভোগ কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ

তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

(٢٣) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

(٢٤) وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ٠

অনুবাদ ঃ (২৩) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণ-কঙ্কন এবং মুক্তা দ্বারা ও সেথায় তোহাদিগের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের। (২৪) তাহাদিগকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হইয়াছিল এবং তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহ্র পথে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ দোযখবাসীদের অবস্থা অর্থাৎ দোযখে তাহাদের নানা প্রকার শাস্তি, যথা-বিদগ্ধ হওয়া, বেড়ীতে আবদ্ধ হওয়া ও আগুনের পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি বর্ণনা করিবার পর বেহেশবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আল্লাহ্র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ ও রহমত প্রার্থনা করি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন সৎকর্মশীলগণকে এমন বেহেশতের মধ্যে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ বেহেশতের চতুর্দিকে পানি প্রবাহিত হইবে। উহার বৃক্ষ রাজীর মধ্যে উহার অট্টালিকা ও প্রাসাদ সমূহের মাঝে এই প্রবাহ যেই দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا

আর তাহাদিগকে নানা প্রকার অলংকারে সজ্জিত করা হইবে। স্বর্ণের বালা ও মুক্তালংকার পরিধান করান হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ বেহেশতে মু'মিনকে সেই সকল স্থানে অলংকার সজ্জিত হইবে সেই সকল স্থানে অযূর মধ্যে ধৌত করা হয়। কা'ব আহবার (রা) বলেন, বেহেশতে এমন একজন ফিরিশতা আছেন, যাঁহার নাম আমি ইচ্ছা করিলে উল্লেখ করিতে পারি, সেই ফিরিশতা তাঁহার জন্ম লগ্ন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত অলংকার তৈয়ার করিতেছেন। তাঁহার প্রস্তুত করা একটি চুড়ি যদি দুনিয়ায় প্রকাশ পাইত তবে যেমন সূর্যের আলোর কারণে চন্দ্রের আলো অদৃশ্য হইয়া যায়, অনুরূপভাবে ঐ চুড়ীর কারণে সূর্যের আলোও অদৃশ্য হইয়া যাইত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

বেহেশতবাসীদের পোশাক হইবে রেশমী বস্ত্র। দোযখবাসীদের পোশাক হইবে আগুনের বস্ত্র। উহার মুকাবিলায় বেহেশবাসীদের পোশাক হইবে রেশমী বস্ত্র। ইস্তাবরাক ও সুন্দসের তৈরী পোষাক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا. اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاۤءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ٠

বেহেশবাসীদের পোষাক হইবে মিহীন সবুজ রেশমের এবং মোটা রেশমের। তাহাদিগকে রুপার কঙ্কন সমূহ পরিধান করান হইবে। আর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্য ইহাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের প্রচেষ্টা গৃহিত ও মকবুল। (সূরা দাহর ঃ ২১-২২)

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاٰخِرَةِ ٠

তোমরা দুনিয়ায় কোন প্রকার রেশমীর পোশাক পরিধান করিও না। কারণ যে ব্যক্তি উহা পরিধান করে পরকালে উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

مَنْ لَمْ يَلْبِسُ الْحَرِيْرَ فِى الْاٰخِرَةِ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

যেই ব্যক্তি পরকালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবেনা, বস্তুত সে বেহেশতেই প্রবেশ করিবে না। কারণ জান্নাতে প্রবেশ করিতে তাহার পোশাক রেশমী বস্ত্র হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

যে বেহেশতের তাহাদের পোশাক হইবে রেশমী বস্ত্র।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ আর তাহাদিগকে কালিমায়ে তায়্যিবার প্রতি হিদায়েত দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তুটি এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ঃ

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ـ

আর মু'মিন ও সৎআমল সম্পন্নকারীগণকে বেহেশতের বাগান সমূহে দাখিল করা হইবে যেখানে নহরসমূহ প্রবাহিত তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর তাহাদের অভ্যর্থনা বাক্য হবে 'সালাম'। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৩)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

আর ফিরিশতা তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে, তাহারা বলিবে, তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি সালাম শান্তি বর্ষিত হউক। শেষ পরিণতি বড়ই উত্তম। (সূরা রা'দ ঃ ২৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ـ

তাহারা তথায় কোন অনর্থক ও গুনাহর কথা শুনিবে না। তাহারা কেবল, সালাম আর সালাম শ্রবণ করিবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ২৬) এই সকল আয়াতের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, বেহেশতের অধিবাসীগণকে এমন স্থানের প্রতি পথপ্রদর্শন করা হইয়াছে যেখানে তাহারা উত্তম কালাম ও সুন্দর কথা শ্রবণ করিবে।

يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের মধ্যে উত্তম কথা ও সালামের সহিত একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৫) অপমান ও

ধমক মূলক কথা দ্বারা যেমন দোযখবাসীদিগকে লাঞ্ছিত করা হইবে, বেহেশবাসীগণের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করা হইবে না। যেমন দোযখবাসীদিগকে বলা হইবে ঃ

ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ তোমরা বিদগ্ধ হওয়ার স্বাদ গ্রহণ কর।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ আর তাহাদিগকে মহা প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে হিদায়েত দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন স্থানে পৌছান হইয়াছে সেখানে তাহারা উত্তমরূপে প্রশংসা করিতে সক্ষম হইবে। সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس

বেহেশবাসীগণ যেমন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে থাকিবে তদ্রূপভাবে অনিচ্ছায় তাহাদের মুখ হইতে তাসবীহ্ ও তাহমীদ উচ্চারিত হইতে থাকিবে।

কোন কোন তাফসীরকার وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ এর অর্থ করিয়াছেন আর তাহাদিগকে কলেমায়ে তায়্যিবাহ অর্থাৎ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ অন্যান্য যিকির এর প্রতি হিদায়েত দান করা হইয়াছে। وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ আর তাহাদিগকে পৃথিবীতে সরল সঠিক পথে পরিচালিত হইবার তাওফীক দান করা হইয়াছে। উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মধ্যে পরস্পরে কোন বিরোধ নাই।

(٢٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۠

অনুবাদ ঃ (২৫) যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হইতে এবং মসজিদুল হারাম হইতে, যাহা আমি করিয়াছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করিয়া উহাতে পাপ কার্যের, তাহাকে আমি আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির।

তাফসীর ঃ কাফিররা মু'মিনগণকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে, হজ্জ ও উমরাহ পালন করিতে বাধা প্রদান করিত, এতদসত্ত্বেও তাহারা মসজিদুল হারামে তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া যে দাবী করে আল্লাহ্ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ۗ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ .

এই সকল কাফিররা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নহে। প্রকৃতপক্ষে উহার তত্ত্বাবধায়ক হইল মুত্তাকী—আল্লাহ্ভীরু লোকজন। (সূরা আনফাল ঃ ৩৪)

আয়াতের বিষয়বস্তু ইহাই প্রমাণ করে যে আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন সূরা বাকারার এই আয়াতটিও মাদানী।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ .

তাহারা হারাম মাসে যুদ্ধ করা যায় কিনা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন হারাম মাসে যুদ্ধ করা বড়ই অন্যায় কাজ। কিন্তু আল্লাহর রাহে বাধা প্রদান করা, আল্লাহর সহিত কুফর করা, মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা, যাহারা প্রকৃতপক্ষে মসজিদুল হারামের যোগ্য লোক তাহাদিগকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট অধিকতর জঘন্য ও মহা অন্যায় কাজ। (সূরা বাকারা ঃ ২১৭) আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা একই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং আল্লাহর রাহ হইতে ও মসজিদুল হারাম হইতে ঐ সকল লোককে বাধা প্রদান করিয়াছে যাহারা প্রকৃতপক্ষে মসজিদে হারামের যোগ্য অধিকারী। অত্র আয়াতের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ঠিক তদ্রূপ-যেমন এই আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিন্যাস দেওয়া হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর তাহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে তাহাদের অন্তর সমূহ সান্ত্বনা লাভ করে। মনে রাখিবে, আল্লাহর যিকির দ্বারা মনের সান্ত্বনা ও শান্তি আসিতে পারে। (সূরা রা'দ ঃ ২৮)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ .

কাফিররা মু'মিনগণকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং আগন্তুক-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। তিনি মসজিদুল হারামে সকলেই সমান প্রবেশাধিকার দান করিয়াছেন। পবিত্র মক্কায় সকল মানুষই ঘরবাড়ী নির্মাণ করা ও বসবাস করিবার ব্যাপারে সমান অধিকার রাখে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আলী ইবন আবূ তালহা (র)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কায় বসবাসকারী ও বাহির হইতে আগন্তুক সকলেই মসজিদুল হারামে অবতরণ করিবার অধিকার রাখে। মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, মক্কার অধিবাসী বাহিরের সকলেই মক্কার মনজিল ও ঘরবাড়ীতে সমান অধিকার রাখে। আবূ সালিহ্, আবদুর রহমান ইবন সাবিত ও আবদুর রহমান যায়িদ ইবন আসলাম (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুর রাজ্জাক (র) মা'মার (র) সূত্রে কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কার অধিবাসী আগন্তুক সকলেই মক্কায় সমান অধিকার রাখে।

একবার মসজিদুল খায়েফে বসিয়া ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-এর উপস্থিতিতে ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক ইবন রাহওয়ায়ে (র) এই মাসয়ালা লইয়া মত বিরোধ করেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মক্কায় ঘর বাড়ীতে মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে উত্তরাধিকারও চলিবে ও উহা ভাড়া দেওয়া চলিবে। তিনি ইমাম যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম যুহরী (র) উসামাহ ইবন যায়িদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আগামী কাল আপনার মক্কার বাড়ীতে অবতরণ করিবেন?

তিনি বলিলেন ঃ هل ترك لنا عقيل من رباع আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী ছাড়িয়াছে? অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر কোন কাফির মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না এবং কোন মুসলমান ও কোন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত।

রিওয়ায়েত দ্বারা ইহা ও প্রমাণিত যে একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সাফওয়ান ইবন উমাইয়াহ হইতে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে মক্কায় একটি বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। এবং উহাকে তিনি কয়েদখানা বানাইয়াছিলেন। তাউস, আমর ইবন দীনার (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

অপরদিকে ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ (র) বলেন, মক্কার ঘর বাড়ী উত্তরাধিকার চলিবে না। আর উহা ভাড়া দেওয়া চলিবে না। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের একটি দল এই মত পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ ও আতা (র)-এর মত ও অনুরূপ। ইসহাক ইবন রাওয়াইহ (র) ইবন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত। এই হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম ইবন মাজাহ (র)বলেন, আবূ বকর ইবন আবূ শায়বাহ (র) ... ... আলকামাহ ইবন ফযলাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর ইন্তিকাল করেন। তখনও মক্কার বাড়ী ঘরগুলো কোন মালিকানা ছাড়াই পড়িয়া থাকিত। প্রয়োজন হইলে কেহ উহাতে বসবাস করিত নচেৎ অন্যকে বসবাস করিবার সুযোগ দেওয়া হইত।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لا يحل بيع دور مكة ولا كرائها মক্কার বাড়ী ঘর বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়িয নহে। তিনি ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আতা (র) হারাম শরীফের ঘরবাড়ী ভাড়া দিতে নিষেধ করিতেন। কারণ হাজীগণ বাড়ীর আংগিনায় অবতীর্ণ হইতেন। সর্বপ্রথম সুহাইল ইব্ন আমর (রা) বাড়ীর দরজা লাগাইয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। আমি এই কাজ এই কারণে করিয়াছি, যেন আমার পশুগুলি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা তবে তোমার জন্য অনুমতি রহিয়াছে।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ

يا أهل مكة لا تتخذوا الدوركم ابوابا لينزل البادى حيث يشاء

হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমরা ঘরের দরজা লাগাইবেনা। যেন বাহির হইতে আগন্তুক তাহাদের ইচ্ছামত স্থানে অবতরণ করিতে পারে। আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, আতা হইতে শ্রবণকারী জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি سواء العاكف فيه والباد তাফসীর প্রসংগে বলেন, বাহির হইতে আগন্তুক মক্কা শরীফে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবতরণ করিত। দারে কুত্নী (র) ইব্ন মাজাহ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا যেই ব্যক্তি মক্কা শরীফের বাড়ী ঘরের ভাড়া ভক্ষণ করে সে যেন আগুন উদরস্থ করে।

ইমাম আহমাদ (র) একটি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি বলেন মক্কা ঘরবাড়ীতে উত্তরাধিকার চলিবে এবং মালিকানা স্বত্বও প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ভাড়া দেওয়া চলিবে না। ইমাম আহমাদ (র) এই ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হাদীসে সমূহের মীমাংসার জন্য এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ

আর যে ব্যক্তি, তথায় যুলুমের সহিত ধর্মবিরোধী কাজ করিবে আমি তাহাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহন করাইব। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে ب টি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন تنبت بالدهن এর মধ্যে ب টি অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادٍ আসলে ইবারত এইরূপ من يرد إلحادا প্রসিদ্ধ কবি আশী বলেন ঃ

ضمنت برزق عيالنا ارماحنا * بين الراجل والصريح الاجرد

আমাদের বর্শাসমূহ আমাদের সন্তানের রিযিকের দায়িত্ব গ্রহন করিয়াছে। যেই বর্শাসমূহ, পদাতিক ও অশ্বারোহীদের মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়।

অত্র কবিতায়, برزق عيالنا এর মধ্যে ب টি অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে; অপর এক কবি বলেন,

بواد يمان ينبت العشب صدره * واسفله بالمرخ والشبهان

অত্র পংক্তি بالمرخ এর ب টি যায়িদ ও অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইয়ামান উপত্যকায় সবুজ ঘাস উৎপাদিত হইয়াছে আর তাহার নিচে ছোট ছোট ঘাস ও শক্ত মাটি রহিয়াছে। কিন্তু এখানে ب যায়িদ না বলিয়া ইহাই বলা উত্তম ছিল যে, ب পূর্বে অন্য একটি فعل অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আর তাহা হইল يَهُمُّ এবং ب দ্বারা উহাকে متعدى করা হইয়াছে। الحاد। জঘন্য কবীরাহ গুনাহকে বলা হয়।

بِظُلْمٍ এখানে ظلم ইচ্ছাপূর্বক পাপ কর্ম করা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ কোন তাবীল করিয়া নহে; বরং বুঝিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে যুলুম করিতেছে। ইবন জুরাইজ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'যুলুম' দ্বারা এখানে শিরক বুঝানো হইয়াছে; মুজাহিদ (র) বলেন 'গায়রুল্লাহ'-এর ইবাদত করাকে যুলুম বলা হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'যুলুম'-এর অর্থ হইল তোমার প্রতি আল্লাহ্র যাহা হারাম করিয়াছেন, উহাকে হালাল মনে করা। যেমন দুর্ব্যবহার করা, হত্যা করা ইত্যাদি। অতঃপর যে তোমার প্রতি যুলুম করে না তাহার প্রতি তোমার যুলুম করা। যে তোমাকে হত্যা করে না তাহাকে তোমার হত্যা কর। কেহ যদি এমন করে তবে তাহার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, হারাম শরীফে যে কোন খারাপ কাজ করা যুলুম। ইহা হারাম শরীফের বৈশিষ্ট্য যে, যদি কোন আগন্তুক তথায় কোন খারাপ কাজ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহার জন্য কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি অবধারিত। যদিও সে গুনাহয় লিপ্ত না হয়। ইব্ন আবু হাতিম (র) তাঁহার তাফসীরে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আদন নামক স্থানে বসিয়া ও হারাম শরীফে কোন অন্যায় কাজ করিবার সংকল্প গ্রহন করে তবে আল্লাহ্ তাহাকেও কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহন করাইবে। শু'বা (র) বলেন, তিনি তো হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমি উহাকে মারফূরূপে বর্ণনা করিতেছিনা। ইয়াযীদ (র) বলেন, তিনি কখনও মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) বিশুদ্ধ কিন্তু মাওকূফ সূত্রটি অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ; এবং এই কারণেই শু'বা মাওকূফ রিওয়াতে-এর উপর লিখিত ধারনা পোষণ করিয়াছেন। আসবাত ও

সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সাওরী (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :

ما من رجل يهم بسيئة فيكتب عليه وان رجلا بعدن ابين هم ان يقتل رجلا بهذ البيت لاذاقه الله من العذاب الاليم .

যে কোন ব্যক্তি কেবল কোন ইচ্ছা পোষণ করিলেই ইহা লিপিবদ্ধ করা হয় না। কিন্তু আদনে অবস্থান রত হইয়া যদি কেহ হারাম শরীফে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার চিন্তা করে তবে মহান আল্লাহ্ তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাইবেন। যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী (র) মানসূর (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হারাম শরীফে কাহাকেও হত্যা করিবার কসম খাওয়া ও الحاد-এর অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, খাদেমকে গাল দেওয়াও যুলুম : সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ" এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন কোন আমীর ব্যক্তির হারাম শরীফে ব্যবসা বাণিজ্য করাও ইলহাদ। মক্কায় খাবার বিক্রয় করাও ইলহাদ। তাবীর ইব্‌ন আবু সাবিত (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, মক্কা শরীফে মুজতদারী করা ইলহাদ। ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা ... ... ইয়ালা ইব্‌ন উমায়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ احتكار الطعام بمكة الحاد মক্কা নগরীতে মজুতদারী ইলহাদ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস (রা)-এর শানে অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দুই ব্যক্তির সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের একজন ছিলেন মুহাজির এবং অপর জন ছিলেন আনসারী। পথে তাহারা বংশ গৌরব প্রকাশ করা শুরু করিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস রাগান্বিত হইলেন। এবং আনসারীকে হত্যা করিয়া ইসলাম ত্যাগ করিল। এবং মক্কা শরীফে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ যেই ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়া হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই সকল রিওয়ায়েত দ্বারা যদিও ইহা প্রমাণিত হয় উল্লেখিত কার্যাবলী 'ইলহাদ', এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আরো ব্যাপকার্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে বরং ইহা দ্বারা আরো অধিকতর কঠোর বিষয় উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। হাতীর মালিক আবরাহা যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফকে ধ্বংস করিবার সংকল্প গ্রহন করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছোট পাথর কণা বহনকারী পাখীর ঝাঁক প্রেরণ করিলেন। এবং সেই নগন্য প্রাণীই হাতির মালিক ও তাহার সকল সেনাদলকে ধ্বংস করিয়া দিল। যাহা সারা বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক বর্ণনা হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যে কেহ বায়তুল্লাহর প্রতি অশুভ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিবে তাহার পরিণতি ইহার অনুরূপ হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يغزوا يهذا البيت جيش حتى اذا كانوا بالبيداء من الأرض خسف باولهم واخرهم

একটি সেনাদল বায়তুল্লাহ্ শরীফে লড়াই করিবার জন্য আসিবে কিন্তু তাহারা যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌছবে তখন তাহাদের সকলকে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন কিলাদাহ (র) ... ... ইসহাক ইব্‌ন সাঈদের পিতা হইতে বর্ণিত যে, একদার হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর হারাম শরীফে ইলহাদ করা হইতে তোমার বিরত থাকা উচিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

إنه سيحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت

হারাম শরীফে একজন কুরাইশী 'ইলহাদ' করিবে তাহার গুনাহকে যদি মানব-দানব সকলের গুনাহর সহিত ওযন দেওয়া হয় তবে তাহার গুনাহ ভারী হইবে। অতএব হে ইব্‌ন জুবাইর (রা) তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, সেই ব্যক্তি তুমি যেন না হও। ইমাম আহমাদ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর বর্ণিত মুসনাদ হাদীসে বলেন, হাশেম (র) ... ... সাঈদ সাঈদ ইব্‌ন আমর (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর নিকট আসিলেন, তখন তিনি একটি পাথরের উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি ইব্‌ন যুবাইরকে বললেন, হে ইব্‌ন যুবাইর! হারাম শরীফে ইলহাদ ও ধর্মবিরোধী কাজ হইতে তোমার বিরত থাকা উচিৎ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها

একজন কুরাইশী হারাম শরীফে ইলহাদ করাকে হালাল মনে করিবে। তাহার গুনাহ যদি সকল মানব-দানবের সহিত ওযন করা হয় তবে তাহার গুনাহ ভারী হইবে। তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, সেই ব্যক্তি তুমি তো নও! অবশ্য হাদীসটি বিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহের কোন একটিতে তাত্র সনদে বর্ণিত হয় নাই।

(٢٦) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

(٢٧) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

অনুবাদ ঃ (২৬) এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, আমার সহিত কোন শরীক স্থীর করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদিগের জন্য যাহারা তাওয়াফ করে এবং যাহারা দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজদা করে। (২৭) এবং মানুষের নিকট এর ঘোষণা করিয়া দাও। তাহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণ উষ্ট্র পিঠে, ইহারা আসিবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। কারণ তাহারা এমন এক শহরের অধিবাসী যাহাকে প্রথম দিনেই তাওহীদ-এর উপর ভিত্তি করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইহা জানাইয়া দিলেন, যে কোথায় উহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিতে হইবে। অত্র আয়াতে দ্বারা বহু উলামায়ে কিরাম ইহা প্রমাণ করেন যে, বাইতুল্লাহ্ শরীফের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হইলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তাঁহার পূর্বে অন্য কেহ বাইতুল্লাহ্ নির্মাণ করেন নাই। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হযরত আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ মসজিদুল হারাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস। আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম, উভয়ের মাঝে কতদিনের পার্থক্য? তিনি বলিলেন ঃ চল্লিশ বৎসরের। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا

মানুষের উপকারার্থে যেই ঘর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহা হইল সেই ঘর যাহা মক্কা শরীফে নির্মাণ করা হইয়াছে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَهِدْنَا إِلٰى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আমি নির্দেশ দিলাম, তোমরা আমার ঘর তাওয়াফকারী এবং রুকু সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র করিয়া রাখিও (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)।

আমরা পূর্বেই বাইতুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীস ভিত্তিক তথ্য উল্লেখ করিয়াছি যাহা পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا আমার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করি ও না। অর্থাৎ কেবল আমার নামেই এই পবিত্র ঘরের বুনিয়াদ স্থাপন কর। وَطَهِّرْ بَيْتِيَ মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, "আমার ঘরটি শিরক হইতে পবিত্র রাখিও"। لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ তাওয়াফকারীদের জন্য, দণ্ডায়মানলোকদের জন্য এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য। অর্থাৎ ঐ সকল লোক যাহারা কেবল আল্লাহর ইবাদত করে তাহাদের জন্য আমার ঘরটিকে শিরক হইতে পবিত্র রাখিও। তাওয়াফ একটি সুপরিচিত ইবাদত, যাহা কেবল বাইতুল্লাহর কাছে সম্পন্ন হইতে পারে, পৃথিবীর অন্য কোথাও ইহা সম্পাদন করা সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যান্য ইবাদত এইরূপ নহে। 'الْقَائِمِينَ' দ্বারা সালাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিবর্গ বুঝান হইয়াছে। এই কারণে ইহার পরে 'الرُّكَّعِ' রুকূ'কারীগণ وَالسُّجُودِ ও 'সিজদাকারীগণ' এর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাওয়াফকে সালাতের সহিত মিলিত করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, তাওয়াফ বাইতুল্লাহ ছাড়া সম্পন্ন হয় না। অনুরূপভাবে সালাত সম্পন্ন হওয়ার জন্যও বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করা জরুরী। অবশ্য দুই একটি অবস্থায় ইহা জরুরী নহে। যখন কিবলা সন্দেহ দূর করিবার কোন উপায় না থাকে, যুদ্ধ চলাকালেও সফরকালে নফল নামাযের জন্য।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ

হে ইব্রাহীম ! যেই ঘর নির্মাণ করিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি যেই ঘরের যিয়ারত করিবার জন্য তুমি সকল মানুষকে আহব্বান কর। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিকট আরয করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি উপায়ে সকল মানুষকে হজ্জের জন্য আহ্বান করিব? অথচ, আমার শব্দ তো সকল মানুষের নিকট পৌঁছিবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিলেন, তুমি আহ্বান কর সকল মানুষকে পৌঁছাইবার দায়িত্ব আমার। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আ) 'মাকামে ইবরাহীম'-এ দণ্ডায়মান হইলেন। কেহ কেহ বলেন, হাজরে আসওয়াদের উপর দণ্ডায়মান হইলেন এবং কাহার মতে সাফা পাহাড়ের উপর এবং কেহ কেহ বলেন, আবূ কুবাইস নামক পাহাড়ের উপরে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করিলেন, হে লোক সকল ! তোমাদের প্রতিপালক, একটি ঘর বানাইয়াছেন, তোমরা উহার হজ্জ পালন কর। বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন সকল মানুষকে হজ্জের আহ্বান করিলেন, তখন সকল পাহাড়, পর্বত নিচু হইয়া গেল এবং তাঁহার শব্দ পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে সমানভাবে পৌঁছিয়া গেল। যাহারা মাতৃগর্ভে ছিল, যাহারা পিতৃপৃষ্ঠে ছিল সকলেই এবং পাথর মাটি ও বৃক্ষরাজী তাঁহার শব্দ শুনিতেই পাইল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক হজ্জ করিবে সকলেই তাঁহার আহ্বানের জওয়াবে বলিয়া উঠিল, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে যেই সকল রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ইহা সেই সকল রিওয়ায়েতের সার সংক্ষেপ। ইব্ন জরীরও ইব্ন আবূ হাতিম (র) দীর্ঘ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ তাহারা তোমার নিকট হজ্জের উদ্দেশ্য প্রদব্রজে ও দুর্বল উট সমূহের উপর আরোহণ করিয়া আসিবে।

যেই সকল উলামায়ে কিরাম 'পদব্রজে সক্ষম' ব্যক্তিদের জন্য পায়ে হাঁটিয়া হজ্জ করাকে উত্তম মনে করেন তাঁহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কারণ 'পদব্রজে আগমন' এর কথা 'উটে আরোহণ করিয়া আগমন' এর পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায় যে, পদব্রজে হজ্জ গমন করিবার গুরুত্ব বেশী। উপরন্ত পায়ে হাটিয়া হজ্জ গমনকারীর দৃঢ় মনোবলেরও পরিচায়ক বটে। হযরত ওয়াকী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আমার ইহাই একটি আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, হায় যদি আমি পদব্রজে হজ্জ পালন করিতে পারিতাম! কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ يَأْتُوْكَ رِجَالاً তোমার নিকট তাহারা পদব্রজে আসিবে।

কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সাওয়ার হইয়া হজ্জ গমন করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওয়ার হইয়া হজ্জ গমন করিয়াছিলেন। অথচ, পদব্রজে গমন করিবার শক্তি তাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

সেই সকল সাওয়ারীগুলি সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট পৌঁছিবে। فَجٍّ অর্থ পথ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত পথ সৃষ্টি করিয়াছি। عَمِيْقٍ অর্থ দূর। মুজাহিদ, আতা, সুদ্দী, কাতাদাহ, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সাওরী (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)ও আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ إِلَيْهِمْ হে আল্লাহ্! আপনি সমস্ত লোকের অন্তর এই দিকে ঝুঁকাইয়া দিন। হযরত ইবরাহীম (আ) এর দিকে দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইয়াছিল। অতএব আজ পৃথিবীতে এমন কোন মুসলমান নাই যে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে না।

(২৮) لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ أَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

(২৯) ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ·

অনুবাদ ঃ (২৮) যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে এবং তিনি তাহাদিগকে চতুষ্পদ জন্তু হইতে যাহা রিযক হিসাবে দান করিয়াছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিতে পারে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্থকে আহার করাও। (২৯) অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।

তাফসীর ঃ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, তাহারা যেন স্বীয় পার্থিব ও পারলৌকিক উপকারার্থে উপস্থিত হয়। পারলৌকিক উপকার হইল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী। আর পার্থিব উপকার হইল, যেই সকল চতুষ্পদ জন্তু তাহারা যবাই করে উহার গোশ্‌ত ও ব্যবসা বাণিজ্যে। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই তাফসীর করিয়াছেন। হজ্জে গমন করিয়া পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার উপকার লাভ করা যায়, যেমন এই আয়াতও ইহার প্রমাণ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

আল্লাহর ফযল ও অনুগ্রহ লাভ করায় তোমাদের ক্ষতির কিছুই নাই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

আর তাহারা যেন কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নির্দিষ্ট দিনসমূহে সেই সকল চতুষ্পদ জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, যাহা তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন।

শু'বা হুশাইম (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নির্দিষ্ট দিনগুলি হইল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) কাতাদাহ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান, যাহ্‌হাক, আতা খুরাসানী ও ইব্‌রাহীম, নাখয়ী (র) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমাদ (র) এর প্রসিদ্ধ মতও অনুরূপ। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আর'আরা (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এই দশ দিনে আমল করা অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা অধিক ফযীলতের কাজ। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জিহাদও কি নহে? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদও ইহা সমান নহে। তাঁহার মর্যাদা অধিক। ইমাম আহমাদ (র) আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান,গরীব ও সহীহ।

এই প্রসংগে হযরত ইবন উমর (রা) আবূ হুরায়রা (রা) ইব্‌ন উমর ও জাবির (রা) হইতে ও হাদীস বর্ণিত। হইয়াছে। আমি হাদীসটিকে উহার সকল সূত্রসহ একখানি পৃথক কিতাবে একত্রিত করিয়াছি। ইহার একটি হইল, ইমাম আহমাদ (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উসমান (রা) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا التهليل والتكبير التحميد

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিশ দিনে আমল করা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদার কাজ। অতএব তোমরা ঐ দশদিনে অধিক পরিমাণ তাহ্‌লীল, তাকবীর ও তাহ্‌মীদ পড়িবে। অপর সূত্রে মুজাহিদ (র) এর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যিলহজ্জ মাসের দশ দিন বাজারে গেলেও তাকবীর পড়িতেন এবং বাজারের অন্যান্য লোকজনও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া তাকবীর পড়িতেন।

ইমাম আহমাদ (র) হযরত জাবির (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, হে আল্লাহ্ তা'আলা وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ (সূরা ফাজর ঃ ২) এর মধ্যে ও এই দশ দিনের শপথ করিয়াছেন। وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ (সূরা আরাফ ঃ ১৪২) দ্বারা ও এই দশ দিনই উদ্দেশ্য। সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দশ দিনে রোযা রাখিতেন। এই দশ দিন আরাফার দিনে শামিল করে। মুসলিম শরীফে হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন ঃ

احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والاتية

ইহা দ্বারা আমি এক বৎসর পূর্বের ও এক বৎসর পরের গুনাহ ক্ষমা হইবে বলিয়া আশা রাখি।

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন কুরবানীর দিনকে শামীল করে। আর কুরবানীর দিনকে বড় হজ্জের দিনও বলা হয়। এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ এই দিনটিই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন। সারসংক্ষেপ হইল, এই দশদিন বৎসরে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন রামাযানের শেষ দিন অপেক্ষাও এই দশ দিনের ফযীলত অত্যাধিক। কারণ, শেষ দিনে যেই সকল আমল করা যায়। যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে সেই সকল আমল করা সম্ভব। কিন্তু যিলহজ্জের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যাহা রামযানের মধ্যে অনুপস্থিত। আর তাহা হইল, হজ্জ। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, রামাযানের শেষ দশ দিনের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, এই দশ দিনেই 'লাইলাতুল কাদ্‌র' সমাগত হয়, যাহা হাজার রাতের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মর্যাদা বেশী এবং রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রের মর্যাদা বেশী। এই মত মানিয়া লইলে বিভিন্ন দলীল সমূহের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়।

أَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ নির্দিষ্ট দিনসমূহ সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হাকাম (র) মিকসাম (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট দিন সমূহ হইল যিলহজ্জ মাসের দশ দিন ও উহা সংলগ্ন তিন দিন। হযরত ইব্ন উমর (রা) ইবরাহীম নাখয়ী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) হইতেও অনুরূপ এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় মত, ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত দিনসমূহ মোট চারদিন, ১. যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ (কুরবানীর দিন) এবং কুরবানীর দিনের পরের তিনদিন, সনদটি বিশুদ্ধ। সুদ্দী (র) বলেন, ইমাম মালিক ইবন আনাস (র)-এর মাযহাব ইহাই। এইমত ও ইহার পূর্ববর্তী মতের পক্ষে এই আয়াতটি عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ সমর্থন করে।

চতুর্থ মত, নির্দিষ্ট দিন দ্বারা আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও উহার পরবর্তী দিনটি উদ্দেশ্য। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব ইহাই। ইব্ন ওহব (র) বলেন, ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, জ্ঞাত দিন সমূহ আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিনসমূহ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ

আয়াতের মধ্যে 'الانعام' দ্বারা উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে। যেমন সূরা বাকারায় আয়াতের ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ এর মধ্যে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

যাহারা কুরবানীর পশুর গোশ্ত খাওয়াকে ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে কুরবানীর গোশ্ত আহার করা মুস্তাহাব। যেমন বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার কুরবানীর পশু যবেহ্ করিলেন, তখন প্রত্যেক পশু হইতে এক এক টুক্রা গোশ্ত লওয়ার হুকুম করিলেন। রান্না করা হইলে উহা হইতে তিনি আহার করিলেন এবং ইহার ঝোল পান করিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ওহব (র) বলেন, আমাকে ইমাম মালিক (র) বলিলেন, কুরবানীর গোশ্ত আহার করা আমার নিকট পসন্দনীয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা فَكُلُوْا مِنْهَا বলিয়া কুরবানীর গোশ্ত আহার করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। ইব্ন ওহব (র) বলেন, ইমাম লাইস (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুরূপ বলিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী, মানসূর-এর মাধ্যমে ইবরাহীম হইতে فَكُلُوْا مِنْهَا তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা তাহাদের যবেহ্কৃত পশু হইতে আহার করিত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে উহা আহার করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন। যাহার ইচ্ছা আহার করিবে যাহার ইচ্ছা আহার করিবে না। মুজাহিদ ও আতা (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। হুশাইম (র) হুসাইন সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে فَكُلُوْا مِنْهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অত্র আয়াত فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার (সূরা মায়িদা ঃ ২) এর অনুরূপ করণ। ইহা দ্বারা শিকার করিবার অনুমতি আছে কেবল ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য। শিকার করিতেই হইবে ইহা উদ্দেশ্য নহে। অনুরূপভাবে فكلوا দ্বারা ও কুরবানীর গোশ্ত খাইবার অনুমতি বুঝান উদ্দেশ্য। এবং فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ যখন সালাত সম্পন্ন হইয়া যায় তখন তোমরা যমীনে ছড়াইয়া পড় (সূরা জুম'আ ঃ ১০)। ইহা দ্বারা কেবল জীবিকা উপার্জনের জন্য যমীনে ছাড়াইয়া অনুমতি করার উদ্দেশ্য। আল্লামা ইব্ন জরীরের মনোপূত তাফসীর ইহাই। যাহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এই কুরবানীর গোশতের অর্ধেক সাদাকা করিতে হইবে তাঁহার নিম্নোক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং অসহায় দরিদ্র লোককেও আহার করাও। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরবানীর গোশ্ত দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ কুরবানীরদাতা নিজে আহার করিবার জন্য বলিয়াছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অসহায় গরীব লোক দিগকে খাওয়াইবার জন্য হুকুম করিয়াছেন।

তৃতীয় মত হইল, কুরবানীর গোশ্ত তিন ভাগে ভাগে বিভক্ত হইবে। এক তৃতীয়াংশ কুরবানীরদাতা নিজে খাইবে। একাংশ হাদীয়া হিসাবে ভাগ করিবে এবং একাংশ সাদাকা করিবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

কুরবানীর গোশ্ত হইতে তোমরা নিজেরা আহার কর এবং যাহারা সাওয়াল করিতে বিরত থাকে এবং যাহারা সাওয়াল করে তাহাদিগকেও আহার করাও (সূরা হজ্জ ঃ ৩৬)। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে।

الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ইকরিমাহ (র) বলেন, 'البائس' অর্থ, অসহায় ব্যক্তি যে, মানুষের নিকট ভিক্ষা করিতে বিরত থাকে। কাতাদাহ (র) বলেন, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি। মুকাতিল (র) বলেন, 'البائس' হইল অন্ধ ব্যক্তি।

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ আলী ইবন তালাহা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অতঃপর তাহারা যেন মাথার চুল পৃথক করিয়া কাপড় পরিধান করিয়া এবং হাতের নখ কর্তন করিয়া ইহরাম ভঙ্গ করে। আতা এবং মুজাহিদ (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমাহ ও মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাযী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমাহ (রা) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, التفث। অর্থ হজ্জের আহকাম, অর্থাৎ অতঃপর তাহারা যেন হজ্জের আহকাম পূর্ণ করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ আর তাহারা যেন তাহার ওয়াজিব কাজগুলি সম্পন্ন করে। আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, 'তাহারা যেন কুরবানীর পশু যবেহ করিবার যেই মানত করিয়াছিল উহা পূর্ণ করে।' ইবন আবূ নজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা যেন হজ্জ, কুরবানী, কিংবা আরো যাহা কিছু মানত করে উহা পূর্ণ করে। লাইস ইবন আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তাহারা যেন সকল নির্দিষ্ট মানত পূর্ণ করে'। ইকরিমাহ (র) বলেন, 'তাহারা যেন তাহাদের হজ্জ পূর্ণ করে'। ইমাম আহমাদ ও ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ হাতিম (র) সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতে 'نذر' দ্বারা হজ্জের ওয়াজিবসমূহ বুঝান উদ্দেশ্য। যেই ব্যক্তি হজ্জ করিবে তাহার উপর কয়েকটি কাজ জরুরী হয়। যেমন, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, আরফায় ও মুযদালিফায় অবস্থান করা, নির্দিষ্ট হুকুম মুতাবেক কংকর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। ইমাম মালিক (র) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ আর তাহারা যেন নিরাপদ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে। মুজাহিদ (র) বলেন, কুরবানীর দিনে যেন তাহারা ওয়াজিব তাওয়াফ সম্পন্ন করে। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ হামযা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সূরা হজ্জ-এর এই আয়াত وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ পাঠ করিয়া থাক ? হজ্জের সর্বশেষ হুকুম হইল বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ। যাহা এই আয়াতে দ্বারা প্রমাণিত হয়। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও এই রূপ করিয়াছেন। তিনি কুরবানীর দিনে যখন মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সর্বপ্রথম তিনি সাত কংকর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি কুরবানীর পশু যবেহ্ করিলেন, এবং স্বীয় মাথা মুণ্ডাইলেন এবং সর্বশেষ তিনি তাওয়াফ করিলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

মানুষকে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের সর্বশেষ আমল যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হয়। অবশ্য ঋতুমতি মহিলার ব্যাপারে সহজ ব্যবস্থা গ্রহন হইয়াছে তাহাদের জন্য তাওয়াফ করিতে হইবে না'। ইহা বিদায়ী তাওয়াফও বটে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

যাহারা এইমত পোষণ করেন যে 'হাতীমে কা'বা-এর বাহিরে তাওয়াফ করিতে হইবে' অর্থাৎ হাতীমে কা'বাকেও তাওয়াফের মধ্যে শামিল করিতে হইবে। কারণ সেই স্থানটি হাতীম নামে অবহিত উহাও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই পুরাতন ভিত্তি অংশ বিশেষ যাহার উপর বাইতুল্লাহ নির্মাণ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ব্যয়বহনে অক্ষম হইবার কারণে কুরাইশগণ ঐ স্থানটুকু বাইতুল্লাহর বাহিরে রাখিয়াছিল। আর এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ কালে ঐ স্থানকে ভিতরে রাখিয়া তাওয়াফ করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শামী দুই কোণে হাত লাগাইতেন, চুম্বন খাইতেন না। কারণ উহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই পুরাতন ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত নহে। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতীমকে ভিতরে রাখিয়া তাওয়াফ করিতেন। কাতাদাহ (র) হযরত হাসান বাসরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাইতুল্লাহকে 'পুরাতন ঘর' বলা হইয়াছে। কারণ এই ঘরই সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে। আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। হযরত ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাইতুল্লাহ কে 'আতীক' এই কারণে বলা হয় যে, হযরত নূহ (আ)-এর তূফানে যখন সারা বিশ্ব ডুবিয়াছিল তখন এই ঘরটি নিরাপদ ছিল। খুসাইফ (র) বলেন, বাইতুল্লাহকে এই কারণে 'عَتِيقٌ' বলা হয় যে কোন যালিম এ ঘরকে বিজয় করিতে পারে নাই। অর্থাৎ যালিমের যুলুম হইতে এই ঘর সর্বদা নিরাপদে রহিয়াছে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। হাম্মাদ ইবন সালামাহ (র) ..... হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সকল যালিম হইতে এই ঘরকে রক্ষা করিয়াছেন এই জন্য যে ইহাকে 'আতীক' বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল এবং আরো অনেক ... ...

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ"

এই ঘরকে আতীক (নিরাপদ) এই কারণে নামকরণ করা হইয়াছে যে কোন যালিম ইহাকে দখল করিতে পারে নাই।

ইব্ন জরীর (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব, । তবে তিনি ইমাম যুহরী (র) হইতে অপর এক সূত্রে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٣٠) ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهٖ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

(٣١) حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

অনুবাদ ঃ (৩০) ইহাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করিলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, চতুষ্পদ জন্তু এই গুলি ব্যতিত যাহা তোমাদিগকে শোনানো হইয়াছে। সুতরাং তোমার বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হইতে। (৩১) আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাঁহার কোন শরীক না করিয়া এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে যেন সে আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল এবং দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, উপরে তো হজ্জের আহকাম পাঠানোর নির্দেশ ও উহার সাওয়াবের উল্লেখ ছিল।

এখানে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهٖ

আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তু ও তাহার নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকিবে উহা তাহার প্রতিপালকের দরবারে বড় উত্তম কাজ। অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুম পালন করিলে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, অনুরূপভাবে তাহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকলেও সাওয়াব লাভ করা যায়।

ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, মুজাহিদ (র) বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ এর حُرُمٰتِ اللّٰهِ দ্বারা মক্কা, হজ্জ, উমরা ও আল্লাহ্র যাবতীয় নিষিদ্ধ সমূহকে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন যায়িদ ও অনুরূপ বলিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

তোমাদের জন্য সকল পশু হালাল করা হইয়াছে, কিন্তু যেই সকল বস্তু তোমাদের পক্ষে হারাম তোমাদের কাছে তাহা পাঠ করিয়া শোনান হইয়াছে। যেমন-মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরমাংস এবং যেই সকল পশুকে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের নামে যবেহ করা হয়। আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু........... (সূরা মায়িদা ঃ ৩)। ইব্ন জরীর (র) এই তাফসীর করিয়াছেন এবং কাতাদাহ (র) হইতে নকল করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

তোমরা অপবিত্রতা অর্থাৎ মূর্তিসমূহ বর্জন কর এবং মিথ্যাকথা হইতেও। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে শিরক-এর সহিত মিথ্যাকথাকে যুক্ত করিয়াছেন। কারণ মিথ্যাকথাও শিরকের ন্যায় জঘন্য অপরাধ।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজকে হারাম করিয়াছেন, আরো হারাম করিয়াছেন গুনাহ্, অবাধ্যতা ও শিরককে যাহার কোন দলীল আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন নাই এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যাহা তোমরা জাননা (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৩)। মিথ্যাসাক্ষীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে

বর্ণিত হযরত আবূ বাকরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الخ

আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কি তাহা বলিয়া দিব না, আমরা বলিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন ঃ الا وقول الزور الا وشهادة الزور সাবধান, মিথ্যাকথা, মিথ্যাস্বাক্ষী। এই কথা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, এমন কি আমরা মনে মনে বলিতে লাগিলাম হায়! যদি তিনি নীরব হইতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়াহ ফাজারী (র) ... ... আয়মান ইব্‌ন খুরাইম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) খুত্‌বা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ

يايها الناس عدلت شهادة الزور الاشراك بالله

হে লোক সকল! মিথ্যা সাক্ষীকে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক সমতুল্য করা হইয়াছে। এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি আহমাদ ইব্‌ন মানী (র)........... মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব। সুফিয়ান ইব্‌ন যিয়াদ (র) ব্যতিত অন্য কোন রাবী হইতে আমরা জানি না। অতএব তাহার পক্ষ হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে কিনা এই বিষয়ে মতবিরোধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আয়মান ইব্‌ন খুরাইম (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে হাদীসটি শুনিয়াছেন কিনা তাহাও আমরা নিশ্চিত জানি না। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ (র) ... ... খুরাইম ইব্‌ন ফাতিক আসাদী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাত পড়িলেন, এবং সালাত হইতে অবসর হওয়ার পর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ঃ

عدلت شهادة الزور الاشراك بالله

মিথ্যা সাক্ষীকে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করার পর্যায়ের করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

সুফিয়ান সাওরী (র) আসিম ইব্‌ন আবূ নুজূদ (র) ... ... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

عدلت شهادة الزور الاشراك بالله

অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করিলেন :

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ - حنفاء অর্থ সেই সকল লোক যাহারা বাতিল হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবলমাত্র সত্যের প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে। غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন প্রকার শিরকে জড়িত হয় না। যাহারা শিরক করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করে সে যেন আসমান হইতে অধঃপতিত হইয়াছে। فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ অতঃপর শূন্যেই পক্ষী তাহাকে ছোঁ মারিয়া ফাঁড়িয়া ফেলে اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু তাহাকে দূরে কোথাও নিক্ষেপ করিয়া ফেলে। হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসে রহিয়াছে ঃ ফিরিশতাগণ যখন কাফিরদের মৃত্যু ঘটায় এবং তাহার রুহ্ লইয়া আসমানে আরোহণ করে, তাহার জন্য আসমান-এর দ্বার খোলা হয় না। বরং সেখান হইতে তাহার রুহ্‌কে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, হাদীসটি সূরা ইব্‌রাহীম-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আন'আমে মুশরিকদের জন্য আরো একটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাহা হইল ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ـ

আপনি বলুন, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া কি এমন বস্তুকে আমরা পূজা করিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করিবার সামর্থ রাখে? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে হিদায়েত দান করিয়াছেন, ইহার পরও কি সেই ব্যক্তির মত আমরা উল্টা প্রত্যাবর্তন করিব? যাহাকে শয়তানের দল পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যাহার ফলে সে অস্থির ও দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিতেছে। তাহার কিছু সাথীও আছে যাহারা তাহাকে আহ্বান করিতেছে, যেন তুমি আমাদের কাছে আস। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্‌র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত (সূরা আন'আম ঃ ৭১)। অত্র আয়াতে

মুশরিকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন যাহাকে শয়তান ও জিন পাগল করিয়া ফেলিয়াছে।

(٣٢) ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

(٣٣) لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٠

অনুবাদ ঃ (৩২) ইহাই আল্লাহ্র বিধান এবং কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহাতে তাহার হৃদয়ের তাক্ওয়া সঞ্জাত। (৩৩) এই সমস্ত আন'আমে তোমাদিগের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্টকালের জন্য, অতঃপর উহাদিগের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশ সমূহের মর্যাদা রক্ষা করে অর্থাৎ উহা পালন করিয়া চলে। فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ এই নির্দেশ পালন ও উহার মর্যাদা রক্ষা করা অন্তরে আল্লাহকে ভয় করিবার দরুনই হইয়া থাকে। কুরবানীর পশুর মর্যাদা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। হাকাম (র) মিকসাম (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরবানীর পশু মর্যাদা রক্ষা করিবার অর্থ হইল, উহাকে মোটাতাজা করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, কুরবানীর পশুকে লালন পালন করিয়া উহাকে মোটা ও সুন্দর করাই হল কুরবানীর পশুর মর্যাদা রক্ষা করা।

আবূ উমামাহ (র) ... ... সাহল (রা) হইতে বর্ণিত। আমরা মদীনায় কুরবানীর পশুকে লালন পালন করিয়া মোটা ও সুন্দর করিতাম। এবং মুসলমানগণের ইহাই সাধারণ নিয়ম ছিল। রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছিলেন ইমাম বুখারী (র)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ دم عفراء أحب إلى الله من دم سودين একটি সাদা বর্ণের পশুর রক্ত দুইটি কালো বর্ণের পশুর রক্তের তুলনায় উত্তম। ইমাম আহমাদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। সাদা বর্ণের পশু কুরবানী করা অধিক উত্তম কিন্তু। অন্যান্য বর্ণের পশুকে কুরবানী করা জায়িয আছে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين امحلين اقرنين

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিং বিশিষ্ট দুইটি সাদা কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করিলেন। হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش اقرن كحيل ياكل في سواد وينظر في سواد وعشى في سواد

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিং বিশিষ্ট একটি সাদা কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করিলেন, যাহার মুখ, চক্ষু ও পা কালো ছিল। হাদীসটি সুনান গ্রন্থে সমূহে বর্ণিত। এবং তিরমিযী (র) বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সুনানে ইব্ন মাজাহ্ শরীফে হযরত আবূ রাফি' (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত মোটা চিতা ও শিং বিশিষ্ট দুইটি খাসী যবেহ্ করিলেন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুইটি মোটা তাজা চিতা শিং বিশিষ্ট খাসি যবেহ্ করিলেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে খাসী ক্রয়কালে উহার চক্ষু, কান ভালভাবে দেখিয়া লইতে হুকুম করিয়াছেন। আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি যাহার কানের অগ্রভাগ কিংবা পশ্চাৎভাগ কাটা, লম্বাভাবে যাহার কান চিড়া কিংবা যাহার কানে ছিদ্র আছে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

হযরত আলী (রা) হইতে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কান কাটা পশুকে কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, অর্ধেক বেশী কানকাটা কিংবা শিং ভাঙ্গা হইলে উহা দ্বারা কুরবানী কর যাইবে না। কোন কোন ভাষাবিদ বলেন, যদি উপরের শিং ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহাকে আরবী ভাষায় قصماء বলা হয়। যদি নিচের অংশ ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহাকে আরবীতে العضب বলা হয় এবং হাদীসের শব্দ হইল العضب الاذن। عضب এর অর্থ হইল, কানের কিছু অংশ কাটা। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে এইরূপ পশুকে কুরবানী করা জায়িয আছে অবশ্য মাকরূহ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ভাঙ্গা শিং ও কান কাটা পশুর দ্বারা কুরবানী করা জায়িয নহে। দলীল হিসাবে এই হাদীসকেই তিনি পেশ করেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, যদি শিং দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় তবে তো উহা দ্বারা কুরবানী জায়িয নহে। যদি রক্ত প্রবাহিত না হয় তবে সে ক্ষেত্রে উহা যথেষ্ট হইবে।

হাদীসে বর্ণিত, المقابلة শব্দের অর্থ হইল, ঐ সকল পশু যাহার কানের সম্মুখ ভাগ কাটা। المدابرة অর্থ যাহার পশ্চাৎভাগে কাটা। الشرقاء অর্থ যেই পশুর কান লম্বাভাবে কাটা। ইমাম শাফিয়ী ও আসমায়ী (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। الخرقاء অর্থ ঐ সব পশুর কান গোলাকার করিয়া ছিদ্র করা হইয়াছে। হযরত বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরবানীর পশুর মধ্যে চারটি দোষের মধ্য থেকে কোন একটি থাকিলে উহা দ্বারা কুরবানী বৈধ নহে : ১. টেড়া হওয়া, যাহার টেড়া হওয়া স্পষ্ট ২. রোগাক্রান্ত হওয়া, যাহার রোগও স্পষ্ট ৩. বিকলাঙ্গ হওয়া-যাহার বিকলাঙ্গ হওয়া স্পষ্ট ৪. অত্যধিক দুর্বল হওয়ার কারণে হাড্ডিতে মগজ না থাকে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) ও সুনানগ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই সকল দোষে দুর্বলতার কারণে মাংসের পরিমাণ কম হইয়া থাকে। এই কারণে উহা দ্বারা ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে কুরবানী জায়িয নহে। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণ।

সাধারণ রোগে আক্রান্ত হইলে ঐ পশুকে কুরবানী দেওয়া যাইবে কিনা এ সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র) হইতে দুই মত বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) উতবাহ ইব্ন আবদুস সুলাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত দুর্বল, মূল হইতে কান কাটা, শিং ভাঙ্গা ও অন্ধ পশুকে কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি এই প্রকার দোষযুক্ত পশু যবেহ্ করা হয় তবে উহা যথেষ্ট হইবে না। অবশ্য কোন পশুর কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবার পর যদি উল্লেখিত কোন দোষে দোষী হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে কুরবানী করা জায়িয হইবে। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তখনও জায়িয হইবে না।

ইমাম আহমাদ (র) আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি কুরবানী করিবার জন্য একটি দুম্বা ক্রয় করিলাম। কিন্তু একটি চিতাবাঘ আসিয়া উহার একটি উরু লইয়া গেল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ তুমি ইহাকেই যবেহ্ কর। ক্রয় করিবার সময়ই কুরবানীর পশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে যে উহার চক্ষু, কর্ণ দোষমুক্ত কিনা। তখন যদি কোন পশু সুন্দর ও মোটাতাজা হয় তবে পরবর্তীকালে কোন দোষযুক্ত হইলে কুরবানীতে কোন অসুবিধা হইবে না। যেমন ইমাম আহমাদ (র) ও আবূ দাউদ (র) আবদুল্লাহ্ উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) কুরবানীর জন্য একটি উত্তম পশু নির্দিষ্ট করিলেন, যাহার মূল্য তিন হাজার দীনার। অতঃপর হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো তিন হাজার দীনার মূল্যের একটি উট কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমি কি উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য দ্বারা আরো অনেক পশু ক্রয় করিয়া আল্লাহ্র রাহে কুরবানী করিতে পারি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না। তুমি উহাই কুরবানী করিবে। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরবানীর উটসমূহ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, أعظم الشعائر بيت الله সর্বাপেক্ষা বড় শি'আর ও নিদর্শন হইল বাইতুল্লাহ। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মূসা (র) বলেন, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করা, জামরা সমূহ, কংকর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডান ও কুরবানীর উট সমূহ আল্লাহ্র নিদর্শন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

"لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ"

কুরবানীর উট সমূহে তোমাদের জন্য অনেক উপকার রহিয়াছে। যেমন, উহার দুধ পান করা, উহার পশম ও উল ব্যবহার কর। নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উহার উপর আরোহণ করিয়া সফর করা।

মিকসাম (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। যাবৎ কোন উটকে কুরবানীর পশু হিসাবে নির্দিষ্ট না করিবে উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। মুজাহিদ (র) বলেন, আরোহণ করা, দুগ্ধ পান করা ইত্যাদি ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয যাবৎ না উহাকে কুরবানীর জন্য নামকরণ করিবে। কিন্তু নামকরণ করিবার পর আর উহা দ্বারা এ সকল উপকার গ্রহন করা যাইবে না। আতা, যাহ্হাক, আতা আল-খুরাসানী এবং আরো অনেকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যদি প্রয়োজন হয় তবে কুরবানী জন্য নামকরণ করিবার পরও উহার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাহার কুরবানীর উট হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ 'اركب' উহাতে তুমি আরোহন কর। লোকটি বলিল, ইহা কুরবানীর উট। তখন ও তিনি বলিলেন ঃ اركبها ويحك আরে তুমি উহাতে সওয়ার হও না কেন ? তোমার বিনাশ হউক। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ اركبها بالمعروف اذا الجئت। তুমি যখন তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হও, তখন উহাতে উত্তমরূপে সাওয়ার হইতে পার। শু'বা (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার তিনি এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উষ্ট্রী টানিয়া লইতে যাইতে দেখিলেন, উষ্ট্রীর সহিত ইহার বাচ্চাও আছে। তখন তিনি বলিলেন, বাচ্চার দুধ পান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা তুমি পান করিতে পারিবে। যখন কুরবানীর দিন সমাগত হয় তখন উষ্ট্রী এবং উহার বাচ্চা উভয়কে যবেহ করিবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অতঃপর ঐ সকল কুরবানীর পশুর হালাল হইবার স্থান হইল নিরাপদ কা'বা গৃহের নিকটস্থ স্থান।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ (সূরা মায়িদা ঃ ৯৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ والهدى معكوفا ان يبلغ محله (সূরা ফাত্হ ঃ ২৫) উভয় আয়াত দ্বারা ইহা স্পষ্ট যে কুরবানীর পশু যবেহ্ করিতে হইলে বাইতুল্লাহর নিকটস্থ স্থানেই করিতে হইবে। اَلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। জুরাইজ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলিতেন, كل من طاف بالبيت فقد حل যে কোন ব্যক্তি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করিল সে হালাল হইল। ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ কে উহার দলীল হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(٣٤) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

(٣٥) الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৩৪) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়াছি সে গুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদিগের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পন কর এবং সুসংবাদ বিনীতগণকে। (৩৫) যাহাদিগের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যাহারা তাহাদিগের বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাহাদিগকে যে রিযক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কুরবানীর পশু যবেহ্ করা এবং রক্ত প্রবাহিত করা প্রত্যেক ধর্মেই একটি বিশেষ বিধান ছিল। আলী ইবন আবূ তালহা (র)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, مَنْسَكًا অর্থ ঈদ অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি একটি ঈদের দিন নির্ধারণ করিয়াছি। ইকরিমাহ (র) বলেন, مَنْسَكًا অর্থ যবেহ্ করা। যায়িদ ইবন আসলাম (র) বলেন, مَنْسَكًا অর্থ কুরবানীর স্থান অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একটি কুরবানীর স্থান নির্ধারণ করিয়াছি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

যেন তাহারা সেই সকল নির্দিষ্ট পশুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে রিযিক হিসাবে দান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দুইটি শিং বিশিষ্ট চিতা ভেড়া আনা হইল। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করিলেন, 'আল্লাহ্ আকবার' বলিলেন এবং উহার গর্দনের উপর পা রাখিয়া যবেহ্ করিলেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবন হারূন ... ... যায়িদ ইবন আরকাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কি ? তিনি বলিলেন ঃ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ইহা তোমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে আমাদের কি সাওয়াব হইবে? তিনি বলিলেন ঃ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি নেকী হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, পশমের বিনিময়েও কি সাওয়াব হইবে ? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক পশমের বিনিময়েও সাওয়াব হইবে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا

তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র একজনই। অতএব তোমরা কেবল তাঁহারই অনুগত হইয়া থাক। যদিও আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীয়াত পৃথক পৃথক এবং কোন কোন শরীয়াত কোন শরীয়াতকে মানসূখ ও রহিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আহ্বান করিতেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۰

আপনার পূর্বে যেই সকল নবীকেই আমি প্রেরণ করিয়াছি, তাহার নিকট আমি এই ওহী প্রেরণ করিয়াছি যে, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ-মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা কেবল আমারই উপাসনা কর (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫)। যেহেতু মা'বূদ-ইলাহ কেবল আল্লাহই।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَهُ أَسْلِمُوا অতএব কেবল তাঁহারই অনুগত হইয়া যাও, কেবল তাঁহারই ইবাদত কর। وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ মুজাহিদ (র) বলেন, مُخْبِتِينَ অর্থ, مُطْمَئِنِّينَ শান্ত লোক। যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ مُتَوَاضِعِينَ বিনয়ী ও নম্র লোক। আমর ইবন আওস (র) বলেন, الْمُخْبِتِينَ অর্থ, যাহারা যুলুম করে না আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইলে প্রতিশোধ গ্রহন করে না। সাওরী (র) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ এর অর্থ করিয়াছেন যেই সকল লোক আল্লাহর ফয়সালা ও তাক্দীরের উপর সন্তুষ্ট। তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করুন। কিন্তু الْمُخْبِتِينَ এর যেই তাফসীর ইহার পর দেওয়া হইয়াছে উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ الَّذِينَ إِذَا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ যেই সকল লোক যাহাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়। وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ এবং বিপদে ধৈর্যধারন করে। হযরত হাসান বাসরী (র) বলিলেন, وَاللّٰهِ لَنَصْبِرَنَّ أَوْ لَنَهْلِكَنَّ আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারন করিব অথবা ধ্বংস হইয়া যাইব।

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ আর যাহারা সালাত কায়েম করে। অধিকাংশ কারীগণ অর্থাৎ সাতকারী ও দশকারী সকলেই ইযাফাত এর সহিত অর্থাৎ الصلوة-কে যের পড়িয়া থাকেন। ইবন সুমাইফি, والمقيمين الصلوة এর মধ্যে الصلوة কে পড়েন। হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণিত ঃ তিনি والمقيمى الصلوة পড়িতেন। তবে তাঁহার মতে المقيمى এর শেষের নূনকে তাখফীফ ও সহজ করিয়া পড়িবার জন্য ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইযাফাতের কারণে নহে। ইযাফতের কারণে ফেলিয়া দেওয়া হইলে الصلوة এর শেষে যের দিয়া পড়া ওয়াজিব হইত। কিন্তু উহাকে যবর সহ পড়া হয়। অর্থাৎ তাহাদের উপর আল্লাহ্ যেই সকল ফরয পালন করিবার দায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন তাহারা উহা যথাযথভাবে পালন করে। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ আর আমি তাহাদিগকে যেই হালাল রিযিক দান করিয়াছি তাহারা উহা স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র ও মুখাপেক্ষীগণের জন্য ব্যয় করে। এবং আল্লাহর হুকুম ও সীমারেখা লংঘন না করিয়া তাহারা মাখলূকের প্রতি সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু মুনাফিকদের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

(٣٦) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

অনুবাদ ঃ (৩৬) এবং উষ্ট্রকে করিয়াছি আল্লাহ্র নিদর্শনগুলির অন্যতম, তোমাদিগের জন্য উহাতে মঙ্গল রহিয়াছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহাদিগের উপর তোমরা আল্লাহ্র নাম লও। যখন উহারা কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে, যাচ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে, এইভাবে আমি উহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি যেই সকল ও অনুগ্রহ করিয়াছেন উহা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি তোমাদিগের জন্য কুরবানীর পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল পশুকে তাহার নিদর্শনও করিয়াছেন আর উহাকে বাইতুল্লায় আল্লাহ্র দরবারে কুরবানীর পশু ও হাদীয়া হিসাবে প্রেরণ করিবার জন্য ইহাই সর্বোত্তম হাদীয়া হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ـ

তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অসম্মান করিও না এবং কুরবানী করিবার জন্য প্রেরিত পশু এবং ঐ সকল পশু যাহাদের গলায় রশি পরিধান করান হইয়াছে। আর ঐ সকল লোক যাহারা পবিত্র বাইতুল্লাহ উদ্দেশ্যে গমন করিতেছে ; এই সকলের অসম্মান করিও না। (সূরা মায়িদা ঃ ২)

ইবন জুরাইজ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে البدن। অর্থ কি এই সম্পর্কে আতা (র) বলেন, البدن। অর্থ, উট ও গরু। ইবন উমর (রা) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ও হাসান বাসরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, البدن। অর্থ উট। আমি (ইবন কাসীর) বলি, البدنة। অর্থ, উট। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে গরুর উপর উহাকে প্রয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রহিয়াছে। তবে সঠিক মত হইল,

গরুর উপরও উহার শরয়ী প্রয়োগ বিশুদ্ধ। যেমন হাদীস শরীফে অনুরূপ প্রয়োগ বর্ণিত আছে।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সাত পক্ষ হইতে একটি উট কুরবানী দেওয়া জায়িয। অনুরূপভাবে একটি গরু ও সাত জনের পক্ষ হইতে কুরবানী দেওয়া জায়িয আছে। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك فى الأضاحى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে একটি কুরবানীর উটে সাত জনকে শরীক হইবার অনুমতি দান করিয়াছেন। অনুরূপভাবে একটি কুরবানীর গরুতেও সাত জনকে শরীক হইবারও অনুমতি দান করিয়াছেন।

ইসহাক ইবন রাহ্ওয়াহ (র) বলেন, গরু ও উট দশ জন লোকের পক্ষ হইতে কুরবানী করা জায়িয আছে। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও সুনানে নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিষয়টি বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ

তোমাদের জন্য ঐ সকল পশুর মধ্যে কল্যাণ অর্থাৎ পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। সুলায়মান ইবন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত ঃ

ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحبّ الى الله من اهراق دم وانّها لتاتى يوما القيامة بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوبها نفسا .

কুরবানীর দিনে মানুষ যত আমল করে, কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় আমল আর একটিও নাই। কিয়ামত দিবসে ঐ সকল পশু তাহাদের শিং, ক্ষুর ও পশম সহ হাযির হইবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে গড়াইবার পূর্বেই উহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া যায়। অতএব আল্লাহর এই অনুগ্রহে আনন্দিত হইয়া যাও। হাদীসটি ইব্ন মাজাহ্ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আবূ হাযিম (র) ঋণ গ্রহন করিয়া বাইতুল্লাহ শরীফে কুরবানীর পশু প্রেরণ করিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি ঋণ গ্রহন করিয়া কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَكُمْ فِيْهَا

خَيْرٌ 'তোমাদের জন্য ইহাতে কল্যাণ রহিয়াছে'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما انفقت الورق فى شى افضل من نحيرة فى يوم عيد

কুরবানীর ঈদে কুরবানী করায় যেই রৌপ্যমুদ্রা তুমি খরচ করিয়াছ উহা অপেক্ষা উত্তম কোন কাজে উহা তুমি খরচ কর নাই। ইমাম দারে কুত্নী (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'خير' অর্থ, বিনিময় ও উপকার সমূহ। ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, প্রয়োজন হইলে কুরবানীর পশুর উপর আরোহন করা যাইতে পারে এবং উহার দুধ দোহন করা যাইতে পারে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

তোমরা ঐ সকল পশু সমূহের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।

মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি ঈদুল আযহায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পশ্চাতে সালাত পড়িলাম। তিনি সালাত হইতে অবসর হইলে একটি ভেড়া আনা হইল। এবং তিনি উহা যবেহ্ করিলেন। যবেহ্ করিতে সময় তিনি বলিলেন ঃ

بسم الله والله أكبر اللّهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمّتى

আল্লাহর নামে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, হে আল্লাহ্! এই কুরবানী আমার পক্ষ হইতে এবং আমার উম্মাতের যাহারা কুরবানী করে নাই তাহাদের পক্ষ হইতে।

হাদীসটি আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, হযরত যাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিনে দুইটি দুম্বা যবেহ্ করিলেন। তিনি উহা যবেহ্ করিবার জন্য কিব্লামুখী করিলেন তখন, বলিলেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهٖ .

যেই মহান সত্তা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে আমি কেবল তাঁহার প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছি, আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি। আমার সালাত, আমার কুরবানী আমার জীবন

ও মৃত্যু সব কিছুই রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁহার কোন শরীক নাই. আমাকে ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে। আর আমি প্রথম মুসলমান। হে আল্লাহ্ ! তোমার পক্ষ হইতে তোমার জন্য মুহাম্মদ ও তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে এই কুরবানী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিসমিল্লাহ্ পাঠ করিলেন, আল্লাহু আকবার বলিলেন ও যবেহ্ করিলেন।

আলী ইবন হুসাইন (র) আবূ রাফি, (রা) হইতে বর্ণনা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরবানী করিতেন, তিনি হৃষ্টপুষ্ট, শিং বিশিষ্ট দুইটি ভেড়া ক্রয় করিতেন এবং সালাত ও খুত্বা হইতে অবসর হইলে, উহার একটি ঈদগায় আনা হইত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে যবেহ্ করিতেন। এবং এই দোয়া পড়িতেন ঃ

أَللّٰهم هذا عن امتى جميعها من شهدلك بالتوحيد وشهدلى بالبلاغ ۔

হে আল্লাহ্ ! এই কুরবানী আমার সকল উম্মাতের পক্ষ হইতে, যে আপনার তাওহীদের ও আমার রিসালতের সাক্ষ্য প্রদান করে। অতঃপর অপর ভেড়া ও আনা হইল এবং উহাকে তিনি স্বহস্তে যবেহ্ করিতেন। তখন তিনি বলিতেন ঃ هذا عن محمد وال محمد ইহা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে। অতঃপর দরিদ্র মিসকীন লোকদিগকে উভয় প্রকার গোশ্ত হইতে আহার করাইতেন। এবং নিজে ও তাহার পরিবারের লোক উভয় প্রকার গোশ্ত হইতে খাইতেন। ইবন মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আ'মাশ (রা) আবূ জুবইয়ান (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ এর অর্থ হইল, কুরবানীর পশুকে উহার সামনের এক পা বাঁধিয়া তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান করিয়া উহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অর্থাৎ এই দু'আ পড়িবে ঃ

بسم الله والله أكبر لا اله إلا الله اللّٰهم منك ولك

মুজাহিদ, আওফী ও আলী ইবন আবূ তাল্হা, (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন তুমি উহার পা বাঁধিয়া ফেলিবে তখন উহা তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইবে। ইব্ন নজীহ (র) ও অনুরূপ ও বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, এক পা বাঁধিয়া ফেলিলে তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি একবার এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যে তাহার কুরবানীর উটকে শায়িত করিয়া যবেহ্ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া ইবন উমর (রা) বলিলেন, উহাকে খাড়া করিয়া এক পা বাঁধিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত মুতাবিক যবেহ্ কর।

হযরত যাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ উটের পা বাঁধিয়া অবশিষ্ট তিন পায়ের উপর খাড়া করিয়া নহর করিতেন। হাদীসটি আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন লাহীআহ (রা) বলেন, আতা ইব্ন দীনার (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। একবার সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিককে বলিলেন, নিজে ডান দিকে দণ্ডায়মান হউন এবং বাম দিকে নহর করুন।

মুসলিম শরীফে বিদায় হজ্জের আলোচনায় হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই হজ্জে স্বহস্তে তেষট্টিটি উট কুরবানী করিয়াছেন। হাতের একটি ছুরী দ্বারা যখম করিয়া দিতেন। আবদুর রাজ্জাক (র) মা'মার (র) সূত্রে কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট صوافن রহিয়াছে অর্থাৎ খাড়া করিয়া পা বাঁধিয়া এবং মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। صواف এর অর্থ হইল 'সারিবদ্ধ হওয়া'। তাউস, হাসান এবং আরো অনেকে فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ এর অর্থ করেন খালিস, অর্থাৎ পূর্ণ ইখ্লাস সহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। মালিক যুহরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মালিক যুহরী (র) হইতে এই অর্থ বলিয়াছেন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) صَوَافَّ এর অর্থ বলেন, পূর্ণ ইখ্লাস সহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিবে। জাহেলী যুগের ন্যায় উহাতে যেন কোন প্রকার শিরক মিশ্রিত না থাকে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কুরবানী পশু যমীনের পড়িয়া যাইবে। হযরত আব্বাস (রা) হইতে এক বর্ণনায় ইহা বর্ণিত আছে এবং মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল, কুরবানীর পশুগুলিকে নহর করা হইবে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, নহর ও যবেহ্ করিবার পর যখন প্রাণ বাহির হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) কথার উদ্দেশ্য ইহাই। কারণ নহর ও যবেহ্ করিবার পর যাবৎ না প্রাণ বাহির হইবে উহা হইতে আহার করা জায়িয নাই।

একটি মারফূ হাদীসে বর্ণিত لا تعجلوا النفوس ان تزهق পশুর প্রাণ বাহির করিতে অস্থির হইও না। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যখন উহার প্রাণ বাহির হয় এবং উহার পরই উহা হইতে খাইবে। ইমাম সাওরী (র) তাঁহার 'জামি' গ্রন্থে আইউব (র) ... ... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত। শাদ্দাদ ইব্ন আওস (র)-এর রিওয়ায়েত ইহার সমর্থন করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ .

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব তোমরা যখন শত্রুকেও হত্যা কর তবে তখনও উত্তমরূপেই হত্যা কর এবং যখন কোন প্রাণীই যবেহ্ কর তখন উহাকে উত্তমরূপে যবেহ কর। আর তোমাদের মধ্যে হইতে যে যবেহ্ করিবে সে ছুরি ধারালো রাখে এবং যবেহকৃত প্রাণীকে আরাম দেয়।

আবূ ওয়াকিদ লাইসী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة

জীবিত প্রাণীহ্ হইতে যাহা কিছু নওয়া হয় উহা মৃত। আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

কোন কোন সালফ বলেন, كلوا منها এই নির্দেশ হইল অনুমতি ও মুবাহ্মূলক। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইহা মুস্তাহাবমূলক। কেহ কেহ বলেন, নির্দেশটি ওয়াজিব মূলক। القانع ও المعتر। এর অর্থ কি সে সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ আছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'القانع'-এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন "যেই ব্যক্তি তোমার দেওয়া বস্তুর উপর সন্তুষ্ট থাকে, সে ভিক্ষার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে না।" আর المعتر। অর্থ যেই ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজনের তাগীদে ঘর হইতে বাহির তো হয় কিন্তু কাহার নিকট তাহার প্রয়োজন পেশ করে না। মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (রা)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : 'القانع।' হইল, ঐ ব্যক্তি যে কাহারও নিকট স্বীয় প্রয়োজন পেশ করে না এবং 'المعتر।' হই, সেই ব্যক্তি যে তাহার প্রয়োজন মানুষের নিকট পেশ করে। কাতাদাহ, ইব্রাহীম নাখয়ী (র) এবং এক বর্ণনা অনুসারে মুজাহিদ (র) মতও ইহাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ ,যায়িদ ইব্ন আসলাম ,কালবী, হাসান বাসরী , মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও মালিক ইব্ন আনাস (রা) বলেন, 'القانع।' অর্থ যেই ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট তবে, তোমার নিকট প্রার্থনা করে। আর المعتر। বলা হয় ঐ ব্যক্তি যে তোমার নিকট কাকুতী মিনতী তো করে কিন্তু তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে না।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, القانع। অর্থ, সাওয়ালকারী। কবি শাম্মাখ বলেন,

لمال المرأ يصلحه فيغني * مفاقره أعف من القنوع

অত্র কবিতায় 'القنوع।' শব্দের অর্থ 'সাওয়ালকারী'। ইব্ন যায়িদ (রা) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, القانع। ঐ মিসকীনকে বলা হয় যে তাহার প্রয়োজনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। আর 'معتر' বলা হয়, দুর্বল বন্ধু যে সাক্ষাৎ করিতে আসে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) হইতেও ইহা বর্ণিত আছে। মুজাহিদ (র) বলেন, 'القانع।' বলা হয় 'তোমার ঐ প্রতিবেশীকে যে তোমার ঘরের প্রবেশ করে যাবতীয় বস্তু দেখিতে পায়'। আর 'المعتر।' বলা হয় যে মানুষ হইতে পৃথক থাকে। মুজাহিদ (র) হইতে আরোও বর্ণিত 'القانع।' বলা হয় লোভী ব্যক্তিকে এবং 'المعتر।' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে কুরবানীর উটের সম্মুখে আসে, চাই সে ধনী হউক কিংবা দরিদ্র। ইকরিমাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইকরিমাহ (র) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, 'القانع।' অর্থ মক্কার অধিবাসী। ইমাম ইব্ন জরীর (র)-এর মত পোষণ করিয়াছেন যে, 'القانع।' অর্থ সাওয়ালকারী এবং 'المعتر।' শব্দটি الاعتراء। হইতে নির্গত, المعتر। বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কিছু অংশ লাভের জন্য মানুষের কাছে উপস্থিত হয়।

যাহারা এইমত পোষণ করেন যে, কুরবানীর গোশ্ত তিন ভাগে ভাগ করিতে হইবে, এক ভাগ নিজের জন্য, এক ভাগ আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং এক ভাগ দরিদ্র লোকদের জন্য। তাহারা দলীল হিসাবে এই আয়াত পেশ করেন ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি তোমাদিগকে তিন দিনের অতিরিক্ত গোশ্ত জমা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন যত ইচ্ছা খাও ও জমা কর। অন্য এক রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, "তোমরা খাও জমা কর ও সাদাকা কর"। অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত 'তোমরা খাও অন্যকে খাওয়া ও সাদাকা কর'। দ্বিতীয় মত হইল, কুরবানীর দাতা গোশ্তের অর্ধেক নিজে খাইবে এবং অর্ধেক সাদাকা করিয়া দিবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

তোমরা নিজেরা খাও ও অসহায় দরিদ্রকে খাওয়াও। (সূরা হাজ্জ ঃ২৮)

হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ فكلوا وادخروا وتصدقوا খাও, জমা কর ও সাদাকা কর।

যদি কেহ তাহার কুরবানী সম্পূর্ণ গোশ্ত নিজে আহার করে তবে কোন ফকীহের মতে কোন অসুবিধা নাই। কেহ কেহ বলেন, তাহার আরো একটি কুরবানী দিতে হইবে। কিংবা কুরবানীর মূল্য সাদাকা দিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, অর্ধেক মূল্য দান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, এক তৃতীয়াংশ মূল্য দান করিবে। কেহ বলেন, সর্বনিম্ন অংশের মূল্য দান করিবে। ইহাই ইমাম শাফিয়ী (র)-এর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ মত।

কুরবানীর পশুর চামড়া সম্পর্কে কাতাদাহ ইব্ন নু'মান (র) হইতে মুসনদ আহমদ-এ বর্ণিত,

فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها

তোমরা কুরবানীর গোশ্ত নিজেরা খাও, দান কর ও উহার চামড়া দ্বারা উপকৃত হও কিন্তু ইহা বিক্রয় করিও না।

উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, চামড়া বিক্রয় করা জায়িয আছে। কেহ কেহ বলেন, দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে।

মাসআলা

হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণিত।, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরবানীর দিনে সর্বপ্রথম কাজ হইল সালাত পড়া, অতঃপর আমরা ঘরে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুরবানী করিব। যেই ব্যক্তি এই রূপ করিল সেই তো আমার নিয়ম পালন করিল। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই কুরবানী করিল তাহার কুরবানী হইল না। সে কেবল তাহার পরিবারবর্গের জন্য গোশ্তের ব্যবস্থা করিল, কুরবানীর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শাফিয়ী (র) এবং উলামায়ে কিরামের একটি জামায়াত বলেন, ঈদুল আযহার দিনে সূর্যোদয়ের পরে ঈদের সালাত ও দুইটি খুতবা সম্পন্ন করিবার পরই কুরবানীর সময় হয়। ইমাম আহমাদ (র) আরো কিছুই অতিরিক্ত করিয়া বলেন, সালাত ও খুত্বা শেষে ইমাম কুরবানী করিলেই অন্যান্য লোক কুরবানী করিবে। কারণ, মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ وان لا تذبحوا حتى يذبح الامام আর তোমরা ইমাম যবেহ্ করিবার পূর্বেই যবেহ্ করিবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, গ্রামের লোকদের জন্য ফজরের পরেই কুরবানী করা জায়িয আছে। কারণ, তাহাদের উপর ঈদের সালাত ওয়াজিব নহে। অবশ্য শহরবাসীদের জন্য সালাতের পূর্বে কুরবানী করা জায়িয নহে।

এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে যে, কুরবানী কি একদিনেই করিতে পারিবে না অন্য কোন দিনেও। এই বিষয়ে কোন কোন উলামায়ে কিরামের মত, শহরের লোকেরা কেবল দশ তারিখেই কুরবানী করিতে পারিবে। কারণ, তাহারা সহজেই কুরবানী পশু লাভ করিতে পারে। আর গ্রামের লোকেরা দশ তারিখ ছাড়া আইয়্যামে তাশরীকে কুরবানী করিতে পারিবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, দশম তারিখে এবং উহার পরবর্তী একদিনেই সকলে কুরবানী করিতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন, দশম তারিখের পরে দুই দিন কুরবানী করিতে পারিবে। ইমাম আহমাদ (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন। কেহ বলেন, দশম তারিখ ও আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিনও কুরবানী করিতে পারিবে। ইমাম শাফিয়ী (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন। জুবাইর ইব্ন মুতঈম (র) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ايام التشريق كلها ذبح আইয়্যামে তাশরীকের প্রত্যেক দিনই যবেহ্ করা যায়। ইমাম আহমাদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যিলহজ্জ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত কুরবানী করা যায়। ইবরাহীম নাখয়ী ও আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মতটি অত্যন্ত দুর্বল।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَكَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আর এমনি করেই আমি ঐ সকল পশু গুলিকে তোমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি, তোমাদের ইচ্ছা হইলে তোমরা উহাতে আরোহণ করিবে, ইচ্ছা হইলে উহার দুধ দোহন করিবে, প্রয়োজন হইলে তোমরা যবেহ করিয়া উহার গোশ্ত খাইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ . وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ . وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ .

তাহারা কি ইহাই লক্ষ্য করে নাই যে, আমি তাহাদের জন্য আমার হাতে সৃষ্টবস্তু সমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহারা সেই সকল জন্তুর মালিক হইয়াছে। আর সেই চতুষ্পদ প্রাণীগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। তনন্তর উহাদের কিছু তো তাহাদের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাহারা কিছু আহার করে। উহাদের মধ্যে তাহাদের জন্য আরো অনেক উপকার রহিয়াছে এবং পানীয় বস্তু সমূহ ও তবু তাহারা শোকর করিবেনা। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭১)

এই আয়াতে অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অনুরূপভাবে আমি সেই সকল পশুসমূহকে তোমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি সম্ভবত তোমরা শোকর করিবে।

(৩৭) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (৩৭) আল্লাহ্‌র নিকট পৌছায় না উহাদিগের গোশ্‌ত এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদিগের তাক্ওয়া, এই ভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্ম-পরায়ণ-দিগকে।

তাফসীর ঃ ইরশাদ হইয়াছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এই সকল কুরবানীর যবেহ্ করিবার নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল, তোমরা উহা যবেহ্ করিবার সময় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে। গোশ্‌ত আহার করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তো সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত কিংবা রক্ত কিছুই তাঁহার নিকট পৌছায় না এবং ঐ সকল বস্তুর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি এই সকল বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বে-নিয়ায। জাহেলী যুগের নিয়ম ছিল, যখন তাহারা কুরবানী করিত তখন তাহারা কুরবানীর গোশ্‌ত তাহাদের মূর্তির সম্মুখে রাখিয়া দিত এবং মূর্তির উপর রক্ত ছিটাইয়া দিত। অতএব আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا। কখনো আল্লাহ্‌র নিকট কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত পৌছায় না আর না উহার রক্তও।

ইবন আবু হাতিম (র) বলেন আলী ইবন হুসাইন (র) ... ... ইবন জুরাইজ হইতে বর্ণিত।, তিনি বলেন জাহেলী যুগে কাফিররা মূর্তিকে উটের রক্ত মাখাইয়া দিত। এবং সম্মুখে গোশ্‌ত রাখিয়া দিত। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিলেন, বাইতুল্লাহকে আমরাও রক্ত মাখাইয়া দেওয়ার অধিকার রাখি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۔

কেবল তোমাদের তাক্ওয়াকেই কবুল করেন এবং উহার সাওয়াব দান করিয়া থাকেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلٰى اَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা না তোমাদের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন আর না তোমাদের মালের প্রতি তাকান এবং তোমাদের অন্তর আমল সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَقَعُ اِلٰى يَدِ الرَّحْمٰنِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ فِى السَّائِلِ الخ

সাদাকার মাল ভিক্ষুকের হাতে পৌছিবার পূর্বেই আল্লাহ্‌র হাতে পৌছায় ... ...। অনুরূপভাবে কুরবানীর পশুর রক্ত যমীনের পড়িবার পূর্বেই উহা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হইয়া যায়। হাদীসটি ইবন মাজাহ ইমাম তিরমিযী (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়াছেন। হাদীসের মর্ম হইল, যেই ব্যক্তি ইখলাসের সহিত আমল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আমলকে কবূল করেন।

ইমাম ওকী (র).......... যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি আমির শা'বী (রা) কে কুরবানী চামড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন ঃ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا আল্লাহ্‌র কাছে তো উহার গোশ্‌ত পৌছে না উহার রক্ত। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে উহা তুমি বিক্রয় কর আর ইচ্ছা হইলে রাখিয়া দাও। আর ইচ্ছা হইলে সাদাকা করিয়া দাও। كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ এই কারণেই তিনি তোমাদের জন্য কুরবানী পশু সমূহকে বশীভূত করিয়াছেন لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ তিনি যে তোমাদিগকে তাহার দীনের প্রতি, তাঁহার শরীয়াতের প্রতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্যাবলীর প্রতি হিদায়েত দান করিয়াছেন এবং তাঁহার অপসন্দীয় ও ঘৃণিত বস্তু হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তোমরা যেন উহার শোকর কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

হে মুহাম্মদ ! আপনি সেই সকল লোকজনকে সুসংবাদ দান করুন। যাহারা তাহাদের আমল সুন্দর করে শরীয়াতের সীমারেখার মধ্যে তাহারা কায়েম থাকে। এবং উহার রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গামকে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে।

মাসআলা

ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক ও সাওরী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাহার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। অবশ্য ইমাম আযম আবূ

হানীফা (র) এই শর্তও আরোপ করিয়াছেন। ইহার জন্য মুকীম ও স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে। তাঁহারা দলীল হিসাবে ইমাম আহমাদ ও ইবন মাজাহ (র) কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, মারফূ হাদীসকে পেশ করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ من وجد سعة لم يضح فلا يقربن مصلانا যেই ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করেনা সে যেন আমাদের ঈদগাহ উপস্থিত না হয়। হাদীসটির মধ্যে গরীবাত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ইমাম আহমাদ (র) ইহাকে মুনকার মনে করিয়াছেন। হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ বৎসরকাল কুরবানী করিয়াছেন।

ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, কুরবানী করা ওয়াজিব নহে বরং মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ ليس فى المال حق سوى الزكوة মালের মধ্যে যাকাত ব্যতিত অন্য কোন হক নাই। পূর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার উম্মাতের পক্ষ হইতে কুরবানী করিয়াছেন। অতএব উম্মাতের উপর হইতে কুরবানী ওজুব শেষ হইয়া গিয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা)বলেন, আমি হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর প্রতিবেশী ছিলাম। কিন্তু তাঁহারা এই ভয়ে কুরবানী করিত না যে, অন্য লোক ও তাঁহাদের অনুসরণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, কুরবানী করা সুন্নাতে-কিফায়াহ; বাড়ীর কিংবা মহল্লার একজন করিলে সকলের পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যাইবে। কারণ কুরবানী দ্বারা ইসলামের শি'আর নিদর্শন প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। মহল্লার একজন করিলে উহার প্রকাশ ঘটে। ইমাম আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ মিনহাদ ইবন সুলাইম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। মিনহাদ ইবন সুলাইম (র) আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

على كل أهل بيت فى كل عام اضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هى اللتى تدعونها الرجبيه ۔

প্রত্যেক বৎসর প্রতি বাড়ীর লোকের উপর একটি কুরবানী ও আতীরাহ ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি জান, 'আতীরাহ' কাহাকে বলে? আতীরাহ উহাকে বলা হয় যাহাকে তোমরা 'রবীয়াহ' বলিয়া থাক। অবশ্য হাদীসের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা করা হইয়াছে। আবূ আইয়ুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে সকলের পক্ষ হইতে একটি ছাগল কুরবানী দেওয়া হইত। অতঃপর সকলেই উহা খাইত এবং অন্যকে উহা খাওয়াইত। পরবর্তীকালে লোক গর্ব করিতে শুরু করিয়াছে এবং সকল দৃশ্য সকল তোমাদের সম্মুখে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবন হিশাম (র) বলেন, বাড়ীর সকলের পক্ষ হইতে একটি ছাগল কুরবানী করিতেন। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন; অবশ্য কুরবানীর পশুর বয়স কি হইতে হইবে, এই সম্পর্কে হযরত জাবির (রা) হইতে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

তোমরা এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এমন ভেড়া ব্যতিত যবেহ্ করিওনা; অবশ্য তোমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে তবে সেই ক্ষেত্রে ছয় মাসের ভেড়াও যবেহ্ করিতে পার। এই হাদীস দ্বারা ইমাম যুহরী (র) প্রমাণ করেন যে, ছয় মাসের ভেড়া কুরবানীর জন্য যথেষ্ট নহে। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, প্রত্যেক জাতির ছয় মাসের পশু কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল, উট, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রত্যেকের 'সানী' দ্বারা কুরবানী করা জায়িয আছে। উট 'সানী' হয় যখন পাঁচ বৎসর শেষ করিয়া ছয় বৎসরে পদার্পণ করে। গরু 'সানী' হয় যখন দুই বৎসর শেষ হইয়া তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করে। কেহ কেহ বলেন, যেই গরু তিন বৎসর সম্পন্ন হইয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ছাগলের 'সানী' হয় দুই বৎসর শেষ হইবার পর তিনি বৎসরে পদার্পণ করিলে। ভেড়ার جذع বলা হয় যাহার এক বৎসরে পূর্ণ হইয়াছে। কেহ বলেন, যাহার দশ মাস পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যাহার ছয় মাস পূর্ণ হইয়াছে। ইহাই সর্ব নিম্নরূপ। ইহা হইতে কম বয়স হইলে উহাকে বলা হয় হামল। হামল ও জাযা এর মধ্যে পার্থক্য হইল হামল অবস্থায় পশমগুলি খাড়া থাকে। এবং 'জাযা' অবস্থায় উহার পশম শরীরের সহিত সমান হইয়া বসিয়া যায়।

(৩৮) إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ .

অনুবাদ ঃ (৩৮) আল্লাহ্ রক্ষা করেন মু'মিনদিগকে; তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পসন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ ইরশাদ হইয়াছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই সকল বান্দাগণ হইতে যাহারা তাঁহার প্রতি ভরসা করে শত্রুর সকল চক্রান্ত প্রতিহত করেন তাহাদের সংরক্ষণ করেন এবং তাহাদের সাহায্য করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

আল্লাহ্ কি তাহাদের বান্দাগণের জন্য যথেষ্ট নহেন? (সূরা যুমার ঃ ৩৬)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আল্লাহ্ তাহার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কাজ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা তালাক ঃ ৩)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

যেই লোক খিয়ানত ও নাশোকরী দোষে দোষী হয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না।

(৩৯) أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ

(৪০) الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۙ

অনুবাদ ঃ (৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে; আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম। (৪০) তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে তাহারা বলে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান গীর্জা, ইয়াহূদীগের উপসনার স্থান এবং মসজিদ সমূহ যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাকে সাহায্য করেন যে, তাহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আওফী (র)হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সঙ্গীগণকে যখন মক্কা হইতে বহিষ্কার করা হয় আলোচ্য আয়াত কয়টি তখন অবতীর্ণ হয়। মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এবং সালফ হইতে আরো অনেকেই ইব্ন আব্বাস, উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর, যায়িদ ইব্ন আসলাম, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য মনিষীগণ বলেন, জিহাদ, সম্পর্কে সর্বপ্রথম এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা অনেকেই ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দাউদ ওয়াসিতী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) কে যখন মক্কা হইতে বহিষ্কার করা হয়, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, তাহারা তাহাদের নবীকে বাহির করিয়াছে। ইন্না লিল্লাহি-তাহারা অবশ্যই ধ্বংস হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, অবশ্যই যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। ইমাম আহমাদ (র) ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আল-আযরাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইসহাক ইব্ন ইউসুফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইসহাক ও ওয়াকী উভয়ই সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) 'হাসান' বলিয়া অভিমত পেশ করিয়াছেন। অবশ্যই হাদীসটি আরো অনেকেই সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ঐ সকল সনদে উল্লেখ করা হয় নাই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

إِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে যুদ্ধ ছাড়াই সাহায্য করিতে সক্ষম। তবুও তিনি ইহাই পসন্দ করেন, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে সংগ্রাম করে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى إِذَا أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۔ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۔

যখন কাফিরদের সহিত তোমাদের মোকাবিলা হয় তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত করিতে থাক। এমন কি যখন তাহাদের রক্তস্রোত প্রবাহিত করিবে তখন তাহাদিগকে মযবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অতঃপর হয় কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, অথবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দাও, যাবৎ না যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই হুকুম পালনীয়। যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তবে তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহন করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা এই জন্য করেন না, যেন তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করিতে পারেন। আর যাহাদিগকে আল্লাহর রাহে হত্যা করা হইয়াছে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের আমল সমূহ বাতিল করিবে না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন। তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল করিবেন। তিনি তাহাদিগকে উহার পরিচয় করাইয়া দিবেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪-৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۔

আর তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, তাহাদের উপর তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং মু'মিনগণের অন্তর শীতল করিবেন। তাহাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার তাওবা কবূল করিবেন। আল্লাহই বড়ই জ্ঞানী বড়ই হিকমতওয়ালা (সূরা তাওবা ঃ ১৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۔

তোমরা কি ধারনা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ, আল্লাহ্ প্রকাশ্যতে এখন জানিতে পারেন নাই যে তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণ ব্যতিত কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহন করেন নাই। মনে রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۔

তোমরা কি ধারনা রাখিয়াছ যে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে অথচ, তোমাদের মধ্যে যাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং কাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে আল্লাহ্ এখনও তাহা প্রকাশ্যতে জানিতে পারেন নাই? (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২)।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۔

আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, এমন কি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যধারণকারী যে, প্রকাশ্যভাবে জানিতে পারি। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১) এবং এই বিষয়ে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। যেহেতু মুসলমানগণের পরীক্ষা করা আল্লাহর উদ্দেশ্য এই কারণে তাহাদের সংগ্রাম ছাড়া তিনি কাফিরগণকে পরাজিত করেন নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ শত্রুর উপর মুসলমানকে সাহায্য করিবার উপর ক্ষমতাবান। এবং বহু ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করিবেনও।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একটি উপযুক্ত সময়েই মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করিয়াছেন। মুসলমানগণ যখন মক্কা শরীফে অতি অল্প সংখ্যক ছিলেন তখন যদি তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইত তবে অসাধারণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত।

লাইলাতুল আকাবায় যখন মদীনা হইতে আগত নও মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হস্তে বায়'আত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল আশির উর্ধ্বে। তখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই মিনাবাসীদের উপর আমরা আক্রমণ করিয়া এই রাত্রেই তাহাদিগকে ধরাশয়ী করিয়া দিব ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আমাকে এখনও ইহার হুকুম দেওয়া হয় নাই।

মুশরিকেরা যখন অত্যধিক অত্যাচার শুরু করিল এবং নবী করীম (সা)-কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিল, তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিল এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের উপর নানা যুলুম উৎপীড়ন করিয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তখন তাঁহাদের একদল আবেসিনিয়া গমন করিলেন। এবং অপরদল মদীনায় গমন করিলেন। অবশেষে যখন তাঁহারা মদীনায় স্থির হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় শুভাগমন হইল তখন

তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নেতৃত্বে একত্রিত হইলেন। সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহায্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দান করিলেন। আর প্রথম জিহাদের নির্দেশ লইয়া এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ .

যেই সকল মুসলমানগণের সহিত কাফিররা যুদ্ধ করিতেছে যেহেতু তাহারা মাযলুম তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্য করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। এই সকল মুসলমানগণ তাহারাই যাহাদিগকে অকারণে তাহাদের ঘর বাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে মক্কা হইতে মদীনায় বিতাড়িত করা হইয়াছে। إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ। তাঁহাদের অপরাধ ইহাই ছিল যে, তাঁহারা আল্লাহ্র তাওহীদে বিশ্বাস ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিতেন।

إِلَّا أَنْ يَقُولُوا। প্রকৃতপক্ষে 'ইস্তিসনা মুনকাতী'। কিন্তু মুশরিকদের মতে, ইহা অর্থাৎ আল্লাহ্ তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। সেই হিসাবে ইহা 'ইস্তিসনা মুত্তাসিল'।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ .

তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তোমাদিগকে এই অপরাধে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। 'আসহাবুল উখদুদ'-এর ঘটনায় আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .

'আসহাবুল উখদুদ'-এর প্রতি তাহারা কেবল এই অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল যে, তাহারা পরম পরাক্রমশালী পরম প্রশংসিত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ছিল। (সূরা বুরূজ ঃ ৮)

মুসলমানগণ খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় যখন পরিখা খনন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা তন্ময় হইয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

لاهم لولا انت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام ان لاقينا

ان الاولى قد بغوا علينا * اذا ارادوا فتنة ابينا

হে আল্লাহ্! যদি আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ না হইত তবে হিদায়েত পাইতাম না। আর না সাদাকা দিতে পারিতাম, না সালাত পড়িতে পারিতাম না। অতএব হে আল্লাহ্! এই মুহূর্তে আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন। আর শত্রু সহিত মুকাবিলা হইলে আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখুন। এই শত্রু দলই প্রথম আমাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়াছে। তাহারা যখনই আমাদের প্রতি কোন ফিত্না ও বিপদ অবতীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিবে আমরা উহা অস্বীকার করিব।

এই কবিতা আবৃত্তিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইলেন। তাঁহারা فتنة ابينا বলিতেন তিনি ও ابينا কে উচ্চস্বরে লম্বা করিয়া বলিতেন।

অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

যদি আল্লাহ্ তা'আলা এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়ের দুষ্টামী ও দুষ্কৃতি প্রতিহত না করিতেন তবে দুনিয়ায় ফিত্না ফাসাদ সৃষ্টি হইত এবং সবল দুর্বলকে ধ্বংস করিয়া দিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ

صوامع বলা হয়, ইয়াহূদী আলিমদের ছোট ছোট উপাসনালয়কে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) আবুল আলীয়াহ, ইকরিমাহ, যাহ্হাক (র) আরো অনেকে এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন 'সাবী' সম্প্রদায়ের উপাসনালয়কে 'صوامع' বলা হয়। কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণিত যে, 'সাবী' সম্প্রদায়ের অগ্নিউপাসকদের বলা হয়। মুকাতিল ইবন হাইয়ান (র) বলেন, পথে নির্মিত ছোট ছোট ঘরকে 'صوامع' বলা হয়। وبيع - صوامع অপেক্ষা বড় উপাসনালয়কে بيع বলা হয়। এখানে উপাসকের সংখ্যাও বেশী হয়। ইহাও খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ, যাহ্হাক, ইবন মুকাতিল, ইবন হাইয়্যান, খুসাইফ (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবন জরীর (র), মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা ইয়াহূদীদের উপাসনালয়। সুদ্দী ও জনৈক রাবীর মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা) হইতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, بيع উপাসনালয়কে বলা হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وصلوت আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, الصلوت গির্জাকে বলা হয়। ইকরিমাহ, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ইয়াহূদীদের উপাসনালয়কে صلوت বলা হয়। সুদ্দী (র) জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করেন, صلوت খৃষ্টানদের গীর্জাকে বলা হয়। আবুল আলীয়াহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন 'সাবী' সম্প্রদায়ের উপসনালয়কে صلوت বলা হয়।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বলেন, আহলি কিতাব ও মুসলমানদের জন্য পথে নির্মিত ইবাদতগৃহকে صلوت বলা হয়। তবে مساجد কেবল মুসলমানদের ইবাদতের স্থানকেই বলা হয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

فِيْهَا -এর মধ্যে বিদ্যমান সর্বনামটি المساجد। এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কারণ অধিক নিকটবর্তী শব্দ ইহাই। যাহ্হাক (র) বলেন, শুধু মসজিদসমূহে অধিক পরিমাণ আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না বরং মসজিদ, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপসনালয় সর্বস্থানে অধিক পরিমাণ আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, সঠিক মত হইল, الصوامع। হইল রাহিবগণের উপসনালয়। بيع হইল, নাসারা খ্রিস্টানদের ইবাদতের স্থান। صلوت হইল, সাধারণ ইয়াহূদীদের উপসনাকেন্দ্র এবং مساجد মুসলমানদের ইবাদতের স্থান, যেখানে অনেক বেশী পরিমাণ আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। আরবী ভাষায় এই অর্থ অধিক প্রচলিত। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, আলোচ্য আয়াতে নিচু হইতে উপরের দিকে তারতীব হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অধিক আবাদ, সর্বাপেক্ষা অধিক বড় ইবাদাত গৃহ এবং বিশুদ্ধ নিয়াতে যেই ইবাদতখানায় মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক গমন করে তাহা হইল মসজিদ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন যে, তাঁহার দীনের সাহায্য করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ‎.

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের সুদৃঢ় করিয়া দিবেন। আর যাহারা কাফির তাহাদের

প্রতি আফসোস ও অনুতাপ আল্লাহ্ তাহাদের আমল বাতিল করিয়া দিয়াছেন। اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী দুইটি গুণে গুণান্বিত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় গুণের কারণে তিনি সকল পরাক্রমশালীর উপর বিজয়ী থাকেন। কেহ তাঁহাকে নত করিতে পারে না। সকলে তাঁহার সম্মুখে মস্তকাবণত, সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী। যিনি যাহাকে সাহায্য করেন সে বিজয়ী এবং তাঁহার সাহায্য হইতে যে বঞ্চিত সে পরাজিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ‎.

আমার প্রেরিত নবীগণের জন্য তো পূর্বে হতে আমার এই প্রতিশ্রুত রহিয়াছে যে তাহারাই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে আর আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত ঃ ১৭১) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ‎.

আল্লাহ্ তা'আলা ইহা নির্ধারন করিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণ বিজয়ী হইব, নিশ্চয় আল্লাহই বড়ই শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালা ঃ ২১)

(٤١) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ‎.

অনুবাদ ঃ (৪১) আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে, এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ার।

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) আমার পিতা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত:, তিনি বলেন, হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলেন, আমাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

অতঃপর তিনি বলেন, আমাদিগকেই অকারণে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে রাজত্ব দান করিয়াছেন, আমরা সালাত

কায়িম করিয়াছি, যাকাত প্রদান করিয়াছি, আমরা সৎকাজের আদেশ করিয়াছি। যাবতীয় কাজের পরিণতি আল্লাহর ক্ষমতাধীন। অতএব এই আয়াত আমার ও আমার সাথী সঙ্গীদের জন্য প্রযোজ্য।

আবুল আলীয়াহ (র) বলেন, আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)ও তাঁহার সাহাবীগণ উদ্দেশ্য। সববাহ ইবন সাওয়াদাহ আলকিন্দী (র) বলেন, একবার আমি উমর ইবন আবদুল আযীয (রা) খুতবা দান কালে এই আয়াত পাঠ করিতে শুনিলাম ঃ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ অতঃপর তিনি বলিলেন, আয়াতে শুধু শাসকের কথা উল্লেখ করা হয় নাই বরং শাসক ও শাসিত উভয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। আমি কি তোমাদিগকে ইহা বলিব না যে, শাসকের উপর তোমাদের কি হক রহিয়াছে ? এবং তোমাদের উপর শাসকের কি হক রহিয়াছে। শাসকের উপর তোমাদের অধিকার হইল, তিনি আল্লাহর হক সমূহে কোন ত্রুটি হইতে দেখিলে তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন, তোমাদের একজনের হক অপরজন হতে আদায় করিয়া দিবেন। এবং যথাসম্ভব তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন।

আর তোমাদের উপর শাসকের যেই হক রহিয়াছে তাহা হইল, প্রকাশ্যে ও গোপনে আনন্দ ও উৎফুল্লের সহিত তাঁহার নির্দেশ পালন করা।

আতীয়াহ ও আওফী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ،

আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকের সহিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক ও সৎকাজ করিয়াছে এবং পৃথিবীতে তাহাদিগকে অবশ্যই খলীফা-প্রতিনিধি করিবেন (সূরা নূর ঃ ৫৫)। وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ আয়াতটির মর্ম ঃ [illegible] لِلْمُتَّقِينَ

(٤٢) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ

(٤٣) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ

(٤٤) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

(٤٥) فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ

(٤٦) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

অনুবাদ ঃ (৪২) এবং লোকে যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে উহাদিগের পূর্বে তো নূহ, আদ, সামূদের সম্প্রদায়, (৪৩) ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায় (৪৪) এবং মাদইয়ান বাসীরা তাহাদিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং অস্বীকার করা হইয়াছিল মূসাকে ও। আমি কাফিরদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম ও পরে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি। (৪৫) আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ যেই গুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (৪৬) তাহারা কি দেশ ভ্রমন করে নাই ? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয় বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা দান করিয়া বলেন ঃ শত্রুদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে আপনি দুঃখ করিবেন না।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ، وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ،

যদি এই কাফিরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে উহা নতুন কিছুই নহে বরং আপনার পূর্বেই যত আম্বিয়ায়ে কিরাম আগমণ করিয়াছেন সকলকেই তাহাদের উম্মাতেরা তাঁহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। হযরত নূহ (আ)-কে তাঁহার কাওম মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। ঐতিহাসিক আদ ও সামূদ সম্প্রদায় স্বয়ং নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। এবং বনী ইসরাঈলের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল নবী হযরত মূসা (আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে। অথচ, তিনি বড় বড় মু'জিযা ও নিদর্শনের অধিকারী ছিলেন ;

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ

অতঃপর আমি কাফিরদিগকে অবকাশ দান করিয়াছি। ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি। অতএব আমার পাকড়াও কেমন হইয়াছিল? কোন কোন সালফে সালেহীন উল্লেখ করিয়াছেন, ফিরআউনের বক্তব্য أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমি তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিপালক' ইহার চল্লিশ বৎসর পরে তাহাকে ধ্বংস করা হইয়াছিল। বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত।, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

إن الله ليملى للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করেন, এমন কি পরে তাহাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন তাহাকে আর ছাড়িয়া দেন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এইরূপ হইয়া থাকে, যখন তিনি যালিম জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন। তাঁহার পাকড়াও ও শাস্তি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, বড়ই কঠিন। (সূরা হুদ ঃ ১০২)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। وَهِيَ ظَالِمَةٌ এবং সেই জনপদের অধিবাসীরা ছিল যালিম। তাহারা রাসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করিত।

فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا যাহহাক বলেন, আয়াতের উল্লেখিত عُرُوش অর্থ ছাদ। অর্থাৎ যেই জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, উহার ঘর-বাড়ী ধ্বংস হইয়া ছাদের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছে। وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ এবং জনপদের কূপসমূহও পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, উহা হইতে পানি বাহির করা হয় না; অথচ পূর্বে সেই সকল কূপে পানি বাহির করিবার জন্য ভীড় জমিয়া থাকিত।

وَقَصْرٍ مَشِيدٍ "আর মযবুত প্রাসাদ ও ধ্বংস হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ছাদ চুনাপাথর দ্বারা নির্মিত অট্টালিকাকে قَصْرٍ مَشِيدٍ বলা হয়। হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা) মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইবন জুবাইর, আবুল মলীহ ও যাহহাক (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, قَصْرٍ مَشِيدٍ অর্থ সুউচ্চ ইমারত। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ মজবুত দুর্গ। উল্লেখিত অর্থ সমূহে কোন বিরোধ নাই। উদ্দেশ্য হইল

এই রূপ সুউচ্চ, মনোরম ও সুদৃঢ় প্রাসাদ ও অট্টালিকা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

তোমরা যেইখানেই অবস্থান কর না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইয়া বসিবে, যদি তোমরা মযবুত সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর না কেন?

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

তাহারা কি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে না ? অর্থাৎ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া চিন্তা ভাবনা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করে না। উপদেশ গ্রহণের জন্য দেশ বিদেশের ভ্রমণ একান্ত প্রয়োজন। ইবন আবুদ্দুনিয়া (র) তাঁহার "আত্তাফা ককুর ওয়াল ই'তিবার" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) মালিক ইবন দীনার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, হে মূসা! দুইখানা লোহার জুতা ও এবং একখানা লোহার ছড়ি বানাও। অতঃপর পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হও। অতঃপর উপদেশ গ্রহণ করিতে শুরু কর। কিন্তু তোমার জুতা ফাটিয়া যাইবে, ছড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে, তবুও উপদেশ শেষ হইবে না। ইবন আবূদ্দুনিয়া (র) বলেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ

احي قلبك بالمواعظ ونوره بالتفكر وقوته بالزهد وقوة باليقين ...

তুমি তোমার অন্তরকে উপদেশ দ্বারা সজীব রাখ, চিন্তা ভাবনা দ্বারা উজ্জ্বল রাখ এবং যুহদ দ্বারা উহা নির্জীব কর। ইয়াকীন দ্বারা ইহাকে শক্তিশালী কর। মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া উহাকে অবনত কর। ধ্বংসের কথা বিশ্বাস করাইয়া উহাকে ধৈর্যধারণে শিক্ষা দান কর। দুনিয়ার বিপদ উহার সম্মুখে রাখিয়া উহার চক্ষু উন্মুক্ত কর। যামানার বিভিন্ন বিপদ-আপদের কথা উল্লেখ করিয়া উহাকে ভীত সন্ত্রস্ত কর। যুগের আবর্তন-বিবর্তন দ্বারা উহাকে সতর্ক কর। বিগত যুগের ঘটনাবলী তাহার সম্মুখে পেশ কর। পূর্ববর্তীদের উপর যেই সকল বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা স্মরণ করাইয়া দাও। তাহাদের শহরে ও তাহাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতে উহাকে অভ্যস্ত বানাও; যেন এই চিন্তা ভাবনা কর যে, ঐ সকল অপরাধী সম্প্রদায় কিভাবে বিলুপ্ত ও ধ্বংস হইয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

অতঃপর তাহাদের অন্তর এমন হইত উহা দ্বারা বুঝিত এবং কান এমন হইত যে উহা দ্বারা তাহারা শ্রবণ করিত এবং উপদেশ গ্রহণ করিত।

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ・

চর্ম চক্ষু অন্ধ নহে প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি অন্ধ যাহার অন্তর দৃষ্টি অন্ধ। যদিও তাহার প্রকাশ্য দৃষ্টিশক্তি থাকুক না কেন। কারণ উহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা যায় না এবং ভাল মন্দের পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। এই বিষয়ে আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাইয়ান আল-আন্দুলুসী (র) কত চমৎকার কথা বলিয়াছেন! (তাঁহার মৃত্যুসন-৫১৭ হিজরী)

يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد * نادى به الناعيان الشيب والكبر

হে সেই ব্যক্তি! যে দুর্ভাগের আহবায়ক পাপাচারে প্রতি আকৃষ্ট হয় অথচ তাহাকে মৃত্যুর বার্তাবাহক যৌবনে ও বার্ধক্যে আহবান করিতেছে।

إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى * في رأسك الواعيان السمع والبصر

যদি অন্যের উপদেশ শ্রবণ করিতে সক্ষম না হও তবে তোমাদের সেই দু'টি বস্তু চক্ষু ও কর্ণ রহিয়াছে উহা দ্বারা কি উপদেশ গ্রহণ করিতে পার না?

ليس الاصم ولا الأعمى سوى رجل * لم يهده الهاديان العين والاثر

প্রকৃত বধির ও অন্ধ সেই ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ নহে, যাহাকে তাহার চক্ষু ও ঘটনাবলী সঠিক পথ প্রদর্শনে সাহায্য করে নাই।

لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك * الا على ولا النيران الشمس والقمر

মনে রাখিবে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে, আসমান ও সূর্য অবশিষ্ট থাকিবে না।

ليرحلن عن الدنيا وان كرها * فراقها الثاويان البدو الحضر

পসন্দ না হইলে ও একদিন দুনিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। চাই সে শহরের অধিবাসী হউক কিংবা গ্রামের।

(٤٧) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

(٤٨) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ・

অনুবাদ ঃ (৪৭) তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদিগের গণণার সহস্র বৎসরের সমান, (৪৮) এবং অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিল যালিম, অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা) কে বলেন, হে নবী! এই সকল ব্যক্তির যাহারা আল্লাহ্, রাসূল ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে, তাহারা আপনার নিকট তাড়াতাড়ি শাস্তি তলব করিতেছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ・

যখন তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্! যদি এই কিতাব আপনার পক্ষ সত্য হয় তবে উহা অস্বীকার কারণে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন। (সূরা আনফাল ঃ ৩২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

তাহারা বলিল, হে আমাদের রব! বিচার দিবসের পূর্বেই আপনি আমাদের শাস্তির অংশ দান করুন এবং আমাদের ব্যাপারটি শেষ করিয়া ফেলুন। (সূরা সাদ ঃ ১৬)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত কায়েম করা এবং শত্রু হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের, তাঁহার নেক বান্দাগণকে পুরস্কৃত করিবার যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তিনি ভঙ্গ করিবেন না।

আসমায়ী (র) বলেন, একবার আমি আবূ আমর ইবন আ'লা (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন তাঁহার নিকট আমর ইবন উবাইদ (র) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে আবূ আমর! আল্লাহ্ কি তাঁহার ওয়াদা খিলাফ করেন। তিনি বলিলেন, না। তখন তিনি একটি শাস্তির আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। তখন আবূ ইবন আমর ইবন আলা (র) বলিলেন ঃ ওহে তুমি কি আজমী! শুন, আরব দেশে কোন ভাল কাজের ওয়াদা ভঙ্গ করাতে খারাপ বলে মনে করা হয়, কিন্তু শাস্তির হুকুম পরিবর্তন করাকে কোন দোষণীয় মনে করা হয় না। তুমি কবির এই কবিতা শ্রবণ কর নাই?

ليرهب ابن العم والجار سطوتي * ولا انثني عن سطوة المتهدد

চাচার পুত্র প্রতিবেশী যেন আমার আক্রমণের ভয় করে, কিন্তু আমি কোন ধমক প্রদানকারীর আক্রমণের ভয়ে ফিরিয়া যাই না।

فاني وان اوعدته او وعدته * لمخلف ايعادي ومنجز موعدي

আমি তো এমন লোক যে কাহাকে যদি শাস্তি দেওয়ার কথা বলি কিংবা কোন দান দাক্ষিণ্যের প্রতিশ্রুতি দেই, তবে শাস্তি দেওয়ার কথার বিপরীত করিলে তো করিতে পারি। কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি আমি অবশ্যই পালন করি।

সারকথা হইল, শাস্তির দেওয়ার ধমক দিয়া উহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেমন প্রশংসনীয় কাজ, অনুরূপভাবে শাস্তি মুলতবী করাও একটি উত্তম কাজ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

আর আপনার প্রতিপালকের দরবারে একদিন অর্থাৎ কিয়ামতের একদিন তোমাদের হিসাবের এক হাজার বৎসরের সমতুল্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজে মানুষের মত ব্যস্ত হন না। তাঁহার মাখলুকের হিসাবে যাহা হাজার বৎসর, উহা হুকুমের বেলায় আল্লাহর কাছে একদিন সমতুল্য। তিনি জানেন যে, তিনি শাস্তি দিতে চাহিলে কেহ তাঁহার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে না, যদিও তাহাদিগকে অফুরন্ত কাল অবকাশ দেওয়া হউক না কেন। অতএব ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে পরেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

কত যালিম জনপদকে আমি অবকাশ দিয়াছি, অতঃপর আমি তাহাকে পাকড়াও করিয়াছি। আর আমার কাছেই তো সকলের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইবন আরাফাহ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يدخل فقراء المسلمين قبل الاغنياء بنصف يوم خمسمائة عام

দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের হইতে অর্ধদিবস অর্থাৎ পাঁচশত বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) সাওরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মুহাম্মদ ইবন আমর (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসকে 'সহীহ হাসান' বলিয়া মন্তব্য করেন।

ইবন জরীর (র) হাদীসটিকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়াকূব (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের হইতে অর্ধেক দিবস পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অর্ধদিবস' এর পরিমাণ কি। তিনি বলিলেন, তুমি কুরআন পাঠ কর না? আমি বলিলাম, জী হাঁ, তিনি বলিলেন ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

তোমাদের হিসাবে যাহা এক হাজার বৎসর, আল্লাহর নিকট উহা এক দিনের সমতুল্য। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থের 'কিতাবুল মালাহিম' এ উমর ইবন উসমান (র) ... ... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اني لأرجوان لا تعجز امتي عند ربها ان يؤخرهم نصف يوم

আমি আশা রাখি যে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতকে অর্ধদিবসের অবশ্যই অবকাশ দিবেন। হযরত সা'দ (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'অর্ধদিবস' এর পরিমাণ কি? তিনি বলিলেন, পাঁচশত বৎসর।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইবন সিনান (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ইহা ঐ সকল দিন সমূহের একটি যেই সকল দিনে আল্লাহ্ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

হাদীসটি ইবন জরীর (র) ইবন ইয়াসার (র) সূত্রে ইবন মাহদী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও ইকরিমাহ (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও 'কিতাবুররদ্দ আলাল জাহমীয়াহ' নামক গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত ঃ

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

এর অনুরূপ। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... জনৈক নও মুসলিম আহলে কিতাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

এবং তোমাদের হিসাবে যাহা এক হাজার বৎসর; উহা তোমার প্রতিপালকের দরবারে একদিন সমতুল্য। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার বয়স করিয়াছেন ছয়দিন এবং সপ্তম দিনে কিয়ামত সংঘটিত করিবেন। ছয় দিন তো শেষ হইয়াছে এবং তোমরা সপ্তম দিনে প্রবেশ করিয়াছ। উহার উদাহরণ গর্ভবতী নারীর মত যে, তাহার গর্ভের শেষ মাসে প্রবেশ করিয়াছে; সে যেমন যে কোন সময়ে সন্তান প্রসব করিতে পারে, সকল মুহূর্তেই সন্তান সম্ভাবনা রহিয়াছে, তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। যে কোন সময় কিয়ামত সংঘটিত হইতে পারে।

(٤٩) قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

(٥٠) فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

(٥١) وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

অনুবাদ ঃ (৪৯) বল, হে মানুষ, আমি তো তোমাদিগের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী, (৫০) সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) এবং যাহারা আমাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারই জাহান্নামের অধিবাসী।

তাফসীর ঃ কাফিররা যখন শাস্তি অবতীর্ণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বারবার তাগাদা করিতেছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী (সা)কে বলিলেন ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তো কেবল তোমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমাদের কোন হিসাব নিকাশের জন্য আমাকে প্রেরণ করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে বিলম্ব করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাওবাকারীর তাওবা কবূল করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে গুমরাহও করিতে পারেন। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

তাঁহার হুকুমের সামনে কাহারও কোন আপত্তি অভিযোগ করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি দ্রুত হিসাব নিকাশ গ্রহণকারী (সূরা রা'দ ঃ ৪১)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

আর তো আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। শাস্তি যখন অবতীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে আমার কোন সঠিক কোন সময় জানা নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

তবে যাহারা অন্তর দিয়া ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের আমল দ্বারা ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

তাহাদের পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের নেক কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরষ্কার ও রিযিক দান করা হইবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের মর্ম হইল, যেই সকল লোক অন্যান্য লোককে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুকরণ করিতে বাধা প্রদান করে তাহারা দোযখের অধিবাসী। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (র) বলেন, مُعَٰجِزِينَ অর্থাৎ مثبطين বাধা প্রদানকারী। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার مراغمين অর্থাৎ শত্রুতা পোষণকারী। أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ। তাহারা হইল বিদগ্ধকারী ও যন্ত্রণাদায়ক আগুনের বসবাসকারী। আল্লাহ্ আমাদিগকে ক্ষমা করুন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ

যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আল্লাহ্র পথ হইতে অন্য মানুষকে বিরত রাখিয়াছে এমন কাফিরদিগকে তাহাদের ফাসাদের কারণে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। (সূরা নাহল ঃ ৮৮)

(٥٢) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ

يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

(٥٣) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

(٥٤) وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অনুবাদ ঃ (৫২) আমি তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙক্ষা করিয়াছে, তখন শয়তান তাহাদের আকাঙক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি উহাকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন, তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, যাহারা পাষাণ হৃদয়। যালিমরা দুস্তর মতভেদ রহিয়াছে। (৫৪) এবং এই জন্য যে, যাহাদিগের জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদিগের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন।

তাফসীর ঃ অনেক তাফসীরকারগণ এখানে 'গারানীক'-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা ও বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হাবশায়' হিজরতকারী অনেক মুসলমান এই ধারণায় মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেই সকল সনদে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহার কোনটাই সহীহ্ নহে। সব কয়টি 'মুরসাল'।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্‌ন হাবীব (র) ... ... সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা নগরীতে অবস্থান কালে একবার সূরা নাজম পাঠ করিলেন, তিনি যখন (সূরা নাজম ঃ ১৯-২০)

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى

পর্যন্ত পৌঁছিলেন, তখন শয়তান তাঁহার মুখ দ্বারা ইহা উচ্চারিত করাইল ঃ

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْاُوْلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى

মুশরিকরা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে আমাদের উপাস্য কোন প্রশংসা করেন নাই, কিন্তু আজ তিনি আমাদের প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সিজদা করিলেন তাহারা সেই সাথে সিজদা করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... শু'বা (র) হইতে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা 'মুরসাল'। বায্যার (র) তাঁহার 'মুসনাদ গ্রন্থে' ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মক্কায় একবার সূরা 'নাজম' পাঠ করিলেন এবং اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى الخ পর্যন্ত পৌঁছলেন। অবশিষ্ট রেওয়ায়েতে পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বায্যার (র) বলেন, এই সনদ ব্যতিত অন্য কোন সনদে ইহা মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শুধু উমাইয়া ইব্‌ন খালিদ (র) ইহাকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি কালবী (র)-এর সূত্রে আবূ সালিহ্ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে আবুল আলীয়াহ ও সুদ্দী (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইব্‌ন জরীর (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়িস (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, নবী করীম (সা) মাকামে ইব্রাহীমের নিকট সালাত পড়িতেছিলেন, সালাতে তিনি তন্দ্রাগ্রস্থ হইলেন এবং এই সময় শয়তান তাঁহার মুখ দ্বারা وان شفاعتهن لترتجى উচ্চারিত করাইল। মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিল এবং মুখস্থ করিল। এবং ইহা প্রচার করিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে ইহা উচ্চারিত হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ الخ এবং শয়তান লাঞ্ছিত হইল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন আবূ মূসা কূফী (র) ... ... ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'নাজম' যখন অবতীর্ণ হইল, তখন মুশরিকরা বলিতে লাগিল যদি এই লোকটি (মুহাম্মদ (সা)) আমাদের উপাস্যদের আলোচনা একটু

ভালভাবে করিত, তবে আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার সাথী সঙ্গীকে গ্রহন করিয়া লইতাম। কিন্তু ইয়াহূদী ও নাসারা এবং যাহারা তাহার ধর্মের বিরোধিতা করে তাহাদের সকলের তুলনায় সে আমাদের উপাস্যদের বেশী গালমন্দ বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের প্রতি মুশরিকরা চরম অত্যাচার অবিচার চালাইতেছিল। এবং তাহাদের কুফর ও শিরকের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে ব্যথিত হইতে ছিলেন। এবং তাহারা হিদায়েত লাভ করুক তিনি এই কামনা করিতেছিলেন ; অতঃপর 'সূরা নাজম' অবতীর্ণ হইল এবং তিনি

أَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى

পাঠ করিলেন, তখন মুশরিকদের দেব দেবতাদের উল্লেখকালে শয়তান কয়টি কথা ঢুকাইয়া দিল। এবং উচ্চারিত হইল,

وَاِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى

ইহা ছিল শয়তানের মুখের ছন্দবদ্ধ কালাম ; কিন্তু মক্কার প্রত্যেক মুশরিকদের অন্তরে বদ্ধমূল হইল এবং প্রত্যেকে ইহা মুখস্ত করিয়া ফেলিল ; তাহারা বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সাবেক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা 'নাজম'-এর শেষে সিজ্দা করিলেন, তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত মুসলমাগণ ও মুশরিক সকলেই সিজ্দা অবনত হইল। কিন্তু অলীদ ইব্ন মুগীরা যেহেতু অত্যাধিক বৃদ্ধ ছিল, এ কারণে সে সিজ্দা করিতে পারিল না। বরং এক মুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহা স্বীয় মাথায় লাগাইল। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মুশরিকদের সিজ্দায় অবনত হইবার কারণে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। মুশরিকরা যেহেতু ইসলাম গ্রহন করেন নাই, অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহিত সিজ্দা করিবার কারণে মুসলমানদের আর বিস্ময়ের শেষ ছিল না। শয়তান মুশরিকদের কানে যে কথাটি ভরিয়া দিয়াছিল বস্তুত মু'মিনগণ একবার শুনিতে পারেন নাই। কিন্তু মুশরিকরা উহা শুনিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়াছিল, শয়তান তাহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কালামে সূরার সহিত পাঠ করিয়াছেন, অতএব তাহারা সকলেই তাহাদের দেবতার সম্মানার্থে সিজ্দায় অবনত হইল। এই কথা অন্যান্য লোকের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি সুদূর হাবশায় পৌঁছিয়া গেল এবং তথায় অবস্থিত মুসলমানগণও জানিতে পারিলেন। উসমান ইব্ন মাজউন (রা) ও তাঁহার সাথী সঙ্গীগণ যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন যে, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই রাসুলুল্লাহ (সা) এর সহিত সালাত পড়িয়াছে। অলীদ ইব্ন মুগীরা হাতে মাটি উঠাইয়া মাথায় লাগাইয়াছে। তাঁহারা এই কথা জানিতে পারিল যে, মক্কার মুসলমানগণ এখন নিরাপদে! তাঁহারা বড়ই আনন্দের উৎফুল্লের সাথে মক্কা প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন

ঘটিয়াছিল ; শয়তান হকের সহিত যাহা কিছু বাতিল মিশ্রিত করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় আয়াতকে অধিকতর মযবুত করিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইল ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ أُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর যখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যেই ছন্দযুক্ত কালাম আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কালাম নহে বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠের মাঝে শয়তান উহা ঢুকাইয়া দিয়াছিল। তখন মুশরিকরা আরো অধিক শক্তি লইয়া মুসলমানদের বিরোধিতা করিতে লাগিল ; তাহারা মুসলমানদের সহিত আরো কঠোর আচরণ করিতে লাগিল। এই রিওয়ায়েতটি মুরসাল ; ইব্ন জরীর যুহরী (র) আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান হারিস ইব্ন হিশাম (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) 'দালাইলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনাটি আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত ; আমি (ইব্ন কাসীর) বলি মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও অনুরূপ রিওয়ায়েত তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু সকল রিওয়ায়েতে মুরসাল ও মুনকাতী', আল্লামা বাগাভী (র) তাঁহার তফসীরে সব কয়টি রিওয়ায়েতকেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজীর কালাম হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লামা বাগাভী (র) নিজেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ নিজেই যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুহাফিয ও সংরক্ষণকারী সে ক্ষেত্রে এই রূপ ঘটনা ঘটিল কিভাবে? অতঃপর তিনি একাধিক উত্তর উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম উত্তর হইল, প্রকৃতপক্ষে تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى الخ এই কথা শয়তান উচ্চারণ করিয়া মুশরিকদের কর্ণকুহরে ঢুকাইয়া ছিল। ফলে তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে উচ্চারিত হইয়াছে ; অথচ ইহা বাস্তবের বিপরীত ছিল। বস্তুত শয়তানের পক্ষ হইতে ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে নহে।

ঘটনাটিকে সত্য মানিয়া মুতাকাল্লীমীনগণ উল্লেখিত প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়াছেন। কাযী আয়ায (র) তাঁহার 'শিফা' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَٰنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ অত্র আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে। আপনার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছে যখনই কোন নবী আশা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন এবং কোন কথা বলিয়াছেন, শয়তান উহার সহিত কিছু মিশ্রিত করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ শয়তানের নিক্ষিপ্ত ও মিশ্রিত বিষয়কে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অতএব হে নবী ! আপনি অস্থির হইবেন না, বিচলিত হইবেন না। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَٰنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ এর অর্থ করিয়াছেন, যখনই কোন নবীর কথা বলিতেন শয়তান তাহার মধ্যে কোন বাতিল কথা ঢুকাইয়া দিত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহার সেই বাতিলকে দূরীভূত করিয়া দিতেন। ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আয়াত সমূহকে অধিকতর দৃঢ় করিয়া দিতেন। আলী ইবন আবূ তাল্হা (র) إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَٰنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ এর অর্থ করেন, যখন কোন নবী কথা বলিতেন, শয়তান তাহার কথায় কোন বাতিল ঢুকাইয়া দিত। মুজাহিদ (র) বলেন, تمنى এর قال অর্থ امنيته অর্থ قراءته ও বলা হয়। আল্লামা বাগাভী (র) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরগণ, আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন। "যখন কোন নবী-রাসূল কিতাবুল্লাহ্ পাঠ করিয়াছেন শয়তান তাঁহার পাঠের মধ্যে অন্য কিছু মিলাইয়া দিয়াছে।"

হযরত উসমান (রা) কে হত্যা করা হইলে কবি তাঁহার প্রশংসায় বলেন ঃ

تمنى كتاب الله اول ليلة * واخرها لاقى حمام المقادر

তিনি প্রথম রাত্রে আল্লাহর কিতাব পাঠ করিলেন, কিন্তু শেষ রাত্রে তিনি নির্ধারিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেন। অত্র কবিতায় ও تمنى এর অর্থ قرا লওয়া হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, إذا تمنى এর অর্থ হইল, إذا تلا ইবন জরীর (র) বলেন, কালামের ব্যাখ্যার জন্য تمنى এই অর্থ গ্রহণ করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَٰنُ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত বিষয়কে দূরীভূত করে। النسخ এর অর্থ হইল, দূরীভূত করা, রহিত করা। আলী ইবন আবূ তাল্হা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে বাতিল করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, জিব্রীল (আ) আল্লাহর নির্দেশে শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে রহিত করিয়া দিলেন এবং আল্লাহর আয়াতকে মযবুত করেন।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ্ তা'আলা সংঘটিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত, কোনই বস্তুই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত নহে। এবং প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল এবং কোন বস্তুর সৃষ্টির রহস্যই তাঁহার অজ্ঞাত নহে।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

যাহাদের অন্তরে রোগ ব্যধি আছে, সন্দেহ আছে কুফর ও শিরক আছে ও নিফাক আছে শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে যেন তাহাদের পরীক্ষার বস্তু বানাইতে পারেন। মুশরিকরা প্রথম যখন تلك الغرانيق বাক্যটি শ্রবণ করিয়াছিল তখন তাহারা অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছিল এবং ইহা ধারণা করিয়া বলিয়াছিল যে বাক্যটি সত্য, আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতারিত অথচ, উহা ছিল শয়তানের পক্ষ হইতে মিশ্রিত।

ইবন জুরাইজ (র) বলেন, الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ দ্বারা মুনাফিক বুঝানো হইয়াছে। এবং وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ দ্বারা মুশরিক বুঝান হইয়াছে। মুকাতিল ইবন হাইয়ান (র) বলেন, ইয়াহুদী বুঝান হইয়াছে। وَإِنَّ الظَّٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ যাহারা যালিম তাহারা হক ও সত্য হইতে বহু দূরে গুমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ

আর যাহাদিগের জ্ঞান দান করা হইয়াছে, তাহারা যেই কথা বিশ্বাস করে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পবিত্র বস্তু মহাসত্য, অতঃপর তাহারা যেন উহার প্রতি বিশ্বাস করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ الخ

উহার সম্মুখ দিয়া ও পশ্চাত দিয়া উহার নিকট বাতিল আসিতে পারে না। মহা হিক্মতওয়ালা ও প্রশংসিত সত্তার নিকট হইতে অবতারিত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَيُؤْمِنُوا بِهِ

এর অর্থ তাহারা অধিক বিশ্বাস করিবে। فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ অতঃপর তাহাদের অন্তর উহাদের প্রতি অধিক ঝুঁকিয়া পড়িবে।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আর অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদিগকে দুনিয়া আখিরাতে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। দুনিয়ায় তাহাদিগকে সত্যপথ দেখাইবেন ও অনুসরণ করিবার এবং বাতিলের বিরোধিতা করিবার তাওফীক দিবেন। আর পরকালে বেহেশতের বিভিন্ন স্তরে পৌছাইবেন এবং জাহান্নামের আযাব হইতে দূরে রাখিবেন।

(٥٥) وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ

(٥٦) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

(٥٧) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٠

অনুবাদ ঃ (৫৫) যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত হইবে না, যতক্ষণ না উহাদিগের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, আসিয়া পড়িবে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। (৫৬) সেই দিনই আল্লাহর আধিপত্য, তিনিই তাহদিগের বিচার করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে। (৫৭) আর যাহারা কুফরী করে আর আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহাদিগেরই জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফিররা সাদাসর্বদা এই কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। ইব্ন জুরাইজ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহন করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, منه এর অর্থ হইল مِمَّا أَلْقَى الشَّيْطٰنُ কাফিরদের অন্তরে শয়তান যে বিষয়টি উদ্ভব করিয়াছে সে বিষয়ে সদা সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে। حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً যাবৎ না হঠাৎ তাহাদের নিকট কিয়ামত আগত হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন 'بَغْتَةً' অর্থ হঠাৎ। কাতাদাহ (র) বলেন, بَغْتَةً শব্দটি بَغَتَ الْقَوْمَ اَمْرُ اللّٰهِ আল্লাহর নির্দেশে হক অমান্য করিয়াছে হইতে গৃহিত। আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে কেবলই তখন পাকড়াও করিয়াছেন যখন তাহারা আল্লাহর আদেশ পালনের বেলায় বে-পরোয়া হইয়াছে। তাহারা পার্থিক ভোগ-লিপ্সায় ধোঁকায় নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লাহর শাস্তি হইতে বে-পরোয়া হইও না, আল্লাহর শাস্তি হইতে কেবল সেই সকল বে-পরোয়া হয় যাহারা ফাসিক ও আল্লাহর অবাধ্য।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَيَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ

মুজাহিদ ও উবাই ইব্ন কা'ব (র) বলেন, يَوْمٍ عَقِيْمٍ অশুভ দিন দ্বারা বদর যুদ্ধে বুঝান হইয়াছে। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এক রিওয়ায়েত অনুসারে ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন يَوْمٍ عَقِيْمٍ দ্বারা কিয়ামত দিবস বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক ও হাসান বাসরী (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এই ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা যদিও বদর দিবস ও কাফিরদের একটি শাস্তি দিবস তবুও এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহন করা হইয়াছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَوْمٍ عَقِيْمٍ সেই দিন রাজত্ব কেবল আল্লাহর জন্য হইবে এবং তিনি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিবেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তিনি বিচার দিবসের মালিক। اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ সেই সত্য দিনের রাজত্ব কেবল পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য এবং সেই দিনটি কাফিরদের জন্য হইবে অতি কঠিন।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا

সেই সত্য দিনের রাজত্ব কেবল পরমকরুনাময় আল্লাহর এবং সেই দিনটি কাফিরদের জন্য হইবে অতি কঠিন। (সূরা ফুরকান ঃ ২৬)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

যাহারা অন্তরে ঈমান স্থাপন করিয়াছে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে মান্য করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাস সমূহকে আমল করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাস, কথা ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি করা হয় নাই তাহারা فِيْ جَنّٰتِ نَّعِيْمٍ শান্তির উদ্যান সমূহে অবস্থান করিবে। তাঁহারা চিরদিন তথায় অবস্থান করিবে কখনও সেই মহা শান্তি নিকেতন ত্যাগ করিবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করিয়াছে রাসূলের বিরোধিতা করিয়াছে, অহংকার করিয়া তাঁহার অনুসরণ করে নাই فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ তাহাদের অস্বীকৃতি ও অহংকারের কারণে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি রহিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ٠

যেই সকল লোক অহংকার ভরে আমার ইবাদত করিতে অস্বীকার করে তাহারা অচিরেই লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (সূরা মু'মিন ঃ ৬০)

(٥٨) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

(٥٩) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

(٦٠) ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ٠

অনুবাদ ঃ (৫৮) এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে আল্লাহ্র পথে এবং পরে নিহিত হইয়াছে অথবা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন।এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। (৫৯) তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পসন্দ করিবে এবং আল্লাহ্ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল। (৬০) ইহাই হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি নিঃপীড়িত হইয়া তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ও পুনরায় অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ্র পথে হিজরত করে স্বদেশ ত্যাগ করে, আল্লাহ্র দীনের সাহায্যার্থেও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাহারা বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া যায়, তাহারা চাই যুদ্ধের ময়দানে নিহত হউক কিংবা বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক, সর্বাবস্থায় তাহারা পুরস্কৃত হইবে এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁহারা মর্যাদার ও প্রশংসার অধিকারী হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ .

যেই ব্যক্তি স্বীয় ঘর ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট গমন করে অতঃপর মৃত্যু তাহাকে পাইয়া বসে আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার পুরস্কার নিশ্চিত রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَيَرْزُقَنَّهُمْ رِزْقًا حَسَنًا

বেহেশতে তাহাদের জন্য এমন রিযিক দান করিতে থাকিবেন যাহা দ্বারা তাঁহাদের চক্ষু শীতল হইবে। وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম রিযিকদাতা। যিনি তাহাদিগকে তাহাদের মনঃপুত বেহেশতে দাখিল করিবেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ যদি সে নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাহার জন্য রহিয়াছে শান্তি ও রিযিক এবং মহা শান্তি নিকেতন বেহেশত। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৮৮-৮৯) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَيَرْزُقَنَّهُمْ رِزْقًا حَسَنًا আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবশ্যই উত্তম রিযিক দান করিবেন।

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন বেহেশতে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পসন্দ করিবেন অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্র পথে হিজরতকারী, তাঁহার পথে জিহাদকারী ও উত্তম বিনিময়ের অধিকারী কে, তাহা তিনি খুব জানেন। তিনি খুব ধৈর্যশীল, অতএব তিনি তাহাদের গুনাহ্ ক্ষমা করিয়াছেন। তাহাদের হিজরত ও তাওয়াক্কুলের কারণে গুনাহ মার্জনা করিয়া দেন। আল্লাহ্র পথে যাঁহারা নিহত হয় চাই তাহারা হিজরত করুক কিংবা না করুক তাঁহারা আল্লাহ্র নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

যাহারা জীবন দিয়াছে তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না-বরং তাহারা জীবিত তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগকে রিযিক দান করা হয়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯) এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। আর যাঁহারা আল্লাহ্র রাহে মৃত্যুবরণ করে চাই তাঁহারা হিজরত করুক কিংবা না করুক সর্বাবস্থায় তাঁহাদের সেই বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। উহা সম্পর্কে আয়াত হাদীস দ্বারা জানা যায়।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... শুরাহবীল ইবন সিমত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রূমদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি কিল্লা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। একমাত্র সালমান ফারেসী (রা) আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে পাহারাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সাওয়াব নিয়মিত

জারী করেন। তাঁহাকে নিয়মিতভাবে রিযিক দান করিতে থাকেন এবং যাহারা তাঁহাকে বিপদগ্রস্থ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের বিপদ হইতে তাঁহাকে নিরাপদে রাখেন। ইচ্ছা হইলে আয়াত পাঠ করিতে পার ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ... ... আবূ কুরাইব (র) ও রাবী'আহ ইব্ন সাইফ আল মা'আফেরী (র) উভয় হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, একবার আমরা রোদাস নামক স্থানে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ (রা) আমাদের আমীর ছিলেন। তখন দুইটি জানাযা তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। একটি ছিল নিহত, অপরটি হইল স্বাভাবিক মৃত্যু। মানুষ নিহিত লাশের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তখন ফুযালাহ (রা) বলিলেন, মানুষের হইল কি তাহারা ঐ লাশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই লাশ ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলিল, যেহেতু এই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হইয়াছে ও শহীদ হইয়াছে এই কারণে স্বাভাবিকভাবে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার জন্য উভয় গর্ত সমান, চাই আমি উহার গর্ত হইতে উত্থিত হই কিংবা ইহার গর্ত হইতে উত্থিত হই। তোমরা শুন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত কিতাবে কি বলিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا .....

আর যাহারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করিয়াছে, অতঃপর তাহারা শাহাদাত বরণ করিয়াছে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... আবদুর রহমান ইব্ন জাহদাম খাওলানী (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ (র)-এর সহিত দুইটি জানাযায় শরীক হইলাম, একজনকে বল্লম দ্বারা শহীদ করা হইয়াছে, অপরজন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারীর নিকট গিয়া বসিলেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি শহীদের ছাড়িয়া যে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর কবরের কাছে বসিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আমি যে কোন কবরের কাছে বসিতে পারি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا

যাহারা আল্লাহ্র রাহে হিজরত করিয়াছে, অতঃপর তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিবেন। হে আব্দ! যখন তোমাকে মনঃপূত বেহেশতে দাখিল করা হইবে এবং উত্তম রিযিক দান করা হইবে উহার পর আর কি তুমি আকাঙ্ক্ষা কর? দুই গর্তের যে কোন গর্ত হইতে আমাকে উত্থান করা হউক না কেন, আমার উহাতে কোন পরোয়া নাই। ইব্ন জরীর (র) ... ... ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) সালমান ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুযালা (র) রূদাস নামক স্থানে আমাদের আমীর ছিলেন। একবার তিনি দুইটি লাশের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। একটি শহীদের লাশ এবং অপরটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর লাশ। অতঃপর পরের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও ইব্ন জরীর (র) বলেন, আয়াতটি সাহাবায়ে কিরামের একটি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যাহাতে একটি মুশরিক দলের সহিত মুহাররাম মাসে সংঘর্ষ হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে কসম খাইয়া বলিল, তাহারা যেন এই মুহাররাম মাসে যুদ্ধ না করে। কিন্তু মুশরিকরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতিত অন্য কিছুতেই রাযী হইল না। তাহারা মুসলমানদের উপর অবিচার করিল। অতঃপর মুসলমানগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে আল্লাহ্ পক্ষ হইতে সাহায্য আসিল।

(٦١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

(٦٢) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

অনুবাদ ঃ (৬১) ইহাই এই জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

(৬২) এই জন্য যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সমুচ্চ মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার সকল মাখলূকের মধ্যে যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তেমন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! আপনি গোটা সম্রাজ্যের অধিপতি, আপনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে রাজত্ব দান করেন, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা হয় ছিনাইয়া লইয়া থাকেন। যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। আপনার হাতে সকল কল্যাণ! আপনি সকল বস্তুর উপর শক্তিশালী। আপনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান আর দিনকে রাতে প্রবেশ করান, মৃত হইতে আপনি জীবিতকে বাহির করেন এবং জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন। আর যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬-২৭)

"রাতকে দিনের মধ্যে দাখিল করা এবং দিনকে রাতের মধ্যে দাখিল করা" এর অর্থ হইল রাতের কিছু অংশকে দিনের অংশে এবং দিনের কিছু অংশকে রাতের অংশে পরিণত করা। অতএব কখনও রাত বড় হয় এবং দিন ছোট হয়। শীতকালে এইরূপ হইয়া থাকে আবার কখনও দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়, যেমন গ্রীষ্মকালে এইরূপ হইয়া থাকে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। তাঁহার বান্দাদের সকল কথাবার্তা তিনি শ্রবণ করেন, তাহাদের সকল অবস্থাকে তিনি দর্শন করেন। তাহাদের যে কোন অবস্থা নড়াচড়া হউক কিংবা স্থির থাকাও কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। যখন ইহা স্পষ্ট হইল যে, আল্লাহ্-ই প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বে পরিবর্তন করেন এবং তিনি এমন বিচারক ও হাকিম যে তাঁহার কোন ফয়সালা সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারেন না। তখন তিনি বলিলেন ঃ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ আল্লাহ্-ই মহসত্য মা'বূদ। যাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও ইবাদত করা উচিৎ নহে। কারণ তিনি মহাসাম্রাজ্যের অধিপতি। তিনি যাহা চাহেন তাহা সংঘটিত হয়। যাহা তিনি চাহেন না উহা সংঘটিত হয় না। সকল বস্তু তাঁহারই মুখাপেক্ষী।

وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ আর তাঁহাকে ছাড়িয়া কাফিররা যাহার উপাসনা করিতেছে উহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল মিথ্যা। কারণ তাহাদের উপাস্য মূর্তি সমূহ না কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতা রাখে আর না কোন উপকার করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

আর আল্লাহ্ তা'আলা অতি মহান অতি বড়।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ .

সকল বস্তুই সেই মহান সত্তার অধিনস্ত, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি সকলের প্রতিপালক। তাহা হইতে বড়, তাহা হইতে মহান আর কেহ নাই। তাঁহার সম্পর্কে যালিমরা যাহা কিছু মন্তব্য করে তাহা হইতে তিনি পবিত্র।

**(٦٣) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ
مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ**

**(٦٤) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ**

**(٦٥) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ**

**(٦٦) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ .**

অনুবাদ ঃ (৬৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ধরিত্রী ? আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৪) আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই এবং আল্লাহ্ তিনিই অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ। (৬৫) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযান সমূহকে, এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতিত? আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (৬৬) এবং তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তো তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াত সমূহের স্বীয় শক্তি বিশাল সাম্রাজ্যের দলীল প্রমাণ সমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বায়ু প্রবাহিত করেন এবং মেঘমালা ছড়াইয়াছেন এবং অনুর্বর ও উদ্ভীদহীন যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ। যখন উহাকে আমি বর্ষণ করি উহা সজীব হইয়া উঠে ও বৃদ্ধি পায়। (সূরা হাজ্জ ঃ ৫)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً

অত্র আয়াতে فاء টি تعقيب এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে تعقيب উহার অবস্থানুসারে হইয়া থাকে।

যেমন-অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

অতঃপর আমি বীর্যকে আলাকারূপে, তৎপর জমাট বাধা রক্তকে মাংস পিণ্ডে রূপান্তরিত করি। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১৪) অথচ বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, উল্লেখিত প্রতি দুইটি অবস্থার মধ্যে চল্লিশ দিনের প্রার্থক্য রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও আয়াতের মধ্যে فاء تعقيب ব্যবহার করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে فاء تعقيب এর ব্যবহার ঠিক তদ্রুপ হইয়াছে। فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً অর্থাৎ যমীন শুষ্ক হইবার পরে উহা সবুজ হইয়া যায়। হিজাযের অধিবাসী কোন কোন তাফসীর মতে, আয়াতের অর্থ হইল, শুষ্ক যমীনে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাহার পর উহা সবুজ রূপ ধারন করে।

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল ও এবং যমীনের সকল প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে অবগত। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। যমীনের কোথাও ক্ষুদ্র বীজ থাকিলে তিনি উহার জন্য পরিমাণ মত পানি পৌছাইয়া দেন এবং উহা হইতে চারা উৎপন্ন করেন। হযরত লুকমান বলেন ঃ

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

হে বৎস! যদি সরিষার বীজ পরিমাণ কোন বস্তু পাথরের নিচে কিংবা আসমান সমূহে অথবা যমীনে অবস্থান করে তবে আল্লাহ্ উহা ও হাযির করিবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই মেহেরবান এবং সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত। (সূরা লুকমান ঃ ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তাহারা সেই মহান আল্লাহরও কি সিজদা করিবে না যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের গোপন বস্তুকে বাহির করিবেন। (সূরা নামল ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

গাছ হইতে যেই সকল পাতা ঝরিয়া পড়ে উহাও তিনি জানেন এবং যমীনের গভীর অন্ধকার গহবরে যেই বীজ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু সম্পর্কে তিনি অবগত এবং এই সকল বস্তু স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৫৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ .

আসমান যমীনে অবস্থিত কোন বিন্দু পরিমাণ বস্তু ও আপনার প্রতিপালকের নিকট অদৃশ্য নহে। এবং উহা অপেক্ষা ছোট ও উহা অপেক্ষা বড় সব কিছুই কিতাবুম মুবীন-এ স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

আর এই কারণে উমাইয়াহ ইবন আবুস সালত কিংবা যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফাইল (র) বলেন ঃ

وقولا له من ينبت الحب فى الثرى ※ فيصبح البقل يهتز رابيا

ويخرج منه حبه في رؤسه * ففي ذلك ايات لمن كان واعيا

তোমরা তাহাকে বল, মাটির মধ্যে অবস্থিত বীজ হইতে কে গাছ গজাইয়া দেয়? অতঃপর উহা বড় হইয়া মাটিতে শুরু করে। আর ঐ গাছের মাথায় কে-ই বা শীষ বাহির করে। ইহাতে অবশ্যই জ্ঞানীজনদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

আসমান যমীনে অবস্থিত সকল বস্তুরই মালিক তিনি। কোন বস্তুর তিনিই মুখাপেক্ষী নহেন সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

তোমরা ইহা জান না যে, যমীনের সকল প্রাণী ও জড় পদার্থের ফসল ও ফুল সমূহকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ

আসমান সমূহে যমীনে অবস্থিত সকল বস্তুকে তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। এই সব কিছুই তাঁহার অনুগ্রহ ও ইহসান।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

তাঁহারই নির্দেশে তাঁহারই পক্ষ হইতে সুযোগ, সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সমুদ্রের তরঙ্গ মালার মধ্যে চলমান জাহাজ সমূহকে কি তাহারা দেখে না কিভাবে মানুষ ও বাণিজ্যিক দ্রব্য লইয়া দেশ দেশান্তরে ধাবিত হইয়াছে। অনুকুল হাওয়ার মধ্যে এক শহর হইতে অন্য শহরে, এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে তাহাদের উপকারী প্রয়োজনীয় বস্তু লইয়া যাইতেছে এবং সেই সকল শহর বন্দর হইতে উপকারী বস্তু লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

আর সেই মহান সত্তা আসমানকে যমীনে পড়িয়া যাওয়া হইতে ঠেকাইয়া রাখিতেছে কিন্তু তিনি যদি চাহেন তবে আসমানকে যমীনের উপর পড়িয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলে উহা যমীনে পড়িয়া যাইবে এবং যমীনে অবস্থিত সকল প্রাণীই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই মহান আল্লাহ্র স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে আসমানকে যমীনে পড়িয়া যাওয়া হইতে ঠেকাইয়া রাখিতেছেন।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান। অথচ তাহারা বড়ই অত্যাচার অবিচার করিতেছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাহাদের জন্য ক্ষমাশীল এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক বড় কঠিন শাস্তি দানকারী। (সূরা রা'দ ঃ ৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

هُوَ الَّذِيْ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ

তিনি সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে জীবিত রাখেন, অতঃপর পুনরায় তোমাদিগকে মৃত্যুদান করিবেন আবার পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। অত্র আয়াতের বিষয়বস্তু ঠিক এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

তোমরা আল্লাহ্র সহিত কিভাবে কুফর কর ? তোমরা নির্জীব ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন অতঃপর তাহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্-ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি কিয়ামত দিবসে তোমাদিগকেএকত্রিত করিবেন, যেই দিনের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (সূরা জাসিয়া ঃ ২৬)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদিগকে দুইবার জীবন দান করিয়াছেন এবং দুইবার মৃত্যু দান করিয়াছেন। (সূরা মু'মিন ঃ ১১)

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, তোমরা সেই আল্লাহ্র সহিত অন্য বস্তুকে কি করিয়া শরীক কর এবং অন্য বস্তুর উপাসনাই বা কি করিয়া কর? অথচ, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা

কেবল তিনিই অন্য কেহ নহে। وَهُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ সেই আল্লাহ্-ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে জীবিত করিবেন। اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ নিঃসন্দেহে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

(٦٧) لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ

(٦٨) وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(٦٩) اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৬৭) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি ইবাদত-পদ্ধতি, যাহা উহারা অনুসরণ করে। সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বিতর্ক না করে, এই ব্যাপারে তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। (৬৮) উহারা কি তোমার সাথে বিতণ্ডা করে, তবে বলিও, তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য পৃথক পৃথক ইবাদত নির্ধারণ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, "প্রত্যেক নবীর উম্মাতের জন্য আমি ইবাদতের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি।" আরবী ভাষায় مَنْسَكٌ বলা হয়, ঐ স্থানকে যেখানে বারংবার যাতায়াত করা হয়। তাই ভাল কাজের জন্য হউক কিংবা মন্দ কাজের জন্য। مَنَاسِكُ الْحَجِّ এই কারণে বলা হয়, হজ্জের মওসুমে ঐ সকল স্থান সমূহে হাজীগণ বারংবার আসা-যাওয়া করে এবং অবস্থানও করে. ইব্ন জরীর (র)-এর বক্তব্যানুসারে যদি আয়াতের অর্থ "প্রত্যেক নবীর উম্মাতের জন্য ইবাদতের পৃথক প্রদ্ধতি অর্থাৎ পৃথক শরীয়াত নির্ধারণ করা" হয় তবে সে ক্ষেত্রে فَلَا يُنَازِعُنَّكَ দ্বারা মুশরিকদের বলা হয় যে, তাহারা যেন বিবাদ না করে। আপনার সহিত ঝগড়া না করে। আর যদি আয়াতের অর্থ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য উহার শক্তি অনুসারে উহার কর্ম

নির্ধারণ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে فَلَا يُنَازِعُنَّكَ এর মধ্যে ضمير দ্বারা ঐ সকল লোক বুঝান হইয়াছে, যাহাদের ঐ সকল مَنَاسِكُ নির্ধারণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ লোক যাহা কিছু করিতেছে উহা আল্লাহ্র নির্ধারিত ফয়সালা ও তাঁহার ইচ্ছায়ই করিতেছে। অতএব তাহাদের ঝগড়ার কারণে আপনি মনোক্ষুন্ন হইবেন না। বরং আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ

আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহবান করতে থাকুন নিঃসন্দেহে আপনি সঠিক হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

এই আয়াতের মর্ম এবং

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

এর মর্মে কোন প্রার্থক্য নাই। اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন। আয়াতটি ধমক মূলক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ

তোমরা যেই সকল কাজ করিতেছ, আল্লাহ্ উহা খুবই ভাল জানেন, আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। (সূরা আহকাফ ঃ ৮)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের মাঝে বিবাদমান বিরোধ মীমাংসা করিবেন। ইহা অপর এক আয়াতের অনুরূপ ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ

আপনি ইহারই দাওয়াত দিতে থাকুন, এবং সেইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করুন যেইরূপ আপনাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আর তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবে না। আর

আপনি বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। (সূরা শুরা ঃ ১৫)

(٧٠) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۰

অনুবাদ ঃ (৭০) তুমি কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে, আল্লাহ্ তাহা অবগত আছেন? এই সকলই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে, ইহা আল্লাহ্ নিকট সহজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তিনি আসমান ও যমীনের অবস্থিত সব কিছু সম্পর্কে অবগত। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নহে; আসমান ও যমীনে বিন্দু পরিমাণ বস্তুও তাঁহার জ্ঞান-এর বাহিরে নহে। সকল সৃষ্ট বস্তুকে উহার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই জানেন। এবং উহা লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মাখলুকের পরিমাণ আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বেই নির্ধারণ করিয়াছেন। আর তখন আল্লাহ্র আরশ ছিল পানির উপর। সুনান গ্রন্থ সমূহে একদল সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি উহাকে তিনি বলিলেন, 'লিখ' কলম বলিল, কি লিখিব ? তিনি বলিলেন, সকল বস্তুকে লিখ। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত যত বস্তুকে সৃষ্টি করা হইবে কলম উহার সব কিছু লিখিয়া ফেলিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবু যুর'আহ (র) ... ... সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফূযকে একশত বৎসর দূরত্ব পরিমাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মাখলুক সৃষ্টি করিবার পূর্বে আরশের উপর অবস্থান করা অবস্থায় কলমকে বলিলেন, লিখ, কলম বলিল, কি লিখিব, তিনি বলিলেন ঃ আমার ইলম অনুসারে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করা হইবে উহার সব কিছু লিখ। অতঃপর কলম সব কিছুই লিখিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) কে সম্বোধন করিয়া উহার কথাই বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ

আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানের পূর্ণতাই ইহা যে, তিনি সকল বস্তুকে উহার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন; বান্দা যাহা কিছু করিবে আল্লাহ্ উহাও সম্পূর্ণ

অপরিবর্তিত অবস্থায় জানেন। তিনি ইহাও জানেন যে, তাঁহার অমুক বান্দা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্ হুকুম পালন করিবে এবং অমুক বান্দা স্বেচ্ছায় তাঁহার হুকুমের বিরোধিতা করিবে; আর এই সকল কাজই আল্লাহ্র নিকট সহজ।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অবশ্যই ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ। নিঃসন্দেহে উহা আল্লাহ্র জন্য বড়ই সহজ।

(٧١) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

(٧٢) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۰

অনুবাদ ঃ (৭১) এবং উহারা ইবাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত যালিমদিগের কোন সাহায্যকারী নাই (৭২) এবং উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে তুমি কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিবে, যাহারা উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাহাদিগকে উহারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বল, তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব ? ইহা আগুন, এই বিষয়ে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কাফিরদিগকে এবং ইহা কত নিকৃষ্ট পরিবর্তন স্থান।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মুশরিকদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন। মুশরিকরা আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়িয়া এমন বস্তুর পূজা করে যাহার সত্তা সঠিক হইবার কোন প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ

যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্য ইলাহকে পূজা করে যাহা সত্য সঠিক হইবার কোন দলীল নাই। আল্লাহ্র নিকট উহার হিসাব-নিকাশ অবশ্যই দিতে হইবে। নিঃসন্দেহে কাফিররা সফল হইবে না। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১১৭)

এখানেও আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ

মুশরিকরা যাহা কিছু গড়িয়া লইয়াছে উহা কেবল তাহাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, উহার জন্য তাহাদের কোন দলীল প্রমাণ নাই। বস্তুত শয়তানই তাহাদিগকেই ইহার জন্য ফুঁসলাইয়াছে। এবং এই বাতিল বিষয়কে তাহাদের দৃষ্টিতে সজ্জিত করিয়াছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ

যখন মুশরিকদের নিকট কুরআনের আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হয় এবং তাওহীদের উপর স্পষ্ট দলীল প্রমাণ সমূহ পেশ করা হয় এবং ইহারও দলীল পেশ করা হয় যে, আল্লাহ্র রাসূলগণ সত্য তখন তাহারা يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا যাহারা তাহাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন তাহাদের প্রতি তাহারা হাত ও মুখ দ্বারা সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণকে যেই সকল ভয়ভীতি দেখাইয়া থাক, আমি কি উহা অপেক্ষা অধিক কঠিন কি বড় শাস্তির কথা কি তোমাদিকে বলিয়া দিব না। উহা হইল আগুন, যাহা কাফিরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করিয়াছেন। যদি তোমরা কোন পার্থিব শাস্তি দিতে সফলও হও তবে পরকালে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি আরো অধিক কঠিন অধিক লাঞ্ছনাজনক। وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর সেই আগুন বসবাসের জন্য বড়ই নিকৃষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

উহা বসবাসের অবস্থান দিক হইতে বড় ভয়াবহ ও বড়ই জঘণ্য স্থান।

(৭৩) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

(৭৪) مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

অনুবাদ ঃ (৭৩) হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলেই একত্রে হইলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়া লইয়া যায় তাহাদিগের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল। (৭৪) উহারা আল্লাহ্র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ মুশরিকদের প্রতি তুচ্ছতা ও তাহাদের বোকামীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ হে লোক সকল! যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জাহিল এবং তাহার সহিত অন্যকে শরীক করে তাহাদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হইয়াছে। فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ তোমরা উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ কর এবং বুঝিবার চেষ্টা কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ

আল্লাহকে বাদ দিয়া তোমরা যেই সকল বস্তুকে উপাসনা কর তাহারা একটি মাছি সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে, যেই সকল বস্তুকে তোমরা উপাসনা কর উহারা সকলে একত্রিত হইয়াও একটি মাছি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে তবুও তাহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "সেই লোক অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে যে আল্লাহ্র ন্যায় সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। যদি

কাহারও এইরূপ শক্তি থাকে তবে সে যেন আমার ন্যায় একটি বিন্দু, একটি মাছি কিংবা একটি বীজ সৃষ্টি করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম উমারাহ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে, যে আমার মত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে তাহার শক্তি থাকিলে একটি যব যেন পরিমাণ সৃষ্টি করে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ

আর যদি সেই সকল উপাস্য হইতে কোন একটি মাছিও কিছু কাড়িয়া লইয়া যায় তবে তাহাদের শক্তির বহর হইল যে তাহারা সেই মাছি হইতে উহা ছিনিয়া লইতেও সক্ষম নহে। অথচ মাছি বড়ই দুর্বল সৃষ্টি। তাহাদের উপাস্য না উহা হইতে ও কিছু কাড়িয়া লইতে সক্ষম নহে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ অন্বেষক অর্থাৎ উপাসক ও অন্বেষিত বস্তু অর্থাৎ উপাস্য সকলেই দুর্বল।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ঐ সকল কাফির মুশরিকরা আল্লাহর সঠিক মর্যাদা বুঝিতে পারিল না। আর এই কারণে তাহারা আল্লাহ্ সহিত এমন বস্তুকে শরীক করে যাহার মধ্যে মাছি হইতে কাড়িয়া লইবার শক্তি নাই। اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ। নিঃসন্দেহে আল্লাহই বড়ই শক্তিশালী ও অতিশয় পরাক্রমশালী। তাঁহার শক্তি বলেই তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

সেই মহান সত্তাই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিক সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ

অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন তিনিই প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়বার তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা বুরূজ ঃ ১২)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ রিযিকদাতা, মহাক্ষমতাবান। (সূরা যারি'আত ঃ ৫৮)

اَلْعَزِيْزُ মহাপরাক্রমশালী, যাহাকে কেহ নত করিতে সক্ষম নহে। যাঁহার ইচ্ছাকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। যাঁহার মহত্ব ও বড়ত্ব কেহ চ্যালেঞ্জ করিতে সক্ষম নহে।

(٧٥) اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

(٧٦) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

অনুবাদ ঃ (৭৫) আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদিগের মধ্যে হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্যে হইতে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা (৭৬) তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নির্ধারিত বিষয়সমূহ স্থায়ী করিবার জন্য এবং নির্দিষ্ট শরীয়াতকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য ফিরিশ্তাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন এবং সকল অবস্থা দর্শন করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

রিসালাতের যোগ্য ব্যক্তি কে তাহাও তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণের অগ্র পশ্চাতের খবর সম্পর্কে অবগত। রাসূলগণের নিকট তিনি কোন বস্তু অর্পণ করিলেন এবং তাহারা কোন বস্তু পৌঁছাইলেন কিনা উহা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট সব কিছু জানেন। তাহাদের কোন কাজ আল্লাহর নিকট গোপন নহে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ـ

তিনি গায়িব জানেন, গায়িব কাহার উপর প্রকাশ করেন না। অবশ্য যেই পয়গাম্বরকে তিনি নির্বাচন করেন তাহার অগ্র পশ্চাতের প্রহরী নিযুক্ত করেন যেন তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি তাহার পয়ওয়ারদিগারের পয়গাম পৌঁছাইতে পারিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপকভাবে সকল বস্তুকে জানেন এবং প্রত্যেক বস্তুর সঠিক সংখ্যা ও তাঁহার নিকট রহিয়াছে। (সূরা জিন্ন ঃ ২৬)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণের সংরক্ষণকারী। তাহাদিগকে যাহা কিছু বলা হয় তিনি নিজেই উহার সাক্ষী, তিনিই নিজেই তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সাহায্যকারী।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ

হে রাসূল! আপনার নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা আপনি পৌঁছাইয়া দিন, যদি আপনি এই নির্দেশ পালন না করেন তবে রিসালতের দায়িত্ব পালিত হইবে না এবং মানুষ হইতে আপনাকে আল্লাহই হিফাযত করিবেন। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

(৭৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(৭৮) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ـ

অনুবাদ ঃ (৭৭) হে মু'মিনগণ ! তোমরা রুকু' কর এবং সিজ্দা কর আর তোমাদিগের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে সফলকাম হইতে পার। (৭৮) এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যে ভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদিগের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদিগের পিতা হযরত ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদিগের নামকরণ করিয়াছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও যাহাতে রাসূল তোমাদিগের সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর, তিনিই তোমাদিগের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

তাফসীর ঃ আইম্মায়ে কিরামের 'সূরা হজ্জ' এর দ্বিতীয় সিজ্দাটির বিষয়ে মত বিরোধ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সিজ্দা করিতে হইবে কি হইবে না। এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে।

আমরা প্রথম সিজ্দা আলোচনাকালে উকবাহ্ ইবন আমির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما

দুইটি সিজ্দার আয়াত দ্বারা সূরা হজ্জকে মর্যাদা দান করা হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি উহা পাঠ করিয়া সিজ্দা করিবার ইচ্ছা রাখে না সে যেন উহা পাঠ না করে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র পথে স্বীয় মাল, জীবন ও মুখের দ্বারা জিহাদ কর। আল্লাহ্র দীনকে বুলন্দ করিবার জন্য চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম কর। এবং জিহাদ করিবার হক আদায় কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমন তাহাকে ভয় করা দরকার।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

هُوَ اجْتَبَاكُمْ হে উম্মতে মোহাম্মদী! আল্লাহ্ তোমাদিগকে অন্যান্য সকল উম্মাতের মধ্যে হইতে নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এবং তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত রাসূল এবং সর্বাপেক্ষা দীন দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

আর তোমাদের উপর তোমাদের শক্তির বাহিরে কোন নির্দেশ চাপাইয়া দেন নাই এবং এমন কোন হুকুম আরোপ করেন নাই, যাহাতে তোমাদের অত্যধিক কষ্ট হয় বরং যখনই কোন হুকুম তোমাদের জন্য কষ্টকর হয় তখনই উহাতে তোমাদের সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদাতের পর সর্বাপেক্ষা রুকন ও দীনের স্তম্ভ সালাত, স্থায়ী বসিন্দার প্রতি চার রাক'আত ফরয করা হইয়াছে। কিন্তু মুসাফিরের প্রতি ইহা দুই রাক'আত করা হইয়াছে। এবং ভয় ভীতির অবস্থায় কোন কোন ইমামের মতে মাত্র এক রাক'আত ফরয। যেমন কোন কোন রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর এই সালাতে প্রয়োজন হইলে পায়ে চলিয়া ও শোয়ারীতে আরোহন করিয়া কিব্লার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিংবা প্রয়োজনে অন্য দিকে মুখ না ফিরাইয়া পড়া যাইতে পারে। অনুরূপভাবে সফরের অবস্থায় নফল সালাতও কিব্লামুখী হইয়া কিংবা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া পড়া যায়। যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে সে ক্ষেত্রে না দাঁড়াইয়া বরং বসিয়া সালাত পড়া যায়। বসিতে না পারিলে কাঁত হইয়া ইহা ছাড়া আরো সহজ পদ্ধতি রহিয়াছে। এবং কষ্ট হইলে শরীয়াত সম্মত সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করিবার অনুমতি সকল ফরয ও ওয়াজিব সালাত সমূহের মধ্যে সমভাবে প্রযোজ্য। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ আমাকে সহজ সরল দীন প্রেরণ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মু'আয ও হযরত আবূ মূসা (রা)-কে যখন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া যখন ইয়ামানে প্রেরণ করা হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে বলিলেন ঃ بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا তোমরা সুসংবাদ দান করিবে, মানুষের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করিও না। তাহাদের প্রতি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে, কঠোরতা অবলম্বন করিবে না। এই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দীনকে সংকীর্ণ করেন নাই বরং উহাকে প্রশস্ত করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ

ইব্ন জরীর (র) বলেন, مِلَّةَ জবরদানকারী হরফকে ফেলিয়া দিয়া নসব দেওয়া হইয়াছে। আসলে ছিল كَمِلَّةِ أَبِيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দীনকে সংকীর্ণ করেন নাই বরং হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দীনের মত প্রশস্ত সহজ করিয়াছেন। তবে একটি উহ্য الزموا এর 'মাফউল' হিসাবে 'মানসুব' হইতে পারে।

আমি (ইব্ন কাসীর) বলি, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ। এবং ইহার তারকীব ও এই আয়াতের তারকীবের আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ إِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا.

আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের হিদায়াত করেছেন। যাহা ইব্রাহীম (আ) এর দীনের সরল ও সঠিক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

তিনি তোমাদের মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্ই তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন।

মুজাহিদ, আতা, যাহ্হাক (র) সুদ্দী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান কাতাদাহ (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। দলীল হিসাবে তিনি এই আয়াত পেশ করেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে মুসলিম ও আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের মধ্যে হইতে একটি উম্মত সৃষ্টি করুন যাহারা আপনার অনুগত হইবে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইহা সঠিক দলীল নহে। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ) এই উম্মাতকে পবিত্র কুরআনে মুসলমান হিসাবে ঘোষণা করেন নাই। অথচ, আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

তিনি পূর্বেও তোমাদিগকে মুসলমান নাম রাখিয়াছেন এবং এই পবিত্র কুরআনেও। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থ কুরআনেও। অন্যান্য অনেক তাফসীরকার ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি (ইব্ন কাসীর) বলি, মুজাহিদ (র)-এর অভিমতই সঠিক ও বিশুদ্ধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

তিনিই তোমাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন এবং কোন প্রকার সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেন নাই। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনীত মিল্লাতকে গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। কারণ এই মিল্লাত হইল ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মাতের উপর কি কি অনুগ্রহ করিয়াছেন, উহাও উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি প্রেরিত কিতাব সমূহে এই উম্মাতের প্রশংসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা যুগযুগ ধরিয়া ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া আসিয়াছে।

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ

তিনি তোমাদিগকে মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন। কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ও এবং পবিত্র কুরআনেও।

ইমাম নাসায়ী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ... ... হারিস আশ'আরী (র) হইতে বর্ণিত।, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ من دعا بدعوى الجاهلية فانه جثى جهنم সেই ব্যক্তি এখনও যাহেলী যুগের দাবী করে সে জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, وان صام وصلى যদি সে সালাত পড়ুক এবং সাওম পালন করুক না কেন ? অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যে নাম রাখিয়াছেন তোমরা সেই নামে ডাকিবে। মুসলমান, মু'মিন আল্লাহর বান্দা।

আমরা পূর্বেই

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

এর তাফসীর প্রসংগে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছি। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ "তোমাদিগকে আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম উম্মাত এই জন্য করিয়াছি যেন তোমরা কিয়ামত দিবসে অন্য উম্মাতের উপর সাক্ষী দিতে পার।" সেই দিন অন্যান্য সকল উম্মাতের এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম যে তাঁহাদের রিসালতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়াছেন এবং সেই উম্মাত সেই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আর নবী করীম (সা) বলিবেন ঃ এই উম্মাতে এই বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত করিয়াছি।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۔

অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আমরা এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। তথায় আমরা হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার উম্মাতের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি। অতএব পুনরায় উহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

তোমরা সালাত কায়েম রাখ এবং যাকাত আদায় করিতে থাক এবং এইভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া তোমরা আল্লাহ্র এই বিরাট নিয়ামত শোকর করিয়া থাক। আল্লাহ্র হুকুম সমূহের মধ্যে হইতে সালাত হইল সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার পরই যাকাতের স্থান। যাকাত হইল আল্লাহ্র দরিদ্র বান্দাদের প্রতি তাঁহার ধনী বান্দাদের পক্ষে হইতে একটি ইহ্সান ও অনুগ্রহ। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ধনী লোকের উপর ফরয করিয়াছেন। সূরা তাওবায় যাকাত-এর আয়াতে তাফসীর প্রসংগে ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ

তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর তাঁহার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় কর এবং তাঁহার উপর ভরসা কর। هُوَ مَوْلٰكُمْ তিনিই তোমাদের কার্যনির্বাহী, তোমাদের হিফাযতকারী, তোমাদের সাহায্যকারী এবং শত্রুদলের বিরুদ্ধে সাফল্যদানকারী।

فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ তিনিই বড়ই উত্তম কার্যনির্বাহী ও উত্তম সাহায্যকারী।

উহাইব ইব্ন ওরদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে আদম সন্তান! তোমরা আমাকে ক্রোধের সময় স্মরণ কর, আমিও তোমাকে ক্রোধের সময় স্মরণ করিব। এবং তোমাকে অন্যান্যদের সহিত ধ্বংস করিব না। আর যখন তোমার প্রতি অবিচার করা হয়, তখন তুমি ধৈর্যধারণ করিবে এবং আমার সাহায্যে তুমি খুশী হইয়া যাও। তোমার প্রতি আমার সাহায্য তোমার নিজের প্রতি নিজের সাহায্য অপেক্ষা উত্তম।

আলহামদু লিল্লাহ তাফসীরে সূরা হজ্জ এখানে শেষ হলো

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর ঃ সূরা মু'মিনূন

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)।

(١) قد افلح المؤمنون

(٢) الذين في صلاتهم خشعون

(٣) والذين هم عن اللغو معرضون

(٤) والذين هم للزكوة فعلون

(٥) والذين هم لفروجهم حفظون

(٦) الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

(٧) فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون

(৮) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(৯) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

(১০) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

(১১) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অনুবাদ ঃ (১) অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ, (২) যাহারা বিনয়-নম্র নিজদিগের সালাতে। (৩) যাহারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হইতে বিরত থাকে। (৪) যাহারা যাকাত দানে সক্রিয়। (৫) যাহারা নিজদিগের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে ; (৬) নিজদিগের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ ব্যতিত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না। (৭) এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী। (৮) এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (৯) এবং যাহারা নিজদিগের সালাতে যত্নবান থাকে (১০) তাহারাই হইবে অধিকারী, (১১) অধিকারী হইবে ফিরদাউসের, যাহাতে উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ হইত তখন তাঁহার চেহারার কাছে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় গুঞ্জন শোনা যাইত। একবার আমরা কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি কিবলামুখী হইয়া হাত উত্তোলন করিয়া এই দু'আ করিতেছেন,

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا .

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে অধিক দান করুন, আমাদের প্রতিদান হ্রাস করিবেন না। আপনি আমাদিগকে সম্মানিত করুন, লাঞ্ছিত করিবেন না। আপনি আমাদিগকে প্রাধান্য দান করুন। অপরকে প্রাধান্য করিবেন না। আমাদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হউন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখুন।

এই দু'আ শেষ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এখনই আমার প্রতি দশটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি তদানুযায়ী আমল করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ

করিবে। অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ হইতে দশ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিলেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) স্বীয় সুনানের তাফসীর এবং ইমাম নাসায়ী (র) স্বীয় সুনানের সালাত অধ্যায়ে আবদুর রাজ্জাক (র)-এর সূত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, সূত্রটি মুনকার। উহার রাবীদের মধ্যে ইউনুস ইব্‌ন সুলাইমান ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না এবং ইউনুস (র)-কেও আমরা চিনি না।

ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার তাফসীরে বলেন, কুতাইবাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ... ইয়াযীদ ইব্‌ন বাবনুস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলিলেন ঃ كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القران রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কুরআনে বর্ণিত গুণাবলী মুতাবিক ছিল। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ..... وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ .

অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্রে অত্র আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল। কা'ব আল-আহবার (রা) মুজাহিদ, আবুল আলীয়াহ (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণিত, তাঁহারা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন 'আদন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, এবং তথায় নিজ হাতে বৃক্ষরোপন করিলেন তখন উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'তুমি কথা বল।' তখন সে বলিয়া উঠিল قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ কা'ব আহবার (রা) তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বেহেশতে সম্মানজনক সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়া উহাকে বলিলেন, 'তুমি কথা বল'। আবুল আলীয়াহ্ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পবিত্র কিতাবে এই আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতেও হাদীসটি মারফু'রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ বকর বায্‌যার (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ একটি স্বর্ণের ইট এবং একটি রূপার ইট দ্বারা বেহেশত নির্মাণ করিয়া উহাতে বৃক্ষরোপন করিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'তুমি কথা বল'। তখন সে বলিয়া উঠিল, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ অতঃপর উহার মধ্যে ফিরিশ্‌তাগণ প্রবেশ করিয়া বলিল, তুমি ধন্য, তুমি বাদশাহগণের বাসস্থান। ইমাম বায্‌যার (র) আরো বলেন, বিশ্‌র ইব্‌ন আদম (র) ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন,

خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك .

আল্লাহ্ তা'আলা এক একটি স্বর্ণের ইট ও একটি রূপার ইট দ্বারা বেহেশত নির্মাণ করিয়াছেন এবং উহার গাঁথুনী হইল মিশ্ক। বায্যার (র) বলেন, এই হাদীসের অপর একস্থানে আমি দেখিতে পাইয়াছি বেহেশ্তের প্রাচীরের এক ইট স্বর্ণের এবং এক ইট রূপার এবং উহার গাঁথুনী হইল মিশ্ক। বেহেশ্ত সৃষ্টি করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে বলিলেন, তুমি কথা বল, তখন সে বলিয়া উঠিল, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ইহার পর ফিরিশ্তাগণ বলিল, طوبى لك منزل الملوك তুমি ধন্য তুমি বাদশাহগণের বাসস্থান।

বায্যার (র) বলেন, আদী ইব্ন ফযল (র) ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেন নাই। এবং তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন না। তিনি উস্তাদের পূর্বে ওফাত পাইয়াছিলেন।

হাফিয আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন আলী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন 'আদ্ন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, তখন উহাতে এমনসব বস্তু সৃষ্টি করিলেন, যাহা কোন চক্ষু দর্শন করেন নাই, যাহা কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। এবং কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করে নাই। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে বলিলেন, তুমি কথা বল, অতঃপর সে সে বলিয়া উঠিল, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ অবশ্য বাকিয়্যাহ (র) নামক রাবী হিজাযের অধিবাসীগণ হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন, যাহা দুর্বল ও যঈফ।

তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যে আল্লাহ্ তা'আলা যখন 'আদ্ন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, উহাতে ফলমূল উৎপাদন করিলেন, নহরসমূহ সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ঃ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ। তিনি আরো বলিলেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের শপথ, তোমার মধ্যে কখনও বখীল-কৃপণ ব্যক্তি প্রবেশ করিবে না।

আবূ বকর ইব্ন আবিদ্দুনিয়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)........ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক একটি বড় সাদা মুক্তা, এক একটি লাল ইয়াকুত ও এক একটি সবুজ যাবারজাদের ইট দ্বারা 'আদন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার গাঁথুনী হইল মিশ্ক, উহার কংকরগুলি হইল মুক্তা এবং উহার ঘাস হইল জাফরান। বেহেশত সৃষ্টির পর তিনি উহাকে বলিলেন ঃ তুমি কথা বল! তখন সে বলিয়া উঠিল, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, তোমার মধ্যে কোন কৃপণ স্থান পাইবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

স্বীয় প্রবৃত্তির কৃপণতা হইতে যাহাদিগকে রক্ষা করা হইয়াছে তাহারাই সফল হইবে।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ যেই সকল মু'মিন এই সকল গুণাবলী অর্জন করিয়াছে তাহারা অবশ্যই সফল হইয়াছে ও সৌভাগ্যঅর্জন করিয়াছে।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, "যাহারা স্বীয় অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করিয়া ধীরস্থির ও একাগ্রতা সহকারে সালাত আদায় করে।"

মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ ও যুহরী (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত, الخشوع। অর্থ অন্তরের একাগ্রতা। ইবরাহীম নাখয়ী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, মু'মিনগণের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকে, যাহার কারণে তাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখেন এবং বাহু অবনত করিয়া রাখেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম পূর্বে সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন অতঃপর যখন এই আয়াত

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ .

অবতীর্ণ হইল, তখন হইতে তাঁহারা সিজ্দা স্থানের প্রতি চক্ষু অবনত রাখিতেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম বলিতেন, সালাতের সময় কাহারও দৃষ্টি যেন সালাতের স্থান অতিক্রম না করে। যদি কাহারও অন্য দিকে তাকাইবার অভ্যাস হইয়া থাকে তবে সে যেন চক্ষু বন্ধ করিয়া লয়। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতেও মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বে এইরূপ করিতেন; অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল।

সালাতের মধ্যে নিবিষ্টতা কেবল তখনই লাভ হইতে পারে যখন, সালাত ব্যক্তির অন্তর অন্যান্য সকল বিষয় হইতে অবসর হইয়া কেবল উহার জন্যই নিয়োজিত হয়। এবং সালাতকে সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়, তখনই ঐ নামায তাহাকে শান্তি দান করিবে এবং উহা তাহার চক্ষু শীতল করিবে। যেমন ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

حبب الى الطيب والنساء وجعلت قرة عينى الصلوة

সুগন্ধী ও স্ত্রী আমার নিকট প্রিয় এবং সালাতের-মধ্যে আমার চক্ষুর স্নিগ্ধতা রাখা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ... ... আসলাম গোত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে বিলাল! أرحنا

بالصلوة সালাতের দ্বারা আমাদিগকে শান্তি দান কর। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) ... ... মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আমার আব্বার সহিত আমাদের এক আনসারী আত্মীয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। অতঃপর সালাতের সময় হইলে, তিনি বলিলেন, হে খুকী! ওযুর পানি আন, আমি সালাত আদায় করিয়া শান্তি লাভ করিব। তাঁহার এই কথায় আমাদের কিছু আপত্তি হইতে পারে মনে করিয়া তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ قم يا بلال فارحنا بالصلوة হে বিলাল! উঠ এবং সালাতের দ্বারা আমাদিগকে শান্তি দাও।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ .

যাহারা অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকে। অর্থাৎ যাবতীয় বাতিল যাহা শিরককে শামিল করে বর্জন করিয়া চলে। কেহ কেহ বলেন, যাবতীয় গুনাহ ও পাপাচার ইহার অন্তর্ভুক্ত। কাহারও মতে যাবতীয় অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম ইহার অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا .

আর তাহারা এমন লোক যে যখন তাহারা কোন অনর্থক কাজ কর্মের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তাহারা ভদ্রভাবে উহা এড়াইয়া যায়। (সূরা ফুরকান ঃ ৭২) কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, তাহাদের নিকট আল্লাহ্র যেই নির্দেশ উহার কারণেই তাহারা ঐ সকল অনর্থক কাজকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ .

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আয়াতে উল্লেখিত যাকাত দ্বারা মালের যাকাত বুঝান হইয়াছে। আর আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাকাতের নির্দেশ হইয়াছে দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায়। কিন্তু যেই বিষয়টি অধিক প্রকাশ্য, তাহা হইল মূলত যাকাত মক্কায়-ই ফরয হইয়াছে। অবশ্য মদীনায় উহার নিসাব ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আম-এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ফসল কাটিবার দিনের উহার হক্ যাকাত দান কর।

অবশ্য ইহারাও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, الزكوة এর অর্থ শিরক ও গোপনীয় ময়লা হইতে আত্মার পবিত্রতা।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

যেই ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যই সফল হইয়াছে আর যেই ব্যক্তি উহাকে কলুষিত করিয়াছে সে ধ্বংস হইয়াছে। (সূরা শামস ঃ ৯-১০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

আর সেই মুশরিকদের জন্য চরম অকল্যাণ যাহারা শিরক হইতে আত্মাকে পবিত্র করেনা। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৭)

আয়াতের দুই তাফসীরের ইহা একটি। অবশ্য আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার যাকাত উদ্দেশ্য হইতে পারে অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা ও মালের যাকাত। মালের যাকাতের মাধ্যমেও মু'মিনের এক প্রকার আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। কামিল মু'মিন আত্মশুদ্ধিও করে এবং মালের যাকাতও আদায় করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ .

যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে হারাম কাজ হইতে হিফাযত করে, কোন প্রকার ব্যভিচার ও সমমৈথুন-এ লিপ্ত হয়না। যাহারা তাহাদের স্ত্রী ও শরীয়াত সম্মত দাসী যাহা আল্লাহ্ হালাল করিয়া দিয়াছেন তাহা ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে যৌন ক্রিয়া সম্পন্ন করেনা। বস্তুত যাহারা হালালরূপে যৌনক্রিয়া করে তাহারা নিন্দিত নহে এবং তাহাদের প্রতি কোন দোষারোপও করা হইবেনা।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ

নিশ্চয়ই তাহারা নিন্দিত নহে فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ অতঃপর যাহারা স্ত্রীগণ ও শরীয়াত সম্মত দাসীসমূহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ। তাহারা সীমা অতিক্রমকারী।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... ... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একটি স্ত্রীলোক একজন গোলামকে তাহার যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য স্থির করিল এবং اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ দ্বারা ইহা জায়িয বলিয়া মনে করিল। অতঃপর তাহাকে হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত করা হইল। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমর (রা) কে বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি আল্লাহ্র কিতাবের অপব্যাখ্যা করিয়াছে। রাবী বলেন, হযরত উমর (র) ঐ গোলামকে প্রহার করিলেন এবং

তাহারা মাথা মুড়াইয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, ইহার পর তুমি সকল মুসলমানের উপর হারাম। রিওয়ায়েতটি গরীব ও মুনকাতী। ইব্ন জরীর (র) রিওয়ায়েতটিকে সূরা মায়িদা-এর শুরুতে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার উপযুক্ত স্থান ইহাই। হযরত উমর (রা) ঐ স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সকল পুরুষের উপর তাহাকে হারাম করিলেন।

ইমাম শাফিয়ী (র) ও তাঁহার অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা হস্তমৈথুনকে হারাম করিয়াছেন। তিনি বলেন, হস্তমৈথুন

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ .

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ .

স্বীয় স্ত্রী ও দাসী ব্যতিত যাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহারা সীমাঅতিক্রমকারী। অতএব হস্তমৈথুনকারী ও সীমা অতিক্রমকারী। অতঃপর তাহারা নিম্নের হাদীস দ্বারা ও দলীল পেশ করেন।

ইমাম হাসান ইব্ন আরাফাহ (র) তাঁহার প্রসিদ্ধ 'জুয' গ্রন্থে বলেন, আলী ইব্ন সাবিত জাযরী (র) ... ... ,.. আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ সাত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিপাত করিবেন না। তাহাদিগকে পাক পবিত্রও করিবেন না জগৎবাসীর সহিত তাহাদেরকে একত্রিত করিবেন না। আর প্রথমবারই যাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে তাহাদের সহিত তাহাদিগকে দোযখে দাখিল করিবেন। অবশ্য যাহারা তাওবা করিবে তাহারা ভিন্ন এবং তাওবা তিনি কবুল করিবেন। ১. যেই ব্যক্তি হস্তমৈথুন করে। ২. যেই ব্যক্তি পুংমৈথুন করে। ৩. যাহার সহিত পুংমৈথুন করা হয়। ৪. মদ্যপানকারী। ৫. পিতামাতাকে প্রহারকারী এমন কি তাহারা ফরিয়াদ করে। ৬. প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী, এমন কি তাহারা তাহার প্রতি অভিশাপ দেয়। ৭. যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে। এই হাদীসটি গারীব, ইহার সনদে মাজহুল ও অপরিচিত রাবী রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

আর যাহারা তাহাদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার সমূহের হিফাযত করে। অর্থাৎ যখন তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় তাহারা খিয়ানত করেনা বরং গচ্ছিত কারীর নিকট উহা ফিরাইয়া দেয়। অনুরূপভাবে যখন তাহারা অঙ্গীকার করে কিংবা চুক্তিবদ্ধ

হয়, তাহারা উহা পূর্ণ করে। তাহারা ঐ সকল মুনাফিকদের মত আচরণ করে না যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اية المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اوتمن خان

মুনাফিকের তিনটি আলামত, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে আর তাহার নিকট আমানত রাখা হইলে সে উহার খিয়ানত করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

যাহারা নিয়মিতভাবে সময়মত সালাত আদায় করে। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন ঃ الصلوة على وقتها সময়মত সালাত আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ بر الوالدين মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ والجهاد في سبيل الله আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করা। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। মুস্তাদরাকে হাদীস গ্রন্থে الصلوة فى أول وقتها সালাতের প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়া এর উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও মাসরূক (র) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ এর তাফসীর করিয়াছেন, "যাহারা সালাতের ওয়াক্ত সমূহের পাবন্দী করে"। আবূ যুহা, আলকামাহ ইব্ন কায়িস, সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও ইকরিমাহ (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, যাহারা সালাতের ওয়াক্ত সমূহের পাবন্দী করে এবং উহার রুকূ' ও সিজদাহ সঠিকভাবে আদায় করে।

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত উত্তম গুণাবলীকে সালাত দ্বারা শুরু করিয়াছেন এবং সালাত দ্বারা উহার আলোচনা শেষ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সালাতে যে সর্বোত্তম কাজ প্রমাণিত হয়, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلوة ولا يحفظ على الوضوء الا مؤمن

তোমরা সরল সঠিক পথ ধরিয়া চল, কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সরল পথে চলিতে পারিবেনা জানিয়া রাখ, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হইল সালাত আর কেবল ঈমানদার ব্যক্তিই ওযূ অবস্থায় সর্বদা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত গুণাবলী উল্লেখ করিবার পরে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۔

ঐসকল লোকই উত্তরাধিকারী, যাহারা ফিরদাউস নামক বেহেশতের অধিকারী হইবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن ۔

তোমরা যখন আল্লাহ্‌র বেহেশত চাহিবে তখন ফিরদাউস নামক বেহেশত চাহিবে। ঐ বেহেশতই সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ বেহেশত। ঐ বেহেশত হইতেই বেহেশতে প্রবাহমান নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। এবং উহার উপরেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আরশ অবস্থিত।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবন সিনান (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই দুইটি বাসস্থান আছে, একটি বেহেশতে অপরটি দোযখে। তাহার মৃত্যুর পরে যদি সে দোযখে প্রবেশ করে তবে কোন বেহেশতবাসী উহার বাসস্থানের অধিকারী হইবে। এই বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবন জুরাইজ, (র) লাইস (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য দুইটি বাসস্থান রহিয়াছে, একটি বেহেশতে, অপরটি দোযখে, মু'মিন ব্যক্তি যে বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে তো তাহার বেহেশতের বাসস্থানে অবস্থান করিবে এবং দোযখের বাসস্থানটিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলা হইবে। আর কাফির ব্যক্তি যখন দোযখে প্রবেশ করিবে তাহার বেহেশতের বাসস্থানটি বিলুপ্ত করা হইবে এবং দোযখের বাসস্থানে সে অবস্থান করিবে। সাঈদ ইবন জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মু'মিনগণ কাফিরদের বেহেশতের বাসস্থান সমূহের মালিক হইবে। কারণ, তাহাদিগকে শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা যখন তাহাদের প্রতি ওয়াজিব ইবাদত সমূহই পালন করিয়াছে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পালন করিয়াছে আর ঐ সকল কাফিররা সেই সকল হুকুম সমূহ বর্জন করিয়াছে যাহার জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অতএব তাহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করিলে যেই সকল নিয়ামতের অধিকারী হইত। ফলে, মু'মিনগণ সেই সকল নিয়ামতের অধিকারী হইবে। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে তিনি তাঁহার পিতা হযরত আবূ মূসা (আ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত ঃ

يجئ ناس يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى

কিয়ামত দিবসে এমন কিছু লোক আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে যাহারা পর্বত সমতুল্য গুনাহ্ বহন করিয়া আসিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর ঐ সকল গুনাহের বোঝা রাখিয়া দিবেন।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট এক একজন ইয়াহূদী অথবা নাসারা প্রেরণ করিবেন। অতঃপর বলা হইবে, ইহার বদলেই দোযখ হইতে তোমার মুক্তি হইবে। এই কথা শ্রবণ করিবার পর হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয হযরত আবূ বুরদাহ (রা) হইতে এই মর্মে তিনবার শপথ চাহিলেন যে, সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আর কোন উপাস্য নাই, অবশ্যই তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবূ বুরদাহ (রা) তাঁহার জন্য শপথ করিলেন।

আল্লামা ইবন কাছীর (র) বলেন, নিম্নের আয়াতগুলি ও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

আমার ঐ সকল বান্দাকেই আমি ঐ বেহেশতের উত্তরাধিকারী করিব যে পরহেযগার ও আল্লাহ্ ভীরু হইবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৩) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۔

ইহা হইল সেই বেহেশত, যাহা তোমাদের আমলের বিনিময়ে তোমাদিগকে উহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭২)

মুজাহিদ ও সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, রুমী ভাষায় 'ফিরদাউস' বাগানকে বলা হয়। পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী বলেন, যখন কোন বাগানে আঙ্গুর থাকে কেবল উহাকেই 'ফিরদাউস' বলা হয়।

(১২) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۔

(১৩) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

(١٤) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

(١٥) ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ

(١٦) ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (১২) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে (১৩) অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। (১৪) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে'; অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশ্ত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তোম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান। (১৫) ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে সর্বপ্রথম পঁচা কাদা হইতে তৈয়ারী ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

হযরত আমাশ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ এর অর্থ হইল, খালিস পানি। মুজাহিদ (র) বলেন, سلالة আদমের বীর্য। ইবন জরীর (র) বলেন—'মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে' এই কারণে উহাকে طين দ্বারা নামকরণ করা হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা তাৎপর্যের দিক দিয়ে প্রকাশ এবং আয়াতের বাচনভঙ্গির দিক হইতে নিকটবর্তী; কেননা আদম (আ) কে আঠালো মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা পঁচাকাদা ঠনঠনে মাটি। আর ইহা ছিল সাধারণ মাটি হইতে সৃষ্ট।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۔

আর তাঁহার নিদর্শন সমূহ হইতে ইহাও একটি যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমরা পূর্ণ মানবাকৃতিতে ছড়াইয়া আছ। (সূরা রূম ঃ ২০)

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) ... ... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে সারা পৃথিবী হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির রং ভিন্নভিন্ন এই কারণে তাহারা বিভিন্ন রং ও বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ লাল বর্ণের, কেহ সাদা বর্ণের, কেহ কাল বর্ণের, আবার কেহ একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। আবার স্বভাবের বেলায়ও পার্থক্য হইয়াছে। কেহ উত্তম স্বভাবের, আবার কেহ নিকৃষ্ট স্বভাবের হইয়াছে এবং কেহ মাঝামাঝি স্বভাবের হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) আওফ আল-আরাবী (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে সংরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। আয়াতে ه সর্বনামটি ইনসান অর্থাৎ মনুষ্যজাতির প্রতি ফিরিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ

মাটির দ্বারাই মানব সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন, অতঃপর উহার বংশধরকে মাটির সার হইতে অর্থাৎ নিকৃষ্ট পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔

আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই অতঃপর উহাকে আমি একটি সংরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। (সূরা মুরসালাত ঃ ২০) অর্থাৎ মাতৃগর্ভে রাখিয়াছি। যাহা ইহার যোগ্যতা ও শক্তি রাখে। একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমি উহাকে মাতৃগর্ভে রাখিয়াছি।

اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ

আমি নির্ধারন করিয়াছি এবং আমি বড়ই উত্তম নির্ধারনকারী। এই ভাবে উহার সৃষ্টিকে মযবুত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছি এবং উহাকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়াছি এবং উহার গুণের ও পরিবর্তন ঘটাইয়াছি।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও স্ত্রীর বক্ষস্থলের হাড় হইতে নির্গত বীর্যকে আমি জমাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি। فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً অতঃপর ঐ জমাট বাধা রক্তকে আমি মাংশপিণ্ডে পরিণত করিয়াছি। অবশ্য এই সময় ইহাতে কোন মানবকৃতি থাকে না।

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا অতঃপর মাংশপিণ্ডকে আমি হাড্ডিতে রূপান্তরিত করিয়াছি। অর্থাৎ উহাকে আকৃতি দান করিয়াছি। মাথা, হাত, পা হাড্ডি ও শিরা উপশিরা সৃষ্টি করিয়াছি। কোন কোন ক্বারী এখানে فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظْمًا ও পড়িয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত হাড্ডি দ্বারা মেরুদণ্ড বুঝান হইয়াছে। সহীহ্ বুখারী শরীফে আবয যিনাদ (র)-এর হাদীস আরজ (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُّ جَسَدِ بَنِي آدَمَ يَبْلَى إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ ـ

মৃত্যুর পরে মানুষের শরীরের সকল অংশই পঁচিয়া যাইবে কিন্তু তাহার মেরুদণ্ড পঁচিবেনা। সর্বপ্রথম উহাই সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং পুনরায় উহার সহিতই তাহার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ সংযোগ করা হইবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا অতঃপর ঐ সকল হাড্ডি সমূহের সহিত আমি গোশ্‌ত জড়াইয়া দেই যেন উহা দ্বারা ঢাকা থাকে এবং উহা অধিক শক্তিশালী হয়। ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ অর্থাৎ ইহার পর আমি উহাতে রূহ্ দান করিয়াছি। ফলে উহা নড়িতে শুরু করিয়াছে এবং শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি ও জ্ঞান বিবেক ও চেতনার শক্তি সম্পন্ন একটি পৃথক সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

সুতরাং সেই আল্লাহ্ কত মহামহিমান্বিত যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মাতৃগর্ভে বীর্য চার মাস অবস্থান করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহার নিকট একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি তিনটি অন্ধকারে উহাতে রূহ্ ফুঁকিয়া দেন। ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ অতঃপর আমি উহাতে রূহ্ ফুকিয়া দেই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতেও আয়াতের এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ এর অর্থ হইল ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهِ الرُّوحَ আমি উহাতে রূহ্ দান করিয়াছি। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, শা'বী হাসান, আবুল আলীয়াহ, যাহ্হাক, রাবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী

ও ইব্‌ন যায়িদ (র) হইতে ও এই তাফসীর বর্ণিত। ইব্‌ন জরীর (র) ও এই তাফসীরকে গ্রহণ করিয়াছেন।

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ-এর এই তাফসীর করিয়াছেন। অতঃপর আমি উহাকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করিয়াছি। এমন কি অবশেষে উহাকে এক শিশুর রূপ দান করিয়া ভূমিষ্ঠ করিয়াছি। অতঃপর তাহাকে কিশোর করিয়াছি; অতঃপর সে যৌবনে পদার্পন করিয়াছে। অতঃপর সে পূর্ণ যুবক হইয়াছে। অতঃপর পৌঢ়, তৎপর বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পন করে এবং সর্বশেষে অতি বৃদ্ধ হইয়া তাহার জীবনের শেষ স্তরের সমাপ্তি ঘটায়। হযরত কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত। অবশ্য এই সকল তাফসীর সমূহের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নাই; কারণ রূহ্ ফুৎকারের পর হইতে একজন একজন মানুষকে এই সকল অবস্থাও স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে হয়।

ইমাম আহমাদ (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, আবূ মু'আবীয়া (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে এইভাবে হইয়া থাকে, প্রথম চল্লিশ দিন পর্যন্ত উহার বীর্য মাতৃগর্ভে জমা থাকে, অতঃপর উহা 'আলাক' রূপে পরিণত হইয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে। অতঃপর উহা মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া ঐ অবস্থায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর উহার নিকট একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করা হয়। ঐ ফিরিশ্‌তা উহার মধ্যে রূহ্ ফুঁকিয়া দেন। অতঃপর তাহাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহার মৃত্যু, তাহার আমল এবং সে কি সৎ হইবে, না অসৎ হইবে। সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বেহেশতবাসীর আমলের মত আমল করে, এমন কি তাহার ও বেহেশতের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় ভাগ্যলিপি অগ্রসর এবং সে দোযখবাসীর আমলের মত আমল করে এবং দোযখে প্রবেশ করে। এবং তোমাদের কেহ দোযখবাসীর আমল করে তাহার ও দোযখের মাঝে এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে; এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি অগ্রসর হয় আর সে বেহেশতবাসীদের ন্যায় আমল করে অতঃপর সে বেহেশতে প্রবেশ করে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি সুলায়মান ইব্‌ন মিহ্রান আল আমাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন সিনান (র) আবূ খায়সামাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ বীর্য যখন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে তখন উহা সকল পশম ও নখের মধ্যে অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক স্থানে ত্বরিৎ ঢুকিয়া পড়ে। অতঃপর উহা পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া আলাকে পরিণত

হয়। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন হাসান (র) হযরত আবদুল্লাহ (রা) তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সহিত কথা বলিতে ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহূদী তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। তখন কুরাইশরা তাহাকে ডাকিয়া বলিল ঃ হে ইয়াহূদী! এই ব্যক্তি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করে। তখন সে বলিল, আমি তাঁহাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব, যাহার উত্তর কেবল কোন নবীই দিতে পারেন। রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিকট আসিয়া বসিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ! মানুষকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হে ইয়াহূদী! সকল মানুষকে-ই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। পুরুষের বীর্য গাঢ় উহার সাহায্যে হাড় ও রগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর স্ত্রীর বীর্য পাতলা। উহার সাহায্যে রক্ত ও মাংশ সৃষ্টি করা হয়। তখন ইয়াহূদী বলিল, আপনার পূর্ববর্তী নবী ও অনুরূপ বলিতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইব্ন আমর (র) ... ... হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ গিফারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, বীর্য মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন স্থির থাকিবার পর উহার নিকট একজন ফিরিশ্তা আসে এবং আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহার সম্পর্কে কি লিখিব? সৎ না অসৎ? পুরুষ না স্ত্রী? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উত্তরে বলেন এবং উভয় প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ হয়। তাহার আমল, তাহার বিপদ-আপদ ও তাহার রিযিকও লিপিবদ্ধ হয়। ইহার পর তাহার আমলনামা বন্ধ করা হয়। এবং উহাতে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হয় উহা হইতে আর হ্রাস করা কিংবা উহাতে বৃদ্ধি করা হয় না।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) সূত্রে আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অপর এক সূত্রে আবু তুফাইল আমর ইবন ওয়াসিলাহ (র), আবূ সারীহা গিফারী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) বলেন, হযরত আহমাদ ইব্ন আবদাহ (র) ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মাতৃগর্ভের জন্য একজন ফিরিশ্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত ফিরিশ্তা আল্লাহ্র দরবারে আরয করেন, হে আল্লাহ্! এখন তো বীর্য, হে আল্লাহ্! এখন তো আলাকা, হে আল্লাহ্! এখন মাংশপিণ্ড। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন তখন ফিরিশ্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে হে আল্লাহ্! স্ত্রী লিপিবদ্ধ করা হইবে না পুরুষ? উহাকে সৎ লেখা হইবে না অসৎ? ইহার রিযিক কি হইবে? কতকাল জীবিত থাকিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এই সব কিছু-ই মাতৃগর্ভে লিপিবদ্ধ করা হয়। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদের সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

যেই মহান সৃষ্টিকর্তা নিজ ক্ষমতা ও অনুগ্রহে মানুষকে মাতৃগর্ভে পতিত অতি নিকৃষ্ট বীর্য, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটাইয়া এই পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি দান করিয়াছেন। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বড়ই উত্তম স্রষ্টা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন হাবীব (র) ... ... হযরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, চারটি বিষয়ে আমি আমার প্রতিপালকের কথার অনুরূপ বলিয়াছি। তিনিও সেইরূপ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ অবতীর্ণ হইল, তখন আমি বলিলাম ঃ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ অতঃপর আল্লাহ্ ও অবতীর্ণ করিলেন فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... যায়িদ ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই আয়াত শিখাইয়া দিলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ .... خَلْقًا اٰخَرَ

তখন হযরত মু'আয (রা) فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ বলিয়া উঠিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিলেন। হযরত মু'আয (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি কারণে হাসিলেন? তিনি বলিলেন ঃ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ দ্বারা তো আয়াতের সমাপ্তি হইয়াছে।

হাদীসের সনদে জাবির জু'ফী নামক রাবী নিশ্চিত দুর্বল রাবী। তাহার এই রিওয়ায়েতে মুনকার রহিয়াছে। কারণ অত্র সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। অথচ, যায়িদ ইব্ন সাবিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতারিত ওহী মদীনায় লিপিবদ্ধ করিতেন। অনুরূপভাবে হযরত মু'আয ও মদীনায়ই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ

তোমাদের এই প্রথম জন্মের পর পুনরায় তোমাদের মৃত্যু ঘটিবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ

অতঃপর কিয়ামত দিবসে পুনরায় তোমাদের পুনরুত্থান ঘটিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। (সূরা আনকাবূত ঃ ২০) তখন সমস্ত রূহ্ তাহাদের শরীরে মিলিত হইবে এবং সকল মাখলূকের হিসাব-নিকাশ হইবে। আর সকল আমলকারীর আমলের পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে। যদি আমল ভাল হয়, তবে উত্তম বিনিময় দান করা হইবে, মন্দ হইলে মন্দ বিনিময় দেওয়া হইবে।

(১৭) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ·

অনুবাদ ঃ (১৭) আমি তো তোমাদিগের উর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্তস্তর এবং আমি অসতর্ক নহি।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আর অত্র আয়াতে আসমান সমূহের সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির আলোচনার সাথেই আসমান ও যমীন সৃষ্টির ও আলোচনা করিয়া থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজ। (সূরা মু'মিন ঃ ৫৭) আলিফ-লাম আস-সিজদাহ-সূরা যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমুআ'র দিনে ফজরের প্রথম রাকা'আতে পাঠ করিতেন, উহার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আসমান যমীনের সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিবার উল্লেখ করিয়াছে এবং পরে কিয়ামত দিবসের পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

سَبْعَ طَرَآئِقَ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা সাত আসমান বুঝান হইয়াছে। আয়াতটি এই সকলের আয়াতের অনুরূপ।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

সাত আসমান ও উহার মধ্যস্থ সকল বস্তু আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমান কিভাবে উপরে নীচে সাজাইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? (সূরা নূহ্ ঃ ১৫)

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ․

আল্লাহ্ তো সেই মহান সত্তা, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীন ও অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার অভ্যন্তরে নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানিতে পার যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান; এবং আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুকে জ্ঞানের বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা তালাক ঃ ১২)

অন্য আয়াতেও অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ

আমি তোমাদের উপরে সপ্ত স্তর সৃষ্টি করিয়াছি আর আমি সৃষ্টির বিষয়ে অনবগত নহি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু আসমানে প্রবেশ করে আর যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয়, যাহা কিছু আসমান হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহা কিছু আসমান আরোহণ করে তিনি সেই সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত। আর তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন তিনি তোমাদের সাথেই থাকেন। তিনি তোমাদের সকল কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষও করেন। সুউচ্চ আসমানে অবস্থিত বস্তু যমীনের অভ্যন্তরের গোপন বস্তু আর যাহা কিছু পর্বত শিখরে রহিয়াছে আর যাহা কিছু গভীর সমুদ্রের তলদেশে রহিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বস্তু সম্পর্কে অবগত। পাহাড় পর্বতে অবস্থিত সকল বস্তুর সংখ্যা, মরুভূমির সকল বালুকণার সংখ্যা আর সমুদ্রে ও ময়দানের সকল বস্তুর সংখ্যা এবং বন জংগলে বিদ্যমান সকল গাছপালার সংখ্যা তাঁর অজ্ঞাত নহে।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ․

যে কোন পাতা ঝরিয়া পড়ে আল্লাহ্ উহা জানেন আর যমীনের গভীর অন্ধকারে যে বীজ রহিয়াছে এবং সকল আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৫৯)

(১৮) وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

(১৯) فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

(٢٠) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ

(٢١) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

(٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

অনুবাদ ঃ (১৮) এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আমি উহা অপসারিত করিতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদিগের জন্য খর্জুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি। ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক। (২০) এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন। (২১) এবং তোমাদিগের জন্য অবশ্যই শিক্ষনীয় বিষয় আছে আন'আমে তোমাদিগকে আমি পান করাই উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ কর। (২২) এবং তোমরা উহাতে ও নৌযানে আরোহণ ও করিয়া থাক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে যেই অপরিসীম নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আসমান হইতে প্রয়োজন মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এত বেশী পরিমাণ বর্ষণ করেন না যাহার কারণে যমীন ও বসতী নষ্ট হইয়া যায়। আবার এত কমও বর্ষণ করেন না যাহা ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট না হয়। বরং সেচকার্য সম্পন্ন করা পান করা মানুষ ও জীবজন্তুর অন্যান্য উপকারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি তিনি আসমান হইতে বর্ষণ করেন। এমনকি যেই সকল জমীতে ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য পানির প্রয়োজন অথচ, তথায় বৃষ্টি হয় না আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য এলাকা হইতে নদী নালার মাধ্যমে তথায় পানি প্রবাহিত করেন। যেমন মিসরের যমীনে বর্ষকালে নীল নদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আবিসিনিয়া হইতে লালমাটিসহ তথায় পানি প্রবাহিত করেন। অতঃপর ঐ পানির সাহায্যে মিসরের যমীনের সেচকার্য সম্পন্ন হয় এবং উহার সহিত যেই লাল

মাটি ভাসিয়া আসে উহা দ্বারা মিসরের অনুর্বর যমীন ফসল উৎপন্নের উপযোগী হয়। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই দয়াবানও বড়ই মেহেরবান।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

অতঃপর আমি পানিকে যমীনের দীর্ঘকাল স্থির রাখি। যমীন ঐ পানি গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে যেই বীজ বপন করা হয়, উহা ঐ পানির সাহায্যে খাদ্য আহরণ করে।

إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ। আমি যদি বৃষ্টি বর্ষণের ইচ্ছা না করি বরং অনাবৃষ্টির ইচ্ছা করি তবে সম্পূর্ণরূপে বর্ষণ বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি তোমাদের কষ্ট দানের ইচ্ছা হয় এবং বর্ষণের পরে ঐ পানি জংগল ও অনুর্বর এলাকায় প্রবাহিত করিবার ইচ্ছা করি তবে এমনও করিতে পারি। যদি আমি ঐ পানিকে তিক্ত করিয়া পানের ও ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতাম তবে তাহাও করিতে পারিতাম। আমি ইচ্ছা করিলে বৃষ্টির পানি যমীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করাইয়া কেবল উহার উপরিভাগেই রাখিয়া দিতে পারিতাম; আবার ইচ্ছা করিলে উহাকে আমি তোমাদের নাগালের বাহিরেও বর্ষণ করিতে পারিতাম। তখন তোমরা উহা দ্বারা আর উপকৃত হইতে পারিতে না। কিন্তু আলাহ্ তা'আলা বড়ই করুণাময় বড়ই মেহেরবান। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের প্রতি সুমিষ্ট পানি বর্ষণ করেন। যমীনের অভ্যন্তরে স্থির রাখেন; বিভিন্ন ঝর্ণার মাধ্যমে চতুর্দিকে প্রবাহিত করেন। উহার সাহায্যে ফসল ও ফলমূল উৎপন্ন করেন। তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জীবজন্তুও উহা পান করে। গোসল কর ও পবিত্রতা লাভ করিয়া থাক।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

সেই বর্ষিত পানি দ্বারা আমি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করিয়াছি; সৃষ্টি করিয়াছি নানা প্রকার মনোরম ফুলের উদ্যান।

যেহেতু হিজাযের লোকেরা খেজুর ও আঙ্গুর অধিক ভালবাসে এই কারণে আলোচ্য আয়াতে বিশেষ করিয়া খেজুর ও আঙ্গুরের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দেশেই বিশেষ বিশেষ ফল দান করিয়াছেন। যাহার শোকর আদায় করিতে তাহারা অক্ষম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সর্বপ্রকার ফল দান করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য পানির সাহায্যে ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করেন।

وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ উদ্ধৃত আয়াতাংশ একটি উহ্য বাক্যের উপর আতফ হইয়াছে, আর উহা হইল تَنْظُرُوْنَ اِلَى حُسْنِهِ وَمِنْهُ تَأْكُلُوْنَ তোমরা উহার সৌন্দর্য ও পরিপক্ক অবলোকন কর এবং উহা হইতে আহার করিয়া থাক।

شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ অত্র আয়াতে যেই গাছের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা হইল যায়তূন বৃক্ষ।

'طور' অর্থ পাহাড়। কোন তাফসীরকার বলেন, যদি পাহাড়ে গাছপালা থাকে তবেই উহাকে 'طور' বলা হয়। আর গাছপালা না থাকিলে উহাকে 'جبل' বলা হয়। তখন উহাকে 'طور' বলা যায় না।

'طورسينا' দ্বারা 'সীনাই' পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এই পাহাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছেন। উহার পার্শ্ববর্তী সকল পাহাড়সমূহে যায়তূন গাছ বিদ্যমান ছিল।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ অত্র আয়াতে الباء অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। যেমন আরবগণ বলিয়া থাকে, القى فلان بيده ইহা القى এর অর্থে ব্যবহৃত। অবশ্য কেহ কেহ এখানে একটি ক্রিয়াপদ উহ্য মানেন। অর্থাৎ تَخْرُجُ بِالدُّهْنِ অথবা تاتى بالدهن অর্থাৎ তৈল নির্গত করে وَصِبْغٍ لِلْاٰكِلِيْنَ কাতাদাহ (র) বলেন, 'صبغ' অর্থ তরকারী। অর্থাৎ সীনাই পাহাড়ে উৎপাদিত যায়তূন গাছের ফল দ্বারা এক দিকে তৈলের কাজ চলে অপর দিকে উহা একটি উত্তম তরকারীও বটে, যাহা আহারকারীগণ তরকারী হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) ... ... মালিক ইব্ন রাবী'আহ সাঈদী আল-আনসারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

তোমরা যায়তূন খাও ও উহার তৈল ব্যবহার কর। কারণ, উহা একটি বরকতময় গাছ হইতে উৎপাদিত। আবদ্ ইব্ন হুমাইদ (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে ও তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হযরত উমর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِئْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

তোমরা যায়তূনকে তরকারী হিসাবে ব্যবহার কর এবং উহার তৈলও ব্যবহার কর। কারণ উহা একটি বরকতময় গাছ হইতে উৎপাদিত। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি আবদুর রাজ্জাক (র) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ব্যতিত অন্য কেহ হইতে হাদীসটি বর্ণিত বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার বর্ণনায় কখনও হযরত উমর (রা)-কে উল্লেখ করিয়াছেন আবার কখনও তাঁহাকে উল্লেখ করেন নাই।

আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ... শরীফ ইব্ন নুমাইলা (র) হইতে বর্ণিত যে, একদা আশুরার রাত্রে আমি হযরত উমর (রা)-এর অতিথেয়তা গ্রহণ করিলাম, তিনি আমাকে উটের মাথার মগজ খাওয়াইলেন এবং যায়তূনও খাওয়াইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ

هذا الزيت المبارك الذى قال اللّٰهُ لنبيه

ইহা হইল সেই বরকতময় যায়তূন যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-এর নিকট বরকতময় বলিয়া-ই উল্লেখ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ .

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চতুষ্পদ জীবজন্তুর দ্বারা মানুষের যেই সকল উপকার সাধিত করেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহা হইল, তাহারা ঐ সকল জীব জন্তুর রক্ত ও পেটের মধ্য হইতে নির্গত পাক-পবিত্র দুধ পান করে। উহাদের গোশ্ত আহার করে, উহার পশম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে, উহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করে এবং দূর দূরান্তে উহাদের উপর বোঝা বহন করে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

আর ঐ সকল জীবজন্তু তোমাদের বোঝাসমূহ দূরদূরান্ত শহরে বহণ করিয়া লইয়া যায় যাহা বহণ তোমাদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, বড়ই মেহেরবান। (সূরা নাহল ঃ ৭) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ .

তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাহাদের জন্য আমার নিজ হাতে প্রস্তুত বস্তুসমূহের মধ্য হইতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি! অতঃপর তাহারাই উহার মালিক হইতেছে। আর আমি সেইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি! অতঃপর উহাদের কিছু সংখ্যক তো তাহাদের যানবাহন, আর কিছু সংখ্যককে তাহারা আহার করে! আর তাহাদের জন্য উহাদের মধ্যে আরো অনেক উপকার নিহিত রহিয়াছে এবং পানীয় বস্তুসমূহও তবুও তাহারা শোকর করিবে না? (সূরা ইয়াসীন ঃ৭১-৭৩)

(٢٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

(٢٤) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

(٢٥) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ .

অনুবাদ ঃ (২৩) আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না? (২৪) তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিল, এতো তোমাদিগের মত একজন মানুষই, তোমাদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ফিরিশ্‌তা পাঠাইতেন, আমরা তো আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে একথা শুনি নাই। (২৫) এ তো এমন লোক যাহাকে উম্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে, সুতরাং ইহার সম্পর্কে কিছু কাল অপেক্ষা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত নূহ্ (আ)-কে যখন তিনি মুশরিক ও আল্লাহ্‌দ্রোহী কাফিরদিগকে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করন ও রাসূলগণকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করিবার কারণে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি ও আযাবের ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিত আর কোন মা'বুদ নাই, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া তাঁহার সহিত শিরক করা পরিত্যাগ করিবে না?

فَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ তখন তাহার কাওমের সর্দার ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ বলিল,

مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

এই লোকটি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, নবুওয়াতের দাবী করিয়া সে তোমাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করিতে চায়! অথচ, সে যখন তোমাদের মতই একজন মানুষ অতএব তোমাদের নিকট ওহী না আসিয়া তাহার নিকট কি করিয়া আসে?

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً

যদি সত্যই আল্লাহ্ কোন নবী প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে কোন একজন ফিরিশ্‌তাকে নবী করিয়া প্রেরণ করিতেন।

مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

আমরা তো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে কখনও শুনি নাই।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ

সে এই কথা বলে যে, তাহার নিকটই আল্লাহ্ অহী অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে আমরা তাহাকে পাগল ও মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না। (নাউযুবিল্লাহ্)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ

অতএব তোমরা কিছু দিন অপেক্ষা করিতে থাক এবং ধৈর্যধারণ কর। সে ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমরা তাঁহার এই সকল পাগলামী হইতে মুক্তি পাইবে।

(٢٦) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

(٢٧) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

(٢٨) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(٢٩) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

(٣٠) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝

অনুবাদ ঃ (২৬) নূহ্ বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর। কারণ, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। (২৭) অতঃপর আমি তাহার নিকট ওহী করিলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবেও উনন উথলিয়া উঠিবে, তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে; তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে। (২৮) অতঃপর যখন তুমিও তোমার সংগীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করিবে তখন বলিও, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন যালিম সম্প্রদায় হইতে। (২৯) আরও বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যাহা হইবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আর আমি তো উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ) সম্পর্কে বলেন, তিনি তাহারা কাওমের যুলুম অত্যাচারে অসহ্য হইয়া আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন,

رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

হে আল্লাহ্! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে অতএব আপনি আমার সাহায্য করুন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

অতঃপর তিনি তাহার প্রতি পালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে, আমি পরাজিত ও ও অক্ষম। অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (সূরা কামার ঃ ১০) হযরত নূহ (আ) আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিবার পরই আল্লাহ্ তাঁহাকে একটি মযবুত নৌকা তৈয়ার করিতে হুকুম করিলেন এবং উহাতে তিনি যেন প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদ হইতে এক এক জোড়া উঠাইয়া লন এবং তাহার পরিবর্গকেও যেন উহাতে উঠাইয়া লন :

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ

অবশ্য যেই সকল লোককে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে যেন নৌকায় না উঠান হয়: আর সেই সকল লোক হইল যাহারা হযরত নূহ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। যেমন তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۔

আর যখন প্রবল বর্ষণের ফলে তোমার কাওম ডুবিয়া মরিতে থাকিবে তখন যেন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের জন্য তোমার অন্তর গলিয়া না যায় এবং তখন যেন তাহাদের ঈমানের আশায় তাহাদের প্রতি শাস্তি বিলম্বিত করিতে তুমি অনুরোধ না কর। কারণ, আমি তাহাদের কুফর ও অবাধ্যতার কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে তাহারা ডুবিয়া মরিবে। সূরা হূদ-এর মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। অতএব এখানে আর উহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

যখন তুমি ও তোমার সাথীসঙ্গীগণ নিশ্চিন্ত হইয়া নৌকায় বসিবে তখন বলিবে সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র জন্য যিনি যালিম কাওম হইতে আমাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ
تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আরোহণের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জীব সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা স্থিরভাবে উহার পৃষ্ঠে বসিতে পার। অতঃপর যখন তোমরা

উহার উপর নিশ্চিন্ত হইয়া বলিবে, তখন তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামত সমূহকে স্মরণ কর এবং বল, সেই সত্তা বড়ই পবিত্র যিনি ইহাকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন অথচ, আমরা ইহাকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইতাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। (সূরা যুখরুফ ঃ ১২-১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে যেই নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি উহা সঠিকভাবে পালন করিয়াছিলেন। তিনি নৌকা তৈয়ার করিলেন এবং আল্লাহ্র হুকুম মুতাবেক বিশিষ্ট লোকজন আরোহণ করাইলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ۔

নূহ্ বলিলেন, তোমরা উহাতে আরোহণ কর, আল্লাহ্র নামেই উহা চলিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র নামেই উহা থামিবে। (সূরা হূদ ঃ ৪)

হযরত নূহ্ (আ) নৌকা চলিবার শুরুতেও আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়াছেন এবং শেষেও স্মরণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে বলিলেন, তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে বরকতময়, স্থানে অবতীর্ণ করুন এবং আপনিই উত্তম অবতরণকারী।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

অবশ্যই এই কাজের মধ্যে অর্থাৎ মু'মিনগণকে মুক্তিদান ও কাফিরদিগকে ধ্বংস করায় আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যবাদী হওয়ার জন্য বহু নিদর্শন ও দলীল রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আল্লাহ্ যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও সর্বজ্ঞ এই ঘটনা তাহাও প্রমাণ করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ আর অবশ্যই আমি আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়া আমার বান্দাগণকে পরীক্ষা করিয়া থাকি।

(٣١) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

(٣٢) فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

(٣٣) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ

(٣٤) وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

(٣٥) اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ

(٣٦) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ

(٣٧) اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

(٣٨) اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ

(٣٩) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

(٤٠) قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ

(٤١) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (৩১) অতঃপর তাহাদিগের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম। (৩২) এবং উহাদিগেরই একজনকে উহাদিগের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম; সে বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না? (৩৩)

তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, এতো তোমাদিগের মত একজন মানুষই, তোমরা যাহা আহার কর সে তো তাহাই আহার করে। এবং তোমরা যাহা পান কর সেও তাহাই পান করে; (৩৪) যদি তোমরা তোমাদিগেরই মত একজন মানুষেরই আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (৩৫) সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদিগের মৃত্যু হইলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে? (৩৬) অসম্ভব, তোমাদিগকে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্ভব। (৩৭) একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরিবাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না। (৩৮) সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবার নহি। (৩৯) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে সাহায্য কর; কারণ, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। (৪০) আল্লাহ্ বলিলেন, অচিরে উহারা অনুতপ্ত হইবেই। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ উহাদিগকে আঘাত করিল এবং আমি উহাদিগকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল যালিম সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত নূহ (আ)-এর পরবর্তী যুগে তিনি অপর একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারের মতে তাহারা হইল আদ সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর পরে তাহাদিগকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আয়াতে যেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইল, সামূদ সম্প্রদায়। কারণ, তাহাদের প্রতি বিকট ধ্বনির মাধ্যমে শাস্তি আসিয়াছিল।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করিবার দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, তাঁহার বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির কারণ কেবল ইহাই ছিল যে, তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল একজন মানুষ ছিলেন এবং তাহারা তাহাদের মতই একজন মানুষ রাসূল হিসাবে মানিয়া লইতে রাযী নহে। ইহা ব্যতীত তাহারা কিয়ামত ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিল ঃ

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ـ

সে কি তোমাদের নিকট এই কথা বলিতেছে যে, তোমরা যখন মৃত্যুবরণ করিবে আর মাটিতে ও হাড় পরিণত হইবে তখন তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। তোমাদের নিকট এই যে কথা বলা হইতেছে উহা বড়ই দূরের বস্তু।

اِنْ هُوَ اِلاَّ رَجُلُنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া, ভীতি প্রদর্শনকারীও কিয়ামতের সংবাদদাতা হিসাবে দাবী করিয়া ঐ লোকটি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যাই আরোপ করিয়াছে।

وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

আমরা তো ঐ লোকটির ঐ সকল কথার প্রতি একটুও বিশ্বাস করি না।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

হযরত নূহ (আ) আল্লাহ্র নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইবার জন্য দু'আ করিলেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কারণ তাহারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবুল করিয়া বলেন ঃ

قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ

অচিরেই ঐ সকল কাফিররা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইবে তখন আর তাহাদের আপনার বিরোধিতা করিবার সুযোগ থাকিবে না।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

অতঃপর এক বিকট ধ্বনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। উহা যে শুধু একটি বিকট ধ্বনি ছিল তাহাই নহে বরং উহার সহিত অতিশয় ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝা বায়ুও বিদ্যমান ছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لاَيُرٰى اِلاَّ مَسٰكِنُهُمْ ـ

যে বিকট ধ্বনিও ঝঞ্ঝা বায়ু আল্লাহ্র নির্দেশে সকল বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিল। অতঃপর তাহাদের ঘরবাড়ী ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً

অতঃপর আমি তাহাদিগকে জলের সহিত ভাসমান আবর্জনার ন্যায় দলিত করিয়া দিলাম।

'غُثَاءً' বলা হয়, ঢলের সহিত ভাসমান আবর্জনাকে, যাহা অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং উহা কোন কাজেই আসেনা।

فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ যালিম ও কাফির কাওম আল্লাহ্র রহমত হইতে দূর হউক।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ .

আমি তাহাদের প্রতি যুলুম করি নাই বরং তাহারাই প্রকৃত যালিম। অর্থাৎ তাহাদের কুফর ও আল্লাহ্র রাসূলের সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজের উপর যুলুম করিয়াছে। অতএব হে শ্রোতাগণ! তোমরা যেন আল্লাহ্র রাসূলের বিরোধিতা হইতে বিরত থাক।

(٤٢) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ

(٤٣) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ

(٤٤) ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৪২) অতঃপর তাহাদিগের পরে আমি বহুজাতি সৃষ্টি করিয়াছি। (৪৩) কোন জাতিই, তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না। (৪৪) অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রাসূল আসিয়াছে, তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে।। অতএব আমি উহাদিগের একের পর একক ধ্বংস করিলাম। আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ .

হযরত নূহ্ (আ)-এর পর আদ কাওমকে ধ্বংস করিয়া আমি আরো অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি বহু মাখলূক পয়দা করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ

কোন সম্প্রদায়ই উহার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও আনিতে পারেনা আরো পরেও যাইতে পারেনা। বরং লাওহে মাহ্ফূযে তাহাদের সৃষ্টি ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, গোত্রে গোত্রে বিভক্ত হইবার পূর্বেই যেই সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে সে সময় অনুসারেই তাহাদিগকে পাকড়াও করা হয়।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرٰى

হযরত ইব্ন আব্বাস (র) বলেন 'تَتْرٰى' অর্থ একের পর এক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল সম্প্রদায়ের নিকট একের পর এক রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ .

অবশ্যই প্রত্যেক উম্মাত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নির্দেশসহ রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূতের উপাসনা হইতে বিরত থাক। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কতককে তো আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দান করিয়াছেন আর কতকের উপর গুমরাহী নিশ্চিত হইয়াছে। (সূরা নাহল ঃ ৩৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ

যখনই কোন উম্মাতের নিকট তাহাদের রাসূল আগমন করিয়াছেন তখন তাহাদের অধিকাংশ তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

বান্দাদের প্রতি আফসোস তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আগমন করে তাহারা তাহার সহিত বিদ্রূপ করে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩০)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

আমি তাহাদিগকে একের পর একক ধ্বংস করিয়াছি।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ

নূহ্-এর পরে আমি কত সম্প্রদায়কেই না ধ্বংস করিয়াছি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ

আর তাহাদিগকে আমি মানুষের জন্য কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিয়াছি।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

আমি তাহাদিগকে কাহিনীতে পরিণত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছি। (সূরা সাবা ঃ ১৯)

(٤٥) ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

(٤٦) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ

(٤٧) فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا عٰبِدُوْنَ

(٤٨) فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ

(٤٩) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৪৫) অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাঁহার ভাই হারূনকে পাঠাইলাম। (৪৬) ফির'আউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট, কিন্তু উহারা অহঙ্কার করিল উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) উহারা বলিল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিকে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদিগেরই মত এবং যাহাদিগের সম্প্রদায় আমাদিগের দাসত্ব করে। (৪৮) অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি মূসা ও তাঁহার ভাই হারূনকে ফির'আউন ও তাহার প্রধান নেতৃবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের নবুওয়াত প্রমাণ হিসাবে স্পষ্ট ও মযবুত দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ ও তাহাদিগকে দান

করিয়াছিলাম। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা ছিলেন তাহাদের মতই মানুষ, এই কারণে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মত তাহারাও তাহাদিগকে নবী হিসাবে মান্য করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। ফির'আউন ও তাহার নেতৃবর্গের মন মস্তিষ্ক ও তাহাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের মন মস্তিষ্ক ও ধ্যান ধারণার কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন ও তাহার নেতৃবর্গেকে একই দিনে পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিলেন। ফির'আউন ও কিবতী বংশধরকে ধ্বংস করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করিলেন। উহাতে আল্লাহর বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ ছিল। তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপকভাবে কোন উম্মতকে ধ্বংস করেন নাই বরং তিনি মু'মিনগণকে কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ٠

পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস করিবার পর আমি মূসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াছি। যাহা মানুষের জন্য ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডার হেদায়াত ও রহমত প্রাপ্তির উপায়: (সূরা কাসাস ঃ ৪৩)

(٥٠) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ٠

অনুবাদ ঃ (৫০) এবং আমি মারইয়ামের তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি ঈসা (আ) ও তাঁহার আম্মা মারইয়াম (আ)-কে মানব জাতির জন্য মহান কুদরতের একটি বিরাট নিদর্শন হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে পিতা-মাতা ব্যতিত স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত হাওয়া (আ)-কে কোন স্ত্রী ব্যতিত কেবল একজন পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন আর হযরত ঈসা (আ)কে কোন পুরুষ ব্যতিত কেবল একজন স্ত্রী লোকের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত মানুষকে নরনারী উভয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, اَلرَّبْوَةِ অর্থ এমন উচ্চভূমি, যেখানে গাছপালা, তৃণলতা উৎপন্ন হইতে পারে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর এবং কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (র) বলেন, ذَاتِ قَرَارٍ ইহার অর্থ 'ذَاتِ خصب' অর্থাৎ গাছপালা বিশিষ্ট স্থান। مَعِيْنٍ অর্থ প্রবাহিত পানি। অনুরূপ অর্থ মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, ربوة অর্থ, সমতল ভূমি। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِيْنٍ অর্থ যেখানে পানি স্থির থাকে। মুজাহিদ (র) ও কাতাদাহ (র) বলেন مَعِيْنٍ প্রবাহিত পানি।

তাফসীরকারগণ এই স্থানটি সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন যে, ঐ স্থানটি কোন স্থান? আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, ঐ স্থানটি মিসরে অবস্থিত। যখন চতুর্দিকে পানি প্রবাহিত হয় তখন গ্রামের লোকেরা উঁচু স্থানে বসতি স্থাপন করে। যদি এই ধরনের উচ্চস্থান না থাকিত তবে প্রবাহিত পানির স্রোতে গ্রাম ভাসিয়া যাইত। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধতা হইতে বহু দূরে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে

وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ স্থানটি দামেস্কে অবস্থিত। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, হাসান, যায়িদ ইব্ন আসলাম ও খালদ ইব্ন মা'দান (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইল দামেস্কের নহরসমূহ। লাইস ইব্ন সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার আম্মাকে দামেশকের গুতা নামক স্থানে (বা) উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত আবূ হুরায়রা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, الربوة হইল ফিলিস্তীনের রামাল্লা নামক স্থান। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... মুররাহ আল-বাহযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে

বলিতে শুনিয়াছি اِنَّكَ تَمُوْتُ بِالرَّبْوَةِ। তুমি রবওয়াতে মৃত্যুবরণ করিবে। অতঃপর সে ব্যক্তি রমলা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করিল। এই হাদীসটিও অত্যন্ত গারীব। অবশ্য আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এর যেই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছে উহা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, المعين। প্রবাহিত পানি অর্থাৎ সেই নহর যাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا তোমার প্রতিপালক তোমার নিচে নহর প্রবাহিত করিয়াছেন। যাহ্হাক এবং কাতাদাহ (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। আর ঐ স্থানটি হইল বায়তুল মুকাদ্দাস এই ব্যাখ্যাই অধিক জাহির। কারণ অন্য আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে। অতএব এই রূপ ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। অতঃপর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা যাহা প্রমাণিত অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনিষীগণের বক্তব্য দ্বারা কুরআনের যে ব্যাখ্যা করা হয়।

(٥١) يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

(٥٢) وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ

(٥٣) فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

(٥٤) فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ

(٥٥) اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ

(٥٦) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৫১) হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হইতে আহার কর ও সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত (৫২) এবং তোমাদিগের এই জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর। (৫৩) কিন্তু তাহারা নিজদিগের মধ্যে তাহাদের দীনকে বহুধা

বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহা লইয়া আনন্দিত। **(৫৪) সুতরাং কিছু কালের জন্য উহাদিগকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও। (৫৫) উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদিগকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা। (৫৬) উহাদিগের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করিতেছি? না উহারা বুঝে না।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণকে হালাল আহার্য আহার করিবার নির্দেশ করিয়াছেন এবং সেই সাথে নেক আমল ও সৎকাজ করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় হালাল বস্তু বাস্তবে সৎকাজ সম্পন্ন করিবার জন্য সাহায্যকারী। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ্ তাআ'লার এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন এবং তাঁহারা সর্বপ্রকার সৎকাজ করিয়াছেন, উত্তম কথা বলিয়াছেন এবং উম্মতকে সঠিক পথের দীক্ষা দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করুন। হযরত হাসান বাসরী (র)

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে কোন প্রকার লাল কিংবা হলুদ বর্ণ গ্রহণ করিতে কিংবা মিষ্টি কিংবা তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করিতে হুকুম করেন নাই বরং তিনি কেবল হালাল বস্তু গ্রহণ করিতে হুকুম দিয়াছেন। সাঈদ ইবন জুবাইর ও যাহ্হাক (র) كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ অর্থ করিয়াছেন, তোমরা হালাল বস্তু আহার কর।

আবূ ইসহাক সুবাইয়ী (র) আবূ মায়সারাহ্ আমর ইবন শুরাহবীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁহার আম্মার সূতা কাটার বিনিময়ে উপার্জিত অর্থে জীবন ধারণ করিতেন। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত ঃ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ সকল নবী-ই ছাগল চরাইয়া জীবন যাপন করিতেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ঃ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনিও কি ছাগল চরাইয়াছেন? তিনি বলেলেন ঃ نَعَمْ وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাত এর বিনিময়ে মক্কাবাসীগণের ছাগল চরাইয়াছি। সহীহ্ হাদীসে আরো বর্ণিত ঃ إِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ

হযরত দাউদ (আ) তাঁহার হাতের উপার্জিত বস্তু খাইয়া জীবন যাপন করিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الْقِيَامِ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمٌ وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى .

আল্লাহ্র নিকট উত্তম সাওম হইল, দাউদ (আ)-এর সাওম এবং উত্তম রাতের সালাত হইল হযরত দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি-অর্ধেক রাত্র নিদ্রা যাইতেন এবং এক তৃতীয়াংশের সালাত পড়িতেন। আবার এক ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যাইতেন। তিনি এক দিন সাওম পালন করিতেন এবং একদিন সাওম ছাড়িতেন এবং জিহাদের ময়দান হইতে কখনও পলায়ন করিতেন না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন আওস (রা)-এর আম্মা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওম রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ইফ্তারের জন্য এক পেয়ালা দুধ পাঠাইয়া দিলাম। এই সময়টি ছিল দিনের প্রথমাংশের প্রখর গরমের সময়। তখন বাহককে ফেরত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই দুধ কোথায় পাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি ইহা ক্রয় করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উহা পান করিলেন। পরের দিনে আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদের আম্মা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে নিজে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গতকাল যে প্রখর রোদ্রের মধ্যে আপনার নিকট দুধ পাঠাইয়া ছিলাম, আপনি উহা ফেরৎ দিয়াছিলেন কেন? তখন তিনি বলিলেন, আমাকে এই নির্দেশই করা হইয়াছে, রাসূলগণ হালাল দ্রব্য ছাড়া আহার করেন না এবং নেক আমল ব্যতিত কোন আমল করেন না। অতএব দুধ যে হালাল ছিল এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবার পরই উহা পান করিয়াছি। সহীহ্ মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে ইমা আহমাদ গ্রন্থসমূহে ফুযাইল ইব্ন মারযূক ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ .

হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পাক ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করে না, তিনি রাসূলগণকে যেই নির্দেশ দিয়াছেন, মু'মিনগণকেও সেই-একই নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল বস্তু আহার কর এবং সৎকাজ কর। আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। এবং মু'মিনগণকে নির্দেশ দিয়াছেন।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া হালাল রিযিক আহার কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট ও মলিন বস্ত্র পরিহিত। অথচ, তাহার আহার্য হারাম, তাহার পাণীয় বস্তু হারাম, তাহার পোশাক, পরিচ্ছেদ হারাম এবং হারাম বস্তুই তাহার আহার্য। এই অবস্থায় সে আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করিয়া হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! বলিয়া আর্তনাদ করিয়া প্রার্থনা করিলেও কি তাহার প্রার্থনা কবূল করা হইবে? নিশ্চয় নহে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। শুধু ফুযাইল ইব্ন মারযূক (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً

হে রাসূলগণ! তোমাদের সকলের দীন একই দীন ও একই মিল্লাত। আর তাহা হইল কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দান করা।

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ আর আমি তোমাদের প্রভু। অতএব আমাকেই তোমরা ভয় কর।

ইহা 'হাল' أُمَّةً وَّاحِدَةً হিসাবে منصوب হইয়াছে।

এই আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা সূরা আম্বিয়ায় করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

পূর্ববর্তী উম্মাতগণ যাহাদের প্রতি আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা পরস্পরে আল্লাহ্র দীনকে পৃথকপৃথক করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

তাহাদের প্রত্যেক দল স্বীয় গুমরাহীকে হিদায়াত ধারণা করিয়া গর্বিত। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ধমক প্রদান করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ হে নবী! আপনি তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে দিন।

حَتّٰى حِيْنٍ তাহাদের ধ্বংসের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

আপনি কাফিরদিগকে কিছু দিন অবকাশ দান করুন। (সূরা তারিক ঃ ১৭) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ـ

তাহাদিগকে খাইতে ও আয়েশ করিতে দিন, তাহাদের আশা-আকাঙ্খা তাহাদিগকে গাফিল করিয়া রাখিতেছে, অচিরেই তাহারা ইহার পরিণতি কি তাহা জানিতে পারিবে। (সূরা হিজর ঃ ৩)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ـ

ঐ সকল অহংকারী লোকেরা কি এই ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আমার নিকট বড়ই সম্ভ্রান্ত এই কারণেই তাহাদিগকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া রাখি। কখনও এমন নহে, যাহা তাহারা ধারণা করে। তাহারা বলে ঃ

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ

আমরা অধিক মালের অধিকারী। আর আমরাই অধিক সন্তান-সন্ততির মালিক এবং আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না। বস্তুত তাহারা স্বীয় ধারণায় ভুল করিয়াছে। তাহাদের আশা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। আমি তাহাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ঢিল দিয়া রাখিয়াছি।

এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

তাহারা আল্লাহ্র এই ঢিল দেওয়াকে বুঝিতে পারেনা।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

তাহাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ইহা দ্বারা এই পার্থিক জগতেই শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন। (সূরা তাওবা ঃ ৫৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا إِثْمًا

আমি তাহাদিগকে এই কারণে অবকাশ দান করি যেন তাহাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ وَأُمْلِي لَهُمْ

যাহারা এই মহাগ্রন্থকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাকেও আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি তাহাদিগকে ধীরেধীরে এমনভাবে পাকড়াও করিব যে তাহারা বুঝিতেই পারিবেনা এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতে থাকিব। (সূরা কালাম ঃ ৪৪)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا

আপনি আমার হাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিন যাহাকে আমি একা সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ১১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا .

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নিকট কোন নৈকট্য লাভে সাহায্য করিবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে ও নেক আমল করিবে কেবল সেই নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে। (সূরা সাবা ঃ ৩৭) ইহা ব্যতিত আরো বহু আয়াত এই বিষয়ে বিদ্যমান। কাতাদাহ (র)

أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছেন উহা তাহাদের জন্য একটি ধোঁকা বই কিছুই নহে। অতএব হে মানব জাতি! তোমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা মানুষকে পরখ করিওনা বরং ঈমান ও নেক আমল দ্বারাই তাহাদিগকে পরখ কর।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন; মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إن الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذى نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه الخ

আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যেমন রিযিক বিতরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আখলাক ও বিতরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই পার্থিব ধন-সম্পদ দান করেন। যাহাকে তিনি ভালবাসেন তাহাকেও আর যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকেও। কিন্তু দীন কেবল তাহাকেই দান করেন, যাহাকে তিনি ভালবাসেন। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন, তোমাদের কেহই মুসলমান হইতে পারিবেনা, যতক্ষণ না তাহার অন্তর ও জিহ্বা আনুগত্য স্বীকার না করিবে। আর কেহই মু'মিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না তাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার অবিচার হইতে নিরাপদ না হইবে। ... ... সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন بوائق কি? তিনি বলিলেন, যুলুম অত্যাচার। আর কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জন করিয়া উহা ব্যয় করিলে উহাতে কোন বরকত হয়না, সাদাকা করিলে কবূল করা হয় না। উহা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিলে উহা তাহার জাহান্নামের আসবাব হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা কখনও অন্যায় কাজের অন্যায় মিটাইয়া দেননা। বরং ভালকাজের দ্বারাই অন্যায় কাজ মিটাইয়া দেন। অশ্লীল কাজ অশ্লীল কাজকে মিটাইতে পারে না।

(٥٧) اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ

(٥٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ

(٥٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ

(٦٠) وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ

(٦١) اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৫৭) যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত। (৫৮) যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। (৫৯) যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত শরীক করেনা (৬০) এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের

নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগের যাহা দান করিবার তাহা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে, (৬১) তাহারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তাহারা উহাতে অগ্রগামী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ

যাহারা ইহসান, ঈমান ও সৎকাজ করিবার সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁহার শাস্তি হইতে সন্ত্রস্ত থাকে। যেমন হাসান বাস বাসরী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি মু'মিন তাহার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় ও ইহ্সান উভয়ই একত্রিত হয়। আর যেই ব্যক্তি মুনাফিক সে একদিকে অন্যায় ও খারাপ করে এবং আল্লাহ্ শাস্তিকে ভয় করে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ

আর যাহারা আল্লাহ্র যাবতীয় নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাস করে। প্রকৃতিক নিদর্শন সমূহের প্রতিও এবং শরয়ী নিদর্শন সমূহের প্রতিও। যেমন আল্লাহ্ হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ

আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর ও ফায়সালা অনুযায়ী যাহা হইয়াছে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু শরীয়াত সম্মত করিয়াছেন উহার প্রতিও বিশ্বাস করেন। শরীয়াতের কোন নির্দেশ হইলে উহা হইবে পসন্দনীয় কাঙ্খিত এবং নিষেধ হইলে মহানত্য।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ আর যাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক করেনা। তাহারা ইহাই বিশ্বাস করে আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহার কোন সমতুল্য ও সমকক্ষ নাই।

ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ

তাহারা যখন কোন দান করে তখন তাহারা এই ভয়ে ভীত থাকে যে তাহাদের এই দান আল্লাহ্ কবুল করেন কি না? কারণ, তাহাদের অন্তরে ভয় থাকে যে দান করিবার জন্য যেই সকল শর্ত রহিয়াছে, উহা তাহারা পূর্ণ করিতে পারিয়াছে কি না। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে

বর্ণিত যে, একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যাহারা দান করে অথচ, তাহারা অন্তরে ভয় পোষণ করেনা, তাহারা কি সেই সকল, যাহারা চুরি করে, ব্যভিচার করে ও মদ পান করে? আর আল্লাহকে ভয় করে। তিনি বলিলেন, হে আবু বকরের কন্যা! তাহারা নহে; বরং ঐ সকল লোক হইল যাহারা সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং সাদাকা করে আর আল্লাহকে ভয়ও করে। ইমাম তিরমিযী, ইব্ন আবূ হাতিম (র) মালিক ইব্ন মিগওয়ালের সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রে হাদীসটি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, হে সিদ্দীকের কন্যা! ঐ সকল লোক হইল তাহারা, যাহারা সালাত পড়ে সাওম রাখে ও সাদাকা করে এবং এই ভয় করে যে, তাহাদের সাদাকা কবুল হইল কি না। اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ তাহারা হইল সেই সকল লোক, যাহারা কল্যাণের প্রতি দ্রুত ছুটিয়া চলে।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ (র) আবু হাযিম (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী ও হাসান বাসরী (র) আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। আর অন্যান্য কারীগণ আলোচ্য আয়াতটি এইরূপ পড়িয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَاْتُوْنَ مَآ اَتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

আর যাহারা যেই কাজ করে উহা তাহারা আল্লাহ্র ভয় অন্তরে পোষণ করিয়াই করে। রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে মারফূরূপে ইহা বর্ণিত যে, তিনি আয়াতটি এই রকম পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) ... ... আবূ খালফ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি আবূ আসেম উবাইদ ইব্ন উমাইর (র)-এর সহিত হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত হযরত আয়েশা (রা) তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের নিকট আস না কেন? তিনি বলিলেন, আপনি বিরক্ত হইয়া যান কিনা এই আশংকায়। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন; কি উদ্দেশ্যে এখন আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহা কিরূপে পড়িতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আয়াত সম্পর্কে। আবূ আসিম (র) বলিলেন, আচ্ছা اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا পড়িতে হইবে না? اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا পড়িতে হইবে। তিনি বলিলেন, তোমার কোনটি পসন্দ হয়। আবূ আসিম (র) বলেন, তখন আমি বলিলাম, ইহার একটি আমার নিকট দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম. তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনটি? আবূ আসিম (র) বলিলেন, اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا তখন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য

দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ পড়িতেন এবং এইরূপই অবতীর্ণ হইয়াছে। রেওয়ায়েতটির সনদে ইসমাঈল ইবন মুসলিম নামক রাবী দুর্বল। ইহা ছাড়া প্রথম কিরাত অধিকাংশ কারীগণের কিরাত এবং উহার অর্থও অধিক স্পষ্ট। কেননা আয়াতের শেষে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ .

এখানে যাহাদিগকে الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا দ্বারা বুঝান হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারাই কল্যাণের প্রতি দ্রুত চলে এবং উহার প্রতি তাঁহারা অগ্রে ছুটিয়া চলে। যদি এখানে পরবর্তী কিরাত উদ্দেশ্য হয় তবে তাহারা অগ্রগামী হইতে পারেনা এবং তাহারা মধ্যম কিংবা উহা অপেক্ষা নিম্নের হইবে।

(٦٢) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(٦٣) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ

(٦٤) حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ

(٦٥) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ

(٦٦) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ

(٦٧) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ .

অনুবাদ ঃ (৬২) আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যাহা সত্য ব্যক্ত করে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না। (৬৩) এবং এই বিষয়ে উহাদিগের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন,

এতদ্ব্যতিত আরও কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে। (৬৪) আর আমি যখন উহাদিগের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে। (৬৫) তাহাদিগকে বলা হইবে, আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না। (৬৬) আমার আয়াত তো তোমাদিগের নিকট আবৃত্ত করা হইত কিন্তু তোমরা পিছন ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে। (৬৭) দম্ভভরে, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করিতে করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তিনি জাগতিক জীবনে মানুষের প্রতি যেই সকল আদেশ-নিষেধ করিয়াছেন উহাতে একটুও অবিচার করেন নাই। বরং তিনি কেবল তাহাদের সামর্থ মুতাবিক হুকুম করিয়া থাকেন। কিয়ামত দিবসে তিনি কেবল তাহাদের আমলনামায় লিখিত আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ লইবেন। উহার একটিও তিনি নষ্ট করিবেন না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ

আমার নিকট আমলনামা রহিয়াছে যাহা সত্য সব কিছু বলিয়া দিবে। وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ তাহাদের প্রতি মোটেও যুলুম করা হইবে না অর্থাৎ তাহাদের ভাল কাজ একটুও কম করা হইবে না, উহার পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে। আর মু'মিন বান্দাগণের অনেক গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরও মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন ঃ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহাতে বিন্দু পরিমাণ কোন অসত্য নাই, সম্পূর্ণ সত্য। এতদসত্ত্বেও কাফির ও মুশরিকদের অন্তরসমূহ, অবহেলা ও গাফলতীর মধ্যে নিমজ্জিত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ .

হাকাম ইবন আব্বাস (র) ইকরিমাহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ মুশরিকদের শিরক ছাড়াও আরো অনেক গুনাহ ও পাপ রহিয়াছে যাহা তাহারা অনিবার্যভাবে করিয়া থাকে। মুজাহিদ, হাসান (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর করিয়াছেন, ঐ সকল কাফির মুশরিকদের আরো অনেক আমল এমন রহিয়াছে যাহা তাহারা তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে করিবে বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের সম্পর্কে শাস্তির বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। মুকাতিল ইবন হাইয়ান, সুদ্দী, আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের এই

অর্থ স্পষ্ট ও মযবুত এবং উত্তম। পূর্বেই আমরা আরও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতিত আর কোন মাবূদ নাই। কোন ব্যক্তি এমনও আছে যে, সে বেহেশ্‌তবাসীর আমলের মত আমল করিতে থাকেবে। এমনকি বেহেশতের এক নিকটবর্তী হইবে যে তাহার ও বেহেশতের মাঝে এক হাতের দূরত্ব রহিয়াছে। এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি অগ্রসর হইবে ; অবশেষে সে জাহান্নামীর যেই কাজ সেই কাজ করিবে ; অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

حَتّٰى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ

যাহারা দুনিয়ায় সচ্ছলতা ও ভোগ বিলাসের জীবন যাপন করিত, তাহাদের প্রতি যখনই আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি আসত তৎক্ষণাৎ তাহারা চিৎকার করিতে শুরু করে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا

হে রাসূল! আপনি আমাকে ও পার্থিব ধনসম্পদের অধিকারী মিথ্যাবাদীদিগকে ছাড়িয়া দিন। আমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট ; আর আপনি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দিন। আমার নিকট বড় বড় শাস্তিও জাহান্নাম রহিয়াছে। (সূরা মুযযাম্মিল ঃ ১১) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ

আর আমি তাহাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তখন তাহারা আর্তনাদ করিয়াছিল কিন্তু সেই সময় আর মুক্তির কোন পথ ছিলনা। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৩)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ

আজ তোমাদের প্রতি যেই শাস্তি আসিয়াছে, উহার কারণে তোমরা চিৎকার ও আর্তনাদ করিওনা। চিৎকার করা ও না করা উভয় আজ সমান। তোমাদের মুক্তি ও রক্ষা কোন উপায় নাই ; আর আজ তোমাদের শাস্তি হইবেই। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বড় গুনাহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ

তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হইত, কিন্তু তোমরা উহা শ্রবণ করিতে না বরং উহার পশ্চাতে ভাগিয়া যাইতে। আয়াত শুনিবার জন্য তোমাদিগকে আহবান করা হইলে তোমরা উহা শুনিতে অস্বীকার করিতে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ

উহার কারণ এই যে, যখন কেবল এক আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে। আর যদি তাহারা সহিত শরীক করা হইত, তবে উহা তোমরা বিশ্বাস করিতে। অতএব প্রকৃত ফায়সালা আল্লাহ্‌র যিনি মহান ও মহামান্বিত। (সূরা মু'মিন ঃ ১২)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ

এই আয়াতের দুইটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। একটি হইল কাফির ও মুশরিকরা যখন সত্যকে অস্বীকার করিত তখন যে তাহারা অহংকার করিত এবং সত্যের বাহককে তুচ্ছ জ্ঞান করিত مُسْتَكْبِرِيْنَ দ্বারা সেই অবস্থাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে بِهٖ এর সর্বনামটি সম্পর্কে তিনটি মত রহিয়াছে। (১) সর্বনামটি দ্বারা 'হারাম শরীফ'কে বুঝান হইয়াছে তাহারা এই স্থানে বসিয়াই খোশগল্প ও অলীক কাহিনী বলাবলি করিত (২) সর্বনামটি দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, এই কুরআন সম্পর্কে নানা প্রকার মনগড়া কথা বলিত। কখনও বলিত, ইহা যাদু, কখনও বলিত ইহা কবিতা আবার কখনও বলিত ইহা জ্যোতিষীর কথা। (৩) সর্বনামটি দ্বারা মুহাম্মাদ (সা)কে বুঝান হইয়াছে। কাফির ও মুশরিকরা মুহাম্মদ (সা)কে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার অশালীন কথাবার্তা বলিত। কখনও তাহাকে কবি, কখন যাদুকর, আবার কখনও মিথ্যাবাদী ও পাগল বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহাদের সকল উক্তিই ছিল অশালীন ও অবাস্তব। বস্তুত তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন এবং হারাম শরীফ হইতে তাহাদিগকে অপদস্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, بِهٖ দ্বারা বায়তুল্লাহকে বুঝান হইয়াছে। মুশরিকরা ইহা দ্বারা গর্ববোধ করিত। এবং নিজদিগকে বাইতুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক মনে করিত। অথচ ইহা ছিল তাহাদের কল্পনাভিত্তিক কথা। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থের তাফসীর অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, আহমদ ইবন সুলায়মান (র), ... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত।

তিনি বলেন ঃ

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ

অবতীর্ণ হইলে খোশগল্প করা নিষিদ্ধ হইল। তখন কাফিররা বাইতুল্লাহ দ্বারা গর্ব করিয়া বলিল, আমরাই ইহার তত্ত্বাবধায়ক অথচ তাহাদের এই কথা ছিল অহংকার ভিত্তিক ও অমূলক তাহারা যেখানে বসিয়া কেবল খোশগল্প করিত, বাইতুল্লাহর আদব রক্ষা করিত না। উহার আদবও রক্ষা করিত না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এখানে অনেক আলোচনা করিয়াছেন; যাহার সারাংশ ইহাই।

(٦٨) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ

(٦٩) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

(٧٠) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

(٧١) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

(٧٢) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

(٧٣) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(٧٤) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

(٧٥) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

অনুবাদ ঃ (৬৮) তবে কি উহারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা উহাদিগের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা উহাদিগের পূর্ব পুরুষদিগের নিকট আসে নাই? (৬৯) অথবা উহারা কি উহাদিগের রাসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার

করে? (৭০) অথবা উহারা কি বলে যে সে উম্মাদ? বস্তুত সে উহাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছে এবং উহাদিগের অধিকাংশ সত্যকে অপসন্দ করে। (৭১) সত্য যদি উহাদিগের কামনা বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে আমি উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরিয়া লয়। (৭২) অথবা তুমি কি উহাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহ। তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (৭৩) তুমি তো উহাদিগকে সরল পথে আহবান করিতেছ। (৭৪) যাহারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত, (৭৫) আমি উহাদিগকে দয়া করিলেও এবং উহাদিগের দুঃখদৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের কুরআন না বুঝা ও উহার মধ্যে চিন্তা ভাবনা না করার এবং উহা হইতে বিমুখ হওয়ার অভিযোগ করিয়া তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে পূর্ববর্তী কোন রাসূলের প্রতি ঐরূপ কিতাব অবতীর্ণ করা হয় নাই। তাহাদের পূর্বপুরুষগণের যাহারা জাহেলী যুগেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের নিকট কোন কিতাব পৌঁছায় নাই আর কোন পয়গাম্বরও আসেন নাই। এই পরিস্থিতিতে তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যধিক জরুরী ছিল যে, আল্লাহ্ যখন এই অভাবনীয় নিয়ামত দান করিয়াছেন তখন কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই উহা গ্রহণ করিয়া লইত। উহা বুঝিবারও দিবারাত্র উহা মুতাবিক আমল করিতে সচেষ্ট হইত। যেমন তাহাদের মধ্যে যাহারা শরীফ ও ভদ্র তাঁহারা ইহা করিয়াছে। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, রাসূলের অনুসরণ করিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কাতাদাহ (র) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যদি কাফির মুশরিকরা কুরআনে চিন্তা ভাবনা করিত। এবং বুঝিত তবে আল্লাহ্‌র কসম, তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া থাকিত, কিন্তু তাহারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ কুরাইশ কাফিরদিগকে ধমক দিয়া ইরশাদ করেন ঃ

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

তাহারা কি মুহাম্মদ (সা) কে চিনে না। তাঁহার সত্যবাদীতা, তাঁহার আমানতদারীকে কি তাহারা জানে না; তাহারা কি তাঁহার এই সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করিতে পারে?

আবিসিনিয়া অধিপতি নাজ্জাশির দরবারে উপস্থিত হইয়া হযরত জা'ফর (রা) বলিয়াছিলেন, হে সম্রাট! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার বংশ, যাঁহার সত্যবাদীতা ও আমানতদারীকে আমরা জানি। হযরত মুগীরাহ ইব্‌ন শু'বা (রা) ও কিস্‌রার প্রতিনিধির দরবারে গিয়াও অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) ও রূম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হইয়াও রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। যখন রূম সম্রাট রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীদের সম্পর্কে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অথচ, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার এই সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় ছিল না।

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের কথাকে নকল করিয়াছেন যে, এই সকল মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, তিনি কুরআনকে নিজের পক্ষ হইতে রচনা করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বন্ধিত করিয়াছেন। অথবা তিনি উন্মাদ হইয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে যে কি বাহির হইতেছে তাহা তিনি নিজেও বুঝে না। আল্লাহ্ ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে বলেন, তাহারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মুখে যাহা বলিতেছে তাহাদের অন্তর উহা বিশ্বাস করে না। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহারা ভাল করিয়াই জানে। কারণ, তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র এমন বাণী আসিয়াছে যাহা কোন মানুষই পেশ করিতে সক্ষম নহে। উহার মুকাবিলা করাও সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের মানুষকে অনুরূপ কুরআন পেশ করিবার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পক্ষে কখনও এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করা সম্ভব নহে। এই কারণেই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ .

বরং তিনি মহাসত্য লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এই মহা সত্যকে পসন্দ করে না।

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ তুমি মুসলমান হইয়া যাও; লোকটি বলিল, যদি আমি উহা অপসন্দ করি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যদিও তুমি উহা অপসন্দ কর না কেন। কাতাদাহ (র) আরো বলিলেন, বর্ণিত আছে একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত অপর এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকেও বলিলেন ঃ 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর' এই কথায় সে অত্যধিক বিরক্ত হইল এবং তাহার চেহারা মলীন হইল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ আচ্ছা, বলত দেখি, যদি তুমি কোন ভুল ও ভয়াবহ পথে চল এবং তোমার

এমন কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত ঘটে যাহাকে তুমি চিন, তোমাকে কোন সহজ নিরাপদ পথে চলিতে আহবান করে, তবে তুমি কি তাহার অনুসরণ করিবে না? লোকটি বলিল, জী হ্যাঁ, অবশ্যই তাহার অনুসরণ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার জীবন, তুমি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ পথে চলিতেছ এবং আমি তোমাকে অধিক সহজ সরল পথের দিকে আহবান করিতেছি। কাতাদাহ (র) বলেন, আরো বর্ণিত আছে একদা এক ব্যক্তির সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল তিনি তাহাকেও ইসলাম গ্রহন করিতে বলিলেন। ইহা তাহারও অপসন্দ হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ আচ্ছা বলতো দেখি, যদি তোমার দুইজন এমন সাথী থাকে যাহাদের একজন তোমার সহিত কথা বলিলে সত্য বলে, তাহার নিকট কোন আমানত রাখিলে উহা আদায় করে; সেই ব্যক্তি তোমার নিকট পসন্দনীয় না ঐ লোকটি যে যখনই তোমার সহিত কথা বলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখিলে খিয়ানত করে? লোকটি বলিল, সেই ব্যক্তি আমার পসন্দনীয় যে আমার সহিত সত্য কথা বলে, তাহার নিকট আমানত রাখিলে সে খিয়ানত করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তদ্রূপ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতে الحق দ্বারা আল্লাহকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেন এবং সেই অনুসারেই শরীয়াতের বিধান প্রস্তুত করিতেন তবে যেহেতু তাহাদের প্রবৃত্তির চাহিদা সঠিক নহে এবং তাহাদের মতও ভিন্ন ভিন্ন এই কারণে আসমান ও যমীন এবং মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুই বিনষ্ট হইয়া যাইত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ .

এই কুরআনকে দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ণ করা হইল না? (সূরা যুখরুফ ঃ ৩১)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .

তাহারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমত বিতরণ করিতেছে!

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا .

অথবা তাহাদের জন্য কি রাজ্যের কোন অংশ আছে তখন তো তাহারা মানুষকে কোন তুচ্ছ বস্তুও দিত না (সূরা নিসা ঃ ৫৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ يَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذًا لَاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ

আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমত ভাণ্ডারের মালিক হইতে তবে তোমরা দারিদ্রের ভয়ে ব্যয় করাই বন্ধ করিয়া দিতে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০০) এই সকল আয়াত দ্বারা প্রকাশ মানুষের মত ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের প্রবৃত্তির চাহিদা ও পৃথক পৃথক, অতএব তাহারা অক্ষম। অপর পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় গুণাবলী কথা ও কাজে শরীয়াত নির্ধারনে ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি ব্যতিত আর কোন প্রতিপালকও নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ .

আমি তাহাদিগকে কুরআন দান করিয়াছি কিন্তু তাহারা কুরআন হইতে বিমুখ হইতেছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَمْ تَسْاَلُهُمْ خَرْجًا হাসান (র) বলেন, خراج অর্থ পারিশ্রমিক। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ, ভাতা। فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ হে রাসূল! আপনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ করিতেছেন উহার জন্য তো ঐ সকল লোকের নিকট কোন বিনিময় কিংবা ভাতা চান না বরং আল্লাহর নিকট উহার সাওয়াবের আশা করেন আর আপনার প্রতিপালকের দেওয়া বিনিময়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ .

আপনি বলুন, এই দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাহিয়া থাকিলে তাহা তোমাদের। আমার বিনিময় কেবল আল্লাহর নিকট প্রাপ্য। (সূরা সাবা ঃ ৪৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ مَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ .

আপনি বলুন, আমি তো ইহার জন্য কোন বিনিময় চাই না আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত নহি। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৮২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ لَّا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى

আপনি বলুন, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না, চাই শুধু আত্মীয়তার খাতিরে ভালবাসা। (সূরা শুরা ঃ ২৩)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَاۤءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْاَلُكُمْ اَجْرًا .

শহরের শেষ প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, হে আমার কাওম! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। এমন লোকের অনুসরণ কর যে তোমাদের নিকট কোন বিনিময় প্রার্থনা করে না। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২০)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ .

আপনি তো তাহাদিগকে সঠিক পথের দিকে আহবান করিতেছেন। আর যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাহারা সঠিক পথ হইতে সরিয়া চলিতেছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইবন মূসা (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসিল। এবং তাঁহাদের একজন তাঁহার পায়ের কাছে এবং অপর জনা তাঁহার মাথার কাছে বসিল। যেই ফিরিশ্তা তাঁহার পায়ের কাছে বসা ছিল সে মাথার কাছে উপবিষ্ট ফিরিশ্তাকে বলিল, এই লোকটি কিংবা এই লোকটির উম্মাতের জন্য একটি উপমা পেশ কর। তখন উক্ত ফিরিশ্তা বলিল, এই লোকের কিংবা এই লোকের উম্মাতের উপমা হইল, সেই সকল সফরকারী লোকদের মত যাহারা সফর করিতে করিতে একটি ভয়াবহ ময়দানের অগ্রভাবে পৌছিয়াছে, কিন্তু এমন সময় তাহাদের সফরের সকল উপায় উপকরণ শেষ হইয়াছে, তাহাদের নিকট এমন কোন সম্বল নাই, যাহা দ্বারা তাহারা ময়দান পাড়ী দিয়া গন্তব্য স্থলে পৌছিতে পারে। আর এমন সম্বলও নাই যে তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে। এমন সময় তাহাদের নিকট সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি যদি তোমাদিগকে সুজলা সুফলা বাগানে লইয়া যাই তবে কি তোমরা আমার সহিত চলিবে। তাহারা বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর তাহারা ঐ লোকটির সহিত চলিতে লাগিল এবং একটি মনোরম বাগানে প্রবেশ করিল। তাহারা তথায়

পানাহার করিল এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইল। অতঃপর লোকটি তাহাদিগকে বলিল, তোমরা অত্যধিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলে। আমি কি তোমাদিগকে এই সুজলা সুফলা বাগানে লইয়া আসি নাই। তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তখন লোকটি বলিল, তোমাদের সম্মুখে ইহা অপেক্ষা অধিক মনোরম বাগান আছে। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর। তখন তাহাদের একটি দল বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! লোকটি সত্য বলিয়াছে, আমরা অবশ্যই তাঁহার অনুসরণ করিব। অপর একটি দল বলিল, আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট; আমরা তো এখানেই অবস্থান করিব।

হাফিয আবূ ইয়া'লা মুসিলী (র) বলেন, মুহাইর (র) ... ... হযরত উমর ইবনুল খত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া তোমাদিগকে অগ্নি হইতে সরাইয়া রাখিতেছি। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাজিত করিয়া পতঙ্গ ও ফড়িংয়ের ন্যায় উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিতেছ। আমি তোমাদের কোমর ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হইয়াছি; জানিয়া রাখ, আমি হাউযে কাউসার-এর নিকট তোমাদিগকে পানি পান করাইবার জন্য অগ্রে উপস্থিত থাকিব এবং তোমরা পানি পানের জন্য একত্রিত হইয়া ও পৃথক পৃথকভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি তোমাদিগকে আলামত ও নামসহ অদ্রূপ চিনিতে পারিব যেমন কোন ব্যক্তি এক নব আগন্তুক উটকে তাহার নিজের উটের পালের মধ্যে চিনিতে পারে। অতঃপর বাম দিকের আযাবের ফিরিশ্তা তোমাদের কিছু লোককে লইয়া যাইতে চাহিবে। তখন আমি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করিব, হে আমার প্রতিপালক! এই সকল লোক তো আমার উম্মাত। তখন তিনি বলিবেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি ইহা জানেন না যে, তাহারা আপনার ইন্তিকালের পরে কি সব অপকর্ম করিয়াছে। এই সকল লোক আপনার পরে উল্টা দিকে ধাবিত হইয়াছে। আমি তোমাদের মধ্য হইতে সেই লোককেও চিনিতে পারিব যে, তাহার গর্দানের উপর ছাগল বহন করিয়া আসিবে। ছাগল চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ সকল লোক আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিবে। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলিয়া দিব যে, আমি তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারিব না। আমি তো তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্য হইতে কেহ উট বহন করিয়া আসিবে। উট চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ সকল লোক আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিবে। তাহাদিগকেও আমি বলিয়া দিব, আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের জন্যও আমার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। আমি সেই সকল লোকও চিনিব যাহার স্বীয় গর্দানে ঘোড়া বহন করিয়া আসিবে। ঘোড়ার চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ সকল লোক আর্তনাদ করিয়া আমাকে ডাকিবে। আমি তাহাদিগকেও অনুরূপ উত্তর

দিব; তোমাদের কিছু লোক তাহার কাঁধে চামড়ার মশক বহন করিয়া আসিবে। তাহারা আমার নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিতে থাকিবে; আমি তাহাদিগকেও এই একই উত্তর দিব। আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) বলেন, হাদীসটির সূত্র হাসান তবে হাফসা ইব্‌ন হুমাইদ নামক রাবী অপরিচিত। ইয়াকুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আশ'আরী (র) ব্যতিত আর কেহ তাহার নিকট হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, হ্যাঁ, হাফসা ইব্‌ন হুমাইদ (র) হইতে আশ'আস ইব্‌ন ইসহাক (র) ও রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) তাহাকে 'সালিহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। নাসায়ী ও ইব্‌ন হাব্বান (র) তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ،

যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাহারা সঠিক পথ হইতে সরিয়া যাইতেছে। نَاكِبُوْنَ অর্থ যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাহারা সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হয়। যেই ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া অপথ গ্রহণ করে, আরবগণ তাহার সম্পর্কে نكب فلان عن الطريق অমুক ব্যক্তি পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফিরদের কুফরীর কঠোরতার উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কুফরের মধ্যে এতই কঠোর যে, যদি আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহাদিগকে বিপদ দূর করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে কুরআন বুঝাইয়া দেন তবুও তাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিবে না। বরং তাহারা কুফরকে গ্রহণ করিয়াই থাকিবে। তাহাদের হঠকারিতা ও বিরোধিতা একটু ও হ্রাস পাইবে না।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

আর যদি আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলিয়া জানিতে পারিতেন তবে তাহাদিগকে কুরআন শুনাইই ছাড়িতেন। আর তাহাদিগকে যদি কুরআন শুনাইতেন তবে তাহারা উল্টা দিকেই মুখ ফিরাইয়া লইত। (সূরা আনফাল ঃ ২৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ـ

যখন তাহাদিগকে দোযখের মধ্যে উপস্থিত করা হইবে তখন তাহারা বলিবে, হায়! দুর্ভাগ্য যদি আমাদিগকে আবার প্রত্যাবর্তন ঘটিত বদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতাম না। আর বিশ্বাসীদের অর্ন্তভুক্ত হইতাম। (সূরা আন'আম ঃ ২৭)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

বরং পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত উহা এখন প্রকাশ পাইবে, বস্তুত তাহাদিগকে যদি প্রত্যাবর্তনও করা হয় তবুও তাহারা নিষিদ্ধ কাজ হইতে ফিরিবে না। (সূরা আন'আম ঃ ২৮) ইহা একটি এমন বিষয় যাহা সংঘটিত হইবে না। যদি সংঘটিত হয় তবে যে কি হইবে উহা আল্লাহ্-ই জানেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত পবিত্র কুরআনে 'لو' এর সাহায্যে যেই সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে উহা কখনও সংঘটিত হইবেনা।

(٧٦) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

(٧٧) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

(٧٨) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

(٧٩) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

(٨٠) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(٨١) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

(٨٢) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

(٨٣) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ـ

অনুবাদ ঃ (৭৬) আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করিলাম কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হইল না। এবং কাতর প্রার্থনাও করে না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে। (৭৮) তিনিই তোমাদিগের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্র করা হইবে। (৮০) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাহারই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন। (৮১) এতদ্‌সত্ত্বেও উহারা বলে, যেমন বলিয়াছিল পূর্ববর্তীগণ। (৮২) উহারা বলে আমাদিগের মৃত্যু ঘটিলেও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হইব? (৮৩) আমাদিগকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে এবং অতীতে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকেও ইহা তো সে কালের উপকথা ব্যতিত আর কিছুই নহে।

তাফসীর ঃ- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ অবশ্যই আমি কাফিরদিগকে বিপদ ও শাস্তিতে লিপ্ত করিয়াছি।

فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

কিন্তু তাহারা উহার কারণে বিনত হয় নাই আর মিনতিও করে নাই অর্থাৎ তাহারা ঐ শাস্তির কারণে তাহাদের কুফর হইতে ফিরিয়া ঈমান আনয়ন করে নাই বরং তাহাদের গুমরাহী ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

তাহাদের নিকট যখন আমার শাস্তি আসিল তখন তাহারা কোন মিনতী করিল না। বরং তাহাদের অন্তর কঠোর হইয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৪৩)

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবন হুসাইন (র) ... ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আবূ সুফিয়ান নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আত্মীয়তাও আল্লাহর কসম দিয়া তোমাকে বলিতেছি তুমি আমাদের জন্য তোমার আল্লাহর কাছে দু'আ কর। কারণ আমরা দুর্ভিক্ষের কারণে চরম কষ্ট ভোগ করিতেছি, এমনকি এখন গোবর ও রক্ত খাইতে বাধ্য হইয়াছি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا

ইমাম নাসাঈ (র) ও মুহাম্মদ ইবন আকীল (র) হুসাইন হইতে অত্রসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কুরাইশরা যখন চরম অবাধ্যতা প্রকাশ করিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের জন্য বদ দু'আ করিলেন, তিনি বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ

হে আল্লাহ্! আপনি তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষের ন্যায় সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ দ্বারা কাফিরদের উপর আমাকে সাহায্য করুন। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবন হুসাইন (র)... ওহব ইবন উমর ইবন কায়সান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার ওহব ইবন মুনাব্বেহকে বন্দি করা হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, তোমাকে কি একটি কবিতাংশও শুনাইব না, তখন ওহব তাহাকে বলিলেন, আমরা তো আল্লাহর পক্ষের শাস্তিতে লিপ্ত। আর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ .

আমি তাহাদিগকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি। কিন্তু তাহারা বিনীতও হয় নাই আর মিনতীও করে নাই। অতএব এখন কবিতা শুনিবার সময় নহে। রাবী বলেন, অতঃপর ওহব একাধারে তিন দিন সাওম রাখিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইফ্তার ছাড়াই আপনি এমন সাওম রাখিতেছেন? তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে এক নতুন বিপদ আসিয়াছে। অতএব আমিও অধিক ইবাদত শুরু করিয়াছি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

حَتّٰى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ إِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

তাহাদের নিকট আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ কিয়ামত সমাগত হইবে এবং ধারণাতীত শাস্তিতে লিপ্ত হইবে, তখন তাহারা সর্বপ্রকার নৈরাশ্যের শিকার হইবে। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও আরাম আয়েশ হইতে বঞ্চিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাগণকে যেই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে চক্ষু, কর্ণ ও জ্ঞান বিবেক দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা ঐ সকল নিদর্শনাবলীকে বুঝিতে পারে যাহা আল্লাহর একত্ববাদকে প্রমাণ করে। এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, তিনি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে সক্ষম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

তোমরা আল্লাহর নিয়ামত সমূহের প্রতি কতই না অকৃতজ্ঞতা কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

যদিও আপনি মানুষের ঈমান আনিবার জন্য লোভ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিবার নহে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মহাশক্তি ও বিশাল সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনিই সকল মাখলূক সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। অবশেষে কিয়ামত দিবসে সকল মাখলূককে স্বীয় দরবারে একত্রিত করিবেন। ছোট-বড়, নর-নারী, প্রকাণ্ড ও তুচ্ছ কোন একটিও বাদ পড়িবে না। সকলই তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ

তিনিই জীবন দান করেন। অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবীতে জীবন দান করিয়াছেন তিনিই পুনরায়ও জীবন দান করিবেন। পঁচা গলা হাড়িগুলিকে তিনি সজীব করিয়া স্বীয় দরবারে উপস্থিত করিবেন। মৃত্যুও তিনিই ঘটান।

وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

রাত্র ও দিবসের পরিবর্তন তাঁহারই ক্ষমতাধীন। উভয়ই একটি অপরটির পরে আগত হয়। তাহার নির্দেশ ব্যতিত একটির মধ্যেও কম ও বৃদ্ধি হয় না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ .

না তো সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে পাওয়া সম্ভব আর না রাত্র দিনের পূর্বে আসিতে পারে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমাদের এতটুকু জ্ঞান কি নাই যাহার সাহায্যে তোমরা সেই মহান শক্তিমানকে জানিতে ও বুঝিতে পার? যিনি সকল বস্তুর উপর বিজয়ী সকল বস্তু যাহার সমীপে বিনম্র ও বিনত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। তাহাদের আর তাহাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মধ্যে সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ .

তাহারাও তাহাদের পূর্ববর্তীদের মত কথাবার্তা বলে। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৮১)

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ .

তাহারা বলে, আমরা যখন মৃত্যুবরণ করিব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হইব সেই অবস্থায়ও কি আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে! (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪৮) অর্থাৎ মানুষের পচিয়া গলিয়া যাইবার পর পুনরায় তাহাদের জীবিত হওয়া অসম্ভব।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

আমাদের সহিত এই যে ওয়াদা করা হইয়াছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সহিতও এই একই ওয়াদা করা হইয়াছিল। ইহা তো কেবল পূর্ববর্তীদের খোশগল্প মাত্র। অর্থাৎ পুনরায় জীবিত হওয়াটা অসম্ভব। পূর্ববর্তী উম্মাতদের গ্রন্থ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াই ইহার সংবাদ দান করা হইতেছে। কাফিরদের অনুরূপ মন্তব্য অন্যত্র অন্য আয়াতেও উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ .

আমরা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড্ডি হইয়া যাইব তখনও কি আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে? তাহারা বলিতে লাগিল এই অবস্থায় এই প্রত্যাবর্তন বড়ই ক্ষতিকর হইবে। উহা মাত্র একটি বিকট ধ্বনি হইবে। ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ ময়দানে উপস্থিত হইবে। (সূরা নাযি'আত ঃ ১১-১৪) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ .

মানুষ কি ইহা লক্ষ্য করে না যে, আমি তাহাকে শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী হইল। আর আমার সম্পর্কে এক উপমা পেশ করিল, এবং সে তাহার নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গেল। সে বলে এই পচা গলা হাড্ডগুলিকে কে জীবিত করিবে? আপনি বলুন, ঐ সকল হাড্ডিগুলিকে সেই মহান সত্তা পুনরায় জীবিত করিবেন যিনি উহাতে প্রথমবার জীবন দান করিয়াছেন এবং তিনিই সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৭-৭৯)

(٨٤) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(٨٥) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

(٨٦) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

(٨٨) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(٨٩) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

(٩٠) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .

অনুবাদ ঃ (৮৪) জিজ্ঞাসা কর, এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার, যদি তোমরা জান? (৮৫) উহারা বলিবে আল্লাহ্র। বল তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না? (৮৬) জিজ্ঞাসা কর, কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি? (৮৭) উহারা বলিবে, আল্লাহ্। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না। (৮৮) জিজ্ঞাসা কর সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন, এবং যাহার উপর আশ্রয়দাতা নাই, যদি তোমরা জান? (৮৯) উহারা বলিবে, আল্লাহ্র। বল, তবুও তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছ? (৯০) বরং আমি তো উহাদিগের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছি, কিন্তু উহারা তো মিথ্যাবাদী।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার একত্ববাদকে প্রমাণ করেন এবং ইহাও প্রমাণ করেন যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই এবং যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারীও কেবল তিনিই যেন মানব গোষ্ঠি ইহা বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্-ই একমাত্র ইলাহ্ কেবল তিনিই ইবাদাতের যোগ্য, তাঁহার কোন শরীক নাই। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে ঐ সকল মুশরিকদিগকে আয়াতসমূহে উল্লেখিত প্রশ্ন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্র সহিত অন্যকে ইবাদতে শরীক করে, অথচ, তাহারা রব ও প্রতিপালক হিসাবে কেবল আল্লাহকে স্বীকার করে। রবুবিয়াতে তাহারা অন্য কাহাকেও আল্লাহ্র সহিত শরীক করেনা। তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্র সহিত ইবাদাতে শরীক করে তাহারা সৃষ্টিতে শরীক নহে তাহারা কোন বস্তুর মালিকও নহে। বস্তুত তাহারা ঐ সকল মা'বুদকে কেবল আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

আমরা তাহাদিগকে কেবল এই জন্যই উপাসনা করি যেন তাহারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে আমাদের সহায়ক হয়। (সূরা যুমার ঃ ৩) এই সকল মুশরিকদিগকেই প্রশ্ন করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলেন,

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا

আপনি তাহাদিগকে বলুন, যমীন ও যমীনে অবস্থিত জীবজন্তু, ফলফুল ইত্যাদি বস্তুসমূহের মালিক কে? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ। যদি তোমরা উহার উত্তর জান তবে বল سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তাহারা অবশ্যই আপনার কাছে ইহা স্বীকার করিবে যে, ঐ সব কিছুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। উহাতে আর কেহ তাঁহার শরীক নাই। যখন ইহাই সত্য তখন قُلْ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কি ইহা ভাবিয়া দেখ না যে কেবল যিনি সৃষ্টিকর্তা ও যিনি রিযকদাতা ইবাদত কেবল তাঁহারই করিতে হয়, অন্যের নহে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

হে নবী! আপনি, মুশরিকদের নিকট এই প্রশ্নও করুন যে, সাতটি আসমানের উজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জের ও আসমানের দিগন্তসমূহে অবস্থানরত ফিরিশ্তাগণের সৃষ্টিকর্তা কে? আর মহান আরশের অধিপতিই বা কে? যেই আরশ সকল মাখলূকের জন্য ছাদ স্বরূপ। যেমন আবূ দাঊদ শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

شَانُ اللّٰهِ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ عَرْشَهُ عَلٰى سَمٰوٰتِهٖ هٰكَذَا .

আল্লাহ্র শান অনেক বড়। তাঁহার আরশ আসমানসমূহের উপর এমনিভাবে বিরাজমান। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন স্বীয় হাত গম্বুজের ন্যায় করিয়া বলিলেন, এইরূপ। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, সকল আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে অবস্থিত উহা আল্লাহ্র কুরসীর তুলনায় এক বিশাল ময়দানে পড়া একটি বৃত্তাকার ছোট বস্তুর মত। এবং কুরসী ও উহাতে অবস্থিত বস্তুসমূহ আরশের তুলনায়ও অনুরূপ বৃত্তাকার বস্তুর মত। এই কারণেই কোন কোন পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, নগন্য আরশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দুরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দুরত্ব। আর সপ্তম যমীন হইতে উহার উচ্চতাও পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দুরত্ব। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইবে বর্ণনা করিয়াছেন, 'আরশ'কে উহার উচ্চতার কারণেই 'আরশ' দ্বারা নামকরণ করা হইয়াছে। আমাশ (র) কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আসমানসমূহ 'আরশ'-এর তুলনায় আসমান ও যমীনের মাঝে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ সমতুল্য। মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানসমূহ ও যমীন আরশের তুলনায় একটি বিশাল ময়দানে একটি পড়া ছোট বৃত্তাকার ছোট বস্তুর মত। ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন সালিম (র)... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কাহারও পক্ষে আরশ-এর পরিমাপ করা সম্ভব নাই। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, কেবল আল্লাহ্-ই উহার পরিমাপ জানেন। কোন কোন সালফ বলেন, আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা প্রস্তুত। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ মর্যাদাশীল আরশের অধিপতি। সূরার শেষে রহিয়াছে ঃ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ মনোরম ও সৌন্দর্যময় আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ তা'আলা আরশকে উহার উচ্চতা ও সৌন্দর্যের কারণে 'عَظِيْم' অর্থাৎ বড়ই মর্যাদাশীল বলিয়াছেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কোন রাত্র দিন নাই। তাঁহার সত্তার নূরেই আরশ উজ্জ্বল ঃ

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ

তাহারা অবশ্যই বলিবে, এই সকল মহান বস্তুর মালিক ও অধিপতি কেবল, আল্লাহ্। অতএব তোমরা যখন ইহা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্-ই আসমান ও যমীনে সমূহের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি তবে কেন তোমরা তাঁহাকে ভয় কর না এবং কেনই বা তোমরা ইবাদত ও উপাসনায় অন্যকে আল্লাহ্র সহিত শরীক কর।

আবূ বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূদ দুনিয়া কুরাশী (র) "আত্‌তাফাক্কুর ওয়াল-ই'তিবার" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... ... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক সময় জাহেলী যুগের একজন মহিলার ঘটনা বলিতেন, মহিলাটি একটি পাহাড়ের শিখরে তাহার একটি পুত্র সন্তানের সহিত বাস করিত। তাহার পুত্র তথায় ছাগল চরাইত। একরাতে সে তাহার আম্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ। জিজ্ঞাসা করিল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ। তাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, আসমানসমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, পাহাড়সমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, এই ছাগলসমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহার আম্মা বলিল,আল্লাহ্। অতঃপর তাহার পুত্র বলিল, আল্লাহ্ এতই মর্যাদার অধিকারী? তাঁহার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের এতই প্রভাব পড়িল যে, সে কাঁপিতে কাঁপিতে পাহাড়ের শিখর হইতে নিচে পড়িয়া গেল এবং এইভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ও অনেক সময় এই হাদীসটি শুনাইতেন। ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, হাদীসের সনদের রাবী উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাফর মাদীনী (র) সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি আলী ইব্‌ন মাদীনীর পিতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সকল সাম্রাজ্যের মালিক কে? আর কাহার হাতেই বা উহার কর্তৃত্ব? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا .

যত চলমান প্রাণী আছে সবই আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক সময় বলিতেন ঃ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন। তিনি যখন কঠিন শপথ করিতেন, তখন বলিতেন ঃ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ। সেই সত্তার কসম, যিনি অন্তর সমূহকে পরিবর্তন করেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলাই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই মালিক ও সর্বপ্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনকারী।

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

আর তিনিই আশ্রয়দান করেন, তাহার উপর অন্য কেহই আশ্রয় দিতে পারেন না। আরবে সাধারণভাবে এই নিয়ম ছিল, তাহাদের গোত্রীয় সর্দার যদি কাহাকে আশ্রয় দান

করিত তবে সকলেরই তাহার আশ্রয়দানকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সর্দার ব্যতিত অন্য কেহ আশ্রয় দিলে সর্দারের পক্ষে উহা গ্রহণ করা জরুরী হইত না। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, সকলের উপর কেবল তাঁহারই কর্তৃত্ব চলিতে পারে। তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারে না। অবশ্য তিনিই সকলের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই ঘটে আর যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা ঘটিতে পারেনা।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ .

তাঁহার বড়ত্ব মহত্বের কারণে তাঁহাকে কেহ কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না। কিন্তু সকল মানুষকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি সকলকেই তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

তাহারা বলিবে, মহান সাম্রাজ্যের অধিকারী, যিনি সকলকে আশ্রয় দিতে পারেন। তাহাকে অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, তিনি কেবল সেই মহান আল্লাহ্ যাঁহার কোন শরীক নাই।

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ আপনি বলুন, তবে তোমাদের কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে তোমরা কি যাদুগ্রস্ত হইয়াছ? তোমরা ইহার পরও কিভাবে আল্লাহর সহিত অন্যকে ইবাদত ও উপাসনায় শরীক করিতে পার। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ

বরং তাহাদের নিকট আমি তাওহীদের সত্য পেশ করিয়াছি। এবং উহার জন্য অকাট্য দলীল পেশ করিয়াছি।

وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

কিন্তু তাহারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করিয়া এই মহা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ, উহার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উহার কোনই দলীল ও যুক্তি তাহারা পেশ করিতে সক্ষম নহে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্যকে শরীক করে তাহার নিকট উহার কোনই প্রমাণ নাই। তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার হিসাব নিকাশ হইবে। কাফিরগণ কখনও সফল হইতে পারিবে না। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১৭) অতএব মুশরিকগণ যাহা কিছু করিতেছে তাহার নিকট কোনই দলীল প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ـ

মুশরিকরা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে এই ধর্মের উপর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদানুসরণ করিয়া চলিব। (সূরা যুখরুফ ঃ ২৩)

(৯১) مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

(৯২) عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

অনুবাদ ঃ (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অপর কোন ইলাহ নাই; যদি থাকিত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তো আল্লাহ্ কত পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা যাহাকে শরীক করে, তিনি তাহার উর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে সন্তান গ্রহণ করা হইতে পবিত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার কোন শরীকও নাই। যদি আল্লাহ্র কোন শরীক থাকিত তবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাবূদই তাহার সৃষ্টবস্তু লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং তখন জগতে শৃঙ্খলা বজায় থাকিত না। অথচ, উর্ধ্ব ও অধঃজগতের পূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ـ

পরম করুণাময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। (সূরা মুল্ক ঃ ৩) যদি সৃষ্টিকর্তা একাধিক হইত তবে প্রত্যেকেই অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিত। একজন অন্য জনকে পরাজিত করিতে চাহিত। মুতাকাল্লিমগণ দলীলের এই পদ্ধতিকে 'تمانع' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহারা এই দলীলের এইরূপ ব্যাখ্যা দান করেন, যদি দুই কিংবা দুইয়ের অধিক সৃষ্টিকর্তা মানিয়া লওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে যদি একজন কোন বস্তুকে হেলাইতে চায় এবং অপর জন উহাকে স্থির রাখিতে চায়, তবে যদি কেহ স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলে সফল না হয় তবে বলিতে হইবে উভয়-ই অক্ষম। অথচ, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও মা'বূদ হইবেন, তিনি অক্ষম হইতে পারেন না। কিন্তু উভয় উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। অতএব উভয় উদ্দেশ্য সফল হওয়াও সম্ভব নহে। আর একাধিক মা'বূদ মানিবার কারণেই এই অসম্ভব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সুতরাং একাধিক মা'বূদ হওয়াও অসম্ভব। অপর দিকে যদি একজনের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং অন্যের উদ্দেশ্য বিফল হয়, তবে যিনি উদ্দেশ্যে সফল হইবে তাহাকেই মা'বূদ বলিতে হইবে এবং তিনিই আল্লাহ্। আর পরাজিত ও উদ্দেশ্যে বিফল ব্যক্তিকে মা'বূদ ও আল্লাহ্ বলা যাইবে না। যিনি আল্লাহ্ তিনি বিফলতার কলংক হইতে পবিত্র।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

এই যালিম মুশরিকরা আল্লাহ্র সন্তান আছে ও শরীক আছে বলিয়া যাহা কিছু দাবী করিতেছে তিনি উহা হইতে পবিত্র।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

তিনি মাখলুক হইতে যাহা কিছু গাইব এবং যাহা কিছু তাহারা দেখিতেছে তিনি উহার সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত। فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অতএব আল্লাহ্ তা'আলা যালিম মুশরিকদের সাব্যস্ত করা শিরক হইতে উর্ধ্বে।

(৯৩) قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ

(৯৪) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(৯৫) وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ

(৯৬) اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

(৯৭) وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ

(৯৮) وَأَعُوذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৯৩) বল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইতেছে, তুমি যদি তাহা আমাকে দেখাইতে চাও। (৯৪) তবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না। (৯৫) আমি তাহাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি আমি তাহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের মুকাবিলা কর যাহা উত্তম তাহা দ্বারা; উহারা যাহা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (৯৭) বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের প্ররোচনা হইতে। (৯৮) হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাহাদিগের উপস্থিতি হইতে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বিপদকালে এই দু'আ করিবার জন্য নির্দেশ দিতেছেন,

رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُوْنَ

হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনি ঐ সকল যালিম মুশরিকদিগকে শাস্তি দান করেন এবং আমি তখন উপস্থিত থাকি তবে আমাকে সেই শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না। যেমন ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী (র) উহা বিশুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,

وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ .

হে আমার আল্লাহ্ ! আপনি যখন কোন কাওমের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন তখন আমাকে শাস্তি মুক্তাবস্থায়ই মৃত্যুদান করুন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ

ঐসকল কাফির মুশরিকদের প্রতি যেই সকল বিপদ ও শাস্তি অবতীর্ণ করিব আমি ইচ্ছা করিলে উহা আপনাকে দেখাইতে পারি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় করিবার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাহা হইলে মানুষের দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে সদ্ব্যবহার অসদাচারণের পরিবর্তে সদাচারণ। এই পদ্ধতিতেই তাহাদের শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

ইরশাদ হইতেছে ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ .

মন্দ ও অসদ্ব্যবহারকে আপনি উত্তম পন্থায় প্রতিরোধ করুন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ وَّمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا .

হে রাসূল! আপনি উত্তম পদ্ধতিতে প্রতিরোধ করুন, তখন আপনি দেখিতে পাইবেন, যে আপনারও যাহার মাঝে শত্রুতা বিদ্যমান সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যাহারা মানুষের কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে কেবল তাহারাই এই মর্যাদা লাভ করে। (সূরা হা-মীম-আস-সাজ্দা ঃ ৩৪-৩৫)

وَّمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ .

আর ইহা কেবল তাহারই ভাগ্যে ঘটে যে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী।

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ .

আর হে রাসূল! আপনি বলুন। আমি শয়তানদিগের প্ররোচনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের প্ররোচনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হুকুম করিয়াছেন। কারণ, শয়তান এতই ধূর্ত যে, তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার তদ্বীরও কৌশল কার্যকরী হয় না। আর ভাল কাজের জন্য অনুগতও হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শয়তান হইতে আশ্রয়ের জন্য এই দু'আ করিতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে, উহার প্ররোচনা হইতে উহার ফুৎকার হইতে এবং উহার যাদু হইতে যিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু জানেন সেই আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ

আর শয়তান আমার কোন কাজে উপস্থিত থাকুক, ইহা হইতেও হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

যেহেতু শয়তান মানুষের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সকল কাজে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিবার জন্য এবং পানাহার, স্ত্রী মিলন ও অন্যান্য কাজেও শয়তানকে বিতাড়িত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আও করিতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ .

হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট অতি বার্ধক্য হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং বিধ্বস্ত হইয়া ও ডুবিয়া মরণ হইতে এবং মৃত্যুকালে শয়তানের প্ররোচনা হইতেও আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....... আমর ইবন শু'আইব (র) তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কয়েকটি কলেমা শিক্ষা দিয়াছেন যাহা ভয়ভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিদ্রাকালে বলিতেন :

بِاسْمِ اللّٰهِ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ .

আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁহার ক্রোধ ও তাঁহার শাস্তি হইতে তাঁহার বান্দাদের অকল্যাণ হইতে শয়তানদের প্ররোচনাসমূহ এবং আমার নিকট উহাদের উপস্থিতি হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) স্বীয় বালিগ সন্তানদিগকে এই দু'আ নিদ্রাকালে পাঠ করিবার জন্য এই দু'আ শিক্ষা দিতেন। আর যে ছোট সন্তান যাহারা দু'আ শিক্ষা করিতে সক্ষম নহে তাহাদের জন্য উহা লিখিয়া গলায় লটকাইয়া দিতেন। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

(৯৯) حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ
(১০০) لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ .

অনুবাদ : (৯৯) যখন উহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, (১০০) যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা পূর্বে করি নাই না ইহা হইবার নয়। ইহা তো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে বারযাখ থাকিতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

তাফসীর :- মৃত্যুকালে কাফিরদের এবং আল্লাহ্র নির্দেশের বেলায় সীমালংঘন কারীদের যেই দুরাবস্থা হইবে এবং তখন তাহারা আল্লাহ্র দরবারে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করিবার জন্য যেই দরখাস্ত করিবে যেন তাহারা তাহাদের ভুলত্রুটি সংশোধন করিতে পারে এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে উহার যেই জওয়াব দান করা হইবে উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে :

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ

হে আল্লাহ্! আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরাইয়া দিন। আল্লাহ্ বলেন, কখনও এইরূপ হইবে না।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

وَأَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আর আমি তোমাদিগকে যেই রিযিক দান করিয়াছি উহা হইতে তোমাদের মৃত্যুর আসিবার পূর্বেই ব্যয় কর- আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মুনাফিকূন : ১০-১১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُوْنُوْا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ .

আর মানুষকে সেই দিনের ভীতি প্রদর্শন করুন যেই দিন তাহাদের নিকট শাস্তি আসিবে। তখন সীমা লংঘনকারীরা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব। তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদিগের পতন নাই? (সূরা ইব্রাহীম : ৪৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ .

যেই দিন শাস্তি সমাগত হইবে সেই দিন পূর্বে যাহারা তাহাকে ভুলিয়া ছিল, তাহারা বলিবে আমাদের নিকট সত্যসহ আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আসিয়াছিলেন, আজ কি আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করিতে পারে কিংবা পুনরায় আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হইবে তখন আমরা পূর্বের মন্দ কাজ ত্যাগ করিয়া ভাল কাজ করিতাম। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ .

আর হে রাসূল! যদি আপনি ঐ অবস্থা দেখিতেন যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতি পালকের সমীপে মাথা অবনত হইয়া থাকিবে আর বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের তো এখন চক্ষু কর্ণ খুলিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করুন। আমরা ভাল কাজ করিব। আমরা এখন পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি। (সূরা সাজদা ঃ ১২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .

হে রাসূল! যদি আপনি সেই অবস্থা দেখিতেন, যখন তাহাদিগকে (কাফিরদিগকে) দোযখের মধ্যে উপস্থিত করা হইবে। এবং তাহারা আফসোস করিয়া বলিবে, হায় যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইত! হায়! যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করিতাম। আর তাহারা অবশ্যই মিথ্যা আরোপকারী। (সূরা আন'আম ঃ ২৭-২৮)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ

আর হে রাসূল! যদি আপনি সেই অবস্থা দেখিতেন, যখন যালিমরা আযাব দেখিয়া বলিবে, পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের কি কোন উপায় আছে? (সূরা শূরা ঃ ৪৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ .

তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দুইবার করিয়া আমাদিগকে মৃত্যু দিয়াছেন এবং দুইবার আমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াছি। অতএব পৃথিবীতে পুনরায় যাইবার কি কোন উপায় আছে? (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ مَنْ تَذَكَّرَ فِيهِ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ .

আর সেই সকল কাফিররা দোযখের মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করুন, আমরা যেই সকল সকল খারাপ করিয়া উত্তম কাজ করিব। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে এতটুকু বয়স দান করিয়া ছিলাম না, যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। আর তোমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূল আসিয়াছিলেন। অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করিতে থাক। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহার উল্লেখ হইয়াছে যে, কাফিররা তাহাদের মৃত্যুকালে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিবে। অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবার পর সৎকাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্ নিকট পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। কিন্তু তাহাদের ঐসকল দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। ইরাশাদ হইয়াছে ঃ

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .

তাহাদের ঐসকল দরখাস্ত কখনও গ্রহণ করা হইবে না। ইহা তো একটি বাজে কথা যাহা তাহারা বলিতে থাকিবে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, "ইহা এমনি একটি কথা যাহা বাধ্য হইয়াই তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইবে।" অবশ্য

ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের ঐ দরখাস্ত এই জন্য গ্রহণ করা হইবে না, যেহেতু উহা গ্রহণ করা হইলেও উহার প্রতি আমল হইবে না। তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হইলেও তাহারা সৎকাজ করিবে না এবং তাহাদের এই ওয়াদাও মিথ্যা প্রমাণিত হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ،

যদি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবুও তাহারা পুনরায় নিষিদ্ধ কাজ করিবে এবং তাহারা তাহাদের কথায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইবে। (সূরা আন'আম ঃ ২৮)

কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহর কসম, কোন কাফির তাহার পরিবার পরিজন ও গোত্রীয় লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার আকাঙক্ষা করিবে না, ধন, সম্পদ সঞ্চয় করিবার এবং কাম চরিতার্থ করিবার আকাঙক্ষাও করিবে না বরং তাহারা আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশেরই আকাঙক্ষা করিবে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) বলেন, কাফিররা যখন তাহাদের মৃত্যুকালে

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ

বলিবে আল্লাহ্ বলিবেন ঃ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا গাফারাহ-এর আযাদকৃত গোলাম উমর ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, কাফির যখন তাহার মৃত্যুকালে ভাল কাজ করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিবার দরখাস্ত করিবে তখন আল্লাহ্ বলিবেন, كَلَّا كَذَبْتَ কখনও এমন হইবে না, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আলা ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, তুমি মনে কর, আমার মৃত্যু আসিয়াছে এবং আমি আল্লাহর দরবারে কিছু ভাল কাজ করিবার জন্য আবেদন করিলাম যে, আমাকে কিছু দিনের অবকাশ দান করা হউক, অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে কিছু দিনের অবকাশ দান করিয়াছেন। অতএব পূর্ণ সচেতন হইয়া ভাল কাজ করা উচিৎ। কাতাদাহ (র) বলেন, মৃত্যুকালে কাফির যেই আকাঙক্ষা করিবে, তোমরা উহাকে স্মরণ রাখ এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ কর। আর আল্লাহর তাওফীক ব্যতিত আর কোন শক্তি নাই, যাহার মাধ্যমে কেহ ভাল কাজ করিতে সক্ষম হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কাফিরকে যখন তাহার কবরে রাখা হইবে এবং সে তাহার দোযখের বাসস্থান দেখিতে পাইবে, তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি

তাওবা করিতেছি আমাকে আপনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন, আমি সৎকাজ করিব : তখন তাহাকে বলা হইবে তোমাকে যেই বয়স দেওয়া হইয়াছিল উহা শেষ হইয়াছে। অতঃপর তাহার কবর তাহার প্রতি সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। এবং সাপ, বিচ্ছু এবং অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে। ইবন আবূ হাতিম (র) আলো বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, গুনাহগার কবর বাসীদের প্রতি বড়ই অকল্যাণ, কবরে তাহাদের নিকট বড়বড় কালো সাপ প্রবেশ করিবে ; একটি তাহার মাথার কাছে একটি তাহার পায়ের নিকট হইবে এবং তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে ইহাই তাহার বরযাখী শাস্তি। যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ তা'আলা وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ এর মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ সালিহ (র) বলেন, وَرَآئِهِمْ এর অর্থ, তাহাদের সম্মুখে। মুজাহিদ বলেন, اَلْبَرْزَخُ অর্থ, দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে অবস্থিত এক অন্তরাল। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন 'বারযাখ' হইল, দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে এমন একটি অন্তরাল যেখানে মানুষ দুনিয়াবাসীদের সহিত থাকিয়া পানাহারও করিবে না আর আখিরাতের অধিবাসীও হইবে না। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের আমলের বিনিময়ও দান করা হইবে না। আবূ সাখর (র) বলেন, বারযাখ হইল, কবরসমূহ। তাহারা দুনিয়ায় ও অবস্থান করিবে না আর আখিরাতেও না। কিয়ামত পর্যন্ত এমনি একটি অবস্থায় তাহারা অবস্থান করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ দ্বারা আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন কাফিরদিগকে ধমক দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ তাঁহাদের সম্মুখে জাহান্নাম রহিয়াছে। وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ عَذَابٌ غَلِيْظٌ তাহাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে দ্বারা ধমক দিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ। কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদিগকে তাহাদের কবরেই শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ فَلَا يَزَالُ مُعَذَّبًا فِيْهَا কাফিরকে তথায় সর্বদা শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে।

(১০১) فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ

(১০২) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(١٠٣) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

(١٠٤) تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (১০১) এবং যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেই দিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না, (১০২) এবং যাহাদিগের পাল্লা ভারী হইবে তাহরাই হইবে সফলকাম। (১০৩) এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে। (১০৪) অগ্নি উহাদিগের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহারা তথায় থাকিবে বীভৎস চেহারায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ যখন কিয়ামতের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং সমস্ত লোক কবর হইতে উঠিবে فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ সেই দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনই উপকার করিবে না। কোন সন্তানের জনক তাহার সন্তানের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিবে না, আর তাহার প্রতি ঝুঁকিবেও না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُبَصَّرُوْنَهُمْ কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অন্য কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসাও করিবে না। অথচ, একে অন্যকে দেখিবে। (সূরা মা'আরিজ ঃ ১০-১১) যদি তাহার কাঁধে গোনাহের বোঝা থাকে এবং সে যদি পৃথিবীর একজন মহা সম্মানিত ব্যক্তিও হয় তবুও তাহার কাঁধের বিন্দু পরিমাণ বোঝা হালকা করিতে চেষ্টা করিবে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ

যেই দিন মানুষ তাহার ভাই, তাহার আম্মা, তাহার আব্বা ও স্ত্রী এবং পুত্র হইতেও পলায়ন করিবে। (সূরা আবাসা ঃ ২৪-২৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোক একত্রিত করিবেন। অতঃপর একজন ঘোষণা করিবে, যাহার প্রতি কোন যুলুম করা হইয়াছে সে যেন উপস্থিত হয় এবং তাহার হক গ্রহণ করে। তখন এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক মানুষই সন্তুষ্ট হইবে, যদিও তাহার কোন হক তাহার আব্বা কিংবা সন্তান কিংবা স্ত্রীর উপর প্রাপ্য হউক না কেন।

পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ

এর মধ্যে আল্লাহ্ এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, বনী হাশেমের আযাদকৃত গোলাম আবূ সাঈদ (র) মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِّنِّىْ يَقْبِضُنِىْ مَا يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُنِىْ مَا يَبْسُطُهَا وَاِنَّ الْاَنْسَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا نَسَبِىْ وَسَبَبِىْ وَصِهْرِىْ ٠

ফাতিমা আমার একটি অংশ, যেই বিষয়ে তাঁহার কষ্ট হয় আমারও উহাতে কষ্ট হয় এবং যেই বিষয়ে তাঁহার আনন্দ হয় আমারও উহাতে আনন্দ হয়। কিয়ামত দিবসে আত্মীয়তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার বংশীয় সম্পর্ক আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও আমার সহিত আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ (র) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أن فاطمة بضعة منى يريبنى ما يريبها ويؤذينى ما أذاها

ফাতিমা (র) আমার শরীরেরই একটি অংশ যাহাতে সে অসন্তুষ্ট হয় এবং যাহাতে তাহার কষ্ট হয় উহাতে আমার কষ্ট হয় এবং উহাতে আমিও অসন্তুষ্ট হই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, ঐ সকল লোকের হইল কি যাহারা এই কথা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়তা তাঁহার কাওমকে কোন উপকার করিবে না। অবশ্যই উপকার করিবে। আল্লাহর কসম! আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ইহকালে ও পরকালে মিলিত হইয়া আছে। হে লোকসকল! তোমরা যখন কিয়ামতে উপস্থিত হইবে, তখন আমি তোমাদের জন্য সম্বল হইব। তখন এক ব্যক্তি বলিবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুকের পুত্র অমুক। তখন আমি বলিব, হাঁ তোমার বংশ তো আমি চিনিতে পারিয়াছি। তবে তোমরা আমার পরে বিদ'আত সৃষ্টি করিয়াছ এবং ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়াছ।

মুসনাদে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত। হযরত উমর (রা) যখন হযরত উম্মে কুলসূম বিনতে আলীকে বিবাহ করিলেন তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! এই বিবাহের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আত্মীয়তার

সম্পর্ক স্থাপন করা ব্যতিত তার কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি। কিয়ামত দিবসে আত্মীয়তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। তাবরানী, বাযযার, হায়সাম ইবন কুলাইব বায়হাকী ও হাফিয জিয়া (র) তাঁহার 'মুখতারা' নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে ইহাও বর্ণিত হযরত উমর (রা) হযরত উম্মে কুলসুমের সম্মানে তাঁহাকে চল্লিশ হাজার মহর প্রদান করিয়াছেন। হযরত যয়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বামী আবুল আস ইবন রবীর জীবনী আলোচনায় হাফিয ইবন আসাকির (র) আবুল কাসিম বাগাভী (র)-এর সূত্রে আলী ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبي وصهري

কিয়ামত দিবসে সকল বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক হইতে কেহ বিচ্ছিন্ন হইবে না এবং আম্মার ইবন সাইফ (র)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমার উম্মাতের যাহার সহিত আমার বৈবাহিক সম্পর্ক হইবে অনুরূপভাবে আমার সহিত আমার উম্মাতের যাহার বৈবাহিক সম্পর্ক হইবে সে যে আমার সহিত বেহেশতে অবস্থান করে। আমার প্রতিপালকের সহিত এই দরখাস্ত করিলে তিনি আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

যাহার ভাল কাজ তাহার মন্দ কাজ অপেক্ষা অধিক হইবে যদিও এই আধিক্য তাহার একটি ভাল কাজের মাধ্যমেই হউক না কেন فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তাহারাই সফলকাম। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অর্থাৎ তাহারাই দোযখ হইতে রক্ষা পাইবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) আরো বলেন তাহারাই তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ করিবে এবং যাহা হইতে তাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহা হইতে রক্ষা পাইবে। وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ আর যাহার মন্দকাজ তাহার ভালকাজ অপেক্ষা অধিক হইবে। فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ তাহারা বঞ্চিত হইবে, ধ্বংস হইবে ও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

হাফিয আবু বকর বাযযার (র) বলেন ইসমাইল ইবন আবুল হারিস (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ আমলের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজন ফিরিশ্তা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে একএকজন মানুষ আনিয়া উহার দুই পাল্লার মাঝে

দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হইবে। অতঃপর যদি তাহার নেকীর ওযন ভারী হয় তবে উক্ত ফিরিশ্তা সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে বলিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিবে যে সকল মানুষ উহা শুনিতে পারিবে। ফিরিশ্তা ইহাও বলিবে যে সে আর কখনও হতভাগ্য হইবে না। আর যদি তাহার নেকীর আমল হাল্কা হয় তবে অমুক হতভাগ্য হইয়াছে সে আর কখনও সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে না। বলিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিবে যাহা সকল মাখলুক শুনিতে পাইবে। তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল। কেননা দাঊদ মুহাব্বর নামক রাবী ও তাহার বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য।

فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ তাহারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে। কোনদিন তাহারা জাহান্নাম ত্যাগ করিতে পারিবে না। تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহকে ঝলসাইয়া দিবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ .

যদি কাফিররা সেই সময়ের অবস্থা জানিত, যখন তাহারা তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে ও পৃষ্ঠদেশ হইতে আগুন ঠেকাইতে সক্ষম হইবে না। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৯)

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ যখন জাহান্নামে উহার অধিবাসীদিগকে দাখিল করা হইবে, তখন উহার অগ্নিশিখাসমূহ তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে এবং তাহাদিগকে ঝলসাই দিবে ফলে তাহাদের শরীরের গোশ্ত তাহাদের পায়ের গোড়ালীর উপর ঝরিয়া পড়িবে।

ইবন মারদূওয়াহ (র) বলেন, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... হযরত আবুদ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ-এর তাফসীর প্রসংগে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে এমনিভাবে ঝলসাইয়া দিবে যে, তাহাদের শরীরের গোশ্ত তাহাদের পায়ের গোড়ালীতে ঝড়িয়া পড়িবে।

وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ আলী ইবন আবূ তালহা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'তাহাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হইবে'।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইবন ইসহাক (র) ... ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ এর অর্থ করিয়াছেন, আগুন তাহাকে জ্বালাইয়া দিবে। অতঃপর তাহার উপরের ঠোঁট তাহার মাথার মধ্যভাগ পর্যন্ত গিয়া ঠেকিবে। আর তাহার নিচের ঠোঁটটি ঢিলা হইয়া তাহার নাভী পর্যন্ত গিয়া ঠেকিবে। ইমাম তিরমিযী (র) ... ... আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে 'হাসান গারীব' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :

(١٠٥) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

(١٠٦) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ

(١٠٧) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۔

অনুবাদ ঃ (১০৫) তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ কি আবৃত্তি করা হইত না? অথচ তোমরা সেই সকল অস্বীকার করিতে (১০৬) উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক। দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় (১০৭) হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমি যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘন কারী হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখবাসীদিগকে ধমক দিয়াছেন। যেহেতু তাহারা কুফর ও নানা প্রকার গুনাহ্ এবং হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছিল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

আমার আয়াতসমূহকে তোমাদের নিকট পাঠ করা হইত না, অতঃপর তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি এবং তোমাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত করিয়াছি। অতএব তোমাদের কোন প্রকার উযর আপত্তি অবশিষ্ট ছিল না।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ الرُّسُلِ

যেন রাসূলগণকে প্রেরণ করিবার পর আল্লাহর উপর মানুষের কোন ওযর আপত্তি না থাকে। (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

আমি কাহাকে শাস্তি প্রদান করি না যাবৎ না তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ... فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۔

যখনই দোযখে কাফিরদের নিক্ষেপ করা হইবে তাহাদিগকে উহার প্রহরী জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কোন রাসূল আগমণ করেন নাই? ... ... দোযখবাসীদের জন্য বড়ই অভিশাপ তখন কাফিররা বলিবে।

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হইয়াছে এবং আমরা গুমরাহ্ কাওম ছিলাম। অর্থাৎ আমাদের নিকট নবী-রাসূল আগমণ করিয়াছিলেন এবং সত্যের দলীল প্রমাণ কায়েম হইয়াছিল। কিন্তু আমরা উহা অনুসরণ বঞ্চিত হইয়াছি। অতঃপর আমরা গুমরাহ্ হইয়াছি।

অতঃপর তাহারা আরো বলিবে ঃ

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে এই দোযখ হইতে বাহির করুন এবং পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, ইহার পর যদি আমরা পুনরায় অসৎ কাজ করি তবে আমরা বাস্তবিক যালিম প্রমাণিত হইব এবং মাথা পাতিয়া শাস্তি গ্রহণ করিব।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۔

আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। অতএব পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়া যাইবার কি কোন উপায় আছে? হুকুম তো সেই মহান আল্লাহর যিনি মহান ও বড়। অর্থাৎ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আর কোন উপায় নাই। তোমরা তো তথায় আল্লাহর সহিত শরীক করিয়াছ অথচ, মু'মিনগণ কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করিত।

(١٠٨) قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

(١٠٩) اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

(١١٠) فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ

(١١١) اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (১০৮) আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা হীন অবস্থায় এইখানেই থাক এবং আমার সহিত কোন কথা বলিও না। (১০৯) আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল যাহারা বলিত, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে যে, উহারা তোমাদিগকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল। তোমরা তো তাহাদিগকে লইয়া হাঁসি ঠাট্টাই করিতে। (১১১) আজ আমি তাহাদিগকে তাহাদিগের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করিলাম যে, তাহারাই হইল সফলকাম।

তাফসীর ঃ কাফিররা যখন দোযখ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিবার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিবে তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে যেই জওয়াব দিবেন উল্লেখিত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলিবেন اِخْسَئُوْا فِيْهَا তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় এই দোযখে অবস্থান কর وَلَا تُكَلِّمُوْنِ আর আমার সহিত কথা বলিও না। তোমরা পুনরায় আর এই দরখাস্ত পেশ করিবে না। তোমাদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ-এর তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আল্লাহর সহিত কাফিরদের কথোপকথন যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন তিনি এই কথা বলিয়াই শেষ করিবেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহান্নামীরা উহার প্রহরীকে ডাকিতে থাকিবে, কিন্তু সে চল্লিশ বৎকাল পর্যন্ত উহার কোন উত্তর দিবে না। অবশেষে সে বলিবে, তোমরা চিরকাল

ইহার মধ্যে অবস্থান করিবে। আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (র) বলেন, দোযখের প্রহরী ও আল্লাহর দরবারে তাহাদের এই আবেদন-নিবেদন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। অতঃপর তাহারা সরাসরি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিবে।

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ٠

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হইয়াছে আমরা তো দুনিয়ায় ছিলামই গুমরাহ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করুন। যদি আমরা পুনরায় অন্যায় কাজ করি তবে অবশ্য আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব। তাহাদের এই ফরিয়াদের উত্তর ও পার্থিব জীবনের দ্বিগুণ সময় কাল পর্যন্ত দেওয়া হইবে না। অবশেষে বলা হইবে ঃ اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (র) বলেন, আল্লাহর কসম! ইহার পর তাহারা সম্পূর্ণ নিরাস হইয়া যাইবে এবং একটি কথাও উচ্চারণ করিবে না। অতঃপর জাহান্নামের মধ্যে তাহাদের কেবল গাধার ন্যায় চিৎকার ও শোরগোল করিতে থাকিবে। তাহাদের চিৎকারকে গাধার চিৎকারের সহিত উপামিত করা হইয়াছে। গাধার প্রথম চিৎকারকে 'زَفِيْر' বলা হয় এবং শেষ চিৎকারকে বলায় 'شَهِيْق'

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবন সিনান (র) ... ... আবূ যা'রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ যখন এই ইচ্ছা করিলেন যে, তিনি আর কোন জাহান্নামীকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিবেন না, তখন তাহাদের মুখমণ্ডল ও রঙ বিকৃত করিয়া দিবেন। তখন কোন মু'মিন সাপারিশ করিতে আসিলে আল্লাহ্ বলিবেন, তুমি যাহাকে চিনিতে পার তাহাকে জাহান্নাম হইতে বাহির কর। অতঃপর সে আসিয়া কাহাকেও চিনিতে পারিবে না; কিন্তু এক ব্যক্তি বলিবে, আমি তো অমুকের পুত্র অমুক। তখন তাহাকে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। এই পরিস্থিতিতে কাফিররা বলিবে ঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ٠

তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই কথা বলিবেন, তখন তাহাদের উপর দোযখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহাদের কেহই আর বাহির হইতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণের সহিত তাহারা যেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত উহা স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا .

আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যাহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন ; কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলে। حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي এমনকি তাহাদের প্রতি শত্রুতাও ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমার স্মরণকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ আর তোমরা তাহাদের ইবাদত ও কার্যকলাপে হাসি তামাসা করিতে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ .

যাহারা অপরাধি তাহারা মু'মিনদের প্রতি হাসি তামাশা করিত আর তাহারা তাহাদের প্রতি টিপ্পনি কাটিত। (সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ২৯-৩০) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণকে যেই পুরস্কার দিবেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ .

তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপর মু'মিনগণ যেই ধৈর্যধারণ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে উহার পুরস্কার দান করিব এবং তাহারাই সফলকাম হইবে অর্থাৎ তাহারাই বেহেশতের অধিকারী হইবে এবং দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া অধিক শান্তি লাভ করিবে।

(١١٢) قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ

(١١٣) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّينَ

(١١٤) قٰلَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(١١٥) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

(١١٦) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

অনুবাদ ঃ (১১২) আল্লাহই বলিবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে? (১১৩) উহারা বলিবে, আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম দিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। (১১৪) তিনি বলিবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে, যদি তোমরা জানিতে (১১৫) তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়া এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না? (১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই; সমুন্নত আরশের তিনি অধিকারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে কাফিরদিগকে সতর্ক করিয়া বলেন, তাহারা যদি তাহাদের পার্থিব জীবনে সঠিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিত এবং ধৈর্য-ধারণ করিত, তবে তাহারাও আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দাগণের মত পরকালের অনন্ত জীবনে সফলকাম হইত। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ তোমরা বছরের গণনা হিসাবে দুনিয়ায় কতকাল অবস্থান করিয়াছিলে? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ তাহারা বলিবে, আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময় পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলাম فَسْئَلِ الْعَادِّينَ অতএব আপনি গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। قَالَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তোমরা অতি অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে। لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ যদি তোমরা এই বাস্তব সত্য বুঝিতে তবে অস্থায়ী জীবনকে স্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দান করিতে না আর স্বীয় জীবনের উপর এইরূপ অনাচারণ করিয়া আল্লাহর ক্রোধানলে পতিত হইতে না। যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদতের উপর ধৈর্যধারণ করিতে তবে তোমরাও মু'মিনদের মত সফলকাম হইতে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... আউফ ইবন আবদুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি খুত্বা দান কালে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন বেহেশতবাসীগণকে বেহেশতে দাখিল করিবেন এবং দোযখবাসীদিগকে দোযখে, তখন তিনি বেহেশতবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কত কাল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে। তাহারা বলিবে, এক দিন কিংবা একদিনের চাইতেও কম ; তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ একদিন কিংবা একদিনের চাইতে কম সময়ের মধ্যে তোমাদের ব্যবসা কতই না উত্তম হইয়াছে! এত অল্প সময়ের ব্যবসায় আমার

রহমত চির শান্তি নিকেতন বেহেশত লাভ করিয়াছে। তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিতে থাক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা দোযখবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কতকাল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে? তাহারা বলিবে, আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তোমাদের ব্যবসা বড়ই খারাপ ব্যবসা হইয়াছে, যাহা এত অল্পসময়ে করিয়াছ। তোমাদের ব্যবসা আমার দোযখ ও আমার অসন্তুষ্টি লাভ করিয়াছ। তোমরাও চিরকাল ইহার মধ্যে অবস্থান কর।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

তবে কি তোমরা ধারণা করিয়াছ যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি; তোমাদের সৃষ্টি করায় কোনই উদ্দেশ্য নিহিত নাই? কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে খেল তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা তেমনি খেলিবে, কুদিবে যেমন, অন্যান্য জীবজন্তু খেলিয়া কুদিয়া থাকে। আর তোমাদের কর্মকাণ্ডের কোন পুরস্কার কিংবা শাস্তি হইবে না। বস্তুত তোমাদিগকে তো আমি ইবাদত ও আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

আর তোমরা কি ইহাও ধারণা করিয়াছ যে, পরকালে তোমাদিগকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে না? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

মানুষ কি এই ধারণা করে যে তাহাকে কোন হিসাব ব্যতিত ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

কোন বস্তুকে অনর্থক সৃষ্টি করা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র। ইহা হইতে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনিই মহান আরশের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে 'আরশ'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ 'আরশ' হইল সারা মাখলূকাতের জন্য ছাদস্বরূপ। এবং 'كَرِيمٍ' দ্বারা উহাকে গুণান্বিত করিয়াছেন। 'كَرِيمٍ' অর্থ, সৌন্দর্যময়।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

আর আমি উহার মধ্যে সর্বপ্রকার সৌন্দর্যময় জোড়াজোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা শু'আরা ঃ ৭)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র)........... সাঈদ ইব্ন আস (র)-এর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আজীজ (র) সর্বশেষ খুত্বা এই ছিল, আল্লাহর প্রশংসা করিবার পর তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নাই। এবং তোমাদিগকে বে-হিসাবও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তোমাদের আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের একটি নির্দিষ্ট দিন রহিয়াছে। সেই দিনে তিনি তোমাদের বিচারের ও হিসাব-নিকাশের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইবেন। তখন সেই ব্যক্তি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রহমত হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং তাঁহার বেহেশতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তোমরা কি ইহা জান না যে, কাল কিয়ামতের দিবসে কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহর শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে যে সেই দিনকে ভয় করে এবং এই অস্থায়ী জীবনকে স্থায়ী জীবনের জন্য বিসর্জন দেয় এবং এখানের সামান্য বস্তু সেই দিনের অনন্ত নিয়ামত লাভের আশায় ব্যয় করে এবং সেই দিনের নিরাপত্তা লাভের আশায় এখানে ভীত সন্ত্রস্থ থাকে। তোমরা ইহা কি দেখিতেছ না যে, তোমরা তো সেই সকল লোকদের সন্তান যাহারা শেষ হইয়া গিয়াছে। এমনভাবে তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমাদের পরে অন্য লোক তোমাদের স্থান অধিকার করিবে, এমন কি এক সময় তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে। হে লোকসকল! তোমাদের ধারণা থাকা উচিত যে, তোমরা দিবা-রাত্রে স্বীয় মৃত্যুর নিকটবর্তী হইতেছ এবং স্বীয় কবরের দিকে অগ্রসর হইতেছ। তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ হইতেছে, তোমাদের কর্মফল তোমাদের সম্মুখীন হইতেছে। তোমাদের জীবন শেষ হইতেছে, তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে এবং একসময় যমীনের গর্তে তোমাদিগকে দাফন করা হইবে, যেখানে না কোন বিছানাপত্র থাকিবে আর কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে। তোমাদের হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে, তোমাদের কর্মফল তোমাদের সামনে উপস্থিত হইবে, আর যাহা কিছু দুনিয়ায় ছাড়িয়া যাইবে অন্যলোক উহার মালিক হইবে। যেই লোক ভাল কাজ করিবে উহারাই ফল ভোগ করিবে। আর যেই লোক মন্দকাজ করিবে উহারও ফল ভোগ করিবে। আর যেই লোক মন্দকাজ করিবে উহারও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! মৃত্যু ঘনাইবার পূর্বেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এই কথা বলিয়া উমর ইব্ন আবদুল আজিজ (র) নিজের আঁচল দ্বারা চেহারা মুছিলেন। তিনি নিজে কাঁদিলেন এবং সম্মুখস্থ অন্যকেও কাঁদাইলেন।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন (র) ... ... ইয়াহইয়া ইব্‌ন নাসীর খাওলানী (র) বর্ণিত যে একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট দিয়া জিনে আক্রান্ত এক ব্যক্তির অতিক্রম হইল। তিনি তাহার কানে

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ .

শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন, ফলে সে সুস্থ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই খবর দিলেন, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহার কানে কি পড়িয়াছিলে? তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন তাহা বলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُوقِنًا قَرَأَهَا عَلَى جَبَلٍ لَزَالَ .

সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার জীবন, যদি কোন ব্যক্তি দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া কোন পাহাড়ের উপর ইহা পড়ে তবে পাহাড়ও উহার স্থান হইতে সরিয়া যাইবে। আবূ নু'আইম (র) খালিদ ইব্‌ন মিযার (র) ... ... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হারিস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে একটি অভিযানে সেনাদলের সহিত প্রেরণ করিলেন এবং সকাল সন্ধ্যায় এই আয়াত পাঠ করিতে নির্দেশ দিলেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ .

রাবী বলেন, আমরা এই আয়াত পাঠ করতে থাকিলাম, ফলে গনীমাতের মাল লাভ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ওহাব আল-আল্লাফ ওয়াসিতী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মাত যদি নিম্নের এই দু'আ পাঠ করে তবে নৌকা ডুবি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ .

(১১৭) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

(১১৮) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

অনুবাদ ঃ (১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ডাকে অন্য ইলাহকে এ বিষয়ে তাহার নিকট কোন সনদ নাই। তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই কাফিরগণ সফলকাম হইবে না। (১১৮) বল, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে সেই সকল লোককে ধমক দিয়াছেন যাহারা আল্লাহর সহিত অন্য মা'বূদকে উপাসনা করে। অথচ, ইহার জন্য তাহার নিকট এমন দলীল প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ .

যেই ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অন্য মা'বূদকে উপাসনা করে অথচ তাহার নিকট ইহার জন্য কোন দলীল প্রমাণ নাই। فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ অতএব অবশ্যই তাহার হিসাব নিকাশ হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহার হিসাব লইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ কিয়ামত দিবসে ঐ সকল কাফিররা সফল হইবে না। তাহারা শাস্তি হইতে কখনো মুক্তি পাইবে না।

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, مَا تَعْبُدُ তুমি কাহার ইবাদত কর? সে বলিল, আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং অমুকের ও অমুকের উপাসনা করি। এইভাবে কয়েকটি প্রতিমার নাম উল্লেখ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি যখন বিপদগ্রস্থ হও তখন কাহাকে ডাকিলে বিপদ মুক্ত হও? সে বলিল, আল্লাহ্-ই বিপদ হইতে মুক্তি দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার যখন কোন বস্তুর প্রয়োজন হয়, তখন কাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তোমাকে তা দান করে। সে বলিল, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবে কেন তুমি তাঁহার সহিত অন্যকে উপাসনা কর? তুমি কি ধারণা কর যে, তিনি একা তোমার জন্য যথেষ্ট নহেন? সে বলিল, ঐ সকল প্রতিমার উপাসনা করিয়া আমি আল্লাহর শুকর করিতেই ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এক দিকে অনেক কিছুই জান, আবার দেখি কিছুই জান না। অতঃপর সে নীরব হইয়া গেল। লোকটি যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন সে বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নীরব করিয়া দিয়াছিলেন। হাদীসটি এই সূত্রে মুরসাল। ইমাম তিরমিযী (র) তাঁহার জামে গ্রন্থে ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (র) ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে এই দু'আ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। الغفر। শব্দের অর্থ গুনাহ মোচন করা এবং মানব চক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখা। আর الرَّحمٰن। অর্থ সঠিক পথে পরিচালিত করা, কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে নেক আমল করার তাওফীক দান করা।

আলহামদু লিল্লাহ সূরা মু'মিনূন-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল।

সপ্তম খণ্ড এখানেই সমাপ্ত

ইফা-২০১১-২০১২-প্র/১৭(রা)-৫,২৫০